# বিল্‌স প্রেস ক্লিপিংস

বর্ষ-২৮ সংখ্যা-১১ নভেম্বর - ২০২৫

Agricultural workers sun-drying paddy at the Hatchery intersection in Khulna's Dumuria upazila. Men and women from nearby areas work here daily during the Aman harvest, earning Tk 5 per maund plus 300 grams each of rice and khud for parboiling, drying and breaking paddy. A team of 12 to 14 workers can process about 200 maunds in three to four days. The photo was taken on Friday. PHOTO: HABIBUR RAHMAN

BILS

## বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স

বাড়ি-৮/এ/ক (পঞ্চম তলা) রাজ্জাক ভিলা, রোড-১৩(নতুন) 'ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯

ই-মেইল: bils@citech.net, www.bilsbd.org

| সূচী | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| শোভন কাজ | ০৩ - ৫৯ |
| শ্রম বাজার | ৬০ - ৭৪ |
| কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা | ৭৫ - ৯৩ |
| কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন | ৯৪ - ১০৫ |
| আন্দোলন ও ধর্মঘট | ১০৬ - ১২১ |
| সংবাদপত্রে বিল্‌স | ১২২ -১৩৬ |

শোভন কাজ

বণিক বার্তা
রোববার, নভেম্বর ২, ২০২৫ ■ কার্তিক ১৭, ১৪৩২

## নিম্নমানের বাসস্থান, নেই স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন

# স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়ন প্রকল্পে নিয়োজিত শ্রমিকরা

টিংশৈপ্রু মংটিং ■ বান্দরবান

দেশের সব ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়নের মূল কারিগর নির্মাণ শ্রমিকরা। উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দরপত্রে নির্মাণ শ্রমিকদের বাসস্থানের জন্য রাখা হয় আলাদা বরাদ্দ। এ-সংক্রান্ত আইনও রয়েছে। যেখানে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, বাসস্থান, সুস্থ কর্মপরিবেশ, নিরাপত্তা, মজুরিসহ মানবাধিকারের মানদণ্ড নিশ্চিত করা হয়েছে। তবে তিন পার্বত্য জেলা বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়িতে এসব মানদণ্ড না মেনে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে নির্মাণ শ্রমিকদের রাখা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এতে শ্রমিকদের শ্বাসকষ্ট, ব্রঙ্কাইটিস, ত্বকের সমস্যা ও সংক্রামক রোগসহ অন্যান্য রোগের ঝুঁকি রয়েছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, তিন পার্বত্য জেলায় বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), সড়ক ও জনপথ (সওজ) বিভাগ, গণপূর্ত বিভাগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডসহ কৃষি, ক্রীড়াসহ আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠান।

বান্দরবান এলজিইডির তত্ত্বাবধানে চলমান কয়েকটি কাজের একটি রেইচা-গোয়ালিয়াখোলা সড়ক নির্মাণ। প্রায় সাড়ে সাত কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের এ সড়ক তিনটি প্যাকেজে ভাগ করে বর্ধিতকরণ করা হচ্ছে।

সরজমিনে দেখা গেছে, রেইচা থলিপাড়া এলাকায় রয়েছে একটি লেবারশেড (শ্রমিকদের থাকার বাসস্থান)। রঙ ছাড়া পুরনো-নতুন মিলে টিনের বেড়া ও চালের এ ঘরের দৈর্ঘ্য আনুমানিক ৮০ ফুট ও প্রস্থ ২৫ ফুট। ঘরটির ভেতরে শ্রমিকদের থাকার জন্য চৌকি করে দেয়া হলেও মাটির মেঝে স্যাঁতসেঁতে, নোংরা ও দুর্গন্ধ। ভেতরে ও বাইরে রাখা হয়েছে নির্মাণসামগ্রীগুলো। একটু অসতর্ক হলেই ছোট-বড় দুর্ঘটনার ঝুঁকি রয়েছে। এছাড়া শৌচাগারও অস্বাস্থ্যকর, যা জনস্বাস্থ্যে বিভিন্ন রোগের ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস সংক্রমণের জন্য হুমকি।

> উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দরপত্রে নির্মাণ শ্রমিকদের বাসস্থানের জন্য রাখা হয় আলাদা বরাদ্দ। এ-সংক্রান্ত আইনও রয়েছে। যেখানে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, বাসস্থান, সুস্থ কর্মপরিবেশ, নিরাপত্তা, মজুরিসহ মানবাধিকারের মানদণ্ড নিশ্চিত করা হয়েছে। তবে তিন পার্বত্য জেলা বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়িতে এসব মানদণ্ড না মেনে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে নির্মাণ শ্রমিকদের রাখা হচ্ছে। এতে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যঝুঁকি রয়েছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা

রাকীব নামে এক শ্রমিক *বণিক বার্তাকে* বলেন, 'শহরের বাইরে বিভিন্ন স্থানে একাধিক প্রকল্পে কাজ করেছি। কোনো কোনো জায়গার লেবারশেডে রাতে ঘুমানোর সময় ইটের ওপর বস্তা বা কাপড় রেখে বালিশ বানিয়ে ঘুমাতে হয়েছে।' আবার কোনো কোনো স্থানে সিমেন্টের বস্তার ভেতরে বালি ঢুকিয়ে বালিশ বানিয়ে ঘুমানোর অভিজ্ঞতার কথাও বলেন তিনি।

রেইচা-গোয়ালিয়া সড়কের তিনটি প্যাকেজে চলমান কাজের বিষয় নিশ্চিত করেছেন এলজিইডির বান্দরবান সদর উপজেলার উপসহকারী প্রকৌশলী মো. আমানুর রহমান আমান। প্রতিটি প্যাকেজে শ্রমিকদের বাসস্থানের জন্য ২ লাখ ৭৫ হাজার টাকা বরাদ্দ রয়েছে। কোনো ঠিকাদার যদি মানসম্মত লেবারশেড না করে, তবে সে টাকা ফেরত যাবে বলে তিনি দাবি করেন।

রাঙ্গামাটির রাজস্থলী উপজেলা পরিষদ ভবন ও বাঙ্গালহালিয়া ইউনিয়নের ডংনালা সড়ক থেকে জ্যোতিশ্বর বেদান্ত মঠ ও মিশনের আরসিসি রাস্তা নির্মাণকাজ করা শ্রমিকদের জন্যও ব্যবস্থা করা হয়েছে নিম্নমানের বাসস্থান। সড়কটি বাস্তবায়ন করছে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড। ১০-১২ লাখ টাকার এ সড়কের দরপত্র প্রাক্কলনে শ্রমিকদের বাসস্থানের জন্য কোনো বরাদ্দ রাখা হয়নি বলে জানিয়েছেন উন্নয়ন বোর্ড রাঙ্গামাটির সহকারী প্রকৌশলী ত্রয়া সরকার।

অন্যদিকে খাগড়াছড়ি সদর থেকে দীঘিনালা পর্যন্ত ১৮ কিলোমিটার সড়ক প্রশস্তকরণের কাজ চলমান রয়েছে। কাজটি বাস্তবায়ন করছে সড়ক ও জনপথ বিভাগ। সড়কটিতে কর্মরত শ্রমিকদের বাসস্থানও মানসম্মত নয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

শ্রম আইন অনুযায়ী নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থানের ব্যবস্থা শতভাগ নিশ্চিত করা যায়নি বলে স্বীকার করেছেন বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাহী প্রকৌশলী পরাক্রম চাকমা। তিনি *বণিক বার্তাকে* বলেন, 'বাসস্থানের পাশাপাশি স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিনও নিশ্চিত করা জরুরি। কিছু ঠিকাদার আছেন যারা এসব বিষয়ে উদাসীন। এসব বিষয়ে নজর দেয়া হবে।'

খাগড়াছড়ি-দীঘিনালা সড়ক প্রশস্তকরণকাজেও শ্রমিকদের বাসস্থানের জন্য বরাদ্দ নেই বলে জানিয়েছেন সড়ক ও জনপথ বিভাগ খাগড়াছড়ির নির্বাহী প্রকৌশলী মো. মাকসুদুর রহমান। তিনি *বণিক বার্তাকে* বলেন, 'সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত কর্মঘণ্টার ভিত্তিতে কাজটির প্রাক্কলন করা হয়েছে। তবে বিদেশী দাতাগোষ্ঠীর অর্থায়নে বাস্তবায়িত উন্নয়ন কার্যক্রমে শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে হাইজেনিক বাসস্থানসহ স্যানিটেশনের জন্য আলাদা বরাদ্দ থাকে।'

শ্রমিকদের বাসস্থানসহ স্যানিটেশনের জন্য বরাদ্দ না থাকলেও সব ধরনের টেন্ডারে শ্রম আইনের শর্তাবলি পালন করার বিধান রয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রকৌশলীরা। তারা বলছেন, বরাদ্দ না থাকার কারণে বিষয়টি মানবিক হলেও শ্রমিকদের বাসস্থানসহ স্যানিটেশনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার বিষয় ঠিকাদারদের ওপর ছেড়ে দিয়ে দায় সারছে সংশ্লিষ্ট অফিসগুলো। প্রকৃত বাস্তবতা হলো রাষ্ট্রের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের কারিগররা কর্মস্থলে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে গাদাগাদি করে থাকছেন।

অবশ্য প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শ্রমিকদের জন্য শ্রম আইন কার্যকর করতে সার্বক্ষণিক কাজ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর রাঙ্গামাটির অতিরিক্ত দায়িত্বে থাকা উপমহাপরিদর্শক প্রকৌশলী শরীফ আহাম্মেদ আজাদ। তিনি *বণিক বার্তাকে* বলেন, 'জনবল সংকট ও দাপ্তরিক পরিবহন না থাকায় তিন পার্বত্য জেলার শ্রমিকদের কল্যাণ, নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যসম্মত বিষয় নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। এ বাস্তবতার মধ্যেও নজরদারি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। তিন জেলার অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়মিতভাবে নজরদারি আরো বাড়ানো হবে। প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে আইনি বিষয়গুলো যাচাই করা হবে। ত্রুটি পাওয়া গেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে। শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার স্বার্থে টেন্ডারে শ্রম আইনের শর্তবলি পালন করার বিধান রাখা হয়েছে। এর পরও বরাদ্দ না থাকার বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।'

কালের কণ্ঠ মঙ্গলবার। ৪ নভেম্বর ২০২৫

# পোশাক খাতে সংকট বাড়ছেই

এম সায়েম টিপু ▷

দেশের তৈরি পোশাক ও বস্ত্র রপ্তানি খাত অনিশ্চয়তার কবলে। ব্যবসায়ীরা বলেছেন, রাজনৈতিক অস্থিরতা, ক্রেতাদের আস্থার সংকট এবং বিভ্রান্তিকর সরকারি বার্তা–সব মিলিয়ে বড় ক্রেতারা কার্যাদেশ দেওয়া থেকে সরে যাচ্ছে। কমপ্লায়েন্স বা নন-কমপ্লায়েন্স কারখানা হুট করে বন্ধ করে দেওয়া কোনো সমাধান নয়। বরং কারখানাগুলোতে পরিপালনযোগ্য ও উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা জরুরি। অন্যথায় রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে ক্রেতারা কার্যাদেশ দেবে না।

সম্প্রতি প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল ইসলাম বলেন, 'নন-কমপ্লায়েন্স কারখানা বন্ধ হওয়া খারাপ কিছু নয়।' তাঁর মতে, এটি শিল্পের সুষ্ঠু ও টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। তবে খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, এ ধরনের সিদ্ধান্ত পোশাকশিল্পে নেতিবাচক ও জটিল প্রভাব ফেলতে পারে।

এদিকে গতকাল প্রকাশিত সর্বশেষ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য থেকে রপ্তানির নেতিবাচক প্রভাব দেখা গেছে। এমনিতেই নতুন অর্থবছরের প্রথম থেকেই পণ্য রপ্তানিতে পতন চলছে। সর্বশেষ অক্টোবর মাসও সে ধারায়ই

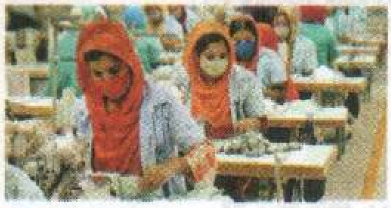

- রাজনৈতিক অস্থিরতায় ক্রেতাদের আস্থাহীনতা বাড়ছে
- কারখানা বন্ধ হচ্ছে বেশি, চাকরি হারাচ্ছেন কর্মীরা
- টানা ৩ মাস কমছে রপ্তানি, অক্টোবরে কমল ৭ শতাংশ

শেষ হলো। মাসটিতে রপ্তানি কমেছে গত বছরের একই মাসের চেয়ে ৭ শতাংশেরও বেশি। এতে দেখা যায়, রপ্তানি কম হয়েছে ৫১ কোটি ডলার, যা দেশীয় মুদ্রায় ছয় হাজার ১২০ কোটি টাকার মতো। গত বছরের অক্টোবরে রপ্তানি হয় ৪১৩ কোটি ডলারের পণ্য। গেল অক্টোবরে তা ৩৬২ কোটি ডলারে নেমে এলো। এ নিয়ে রপ্তানি কমল টানা তিন মাস।

২০১৩ সালে রানা প্লাজা ধসের পর বাংলাদেশের পোশাক কারখানাগুলো বিশ্বমানের নিরাপত্তা ও কাঠামোগত সংস্কার সম্পন্ন করে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করে; কিন্তু এখনো কিছু কারখানা সেই মানদণ্ডে পৌঁছতে পারেনি। সরকারের দায়িত্ব ছিল এই কারখানাগুলোর সংস্কার ও তদারকি জোরদার করা; কিন্তু সে ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাফল্য না দেখিয়ে এখন সরকার নন-কমপ্লায়েন্স কারখানা বন্ধের দিকেই ঝুঁকছে।

বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিজিএমইএ) তথ্য অনুযায়ী, গত এক বছরে দেশে অন্তত ২৫৮টি পোশাক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। এতে এক লাখের বেশি শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। গত মঙ্গলবার রাজধানীর বিজিএমইএ ভবনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান এ তথ্য দেন।

এ সময় বিজিএমইএ সভাপতি বলেন, 'বিগত এক বছরে ২৫৮টি কারখানা তাদের উৎপাদন বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে। অনেকে ক্ষুদ্র বা

## পোশাক খাতে সংকট বাড়ছেই

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

মাঝারি পরিসরে টিকে থাকার চেষ্টা করছে; কিন্তু ক্রমবর্ধমান ব্যয়, বিদ্যুৎসংকট, মজুরি সমন্বয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে অনিশ্চয়তার কারণে টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়েছে। তবে একই সময়ে নতুন ১৬৬টি কারখানা চালু হয়েছে। ফলে সামগ্রিকভাবে কর্মসংস্থান ও রপ্তানি সক্ষমতা উভয় ক্ষেত্রেই স্থিতিশীলতা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।'

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা আরো বলেন, কারখানা বন্ধের কারণে শুধু উৎপাদনই নয়, শ্রমিকদের জীবিকা, নিরাপত্তা ও সামাজিক স্থিতিও ঝুঁকির মুখে পড়ছে। চাকরি হারালে পরিবারগুলোর আয় কমে যাচ্ছে, অনেকে বাসা ভাড়া দিতে পারছেন না, শিশুদের শিক্ষাজীবন ব্যাহত হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, 'কার্যাদেশ কমে যাওয়া' এবং 'ক্রেতাদের আস্থাহীনতা'–এই দুটি বিষয় সবচেয়ে বড় উদ্বেগ হয়ে উঠছে।

শিল্প রপ্তানির দৃষ্টিকোণ থেকেও বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক ক্রেতারা সরবরাহ স্থিতিশীলতা ও আস্থাকে বিশেষ গুরুত্ব দেন। যদি বাংলাদেশে ধারাবাহিকভাবে কারখানা বন্ধ হতে থাকে, তাহলে অনেক ক্রেতা বিকল্প দেশ যেমন–ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া বা ইন্দোনেশিয়ার দিকে অর্ডার সরিয়ে নিতে পারেন।

শিল্প বিশ্লেষকদের মতে, নন-কমপ্লায়েন্স ইস্যুটি শুধু শাস্তিমূলক নয়, বরং এটি শিল্পনীতি, শ্রমিক সুরক্ষা, রপ্তানি সক্ষমতা ও বৈদেশিক ভাবমূর্তির সমন্বিত বিষয়। তাই সরকার ও ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর উচিত একযোগে পরিকল্পনা নিয়ে দুর্বল কারখানাগুলোকে সংস্কার ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা, যাতে শিল্পের সার্বিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকে।

জানতে চাইলে শ্রম সংস্কার কমিশনের চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'কমপ্লায়েন্স বা নন-কমপ্লায়েন্স কারখানা হুট করে বন্ধ করে দেওয়া কোনো সমাধান নয়, বরং কারখানাগুলোকে পরিপালনযোগ্য ও উপযুক্ত পরিবেশে নিয়ে আসতে হবে।'

তিনি বলেন, 'ছোট-বড় সব কারখানায় বিশাল কর্মযজ্ঞ চলে। তাই হঠাৎ বন্ধ হলে সরবরাহব্যবস্থা বড় ধরনের ঝুঁকিতে পড়ে এবং ক্রেতাদের কাছে নেতিবাচক বার্তা যায়। তবে পোশাক খাতে কিছুটা কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা গেলেও দেশের শিল্প-কারখানার বড় একটি অংশ এখনো অধরা। তাই কারখানার অবকাঠামো উন্নয়ন ছাড়া সব ক্ষেত্রে সরকার, মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে অংশীদারি বাড়াতে হবে, যা এখনো পর্যাপ্তভাবে হয়নি।'

'কারখানা বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংকও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে', উল্লেখ করে বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশন (বিটিএমএ) সভাপতি শওকত আজিজ রাসেল বলেন, 'বিজিএমইএ সভাপতি প্রধান উপদেষ্টার সাক্ষাৎও পাচ্ছেন না; তাহলে তিনি এই দায়িত্ব নিয়েছেন কেন? তাঁর মুখপাত্র উল্টাপাল্টা কথা বলেন, ফেসবুকে বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ান। অথচ আমরা প্রতিনিয়ত মরছি, কারখানা বন্ধ হচ্ছে, মানুষ চাকরি হারাচ্ছে, আর তিনি চোখ বন্ধ করে বসে আছেন।' তিনি আরো বলেন, 'আমাদের কপাল আগেই পুড়েছে, এখন কারখানা, বাড়ি, এমনকি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরও পুড়ছে। এতে দেশের ভাবমূর্তি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।'

পোশাক খাত দেশের রপ্তানি আয়ের সবচেয়ে বড় উৎস। সাম্প্রতিক এই সংকট শুধু শিল্প মালিকদের নয়, বরং সার্বিক অর্থনীতির ওপরও গুরুতর প্রভাব ফেলছে বলে মনে করছেন বিকেএমইএর সাবেক সভাপতি ফজলুল হক। তিনি কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমেরিকার বাজারে মন্দা, চাহিদা কম এবং রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার ফলে রপ্তানি কমছে। অনিশ্চয়তার মধ্যে বড় ক্রেতারা কার্যাদেশ দেবে না। এর মধ্যে প্রধান উপদেষ্টার সর্বজ্ঞানী মুখপাত্রের বিভ্রান্তিমূলক তথ্যের কারণে ক্রেতাদের কাছে নেতিবাচক বার্তা যাচ্ছে।' তাঁর প্রশ্ন হলো দেশের বড় এবং কমপ্লায়েন্স কারখানা ভিয়েলাটেক্স বন্ধ হয়েছে। এটা কিসের আলামত!

দৈনিক ইত্তেফাক

সোমবার
১৮ কার্তিক ১৪৩২, ৩ নভেম্বর ২০২৫

# সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের আহ্বান মিডিয়া ফ্রিডম কোয়ালিশনের

ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাংবাদিক ও গণমাধ্যমকর্মীদের নিরাপত্তা এবং তাদের পেশাগত মৌলিক সুরক্ষা নিশ্চিতের আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশে মিডিয়া ফ্রিডম কোয়ালিশনের কূটনৈতিক নেটওয়ার্ক। বৈশ্বিক ১১তম 'সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে অপরাধের দায়মুক্তি বিলোপ দিবস' উপলক্ষ্যে গতকাল রবিবার এক যৌথ বিবৃতিতে এ দাবি জানানো হয়।

সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন দেশের অংশীদারত্বমূলক সংগঠন মিডিয়া ফ্রিডম কোয়ালিশন। ২০১৯ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ছয় মহাদেশের ৫০টিরও বেশি দেশ এর সদস্য। তবে মিডিয়া ফ্রিডম কোয়ালিশনের কূটনৈতিক নেটওয়ার্কের বিবৃতিতে সই করেছে অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, জাপান, কসোভো, ডেনমার্ক, সুইডেন, নরওয়ে, নেদারল্যান্ড ও যুক্তরাজ্য। যুক্তরাষ্ট্র এ কোয়ালিশনের সদস্য হলেও বিবৃতিতে দেশটির নাম নেই।

বিবৃতিতে কূটনৈতিক মিশনগুলো গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতার অগ্রগতি অব্যাহত রাখার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে বৈষম্য ও সহিংসতা দূর করার আহ্বান জানিয়েছে। বিশেষ করে নারী সাংবাদিক ও গণমাধ্যমকর্মীদের প্রতি অনলাইন সহিংসতার বাড়তি হুমকি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে।

বিবৃতিতে মিশনগুলো সাংবাদিকদের অধিকার রক্ষায় গণমাধ্যম খাতের সংস্কারে বাংলাদেশের অঙ্গীকার এবং গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নকে স্বাগত জানিয়েছে। এছাড়া, সব পক্ষকে দায়বদ্ধতা বজায় রাখতে, সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে হওয়া অপরাধের দায়মুক্তি বিলোপ করতে এবং প্রেসের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে আহ্বান জানানো হয়।

শোভন কাজ

SUNDAY NOVEMBER 2, 2025
KARTIK 17, 1432 BS
The Daily Star

# Pledge equal inheritance, land rights for women

## Speakers urge political parties to include women's rights in election manifestos

STAFF CORRESPONDENT

Speakers at a roundtable yesterday urged all political parties to include clear commitments in their election manifestos to ensure women's equal rights in family inheritance, land ownership, agricultural resources, and access to natural resources.

They called for revising the current land allocation policy to remove discriminatory conditions, such as requiring widows or divorced women to have adult sons to qualify for khas (state-owned) land.

Participants also demanded priority allocation of agricultural khas land to landless women and indigenous families.

The event, titled "Women's Rights to Land, Agriculture, and All Natural Resources and Property: The Role of Government and Civil Society," was jointly organised by the Association for Land Reform and Development (ALRD) and Stand for Her Land (S4HL) at the CIRDAP auditorium in Dhaka.

Keynote speaker Rowshan Jahan Moni, deputy executive director of ALRD, urged political parties to reform family laws and ensure equal inheritance rights for women of all religions, ethnicities, and social groups.

She called for legal safeguards for women of diverse gender identities and the mandatory inclusion of women's names in land records.

She proposed quotas for women in smart agriculture cards and local databases, climate-resilient agricultural training, disaster compensation funds, recognition of women fishers with ID cards, and protection for women dependent on forest resources.

**RECOMMENDATIONS**

| | |
|---|---|
| Reform family laws to remove gender bias | Guarantee fair wages, welfare for tea workers |
| Prioritise khas land for landless women, indigenous families | Include women in disaster management committees |
| Recognise women as farmers with equal access to loans, training | Protect indigenous, Dalit women's rights, safety |

She also highlighted the need for fair wages and land rights for tea garden workers, welfare for their families, and support for female-headed households affected by climate change. She urged mandatory inclusion of women in local disaster management committees.

Shireen Huq, chief of the Women's Affairs Reform Commission, said with elections approaching, November is a crucial time to push for inclusion of women's demands in party manifestos.

Tamanna Singh Baraik from Sreemangal highlighted inhumane wages for tea garden workers, saying women are paid less due to underreporting of plucked leaf weights and that many have been landless for over 200 years. She stressed including these issues in election manifestos.

Jayanti Rani Mandal from Satkhira said Dalit women, being the most marginalised, must have their rights guaranteed and called for their representation in the upcoming election.

Falguni Tripura, general secretary of Bangladesh Indigenous Women's Network, said indigenous women's shops and farms are often attacked. She emphasised that how political parties address the safety of indigenous women will determine women's overall progress in Bangladesh.

Senior journalist Sohrab Hassan criticised the government and political parties for failing to act on women's rights, saying women, who make up nearly 51 percent of the population, should have ownership of 51 percent of the country's natural resources.

Ferdousi Sultana, member of the Women's Reform Commission, said tea workers receive Tk 570 a day, but Tk 400 is deducted for housing and medical services. She called for advocacy to ensure these services are actually provided and urged the government to allow landless women to lease small ponds for livelihood.

Dr Fawzia Moslem, president of Bangladesh Mahila Parishad, said rural women's contributions to agriculture and family labour remain unrecognised, depriving them of equal rights to education, healthcare, food, and social recognition.

Shamsul Huda, executive director of ALRD, said political parties must include the roundtable's demands in their manifestos and the government must not neglect its responsibilities. He also criticised the government-formed consensus commission for lacking women and indigenous representation.

Presiding over the discussion, rights activist Khushi Kabir said women must be equally considered in all discussions on natural resources. She said indigenous women in the hills remain particularly marginalised and stressed the need to continue advocacy despite government inaction.

কালের কণ্ঠ সোমবার। ৩ নভেম্বর ২০২৫

# বরিশালে অপসো স্যালাইন ফার্মার ৫৮০ শ্রমিক ছাঁটাই

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল ▷

বরিশালের বগুড়া রোডের অপসো স্যালাইন ফার্মাসিউটিক্যাল কারখানায় হঠাৎ ৫৮০ শ্রমিক একসঙ্গে চাকরি হারিয়েছেন। গত শনিবার বিকেল থেকে কারখানার প্রধান ফটকের সামনে অবস্থান করেন তাঁরা। গতকাল রবিবার রাতেও শ্রমিকরা সেখানে অবস্থান করার পরিকল্পনা করেছেন।

তিন সন্তানের জনক হেনরি বিশ্বাস (৪৭) প্রায় ১৫ বছর ধরে এই কারখানায় কাজ করছেন। তিনি বলেন, '৩০ অক্টোবর ডাকপিয়ন হাতে একটি চিঠি দিল, যেখানে লেখা ছিল আমাকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। কোনো কারণ ছাড়া আমাদের ছাঁটাই করা হলো। এই বয়সে নতুন চাকরি পাওয়া কষ্টসাধ্য। বাচ্চাদের খাওয়ানো কিভাবে সম্ভব হবে?'

কারখানার এক হাজার ১০০ জন কর্মীর মধ্যে প্রায় অর্ধেকই একযোগে চাকরি হারালেন। শ্রমিকদের অভিযোগ, সম্প্রতি তাঁরা শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন করছিলেন। এর পর থেকে তাঁদের ওপর চাপ সৃষ্টি শুরু হয়। ২৯ অক্টোবর থেকে ডাকযোগে ছাঁটাই নোটিশ পৌঁছতে শুরু করে।

কারখানার স্ট্রিপ-প্যাক (সিরিঞ্জ ও স্যালাইন সেট প্রস্তুতকারী) শাখার শ্রমিকরা মূলত ক্ষতিপূরণ ও নিরাপদ কর্মপরিবেশের জন্য আন্দোলন শুরু করেছিলেন। অপসো স্যালাইন শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মো. রাব্বিব মিয়া বলেন, 'স্ট্রিপ-প্যাক শাখার সব শ্রমিককে চার দিনের মৌখিক ছুটি দেওয়া হয়েছিল। বৃহস্পতিবার বাড়িতে ডাকযোগে চাকরি বাতিলের নোটিশ পৌঁছায়। এ ক্ষেত্রে শ্রম আইন মানা হয়নি।'

শ্রমিকদের কর্মবিরতির কারণে কারখানার উৎপাদন পাঁচ দিন ধরে বন্ধ রয়েছে। গতকাল দুপুরে প্রতিষ্ঠানটিতে গিয়ে দেখা যায়, কারখানার প্রধান ফটকের সামনে শামিয়ানা টানিয়ে অবস্থান করছেন শ্রমিকরা। তাতে ওই সড়কে যান চলাচল বন্ধ ছিল। কারখানার মালিকপক্ষের মধ্যে সাবেক শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু এবং তাঁর নিকটাত্মীয় সবুর খানের নাম উল্লেখ করা হচ্ছে।

এক নারী শ্রমিক বলেন, 'আমরা তো দোষ করিনি। শুধু ইউনিয়নের কথা বলছিলাম। এখন পেটে নেই ভাত, মনে ভয়।' অন্যরা বলেন, 'নতুন কর্মসংস্থানের জন্য বয়স ও অভিজ্ঞতা আমাদের পক্ষে বাধা।'

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার
১৭ কার্তিক ১৪৩২, ২ নভেম্বর ২০২৫

# কৃষি শ্রমশক্তির ৫৮ শতাংশ নারী মজুরি পুরুষের তুলনায় অর্ধেক

## গোলটেবিল আলোচনাসভায় বক্তারা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বাংলাদেশের কৃষিনির্ভর সমাজে নারীরাই খাদ্য উৎপাদন ও কৃষি উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি। কৃষি শ্রমশক্তির ৫৮ শতাংশ নারী হলেও সরকারি নীতিতে তারা কৃষক নয়, কৃষি শ্রমিক হিসেবে চিহ্নিত। একই কাজের জন্য নারীরা পুরুষের তুলনায় ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ কম মজুরি পান। এছাড়া কৃষি শ্রমিকদের ৪৫ দশমিক ৭ শতাংশ নারী বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করেন।

আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস ২০২৫ উপলক্ষ্যে গতকাল শনিবার রাজধানীর সিরডাপের এটিএম শামসুল হক মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এক গোলটেবিল আলোচনাসভায় বক্তারা এ আহ্বান জানান। 'ভূমি, কৃষি ও প্রাকৃতিক সম্পদে নারীর অধিকার: সরকার ও নাগরিক সমাজের করণীয়' শীর্ষক এ সভা যৌথভাবে আয়োজন করে অ্যাসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (এএলআরডি) ও স্ট্যান্ড ফর হের ল্যান্ড ক্যাম্পেইন বাংলাদেশ। এতে সভাপতিত্ব করেন নিজেরা করি'র কান্ট্রি লিড, স্ট্যান্ড ফর হের ল্যান্ড ক্যাম্পেইন, বাংলাদেশ সমন্বয়ক খুশী কবির।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এএলআরডির উপনির্বাহী পরিচালক রওশন জাহান মনি। তিনি বলেন, নারীরা ধর্মীয় ও সামাজিক কাঠামোর কারণে বাস্তবে সম্পত্তির দখল ও নিয়ন্ত্রণ পান না। মুসলিম নারীরা আইনি অধিকার পেলেও বাস্তবায়ন হার মাত্র ২৫ শতাংশ। হিন্দু নারীদের উত্তরাধিকার আইনই নেই; আদিবাসী নারীরা নিজস্ব প্রথায় সম্পত্তি বঞ্চনার শিকার। আলোচনায় অংশ নেন নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রধান শিরীন পারভীন হক, মহিলা পরিষদের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কবি সোহরাব হাসান, নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের সদস্য ফেরদৌসী সুলতানা, বাংলাদেশ আদিবাসী নারী নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক ফাল্গুনী ত্রিপুরা এবং এএলআরডির নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদা।

আলোচনায় তৃণমূল থেকে আসা দিনাজপুরের আদিবাসী নারী সাবিনা হেম্ব্রম বলেন, আমরা কৃষির ওপর নির্ভরশীল হলেও নিজেদের কোনো জমি নেই। এলাকা জুড়ে খাসজমি থাকলেও দরিদ্র কৃষকেরা বরাদ্দ পান না। পটুয়াখালীর মিতা রানী প্রশ্ন তোলেন—হিন্দু নারীরা পারিবারিক সম্পত্তিতে সমান অধিকার পেতে আর কতদিন অপেক্ষা করবে? প্যানেল আলোচক হিসেবে শিরীন পারভীন হক বলেন, আজকের আলোচনার অধিকাংশ সুপারিশই নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে রয়েছে। এখন আমাদের কাজ, এই সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে কথা বলা ও উদ্যোগ নেওয়া। ডা. ফওজিয়া মোসলেম বলেন, গ্রামীণ নারীরা কৃষির মেরুদণ্ড হলেও তারা শিক্ষা, চিকিৎসা, মর্যাদা ও নিরাপত্তায় বঞ্চিত। রাষ্ট্র যেখানে ইতিবাচক ব্যবস্থা নিতে পারত, সেখানে দৃঢ়তা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে।

শামসুল হুদা বলেন, নির্বাচনে অংশ নেওয়া সব রাজনৈতিক দলের ইশতেহারে নারীর ভূমি অধিকার ও বৈষম্য নিরসনের দাবি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সরকার যে ঐকমত্য কমিশন গঠন করেছে, সেখানে নারী ও আদিবাসী প্রতিনিধিত্বের অনুপস্থিতি হতাশাজনক। ফাল্গুনী ত্রিপুরা বলেন, আদিবাসী নারীরা নিজ প্রচেষ্টায় আর্থসামাজিক উন্নয়ন করলেও সাম্প্রদায়িক হামলায় তাদের ব্যবসা ও কৃষি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আগামী নির্বাচনে তাদের নিরাপত্তা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো কীভাবে ভাবছে, সেটিই এখন বড় প্রশ্ন। ফেরদৌসী সুলতানা বলেন, একজন চা শ্রমিকের জন্য দৈনিক ৫৭০ টাকা বরাদ্দ থাকলেও হাতে দেওয়া হয় ১৭০ টাকা। বাকি ৪০০ টাকা আবাসন ও চিকিৎসার নামে কেটে নেওয়া হয়।

সোহরাব হাসান বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর গঠিত নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন ইতিমধ্যেই প্রতিবেদন জমা দিয়েছে, কিন্তু রাজনৈতিক দলের বিরোধিতা ও সরকারের নির্লিপ্ততায় তা কার্যকর হয়নি। সভাপতির বক্তব্যে খুশী কবির বলেন, প্রাকৃতিক সম্পদে নারী-পুরুষ উভয়ের ভূমিকা আছে, কিন্তু উন্নয়ন পরিকল্পনায় নারীর বিষয়টি বারবার অনুপস্থিত থেকেছে। আমাদের কমিশনের সুপারিশগুলো বর্তমান সরকার গ্রহণ না করলেও আমরা এই দাবিগুলো ভবিষ্যৎ সরকার পর্যন্ত পৌঁছে দেব।

বণিক বার্তা রোববার, নভেম্বর ২, ২০২৫

### সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মৎস্য উপদেষ্টা

# জেলেদের জীবন-জীবিকা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেছেন, 'মৎস্যজীবীদের জীবন-জীবিকা, পরিচয় ও তাদের শ্রমের প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতিকেও মূল্যায়নের আওতায় আনতে হবে। জলজ জীববৈচিত্র্যে বাংলাদেশ অত্যন্ত সমৃদ্ধ। তাই পরিবেশ মূল্যায়নে শুধু ইকোলজিক্যাল দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করাই যথেষ্ট নয়। পাশাপাশি প্রাকৃতিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও জেলেদের সামাজিক সুরক্ষাও নিশ্চিত করতে হবে।'

গতকাল সকালে রাজধানীর এক হোটেলে অনুষ্ঠিত 'সেভেন্থ সিএসডি অ্যানুয়াল কনফারেন্স অন সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট ২০২৫' সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি একথা বলেন।

সেন্টার ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট ও ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ (ইউল্যাব) যৌথভাবে এ সম্মেলন আয়োজন করেছে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা বলেন, 'দেশের প্রাণিজ প্রোটিনের বড় অংশ আসে মাছ, ডিম ও অন্যান্য প্রাণিজাত পণ্য থেকে, যা মূলত ক্ষুদ্র খামারিরা উৎপাদন করছেন এবং তাদের বেশির ভাগই নারী। কিন্তু তাদের এ অবদান নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে এখনো যথাযথ গুরুত্ব পাচ্ছে না।'

উপদেষ্টা আরো বলেন, 'বাংলাদেশের ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার সামুদ্রিক জলসীমা রয়েছে এবং জলজ জীববৈচিত্র্যে আমরা অত্যন্ত সমৃদ্ধ হলেও আমাদের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ এখনো যথাযথভাবে ব্যবহার হচ্ছে না। পাশাপাশি অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও সড়ক নির্মাণে পর্যাপ্ত কালভার্ট না থাকায়, বহু স্থানে জলপ্রবাহ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, যা মাছের বিচরণ ও প্রাকৃতিক উৎপাদন ব্যবস্থাকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করছে। মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং মেরিন প্রটেকটেড এরিয়া ঘোষণার মাধ্যমে মাছ সংরক্ষণের উদ্যোগও চলমান আছে। তবে এসব উদ্যোগ অধিকতর সমন্বিত ও সুসংগঠিতভাবে বাস্তবায়ন করা জরুরি।'

সম্মেলনে ইউল্যাবের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ইমরান রহমান স্বাগত বক্তৃতা প্রদান করেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত রেটো রেঙ্গলি ও অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন ইউল্যাবের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্য সাইদা মাদিহা মুরশেদ। মূল বক্তৃতা উপস্থাপন করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর শারমিন্দ নীলোর্মি। সেমিনারে বিভিন্ন নীতিনির্ধারক, উন্নয়ন সহযোগী ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অংশ নেন।

সংবাদ
ঢাকা : বুধবার ২০ কার্তিক ১৪৩২
Dhaka : Wednesday 5 November 2025

# নারী শ্রমিকের সুরক্ষা

বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি হলো নারী শ্রমিকরা। পোশাক শিল্প থেকে শুরু করে কৃষি, নির্মাণ ও গৃহশ্রম–সব খাতেই তাদের পরিশ্রমে দেশের প্রবৃদ্ধি বেড়েছে। কিন্তু এই সাফল্যের আড়ালে রয়েছে এক কঠিন বাস্তবতা। কর্মক্ষেত্রে তারা প্রায়ই হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হন। সংবিধান ও শ্রম আইন নারী শ্রমিকের সুরক্ষার কথা বললেও বাস্তবে তার প্রয়োগ এখনো বড় চ্যালেঞ্জ।

নারী শ্রমিকদের হয়রানি কেবল যৌন নির্যাতনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এর মধ্যে রয়েছে মৌখিক, মানসিক ও অর্থনৈতিক নির্যাতনও। অনেক সময় অশালীন আচরণ, ভয়ভীতি, অসম মজুরি, ওভারটাইমের পারিশ্রমিক না দেওয়া কিংবা মাতৃত্বকালীন ছুটি বঞ্চনা–সবই এই নির্যাতনের অংশ। বিশেষ করে পোশাক শিল্পে নারী শ্রমিকেরা উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা পূরণ না করতে পারলে তিরস্কার ও অপমানের শিকার হন।

নারী শ্রমিকদের অধিকাংশই তাদের আইনি অধিকার সম্পর্কে জানেন না। বিচার প্রক্রিয়াও দীর্ঘ ও জটিল, ফলে তারা ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হন। অন্যদিকে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকরা–বিশেষ করে গৃহকর্মীরা–আইনের আওতার বাইরেই রয়ে গেছেন।

নারী শ্রমিকরা দেশের অর্থনীতির প্রাণশক্তি। তাদের নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিশ্চিত করা কেবল মানবিক দায়িত্ব নয়, এটি টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্তও বটে। আইন কাগজে নয়, বাস্তবে প্রয়োগ হলে তবেই কর্মক্ষেত্র হবে নারীর জন্য নিরাপদ ও সম্মানজনক।

হেনা শিকদার

সমকাল
বুধবার। ৫ নভেম্বর ২০২৫।

# পরিবহন শ্রমিকদের ১৫ দিনের মধ্যে কার্ড সংগ্রহের আহ্বান

ঢাকা জেলা সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নের কার্যকরী কমিটির নির্বাচনের তারিখ শিগগিরই ঘোষণা করা হবে। সম্প্রতি ইউনিয়নের কার্যকরী কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ অবস্থায় ১৫ দিনের মধ্যে নতুনদের সদস্যভুক্ত হয়ে কার্ড সংগ্রহ করতে হবে। সেই সঙ্গে পুরোনো সদস্যদের কার্ড নবায়ন করতে বলা হয়েছে।

গত রোববার ঢাকা জেলা সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নের বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়েছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কেউ যদি ইউনিয়নের নতুন সদস্য হওয়া বা পুরোনো সদস্যরা কার্ড নবায়ন করতে না পারেন, তাহলে তিনি ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন না।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ৪ নভেম্বর ২০২৫
১৯ কার্তিক ১৪৩১

# প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকের সঙ্গে অসদাচরণে বিএফইউজে ও ডিইউজের নিন্দা

যুগান্তর প্রতিবেদন

জাতীয় প্রেস ক্লাবে একজন সিনিয়র সাংবাদিকের সঙ্গে অসদাচরণ ও দেশের বিভিন্ন স্থানে সাংবাদিকদের নাজেহাল করার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ ও নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন (বিএফইউজে) ও ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন (ডিইউজে)।

সোমবার এক যৌথ বিবৃতিতে বিএফইউজে'র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ওবায়দুর রহমান শাহীন, মহাসচিব কাদের গণি চৌধুরী এবং ডিইউজে সভাপতি মো. শহিদুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক খুরশীদ আলম রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ও বুদ্ধিজীবীদের সাংবাদিকদের সঙ্গে সংযত আচরণের আহ্বান জানান।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, জাতীয় প্রেস ক্লাব সাংবাদিকদের পেশাগত প্রতিষ্ঠান ও 'সেকেন্ড হোম'। এ জায়গাটি দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বহু রাজনৈতিক নেতা, বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিসেবী অতীতে প্রেস ক্লাবকে গণতন্ত্রের সূতিকাগার হিসাবে ব্যবহার করেছেন। সাংবাদিকরা সব সময় তাদের সহযোগিতা করেছেন এবং অতিথি হিসাবে সম্মান জানিয়েছেন। বিএফইউজে ও ডিইউজে নেতারা বলেন, সম্প্রতি জাতীয় প্রেস ক্লাবে একজন সিনিয়র সাংবাদিকের সঙ্গে এক রাজনৈতিক নেতার অশোভন আচরণ চরম অসভ্যতা। এ ধরনের ঘটনা শুধু সাংবাদিক সমাজকেই নয়, পুরো গণমাধ্যম অঙ্গনকে হতাশ করেছে।

কালের কণ্ঠ
মঙ্গলবার। ৪ নভেম্বর ২০২৫।

# নারীর জন্য কর্মস্থল হোক নিরাপদ

রোকেয়া ইসলাম

একজন নারী ভয়ের মধ্যে নয়, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কাজ করতে পারলে তাঁর উৎপাদনশীলতা, সৃজনশীলতা এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতি আনুগত্য বহুগুণে বেড়ে যায়। নিরাপদ কর্মস্থল তাই শুধু নারীর জন্য প্রয়োজন নয়, পুরো অর্থনীতির স্বার্থেও অপরিহার্য

আজকের বাংলাদেশে নারীর কর্ম ও পদচারণ সমাজের প্রতিটি অঙ্গনে। সরকারি-বেসরকারি অফিস, ব্যাংক-বীমা, গণমাধ্যম, তথ্য-প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান, পোশাকশিল্প, এমনকি মাঠ পর্যায়ের শ্রমেও নারী এখন সমানভাবে অবদান রাখছেন। এককথায় চাষের জমি থেকে বিমান চালনা পর্যন্ত অর্থনীতির চাকায় নারীর সমান গুরুত্ব। অর্থনীতির চাকা সমান তালে ঘোরানোর কর্মে নারীর অংশগ্রহণ এখন আর ব্যতিক্রম নয়, বরং অপরিহার্য। তবু এক অদৃশ্য ভয়, এক অস্বস্তিকর বাস্তবতা প্রতিদিনই নারীর দুর্বার গতিকে থামিয়ে দিতে চায়, সেটি হলো অনিরাপদ কর্মস্থল। অনেকেই মনে করেন 'নিরাপদ কর্মস্থল' মানেই শুধু যৌন হয়রানি বা সহিংসতা থেকে মুক্ত থাকা, কিন্তু বিষয়টি অনেক বিস্তৃত। নিরাপত্তা মানে মানসিক শান্তি, স্বস্তি, সম্মান, সমান সুযোগ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণের নিশ্চিয়তা। নারী যেন কাজের জায়গায় যোগ্যতা ও মেধা প্রকাশে স্বাধীন থাকে, এটিই প্রকৃত নিরাপত্তা।

অফিসে নারী সহকর্মীর প্রতি বিদ্রুপ, অশোভন মন্তব্য বা কাজের সাফল্যকে 'সহজ সুযোগের ফল' হিসেবে দেখাও এক ধরনের মানসিক হয়রানি। এই সংস্কৃতি ভাঙতে না পারলে নারী কখনোই প্রকৃত অর্থে নিরাপদ কর্মপরিবেশ পাবেন না।

বাংলাদেশে বহু আগে থেকেই হাইকোর্টের নির্দেশনায় যৌন হয়রানি প্রতিরোধে নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। এতে বলা হয়েছে, প্রতিটি কর্মস্থলে একটি 'অভিযোগ প্রতিকার কমিটি' থাকতে হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, অসংখ্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানেই এই কমিটি নেই, থাকলেও তা অকার্যকর।

নারীরা যেসব কারণে প্রায়ই অভিযোগ করতে ভয় পান, সেগুলো হলো : ১. চাকরি হারানোর ভয়, ২. সামাজিক প্রতিশোধের ভয় এবং ৩. সহকর্মীদের সন্দেহের চোখে দেখার ভয়। ফলে অনেক ঘটনারই সমাধান হয় না, বরং ভুক্তভোগীকেই দোষারোপ করা হয়। আইন যতই ভালো হোক, প্রয়োগ না থাকলে তা শুধু কাগজেই সীমাবদ্ধ থাকে।

বাংলাদেশের অনেক কর্মস্থলেই এখনো 'নারী মানেই দুর্বল' ধারণা রয়ে গেছে। নারী বস হলে তাঁকে কঠোর ও নমনীয় হলে সহজলভ্য, কাজে উপযুক্ত হলেও প্রশাসক হিসেবে দুর্বল এমনটাই ধারণা পোষণ করা হয়। এই মানসিকতার পরিবর্তন না হলে নারী প্রতিভা ও নেতৃত্বের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হবে।

প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের উচিত এমন সংস্কৃতি গড়ে তোলা, যেখানে নারী সহকর্মীকে কেবল নারী নয়, বরং মানুষ ও সহকর্মী হিসেবে দেখা। কর্মক্ষেত্রের ভাষা, আচরণ, এমনকি রসিকতার ক্ষেত্রেও সংবেদনশীলতা শেখানো জরুরি। প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা, মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গির দৃঢ়তা ছাড়া এই পরিবর্তন সম্ভব নয়।

আজকের যুগে কর্মস্থল মানে শুধু অফিসরুম নয়, ডিজিটাল স্পেসও কর্মস্থলের অংশ। অনলাইন মিটিং, অফিস চ্যাটগ্রুপ, ই-মেইল—সব জায়গায়ই সম্মান বজায় রাখতে হয়। কিন্তু সাইবার হয়রানি এখন নতুন চ্যালেঞ্জ। নারীরা অফিস সম্পর্কিত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বা ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মেও অবমাননাকর বক্তব্যের শিকার হচ্ছেন। তাই নিরাপত্তার সংজ্ঞা সম্প্রসারিত করে ডিজিটাল নিরাপত্তাকেও কর্মস্থলের নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। নিরাপদ কর্মস্থল মানে শুধু দুর্ঘটনা বা হয়রানি থেকে সুরক্ষা নয়, বরং নারী যেন সমান সুযোগ পান, সেটিও নিরাপত্তার অংশ। অনেক প্রতিষ্ঠানেই পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ বা দায়িত্ব বণ্টনে নারীরা পিছিয়ে থাকেন কেবল পারিবারিক দায়িত্ব বা সন্তান পালনের যুক্তিতে। এই বৈষম্যও কমিয়ে আনতে হবে।

নারী যেন সন্তান জন্মের পর কর্মজীবন হারিয়ে না ফেলেন, সেটি নিশ্চিত করাও একটি বড় নিরাপত্তা। কারণ কর্মজীবনের ধারাবাহিকতা ভেঙে গেলে নারীর আত্মবিশ্বাস ও আর্থিক স্বাধীনতা দুটিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

কর্মস্থলে নিরাপত্তা শুধু নারীর দায় নয়, এটি তাঁর পুরুষ সহকর্মীদেরও দায়িত্ব। পুরুষ যদি নারীকে প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, সহযোদ্ধা হিসেবে দেখতে শেখেন, তবেই কাজের পরিবেশ হবে সুস্থ ও সৃজনশীল। অফিসে নিয়মিত নারী-পুরুষের কর্মস্থলের নিরাপত্তা, নারীর প্রতি সহমর্মিতা, সমান সুযোগ প্রাপ্তি বিষয়ক কর্মশালা নিয়মিত করলে বোঝা সহজ হবে কিভাবে আচরণ করলে পরিবেশ আরো সহজ ও শ্রদ্ধাশীল হবে। যেকোনো প্রতিষ্ঠানে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জায়গায় সচেতন ও সংবেদনশীল নারী থাকলে নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার বাড়ে।

নারী নেতৃত্ব মানে নারী উন্নয়ন নয়, বরং এটি ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি। গবেষণায় দেখা গেছে যে নারী নেত্রীরা সাধারণত বেশি সহমর্মী, নিরাপদ ও মানবিক কর্মসংস্কৃতি তৈরি করতে পারেন। তাই শুধু নীতিমালা কাগজে-কলমে নয়, বাস্তবে প্রয়োগ হতে হবে।

নারীর জন্য নিরাপদ কর্মস্থল নির্মাণ এবং টেকসই করার জন্য সমাজের প্রতিটি স্তরে সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন। পরিবার থেকে রাষ্ট্র, সর্বত্র।

পরিবারে ছেলে ও মেয়েকে ছোটবেলা থেকেই সমান মর্যাদা দেওয়া, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নারী-পুরুষ বৈষম্যমুক্ত শিক্ষা দেওয়া, কর্মস্থলে ন্যায় ও নীতিমালা প্রয়োগ—এই তিনটি স্তম্ভই প্রাথমিকভাবে নারীর জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশের কার্যকর ভিত্তি হতে পারে।

একজন নারী ভয়ের মধ্যে নয়, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কাজ করতে পারলে তাঁর উৎপাদনশীলতা, সৃজনশীলতা এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতি আনুগত্য বহুগুণে বেড়ে যায়। নিরাপদ কর্মস্থল তাই শুধু নারীর জন্য প্রয়োজন নয়, পুরো অর্থনীতির স্বার্থেও অপরিহার্য।

বর্তমান শতাব্দীর বাংলাদেশ যদি সত্যি সর্বক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার বাংলাদেশ হতে চায়, তবে তাকে এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। 'নিরাপদ কর্মস্থলের বাংলাদেশ' গড়ে তুলতে হবে, যেখানে নারী-পুরুষ উভয়ে সমান মর্যাদায়, সমান নিরাপত্তায় কাজ করতে পারেন। নারীর নিরাপত্তা মানেই মানবতার নিরাপত্তা।

**লেখক :** চেয়ারম্যান, প্রশিকা

শোভন কাজ

NEW AGE THURSDAY, NOVEMBER 6, 2025

DIALECTIC OF DISPARITY

# Wage vs surplus value of RMG workers

by **Abdullah A Dewan**

THE word *dialectic* comes from the Greek *dialektikē* — the art of discovering truth through opposing ideas. Karl Marx and Friedrich Engels used it to explain how contradictions in economic systems propel change: dialectical materialism. I use the singular form 'dialectic,' not 'dialectics,' to emphasise that the tension between labour and capital is not a series of episodic confrontations but a single, continuous dynamic — an enduring process through which imbalance and resistance coexist, evolve and redefine each other.

Extending that logic to modern labour, this article explores the *dialectic of disparity* — a continuous process in which economic growth sustains itself by maintaining an unequal relationship between those who create value and those who appropriate it. In Bangladesh's ready-made garment industry, this contradiction is lived daily: millions of women generate immense value for the economy yet remain trapped in chronic wage disparity. Their deprivation is not incidental — it is structural, the living contradiction between those who produce value and those who extract it.

Profit and poverty here are two faces of the same coin. The deprivation of labour fuels the accumulation of capital, and every reform — whether higher wages or stricter safety rules — may soften the tension but never abolish it. The RMG sector exemplifies this paradox. More than four million workers, 80–85 per cent of them women, power Bangladesh's largest export industry. Their labour sustains foreign exchange reserves, yet their welfare remains peripheral. Factories celebrate them as 'export heroes' while subjecting them to long hours, unsafe conditions, and pay that barely covers survival. Competitiveness built on chronic underpayment is not efficiency — it is institutionalised injustice. It transfers welfare from poor women's bodies to corporate ledgers. This is the essence of the dialectic of exploitation: a system that survives by feeding on its own contradictions, where global prosperity and local poverty coexist symbiotically.

Marx's notion of surplus value — the unpaid portion of labour — explains how profit arises from what workers do not receive. The RMG sector is a vivid laboratory of that theory. Economists measure labour's share through the wage share of value added — the proportion of output that goes to workers after costs. The rest becomes surplus value captured by owners and brands. Approximate figures reveal the imbalance: Bangladesh — workers earn \$120–140 a month, generate ≈ \$500 in output → labour share ≈ 27 per cent. Vietnam — \$250–280 wages, \$600–650 output → share ≈ 42 per cent. Cambodia — \$200–220 wages, \$500 output → share ≈ 42 per cent. India—\$150–180 wages, \$450–500 output → share ≈ 35 per cent. Bangladesh thus shows one of the widest gaps between productivity and reward, even though its workers rank among Asia's most efficient. The data expose a deliberate wage-suppression strategy — a race to the bottom where low pay is marketed as national competitiveness. Export

Dhaka.

success, in effect, is subsidised by invisible labour losses.

The injustice is also gendered. Women dominate the factory floors but occupy few supervisory roles. Their dual burdens — factory shifts followed by unpaid domestic labour — turn survival into endurance. Low wages push them into overcrowded slums, malnutrition and health hazards. Yet these women sustain both their families and the nation's reserves. Each shipment leaving Chattogram port carries the invisible fingerprints of fatigue, fear and unhealed wounds. Many endure abuse silently, knowing that protest can mean dismissal or police batons. When unrest erupts, it is not spontaneous chaos but accumulated despair of suppressed humanity demanding recognition as citizens, not disposable labour.

Following the ouster of kleptofascist rule under Sheikh Hasina, Bangladesh faces a critical juncture. After the interim government took office, widespread unrest broke out among RMG workers over long-standing grievances. Those protests were temporarily calmed through short-term adjustments, but the underlying discontent remains unresolved. Unless their demands are met through fair and compassionate negotiation, the unrest could erupt again at any time. The present calm is therefore not peace but pause — a brief window to rebuild the industry on dignity rather than renewed turmoil. Empowerment without dignity is hollow. Each new factory may symbolise progress, but every unpaid overtime or unsafe dormitory signals regression. The contradiction deepens: a nation that exports billions in garments imports despair in silence. It celebrates foreign reserves while its workers cannot reserve a single day of rest.

In recent months, this simmering tension has burst into visible defiance. Thousands of RMG workers — especially in Gazipur and Savar — have taken to the streets, blocking highways and demanding payment of arrears and a minimum living wage of Tk 23,000 per month. Their current pay, around Tk 12,000–13,000, barely sustains food and rent. Despite the government's 2023 revision to \$113 a month, real wages remain eroded by inflation, forcing families to skip meals and share cramped rooms. Arrests, factory shutdowns and dismissals followed these protests, but their persistence signals something deeper: the dialectic of disparity has reached a new stage of resistance. The women who once whispered grievances inside factory gates now articulate them on highways, transforming silent exploitation into collective voice. Their demand is simple but profound — fair value for their labour, not charity.

The interim government has streamlined airport facilities for expatriates and the diaspora whose remittances sustain domestic household consumption and foreign reserves. Meanwhile, workers in Export Processing Zones enjoy a labour regime that is virtually strike- and lockout-proof. By contrast, the RMG sector, the nation's largest export earner employing over four million people, remains plagued by low wages, long hours, unsafe and unhygienic conditions, and recurrent unrest. At the core of this neglect lies a gendered reality: 80–85 per cent of RMG workers are women. They are the indispensable backbone of the industry, yet they remain its most disposable asset — underpaid, under-unionized and too often silenced by threats from rich and politically powerful factory owners.

International observers have begun to notice. Reports by global rights organisations and the foreign press criticise western brands — particularly in France and the EU — for profiting from Bangladesh's suppressed wages while preaching ethical sourcing.



পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

These critiques strengthen the moral argument that wage disparity is not an internal inefficiency but an exported injustice embedded in global supply chains. The dialectic of disparity is therefore transnational: when a $25 shirt sells in London, the woman who sewed it earns barely a dollar from it.

Neighbouring countries show that improvement is neither utopian nor unaffordable. Vietnam integrates workers' into social-insurance schemes and enforces dispute-resolution mechanisms that prevent violent clashes. Cambodia's minimum-wage council, though imperfect, allows civil-society input and incremental gains. India's large export factories maintain clinics and maternity benefits. Bangladesh, by contrast, has treated welfare as charity rather than entitlement. Social security, health insurance and childcare remain absent or donor-driven. The state functions more as an enabler of cheap labour than a guarantor of dignity. Such short-termism erodes productivity and corrodes moral legitimacy.

Every undervalued hour of Bangladeshi labour transfers part of its welfare abroad. The paradox intensifies when foreign earnings finance luxury imports or external debt instead of worker welfare. Thus, surplus value becomes surplus drain — capital flowing outward while human depletion deepens at home. Global brands cannot plead innocence. Their relentless price pressure forces owners to cut corners on safety and wages. Corporate audits and 'ethical sourcing' pledges often amount to public-relations choreography. True responsibility lies in fair contracts, longer lead times and price floors that respect living wages. The moral economy must extend beyond marketing slogans to binding obligations.

To resolve the dialectic — not abolish capitalism but civilise it — Bangladesh must convert exploitation into reform. Welfare is not charity; it is productive capital. Healthier, better-paid workers generate higher output and industrial peace. Reform requires three imperatives: a living-wage framework indexed to inflation and productivity; comprehensive health and childcare programmes co-funded by the state, factories and global buyers; and independent union representation ensuring negotiation replaces revolt. Clean, hygienic rest areas, safe housing and accessible clinics are not luxuries — they are the infrastructure of sustainable growth.

Compassionate capitalism cannot thrive within national borders alone. Western consumers must recognise moral co-ownership of exploitation: the $25 shirt sold in London or New York may embody less than $1 in wages for the woman who sewed it. If trade can synchronise prices and delivery, it must also synchronise decency. Ethical supply chains should be enforceable standards, not corporate slogans.

The dialectic of exploitation operates every minute — inevitable yet mutable. Bangladesh's path forward lies not in breaking the capitalist order but in reforming its moral core. True competitiveness arises not from cheap labour but from dignified labour. The goal is equilibrium: profit without cruelty, growth without degradation, productivity with compassion. If the RMG miracle is to endure, it must evolve from a story of extraction to one of emancipation. Only when the women who built Bangladesh's prosperity share in its rewards will the nation's success cease to be a contradiction — and become, finally, a collective triumph.

*Dr Abdullah A Dewan, a former physicist and nuclear engineer at BAEC, is professor emeritus of economics at Eastern Michigan University, USA.*

সমকাল
বুধবার। ৫ নভেম্বর ২০২৫
সংস্কার চিত্র ৪

# শ্রম সংস্কারে সুপারিশ ২৫ বাস্তবায়ন ৩

আবু হেনা মুহিব

শ্রম খাত উন্নয়নে সংস্কার কমিশনের দেওয়া ২৫ সুপারিশের মধ্যে বাস্তবায়ন হয়েছে মাত্র তিনটি। তবে শ্রমিকদের জাতীয় ন্যূনতম মজুরি কাঠামো নির্ধারণসহ মৌলিক সংস্কারের সুপারিশে এখনও নজর দেওয়া হয়নি। শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় এসব সংস্কার সুপারিশ বাস্তবায়নের সম্ভাবনা কম।

গত ১৭ নভেম্বর গঠন করা হয়েছিল ১০ সদস্যের শ্রম সংস্কার কমিশন। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমদ কমিশনের নেতৃত্ব দেন। গত ২১ এপ্রিল কমিশন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে ৪৬০ পৃষ্ঠার প্রতিবেদন জমা দেয়। শ্রম খাত-সংশ্লিষ্ট শ্রমিক-কৃষক, পেশাজীবী সংগঠন, উদ্যোক্তা, মানবাধিকার সংগঠন, দেশি-বিদেশি সংস্থাসহ পঞ্চাশের মতো অংশীজনের মতামত, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন-নীতি, গবেষণা এবং পরামর্শের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়।

গত সপ্তাহে উপদেষ্টা পরিষদে অনুমোদিত সংশোধিত শ্রম আইনে কমিশনের সুপারিশের আলোকে তিনটি পরিবর্তন আনা হয়েছে। এগুলো হলো– ট্রেড ইউনিয়ন গঠন প্রক্রিয়া সহজ করা, শ্রমিকের সংজ্ঞায় পরিবর্তন এবং শ্রমিকের বিরুদ্ধে করা ৪৭ হাজার ৭২৮টি মামলা প্রত্যাহার। এ ছাড়া শ্রম আইনে সংশোধনের বাইরে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আউট সোর্সিং শ্রমিকের জন্য জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন করেছে সরকার।

ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের প্রক্রিয়াটি শ্রম খাতের মৌলিক ইস্যুর অন্যতম। দীর্ঘদিন ট্রেড ইউনিয়ন গঠন এবং কার্যক্রম নিয়ে মালিক, শ্রমিক ও সরকার– এই তিন পক্ষের মধ্যে আস্থার সংকট চলছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলও, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্রসহ আন্তর্জাতিক মহল থেকে ট্রেড ইউনিয়ন চর্চা অবারিত নয় বলে অভিযোগ রয়েছে। এসব বিবেচনায় শ্রমিকের সংগঠিত হওয়া এবং সম্মিলিত দরকষাকষির ক্ষেত্রে অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন চর্চা সহজ করার বিষয়ে কমিশনের পক্ষ থেকে সুপারিশ ছিল। এ জন্য ত্রিপক্ষীয় পরামর্শক পর্ষদ (টিসিসি) গঠনের সুপারিশ করেছিল কমিশন।

কমিশনের এই সুপারিশের আলোকে শ্রম আইন সংশোধনে টিসিসি গঠন করে সরকার। টিসিসির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ট্রেড ইউনিয়ন প্রক্রিয়া সহজ করা হয়েছে। সংশোধিত শ্রম আইন অনুযায়ী, কোনো প্রতিষ্ঠানে ২০ জন এক হলেই ট্রেড ইউনিয়ন করা যাবে। তবে এ রকম ক্ষেত্রে নিবন্ধনের সুযোগ থাকবে না। নিবন্ধনের জন্য প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক সংখ্যা ২০ থেকে ৩০০ জন পর্যন্ত হলে ২০ জনকে একত্রিত হতে হবে। ৩০১ থেকে ৫০০ জন পর্যন্ত ৪০ জন, ৫০১ জন থেকে এক হাজার ৫০০ জন পর্যন্ত ১০০ জন, এক হাজার ৫০১ জন থেকে তিন হাজার জন পর্যন্ত ৩০০ জন ও তিন হাজার একজনের যত বেশিই হোক, সে ক্ষেত্রে ৪০০ শ্রমিক এক হলেই ট্রেড ইউনিয়নের নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা যাবে।

তবে এ নিয়ে শিল্পকারখানা মালিকদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। তাদের অভিযোগ, টিসিসির সর্বশেষ বৈঠকের সিদ্ধান্ত বদলে ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনে শ্রমিকের অনুপাত নির্ধারণ করা হয়েছে। গত ২৮ অক্টোবর তৈরি পোশাক খাতের প্রধান সংগঠন বিজিএমইএর নেতৃত্বে সাতটি বাণিজ্য সংগঠনের যৌথ সংবাদ সম্মেলন থেকে সংশোধিত শ্রম আইনকে বাস্তবতাবিবর্জিত বলে আইনটি পুনর্বিবেচনার দাবি করেছে। শিল্প, বাণিজ্য, ব্যাংক, বীমাসহ বিভিন্ন খাতের নিয়োগ কর্তাদের সংগঠন বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন (বিইএফ) আরও সংক্ষুব্ধ।

ফেডারেশনের সভাপতি ফজলে শামীম এহসান সমকালকে বলেন, এ ধরনের আইন করা অজ্ঞতাপ্রসূত। অভিজ্ঞতার অভাবের কারণেই এ ধরনের আইন করার কথা মাথায় আসতে পারে। সংশোধিত শ্রম আইনের কারণে শিল্পকারখানায় শ্রম অসন্তোষ বাড়বে। তারা এখন বিধিমালা প্রণয়ন পর্যন্ত অপেক্ষায় আছেন। বিধিমালায় ট্রেড ইউনিয়ন চর্চা এবং অন্য বিষয়গুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলে আদালতের আশ্রয় নেওয়া হবে। শ্রম আইন সংশোধনের প্রক্রিয়ায় ন্যূনতম ১০০ শ্রমিক এক হলেই শুধু ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন দেওয়ার শর্ত রাখতে শ্রম মন্ত্রণালয়ে লিখিত আবেদন দিয়েছিল বিইএফ।

কমিশনের সুপারিশের আলোকে সংশোধিত শ্রম আইনে শিল্পকারখানায় শ্রমিকের সংজ্ঞায় পরিবর্তন আনা হয়েছে। এ বিষয়েও আপত্তি আছে নিয়োগ কর্তাদের। এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের সভাপতি এ বিষয়ে সমকালকে বলেন, শ্রমিকের সঙ্গে কর্মকর্তা-কর্মচারীকে এক করে ফেলার কারণে অধিকার ভোগের বিষয়টিতে জটিলতা তৈরি হবে।

কমিশনের সুপারিশের আলোকে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে করা ৪৭ হাজার ৭২৮টি মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে গত আগস্টে। পর্যালোচনার মাধ্যমে এসব মামলা প্রত্যাহারের সুপারিশ ছিল কমিশনের। অবশ্য, গত বছর আগস্টে সরকার পরিবর্তনের পর শ্রমিকদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে মামলাগুলো প্রত্যাহারের কার্যক্রম শুরু করে শ্রম মন্ত্রণালয়।

শ্রম আইনে এই তিন সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত ছাড়া কমিশনের অন্য সুপারিশের মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আউট সোর্সিং শ্রমিকের সুযোগ-সুবিধা ও প্রণোদনা অন্তর্ভুক্ত করে একটি নীতিমালা করা হয়েছে, যা এখনও বাস্তবায়ন শুরু হয়নি।

শ্রম মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে সমকালকে বলেন, কমিশনের সব সুপারিশ গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। এর মধ্যে সংশোধিত শ্রম আইনে কিছু বিষয় এরই মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কমিশন প্রতিবেদন জমা দেওয়ার ছয় মাসের মধ্যেই সব সুপারিশ বাস্তবায়নযোগ্য করা সম্ভব নয়। সুপারিশের আলোকে করণীয় নির্ধারণে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

জানতে চাইলে শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমদ সমকালকে বলেন, কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একটা মিশ্র অবস্থা দেখছি। ইতোমধ্যে কিছু সুপারিশ বাস্তবায়ন করেছে সরকার। সিলেটে চা শ্রমিক ভূমি অধিকারের বিষয়ে সিলেট জেলা প্রশাসককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে শ্রমিক ও তাঁর পরিবারের মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন উপযোগী মজুরির অধিকার নিশ্চিতে জাতীয় ন্যূনতম মজুরি কাঠামো নির্ধারণ, মজুরি নির্ধারণে কাঠামোগত সংস্কারে স্থায়ী মজুরি কমিশন গঠনের মতো মৌলিক সংস্কারে কোনো অগ্রগতি হয়নি। সরকার যাতে কমিশনের সব সুপারিশ আমলে নেয়, সে বিষয়ে শ্রমিক এবং নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে চাপ অব্যাহত রাখতে হবে।

সময়ের আলো
রোববার। ৯ নভেম্বর ২০২৫

# পোশাক শ্রমিকদের সব অভিযোগ দেখবে আরএসসি

● নিজস্ব প্রতিবেদক

তৈরি পোশাক খাতে কর্মক্ষেত্র সংক্রান্ত সব ধরনের অভিযোগ এখন থেকে নিষ্পত্তি করবে আরএমজি সাসটেইনেবিলিটি কাউন্সিল (আরএসসি)। সংস্থাটি এতদিন শুধু পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (ওএসএইচ) বিষয় দেখভাল করলেও এবার তাদের অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া আরও বিস্তৃত করা হচ্ছে। সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবদুল হক সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, আরএসসির বোর্ড অব ডিরেক্টরস গত ২০ অক্টোবর এ সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছে।

নতুন এই বিস্তৃত অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা (কম্প্রিহেনসিভ কমপ্লেইন্টস মেকানিজম-সিসিএম) কার্যকর হবে আগামী ১৬ নভেম্বর থেকে।

এই উদ্যোগের মাধ্যমে তৈরি পোশাক খাতের মালিক, শ্রমিক ও ব্র্যান্ড–তিন পক্ষের অংশগ্রহণে একটি ঐক্যবদ্ধ ও স্বচ্ছ প্ল্যাটফর্ম গড়ে উঠবে, যেখানে কর্মক্ষেত্রের বিভিন্ন সমস্যা দ্রুত ও ন্যায্যভাবে সমাধান করা যাবে।

পেশাগত নিরাপত্তার পাশাপাশি নতুন এই ব্যবস্থায় এখন থেকে দেখা হবে অন্যায্য চাকরিচ্যুতি বা চুক্তি সংক্রান্ত অভিযোগ– বেতন, ভাতা ও ছুটির বিষয়, সংগঠন করার স্বাধীনতা ও যৌথ দরকষাকষি অধিকার এবং শিশুশ্রম, জোরপূর্বক শ্রম ও বৈষম্যের অভিযোগ।

দুই ধাপে বাস্তবায়ন : আরএসসি জানায়, নতুন এই ব্যবস্থা ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করা হবে। প্রথম ধাপে, ১৬ নভেম্বর থেকে ৫৮টি ব্র্যান্ড এবং ১,১৮৫টি কারখানা এই প্রক্রিয়ার আওতায় আসবে। ছয় মাস পর দ্বিতীয় ধাপে বাকি সব ব্র্যান্ড ও কারখানাকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

আরএসসি জানিয়েছে, অংশীদার কারখানাগুলোর সক্রিয় অংশগ্রহণ এই উদ্যোগ সফল করার মূল চাবিকাঠি। সংস্থাটি রূপান্তরকালে কারখানাগুলোকে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও দিকনির্দেশনা দেবে।

আরএসসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবদুল হক বলেন, কর্মক্ষেত্রে ন্যায্যতা, নিরাপত্তা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতের পথে এটি একটি বড় পদক্ষেপ। আমরা সবাই মিলে কাজ করতে চাই, যাতে অভিযোগ নিষ্পত্তি আরও সহজ ও বিশ্বাসযোগ্য হয়।

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ২২ কার্তিক ১৪৩২
Dhaka : Friday 7 November 2025

# পোশাক শিল্প : অগ্রগতি ও শ্রমিকের অধিকার

বাবুল রবিদাস

অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও নিরাপত্তা মানুষের মৌলিক অধিকার। আজ আলোচনা করব "বস্ত্র" নিয়ে। অন্ন ছাড়া যেমন মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না, তেমনি বস্ত্র ছাড়াও মানবসমাজে চলাফেরা ও বসবাস করা যায় না।

মূলত লজ্জা নিবারণ ও প্রাকৃতিক আবহাওয়ার প্রভাব থেকে দেহকে রক্ষার জন্যই মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বস্ত্রের প্রয়োজন। আদিকালে মানুষ গাছের লতাপাতা, ছাল বা পশুর চামড়া ব্যবহার করে বস্ত্রের চাহিদা মেটাতো। পরবর্তীকালে গাছের আঁশ থেকে সুতা ও সেই সুতায় কাপড় তৈরির কৌশল শিখে নেয়। তবে কোথায়, কখন প্রথম কাপড় ব্যবহারের সূচনা হয়েছিল, তার সঠিক তথ্য আজও অজানা। একসময় মানুষ হাতে সুতা কেটে কাপড় তৈরি করত এবং সেলাই করে পোশাক বানাত।

সেলাই মেশিনের সাহায্যে পোশাক তৈরি করার ইতিহাস মাত্র ২৬০ বছরের পুরোনো। ১৭৫৫ সালে ইংল্যান্ডের চার্লস ফ্রেডেরিক প্রথম যান্ত্রিক সেলাই মেশিন আবিষ্কার ও পেটেন্ট করেন, যা দ্বারা হাতে সেলাইয়ের মতো স্টিচ তৈরি করা যেত। বাণিজ্যিকভাবে সফল সেলাই মেশিন আবিষ্কৃত হয় ১৮৫১ সালে, যার আবিষ্কারক ছিলেন ইসাক মেরিট সিঙ্গার। বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে বড় শিল্প সেলাই মেশিন প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান হলো জাপানের জুকি কোম্পানি, যা ১৯৪৫ সালে টোকিওতে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৪৭ সালে তাদের প্রথম সেলাই মেশিন তৈরি করে।

রেডিমেড পোশাক তৈরির ইতিহাস প্রায় ১৮০ বছরের পুরোনো। ১৮২৯ সালে প্যারিসে ৮০টি সেলাই মেশিন নিয়ে বিশ্বের প্রথম গার্মেন্টস কারখানা স্থাপিত হয়, যেখানে সামরিক বাহিনীর ইউনিফর্ম তৈরি করা হতো। ১৮৫৬ সালে গ্রেট ব্রিটেনের লিডস শহরে জন বেরেন তিনটি সেলাই মেশিন নিয়ে প্রথম গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি চালু করেন।

বাংলাদেশে প্রথম গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি স্থাপিত হয় ১৯৬০ সালে ঢাকার উর্দু রোডে, যার নাম ছিল "রিয়াজ গার্মেন্টস"। প্রথম দিকে এখানে তৈরি পোশাক স্থানীয় বাজারে বিক্রি করা হতো। ১৯৬৭ সালে "রিয়াজ গার্মেন্টস" দশ হাজার পিস শার্ট প্রথমবারের মতো ইংল্যান্ডে রপ্তানি করে।

১৯৮১-৮২ অর্থবছরে বাংলাদেশ মাত্র ০.১ বিলিয়ন টাকার রেডিমেড পোশাক রপ্তানি করে। তখনও পোশাকশিল্প দেশের অর্থনীতিতে বড় কোনো ভূমিকা রাখেনি। কিন্তু মাত্র দশ বছরের ব্যবধানে, ১৯৯২-৯৩ সালে রপ্তানির পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ১,৪৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বিভিন্ন তথ্যসূত্র অনুযায়ী, বাংলাদেশে বর্তমানে ৫টি টেক্সটাইল কলেজ, ৫৬টি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, ২৭টি টেক্সটাইল বিদ্যালয়, প্রায় ৪,৬০০টি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি এবং ৬০০টি বাইয়িং হাউজ রয়েছে। বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮০ শতাংশই আসে পোশাক রপ্তানির মাধ্যমে। এই বিশাল আয় সম্ভব হয়েছে প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারকদের অক্লান্ত পরিশ্রমে।

বাংলাদেশের গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিগুলোতে মূলত ওভেন শার্ট, টি-শার্ট, ট্রাউজার, জ্যাকেট, জগিং স্যুট, শর্টস, ব্রিফ ইত্যাদি তৈরি হয়। এসব পণ্য প্রধানত আমেরিকা, কানাডা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে রপ্তানি করা হয়। বর্তমানে আমেরিকা ট্যারিফ আরোপ করায় আন্তর্জাতিক বাজারে কিছু প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে, যা এই খাতের সম্প্রসারণে প্রভাব ফেলছে।

বাংলাদেশ থেকে অস্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতেও পোশাক রপ্তানি করা হয়। তবে রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮০ শতাংশই আবার পোশাক তৈরির কাঁচামাল আমদানিতে ব্যয় হয়। সরকার স্থানীয়ভাবে কাপড়, লাইনিং, সুতা, বোতাম, জিপার, লেবেল ইত্যাদি উৎপাদনের উদ্যোগ নিয়েছে। এর ফলে ভবিষ্যতে নিট বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বিশেষ করে নিট গার্মেন্টস (যেমন টি-শার্ট) উৎপাদনে প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যণীয়। ইউরোপীয় বাজারে বাংলাদেশ বর্তমানে টি-শার্ট রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। ১৯৯৪-৯৫ সালে টি-শার্ট রপ্তানি ছিল ৩৯৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০০৮-০৯ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৬,৪২৯ মিলিয়ন ডলারে। যদিও বাংলাদেশের তৈরি টি-শার্টগুলো তুলনামূলকভাবে কম দামের।

তবে পোশাকশিল্পের সবচেয়ে বড় দুঃখের জায়গা হলো–শ্রমিকদের মজুরি। ২০২৫ সালের ২৯ অক্টোবরের একটি পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে দেখা যায়, পোশাক খাতের প্রায় ৩২ শতাংশ শ্রমিক ন্যূনতম মজুরিরও কম আয় করেন। ৭৮ শতাংশ শ্রমিক তাদের পরিবারের জন্য পর্যাপ্ত খাবার জোগাতে পারেন না, এবং প্রতি আটজনের একজন শ্রমিক ঋণের জালে বন্দী।

যারা শ্রমিক, তারাই দেশের প্রাণ। তাদের ঘামেই গার্মেন্টস শিল্প টিকে আছে, তাদের হাতের তৈরি পোশাক বিদেশে রপ্তানি হয়ে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। তাহলে তারা পিছিয়ে থাকবে কেন? বলা হয়–"কাউকে পিছিয়ে রেখে উন্নয়ন নয়।" অথচ যারা কাজ করছে, তারাই যদি ঋণ করে চলতে বাধ্য হয়, তবে তা দুঃখজনক।

আমরা চাই, সংবিধান অনুযায়ী শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার বাস্তবায়ন হোক। যেন কোনো শ্রমিক ঋণ করে নয়, নিজের পরিশ্রমের উপার্জনে পরিবারের ভরণপোষণ চালাতে পারেন।

[লেখক: আইনজীবী, জজ কোর্ট, জয়পুরহাট]

DHAKA SUNDAY NOVEMBER 9, 2025
KARTIK 24, 1432 BS
The Daily Star

# RMG Sustainability Council expands mandate beyond safety

**REFAYET ULLAH MIRDHA**

The RMG Sustainability Council (RSC), a permanent safety monitoring body in Bangladesh's export-oriented garment industry, has decided to expand its scope of work.

From November 16, the tripartite body involving industry, brands, and unions will monitor issues such as employment contracts and separation, wages, leave and other benefits, the situation of freedom of association and collective bargaining for workers.

It will also look into whether there is child or forced labour, and instances of discrimination in the largest export-oriented industry, according to an RSC document.

The council currently focuses on issues related to the occupational safety and health of workers.

"If any worker lodges a complaint with the RSC, we will investigate," said RSC Managing Director Abdul Haque, citing a decision of the RSC board last month.

The RSC will support its tripartite stakeholders in addressing a wider range of workplace-related issues through an integrated, transparent, and credible platform, according to the document.

This expansion is designed to reduce duplication of efforts, streamline processes, and make complaint management fairer, faster, and more effective for all parties.

In the first phase, beginning November 16, 2025, the RSC will cover 58 brands and 1,185 factories. This phase will run for six months and establish the foundation for full implementation.

In the second phase, all remaining brands and factories will be brought under the purview of the RSC.

ইত্তেফাক
১৪ নভেম্বর ২০২৫

# নভেম্বরেই সাংবাদিক সুরক্ষা আইন পাশ হবে

## —প্রেস কাউন্সিল চেয়ারম্যান

■ নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

চলতি মাসেই সাংবাদিক সুরক্ষা আইন পাশ হবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিচারপতি এ কে এম আব্দুল হাকিম। গতকাল দুপুরে নারায়ণগঞ্জ সার্কিট হাউজের কনফারেন্স রুমে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের উদ্যোগে 'গণমাধ্যমের অপসাংবাদিকতা প্রতিরোধ এবং বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় তিনি এ তথ্য জানান।

প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিচারপতি এ কে এম আব্দুল হাকিম আরো বলেন, সাংবাদিক সুরক্ষা আইন নিয়ে সাংবাদিকদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা ছিল। প্রায় ১৯টি ধাপ অতিক্রম করে আইনটি পাশ হতে যাচ্ছে। এ আইন পাশ হলে সাংবাদিকরা কিছুটা হলেও শারীরিক ও পেশাগতভাবে সুরক্ষা পাবেন।

যুগান্তর
শনিবার ৮ নভেম্বর ২০২৫
২৩ কার্তিক ১৪৩২

স্মরণসভায় বক্তারা

# ফ্যাসিবাদ উচ্ছেদ হলেও শ্রমজীবীদের পরিবর্তন হয়নি

**যুগান্তর প্রতিবেদন**

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ফ্যাসিবাদী সরকার উচ্ছেদ হয়ে গেলেও শ্রমজীবী জনগণের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। তাই অবস্থা পরিবর্তনের জন্য শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। শুক্রবার রাজধানীর রায়েরবাজার বধ্যভূমি শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণে জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সাবেক সভাপতি বদরুদ্দীন উমরের স্মরণসভায় বক্তারা এসব কথা বলেন। পিকআপ ভ্যান শ্রমিক ঐক্য সভার আয়োজন করে।

শ্রমিক নেতা মোহাম্মদ আলমগীরের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য দেন জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল সম্পাদক ফয়জুল হাকিম, বাংলাদেশ লেখক শিবিরের সাধারণ সম্পাদক শফী রহমান, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের রফিক আহমেদ, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক সৌরভ রায় ও ঢাকা অঞ্চলের সম্পাদক বুরহান। স্মরণসভার শুরুতে প্রয়াত কমরেড বদরুদ্দীন উমরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে এক মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা হয়।

ফয়জুল হাকিম বলেন, বদরুদ্দীন উমর শাসকশ্রেণির ইতিহাস বিকৃতির বিরুদ্ধে আজীবন লেখনীর মাধ্যমে এক হাতে লড়াই করে গেছেন। শাসকশ্রেণি নির্মিত ইতিহাসে মিথ্যার মূর্তি ভেঙে দিয়েছেন। শফী রহমান বলেন, বড়লোক শ্রেণির শাসন কাঠামো উচ্ছেদ করে জনগণের হাতে ক্ষমতা আনা ও সামাজিক মালিকানা কায়েমের লক্ষ্যে উমর আজীবন কাজ করে গেছেন।

লুটেরা-দুর্নীতিবাজ শাসকশ্রেণির রাজনৈতিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে শ্রমিক কৃষকসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার জনগণকে সংগঠিত হওয়ার আহ্বান জানান সৌরভ রায়। সভাপতির বক্তব্যে মুহাম্মদ আলমগীর বলেন, বদরুদ্দীন উমর লেখনী ও বাস্তব কাজের মধ্য দিয়ে সংগ্রামের পথ, ক্ষমতা দখলে আনার পথ যে গণ-অভ্যুত্থান, তার দিকনির্দেশনা দিয়ে গেছেন।

প্রথম আলো
শুক্রবার, ১৪ নভেম্বর ২০২৫,

# ঠিকায় কাজ করা পোশাক কারখানাও পাবে প্রণোদনা

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, ঢাকা

ঠিকায় কাজ করা বা সাব-কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে উৎপাদিত ও রপ্তানি করা তৈরি পোশাক ও বস্ত্রজাত পণ্যের বিপরীতে রপ্তানিতে নগদ সহায়তা পাবে সংশ্লিষ্ট কারখানা। তবে উৎপাদনে জড়িত নয় এমন ট্রেডার বা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান এই সুবিধা পাবে না। শুধু নিজস্ব কারখানা আছে এমন প্রতিষ্ঠান এই সুবিধা পাবে।

বাংলাদেশ ব্যাংক গত বুধবার জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে এই নির্দেশনা দিয়েছে। নির্দেশনায় বলা হয়েছে, সরকারের সিদ্ধান্তের আলোকে বাংলাদেশ ব্যাংক এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সাব-কন্ট্রাক্টিং প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে 'তৈরি পোশাক শিল্পে সাব-কন্ট্রাক্টিং গাইডলাইন-২০১৯' এবং 'সরাসরি রপ্তানিমুখী পোশাকশিল্প প্রতিষ্ঠান (ওয়্যারহাউস পদ্ধতির আওতায় সাময়িক আমদানি, ওয়্যারহাউস পরিচালনা ও কার্যপদ্ধতি) বিধিমালা, ২০২৪' অনুসরণ করতে হবে।

রপ্তানিকারকেরা জানিয়েছেন, সরকারের নতুন এই সিদ্ধান্তে 'ফাস্ট সেলস ফ্রেমওয়ার্ক'-এর আওতায় যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি সহজ করবে। এই প্রক্রিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে কম শুল্কে পোশাক রপ্তানি হবে।

নিট পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম *প্রথম আলো*কে বলেন, কোনো কারখানা মালিক বেশি ক্রয়াদেশ পেলে অন্য কারখানা থেকে ঠিকায় পোশাক তৈরি করে। এটা নিয়মিত চর্চা। আগে এসব ক্ষেত্রে প্রণোদনা মিলত না। এখন থেকে মিলবে। আমাদের রপ্তানির ২-৩ শতাংশ এমন চুক্তিতে হয়। এই প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত পোশাক যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করলে শুল্কছাড়ও পাওয়া যাবে।

জানা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্কের কারণে সাব-কন্ট্রাক্ট কারখানার প্রণোদনার বিষয়টি গতি পায়। তবে প্রক্রিয়াটি শুরু হয় গত বছরের অক্টোবরে। একটি মূল কোম্পানির অধীন ভিন্ন ভিন্ন কারখানায় বা কোম্পানিতে সাব-কন্ট্রাক্টিং প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত ও রপ্তানি করা তৈরি পোশাক বা বস্ত্রসামগ্রী রপ্তানিতে নগদ সহায়তা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার পাশাপাশি প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয় পর্যালোচনা করতে ট্যারিফ কমিশনকে সমীক্ষা করতে বলা হয়।

গত মে মাসে ট্যারিফ কমিশন সমীক্ষা প্রতিবেদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পাঠায়। সেখানে বলা হয়, সাব-কন্ট্রাক্টিং প্রক্রিয়া একই মালিকানাধীন ভিন্ন কোম্পানিতে যেমন হতে পারে, তেমনি ভিন্ন ভিন্ন মালিকানাধীন কোম্পানির মাধ্যমেও হতে পারে। তাই এই প্রক্রিয়ায় নগদ সহায়তা দেওয়ার ক্ষেত্রে একই মালিকানাধীন ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানির পরিবর্তে ভিন্ন মালিকানার মধ্যেও যেন সাব-কন্ট্রাক্টিং হয়, সে সুযোগ রেখে নগদ সহায়তা দেওয়ার ব্যবস্থা রাখলে তা সর্বজনীন ও বস্তুনিষ্ঠ হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ফাস্ট সেল ব্যবস্থায় ক্রয়াদেশ দেওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। এ ব্যবস্থায় আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকের বাইরে তৃতীয় পক্ষ উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত থাকে। ফাস্ট সেল ব্যবস্থা অনুযায়ী, প্রথম বিক্রেতার মাধ্যমে তৈরি পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে মার্কিন ক্রেতার মূল শর্ত হচ্ছে, ক্রয়াদেশ গ্রহণকারী কখনোই উৎপাদনকারী হতে পারবে না। এ ক্ষেত্রে ক্রেতার মনোনীত কারখানা থেকে ক্রয়াদেশ গ্রহণকারীর পণ্য নিতে হবে। অর্থাৎ উৎপাদনকারী ও ক্রয়াদেশ গ্রহণকারী রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান পৃথক হতে হবে।

সময়ের আলো বৃহস্পতিবার। ৬ নভেম্বর ২০২৫

# এক কাপ চায়ের জন্য শ্রমিকের জীবন সংগ্রাম

মো. নূর হামজা পি  স
শিক্ষার্থী, আইন বি 
ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অ  বাংলাদেশ

**আমরা যখন চায়ের কাপ হাতে ধরে ঘুম ভাঙাই বা আড্ডায় বসি, তখন একটু থেমে ভাবি এই এক কাপ আমাদের জীবনকে যেমন সজীব করে তোলে, ঠিক তেমনি এক কাপের পেছনে রয়েছে কারও জীবনের সংগ্রাম। আসুন সেই সংগ্রাম  আমরা সম্মা  করি, সেই ভূমি ও সেই মানুষদের কৃতজ্ঞতা জানাই। প্রতিটি চা  র কাপ আমাদের মনে করিয়ে দেবে, সংস্কৃতি, সংযোগ, মানবতা সবকিছুই এক টেবিলের চারপাশে বসে ভাগ করা সময় থেকেই গড়ে ওঠে। আর সেই সময়কে রক্ষা করি, আগামী প্রজন্মের জন্য রেখে যাই**

চা আমাদের শুধু একটি পানীয় নয় তা আমাদের জীবনের সঙ্গে অন্তঃসংযুক্ত, আমাদের স্মৃতি, সময় ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রতিদিন সকালের প্রথম আলোতেই এক কাপ  আমাদের জাগিয়ে তোলে। রাস্তার ধারে, ট্রেনে, অফি  কে কিংবা বাড়ির উঠানে চায়ের আড্ডায় বন্ধুরা মিলিত হ  হাসি-দুঃখ মিলিয়ে কথার স্রোত বয়ে চলে। সেই চুমুকের  ছনে লুকিয়ে আছে একাধিক জীবনচক্র, চাষির হালচাল, স হকারীর পরিশ্রম, তৈরি কারখানার ঘোরাফেরা, পরিবহনের ক্লান্তি সব মিলিয়ে গড়া এক জীবন্ত কাহিনি।

বাংলাদেশে চায়ের উৎপাদন প্রধানত সিলেট ও চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকায় অবস্থিত। সবুজ চা বাগান সে জায়গাগুলোর পরিচায়ক। ঐতিহাসিকভাবে এশিয়ার বনাঞ্চল থেকে শুরু করে বাণিজ্য ও উপনিবেশের সময় সিলেট চায়ের রাজ্যে পরিণত হয়। সেখানকার পাহাড়ঢালা মাঠ, ধু-ধু মাটি—সবই একটি জীবন্ত পরিপ্রেক্ষিত দেয়। আজও সেই পাহাড়ের প্রতিটি পাতায় লেখা রয়েছে চাষির আশা, এক কাপ চায়ে মেশানো হয়েছে জনশক্তি।

কিন্তু প্রতিটি পাতার পেছনে লুকিয়ে আছে চ্যালেঞ্জ। চা চাষিরা জুড়ি না দেওয়া মজুরিতে কাজ করছেন, কখনো কখনো পরিবহন বা মৌসুমি ঝড়ের কারণে তারা আর্থিক ঝুঁকিতে পড়ছেন। ২০২৫ সালের কৃষি মন্ত্রণালয়ের নিরীক্ষায় দেখা গেছে, চা বাগানে কর্মরত শ্রমিকদের গড় মাসিক আয় সবিশেষ বাড়েনি গত পাঁচ বছরে, অনেকেই এখনও মৌসুমিভাবে ও অনিশ্চিতভাবে কাজ করছেন। জলবায়ু পরিবর্তন, অতিবর্ষণ, শুকনো মৌসুম—এসব চা উৎপাদনে ঝুঁকি বাড়াচ্ছে।

ঐতিহ্যবাহী বড় অঞ্চলগুলোর পাশাপাশি বর্তমানে বাংলাদেশে ছোট আকারের চা চাষিদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে। বিশেষ করে পঞ্চগড় ও উত্তরাঞ্চলে এই প্রবণতা বেশি দেখা যাচ্ছে। এই ছোট চাষিরা স্থানীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেও, তারা প্রায়শই বীজ, সার এবং ন্যায্য দাম পাওয়ার ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন।

চায়ের বৃদ্ধি ও বিক্রয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও রয়েছে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। বিশ্বের একাধিক দেশে বাংলাদেশি চা রফতানি হয় যাতে দেশীয় কৃষি খাত ও রফতানির সুযোগ প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু চ্যালেঞ্জ হলো এই অর্থনীতির উন্নয়ন শ্রমিকদের পরিবেশসহায়ক উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে হার মেলায় না। আজও অনেক বাগানে সাসটেইনেবল (টেকসই) চাষ নিয়ম নেই, ফলে গুণগত মান ও বায়ের উভয়ই চ্যালেঞ্জ রয়েছে।

আমরা চায়ের কাপ তুলে ধরলে শুধু পানীয় নয়, সেটা আমাদের পরিচয়ের অংশও। বাংলাদেশে চা-আড্ডা একটি সামাজিক সংস্কৃতি, দুপুরের একটু বিশ্রাম, সন্ধ্যার আলো, বন্ধুবান্ধবের মিলন চায়ের তপ্ত কাপ ঘিরে মানুষের সংযোগ গড়ে ওঠে। এই ছোট ছোট মুহূর্ত আমাদের জীবনকে মিথস্ক্রিয়ার দিকে টেনে নেয়, যেখান থেকে জীবন আরও অর্থপূর্ণ হয়।

স্বাস্থ্য-দৃষ্টিকোণ থেকেও চা গুরুত্বপূর্ণ। মাঝেমধ্যে এক কাপ চা আমাদের মনকে সতেজ করে, ঘুম ভেঙে দেয়, শরীরে এক ধরনের জাগরণ এনে দেয়। তবে ভারসাম্য খুবই জরুরি। অত্যধিক ক্যাফেইন অনিদ্রা, উদ্বেগ বা পক্ষমাংশের বাধা তৈরি করতে পারে। ২০২৫ সালের স্বাস্থ্য পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, দিনে তিন কাপ বা তার বেশি চা পান করায় ঘুমের মানে খারাপের প্রবণতা ১৪ শতাংশ বেড়েছে। ফলে 'চা সময়' কে শুধু আনন্দের নয় সুস্থতার হিসেবে দেখা জরুরি।

চাপ্রেমের মাঝেও আছে নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব। আমরা যখন কাপ হাতে ধরে বসি, তখন চোখ বোলাতে পারি না পেছনের সেই হালকা হাত, যারা পাতাগুলো সংগ্রহ করেছে, কারখানায় সিলিং করেছে, লালি-দাগা পাহাড় থেকে ট্রাকে লোড করেছে। তাদের জন্য ন্যায্য মজুরি, নিরাপদ পরিবহন ও কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। এটি শুধু মানবিক দায়িত্ব নয়, ভবিষ্যতের জন্য দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃতি রক্ষার পথও।

পরিবেশ-চিন্তাও অপরিহার্য। চায়ের পাহাড়ে একদিকে স্বচ্ছ বায়ুপ্রবাহ ও সবুজ ছায়া, অন্যদিকে ভূমিক্ষয় ও বৃষ্টিপাতের বিপরীতে ক্ষতিগ্রস্ত মাটি এই দ্বন্দ্ব প্রবল। টেকসই চাষপদ্ধতি চালু করা আজ সময়ের দাবি। যেমন—বাগানে বৃক্ষরোপণ, রাসায়নিক উপাদান কমিয়ে জৈব পদ্ধতির অভিষেক। ২০২৫ সালের পরিবেশ অধিদফতরের পরীক্ষায় দেখা গেছে, চা বাগানের ভূমিক্ষয়ের হার গত দশ বছরে প্রায় ২.৩ শতাংশ। এটি শুধু খরচ নয় বনায়নের সংকটও তৈরি করছে।

চায়ের প্রথম মুখরোচক অভিজ্ঞতায় আমরা ছিলাম বাসে, অফিসে, আড্ডায় বা নতুন দিনের শুরুতে। কিন্তু সেই অভিজ্ঞতার পেছনে থাকে বিশাল সামাজিক ও অর্থনৈতিক চক্র। উৎপাদন থেকে রফতানি সব পর্যায়ে যদি শ্রমিক ঘাটতি থাকে, তা হলে এক কাপ চা আমাদের অভিজ্ঞতা হলেও তারা অভিজ্ঞতা হারায়। তাই আমাদের চায়ের প্রতিটি মুহূর্তকে অন্তরালে থাকা ঐকান্তিক শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা দিতে হবে।

আজও অনেক বাড়ি-পার্ক বা অফিসে চায়ের কাপ ঘুরে আসে, কারণ মানুষ এক কাপ চায়ের ভেতর একটু সময় নেন নিজেকে, কিন্তু প্রেমিকভাবে বললে এটি এক সামাজিক পালা হয়ে উঠেছে চায়ের সময় মানে সংযোগ, কথা, ব্যস্ততায় একটি বিরতি। এই অন্তরালের সময়-ক্ষেত্র মানুষের মনের বিশ্রাম। তাই এই মুহূর্তগুলোর গুরুত্ব আমরা কখনো কমিয়ে দেখব না। চা বাগানগুলোতে শ্রমিকদের একটি বিশাল অংশই নারী। পাতা চয়ন এবং প্রক্রিয়াকরণের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো তারাই করেন। কিন্তু তাদের মজুরি প্রায়শই পুরুষের তুলনায় কম থাকে এবং তারা মাতৃকালীন সুবিধা ও কাজের নিরাপত্তা নিয়ে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন। কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করা এবং নারী শ্রমিকদের জন্য নেতৃত্ব বিকাশ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ তৈরি করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের চায়ের পরিচিতি মূলত কালো চায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে সবুজ চা, সাদা চা এবং বিশেষায়িত চায়ের চাহিদা ও মূল্য অনেক বেশি। এই বৈচিত্র্য আনতে হলে চা গবেষণাকেন্দ্রগুলোকে নতুন ধরনের চারা উৎপাদন এবং চাষিদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। গুণগত মান বৃদ্ধি এবং পরিবেশবান্ধব উৎপাদন পদ্ধতির মাধ্যমে বাংলাদেশের

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

শোভন কাজ

চায়ের একটি স্বতন্ত্র ব্র্যান্ড তৈরি করা সম্ভব, যা আন্তর্জাতিক বাজারে দেশের সুনাম বাড়াবে।

চায়ের প্রসার শুধু দেশের মধ্যে নয়, আন্তর্জাতিক বাজারেও বাংলাদেশের চায়ের নাম রয়েছে। তবে রপ্তানির মান ও কৃষি উৎপাদনের ধরন উন্নত না হলে আমাদের এই সুনাম টেকসই হবে না। ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, উৎপাদনে গুণগত মান ও বিজ্ঞাপন গুরুত্বপূর্ণ। ২০২৫ সালের রফতানি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, রফতানিত চায়ের পরিমাণ আগের বছরের তুলনায় মাত্র ১.৪ শতাংশ বাড়ছে যা এক দশক আগের গড় হারের চেয়ে অনেক কম। এটি আমাদের দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া দরকার।

চায়ের গল্প শুধু উৎপাদনকারী বা পত্রিকা নয়, চায়ের আড্ডার গুরুত্বপূর্ণ। সামনের কারও সঙ্গে একটা কাপ চায়ে দেখা মানে বন্ধুত্ব, আলোচনা ও ভাবনার বিনিময়। এই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংকেতই চায়ের মানুষের পরিচয় গঠন করে। এই পরিচয়কে যদি আমরা হারিয়ে ফেলি, তা হলে চা শুধু একটি পণ্যচিহ্ন হয়ে থাকবে, জীবন্ত সংস্কৃতি হয়ে থাকবে না।

সিলেট ও চট্টগ্রামের চা বাগানগুলো দেশের অন্যতম প্রধান পর্যটন আকর্ষণ। চা বাগানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং এর শান্ত পরিবেশ দেশি-বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণ করে। কিন্তু এই পর্যটনকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়নি। বাগান কর্তৃপক্ষ এবং সরকারের উচিত হবে ইকো-ট্যুরিজমের নীতি অনুসরণ করে শ্রমিকদের জীবনযাত্রা ও পরিবেশের ক্ষতি না করে পর্যটন সুবিধা বাড়ানো। টেকসই পর্যটন চা শ্রমিকদের জন্য অতিরিক্ত আয়ের উৎস সৃষ্টি করতে পারে এবং স্থানীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণে সহায়তা করতে পারে।

চা বাগানের শ্রমিক ও তাদের সন্তানদের জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা বাগান মালিকদের নৈতিক ও আইনি দায়িত্ব। যদিও কিছু বাগানে প্রাথমিক বিদ্যালয় ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে, তবে সেগুলোর গুণগত মান প্রায়শই নিম্ন। শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা এবং পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল ও মাতৃকালীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা জরুরি। উন্নত শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত হলে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে এবং তারা আরও উৎপাদনশীল হতে পারবে।

চা পাতা কেবল পানীয় হিসেবেই নয়, এটি ফার্মাসিউটিক্যাল, কসমেটিকস এবং খাদ্য শিল্পেও ব্যবহৃত হতে পারে। চাভিত্তিক নতুন পণ্য যেমন : চা পাতা থেকে তৈরি সার, খাদ্য সংযোজন বা প্রসাধনী উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা প্রয়োজন। এ ধরনের বহুমুখী ব্যবহার চা শিল্পের রাজস্বপ্রবাহকে বৈচিত্র্যময় করবে এবং চা-সম্পর্কিত বর্জ্যের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করবে, যা পরিবেশের ওপর চাপ কমাবে।

ভবিষ্যতের কথা ভাবলে, আমাদের উচিত চায়ের চাষ শিল্পকে আরও মানবিক এবং টেকসই করে তোলা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গবেষণাকেন্দ্র ও বাগানগুলোকে সংযুক্ত করে মূলধারার নিয়মানুসন্ধান করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় গবেষকরা যদি পাহাড়ি পরিবেশে চা বাগানের উন্নত পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা চালান, তা হলে উৎপাদন বাড়বে এবং শ্রমিকের অবস্থাও উন্নত হবে। এই যৌথ প্রয়াস শুধু চায়ের জন্য নয়, দেশের উন্নয়নের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা যখন চায়ের কাপ হাতে ধরে ঘুম ভাঙাই বা আড্ডায় বসি, তখন একটু থেমে ভাবি এই এক কাপ আমাদের জীবনকে যেমন সজীব করে তোলে, ঠিক তেমনি এক কাপের পেছনে রয়েছে কারও জীবনের সংগ্রাম। আসুন সেই সংগ্রামকে আমরা সম্মান করি, সেই ভূমি ও সেই মানুষদের কৃতজ্ঞতা জানাই। প্রতিটি চায়ের কাপ আমাদের মনে করিয়ে দেবে, সংস্কৃতি, সংযোগ, মানবতা সবকিছুই এক টেবিলের চারপাশে বসে ভাগ করা সময় থেকেই গড়ে ওঠে। আর সেই সময়কে রক্ষা করি, আগামী প্রজন্মের জন্য রেখে যাই।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শনিবার ॥ ৮ নভেম্বর ২০২৫

# ঝুঁকিতে ৭ কোটি পোশাকশ্রমিক

শাহেদ আলী ইরশাদ

ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রার কারণে বিশ্বব্যাপী পোশাক কারখানাগুলোর শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও জীবিকার ওপর গুরুতর ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় এখনই পদক্ষেপ নিতে ফ্যাশন ব্র্যান্ড, সরবরাহকারী এবং সরকারগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন ক্লিন ক্লোথস ক্যাম্পেইন (সিসিসি)।

পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনের

হিট অ্যান্ড গার্মেন্ট ওয়ার্কার্স রাইটস ফ্যাশনিং এ জাস্ট ট্রানজিশন শীর্ষক প্রতিবেদনে সংগঠনটি বলেছে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বাড়তে থাকায় ঝুঁকিতে পড়েছে বিশ্বের ৭ কোটি ২০ লাখ শ্রমিক। যার বেশির ভাগই নারী, অভিবাসী ও গৃহভিত্তিক কর্মী, বর্তমানে রোগ, হয়রানি ও মজুরি বঞ্চনার মতো নানান ঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছেন।

প্রতিবেদনে বলা হয়, তাপমাত্রা বাড়ার প্রভাবে বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ পোশাকশিল্প; কারণ সেখানে আগে থেকেই গরমের প্রভাব তীব্র। ১৫ অক্টোবর প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, যেসব দেশ পোশাক রপ্তানির ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল এবং একই সঙ্গে তাপমাত্রা বৃদ্ধির ঝুঁকিতে রয়েছে, সেগুলোর পরিস্থিতি নাজুক। ক্রিটিকাল ৯ নামে চিহ্নিত এমন দেশগুলোর মধ্যে ছয়টি (ভারত, চীন, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও ব্রাজিল) বিশ্বের প্রধান পোশাক উৎপাদনকারী। তবে সমস্যাটি শুধু এসব দেশেই সীমাবদ্ধ নয়। কম্বোডিয়া, ফিলিপাইন, উগান্ডা ও সার্বিয়ার মতো দেশেও শ্রমিকরা কর্মক্ষেত্র বা বাড়িতে উচ্চ তাপমাত্রার নেতিবাচক প্রভাব ভোগ করছেন। সিসিসি জানিয়েছে, ফ্যাশনশিল্প নিজেই বিপুল পরিমাণে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন করে পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি করছে,

## ঝুঁকিতে ৭ কোটি পোশাক

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] যা বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে আরও ত্বরান্বিত করছে। অথচ এ শিল্পে যারা সবচেয়ে কম মজুরিতে কাজ করছেন, সেই শ্রমিকরাই জলবায়ুসংকটের প্রথম ও সবচেয়ে ভয়াবহ প্রভাবের শিকার হচ্ছেন। প্রতিবেদনে বলা হয়, জলবায়ু ও পরিবেশগত সংকট যত গভীর হচ্ছে, কর্মক্ষেত্রের অতিরিক্ত তাপ তখন শুধু একটি কর্মপরিবেশগত সমস্যা নয়, এটি হয়ে উঠছে একটি ব্যবস্থাগত হুমকি। এটি বিদ্যমান শ্রম অধিকার লঙ্ঘনকে আরও তীব্র করছে এবং নতুন ধরনের লঙ্ঘনের জন্ম দিচ্ছে।

সিসিসি বলেছে, তাপমাত্রা বাড়ার দায় কেবল ফ্যাশন ব্র্যান্ড ও সরবরাহকারীদের নয়, সরকারগুলোকেও দায়িত্ব নিতে হবে। সরকারকে কর্মক্ষেত্রে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে মানদণ্ড নির্ধারণ করতে হবে এবং উচ্চ তাপমাত্রার কারণে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও আয়ের ওপর যে প্রভাব পড়ে, তার জন্য সামাজিক সুরক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

সংগঠনটির আন্তর্জাতিক কার্যালয়ের প্রতিনিধি জিউসেপ্পে সিওফো বলেন, সরকারগুলোকেও কর্মক্ষেত্রে তাপমাত্রার বিষয়টি গুরুত্বসহকারে নিতে হবে এবং শ্রমিকদের সুরক্ষায় এখনই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাঁর মতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে কর্মক্ষেত্রে তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণের বাধ্যতামূলক মানদণ্ড নির্ধারণ, শ্রমিকদের তাপজনিত ঝুঁকি থেকে সুরক্ষা, অতিরিক্ত তাপের কারণে অসুস্থ হলে ক্ষতি কমানোর ব্যবস্থা এবং ভবিষ্যতের কর্মসংস্থানের ওপর সম্ভাব্য প্রভাব মোকাবিলায় আগাম পরিকল্পনা।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সরকার, সরবরাহকারী এবং ব্র্যান্ডগুলোকে অবশ্যই দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে জলবায়ু ও পরিবেশগত পরিবর্তনে তাদের অবদান কমাতে এবং শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষায় বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে। শোষণমূলক ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড বন্ধ করতে হবে, জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে মর্যাদাপূর্ণ কাজের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে এবং চুক্তির ধরন বা অভিবাসন অবস্থার পার্থক্য ছাড়াই সব শ্রমিকের জন্য সামাজিক সুরক্ষাব্যবস্থায় বিনিয়োগ করতে হবে। যদি এখনই পদক্ষেপ নেওয়া না হয়, তবে পোশাকশ্রমিকরা জলবায়ু বিপর্যয়ের প্রভাবের মুখে পড়বেন, যা তাদের নিরাপত্তা, জীবিকা এবং ভবিষ্যতের জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়াবে বলেও প্রতিবেদনে সতর্ক করা হয়েছে।

বণিক বার্তা
বুধবার, নভেম্বর ১৯, ২০২৫ ■ অগ্রহ

শ্রম আইন সংশোধনে অধ্যাদেশ

# ২০ জন শ্রমিকের সম্মতিতে ট্রেড ইউনিয়ন করা যাবে

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

এতদিন কোনো কারখানা বা প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়ন করতে গেলে ২০ শতাংশ শ্রমিকের সম্মতি লাগত। এখন থেকে ন্যূনতম ২০ জনের সম্মতি থাকলেই ইউনিয়ন করা যাবে।

শ্রম আইন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫-এ এমন বিধান রাখা হয়েছে। সরকার গতকাল অধ্যাদেশটি জারি করেছে। এর আগে গত ২৩ অক্টোবর উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে সংশোধনের বিষয়টি নীতিগত ও চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়।

বণিক বার্তা
বুধবার, নভেম্বর ১৯, ২০২৫

# দেশ গার্মেন্টসের নিট মুনাফা কমেছে ৫৪ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

দেশ গার্মেন্টস লিমিটেডের চলতি ২০২৫-২৬ হিসাব বছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) নিট মুনাফা কমেছে ৫৪ দশমিক ৪৮ শতাংশ। আলোচ্য প্রান্তিকে কোম্পানিটির কর-পরবর্তী নিট মুনাফা হয়েছে ৩ লাখ ৬২ হাজার টাকা, আগের হিসাব বছরের একই প্রান্তিকে যা ছিল ৭ লাখ ৯৫ হাজার টাকা। কোম্পানিটির আর্থিক প্রতিবেদন সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

প্রতিবেদন অনুসারে চলতি হিসাব বছরের প্রথম প্রান্তিকে দেশ গার্মেন্টসের শেয়ারপ্রতি আয় (ইপিএস) হয়েছে ৪ পয়সা, আগের হিসাব বছরের একই প্রান্তিকে যা ছিল ১০ পয়সা। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ শেষে কোম্পানিটির শেয়ারপ্রতি নিট সম্পদমূল্য (এনএভিপিএস) দাঁড়িয়েছে ১৫৭ টাকা ৩ পয়সায়। কোম্পানিটি জানিয়েছে, আর্থিক ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় প্রথম প্রান্তিকে দেশ গার্মেন্টসের মুনাফা কমেছে।

সর্বশেষ সমাপ্ত ২০২৪-২৫ হিসাব বছরে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের জন্য ৩ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে কোম্পানিটির পর্ষদ। আলোচ্য হিসাব বছরে দেশ গার্মেন্টসের ইপিএস হয়েছে ৭৩ পয়সা, আগের হিসাব বছরে যা ৫৯ পয়সা। ৩০ জুন ২০২৫ শেষে কোম্পানিটির এনএভিপিএস দাঁড়িয়েছে ১৫৭ টাকা ২ পয়সায়।

সমাপ্ত ২০২৩-২৪ হিসাব বছরে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের জন্য ৩ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দিয়েছে কোম্পানিটির পর্ষদ। আলোচ্য হিসাব বছরে দেশ গার্মেন্টসের ইপিএস হয়েছে ৫৯ পয়সা, আগের হিসাব বছরে যা ছিল ৩৮ পয়সা। ৩০ জুন ২০২৪ শেষে কোম্পানিটির এনএভিপিএস দাঁড়িয়েছে ১৮ টাকা ৪৪ পয়সায়।

শোভন কাজ

THE BUSINESS STANDARD SUNDAY 09.11.2025

# RMG Sustainability Council can now oversee labour issues too

RMG - BANGLADESH

REYAD HOSSAIN

## Labour leaders welcome the move, factory owners unhappy

> Unfair contracts, termination, wages, benefits, discrimination, etc to be addressed

> New system to be piloted from 15 November in 1,185 factories

It will notify global buyers of non-compliance

Non-compliance could lead to purchase order cancellations

The RMG Sustainability Council (RSC) – the largest alliance monitoring factory safety in Bangladesh's garment sector and formerly known as Accord – has expanded its mandate to include the investigation of labour rights violations alongside safety issues.

Under the new directive, the RSC will now be able to investigate not only electrical, fire, and structural safety matters but also unfair labour practices, set deadlines for corrective measures, and notify global buyers of non-compliance – potentially leading to the cancellation of purchase orders.

The decision was approved at the RSC board meeting on 20 October, despite objections from factory owners' representatives. Other board members, including global brands and labour groups, voted in favour of the expansion.

Currently, the RSC oversees 1,885 factories on safety-related issues. Beginning 15 November, the new mandate will be piloted in 1,185 factories producing garments for 58 global brands, with all RSC-affiliated factories expected to come under the expanded remit within six months.

RSC Managing Director Abdul Haque has already informed factory managements of the new framework through an official letter, a copy of which has been obtained by The Business Standard.

According to the letter, the RSC will now be authorised to investigate complaints related to unfair employment contracts and termination; wages, benefits, and leave; freedom of association and collective bargaining; child labour; forced labour; and discrimination.

From now on, any allegation concerning these issues at RSC member factories can trigger an investigation and corrective action process by the council.

The RSC traces its origins to the Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh, launched in the aftermath of the 2013 Rana Plaza disaster, which killed more than 1,100 garment workers. The Accord initially covered over 1,500 factories. In 2020, it was succeeded by the RSC, a tripartite body representing brands, factory owners, and workers.

Experts credit the Accord and the RSC with bringing substantial improvements to factory safety standards in Bangladesh's garment industry.

### Mixed industry reaction

The new authority has caused unease among factory owners, while labour leaders have welcomed the move as a major step toward protecting workers' rights.

Labour leader Babul Akhter, who is also general secretary of IndustriAll Bangladesh Council and a board member of the RSC, told TBS, "We welcome this decision because it will help curb unfair labour practices and make it easier to form trade unions. It will give workers a better chance to seek justice."

He added, "Although factory owners objected to the proposal at the 20 October board meeting, the motion was passed by a majority vote."

Akhter noted that the most significant focus area under the new system would be freedom of association, allowing workers to report violations of labour rights directly to the RSC. "If owners do not comply, the council will inform the brands, which could lead to order cancellations – creating international pressure for accountability," he said.

Fazlee Shamim Ehsan, president of the Bangladesh Employers' Federation, told this newspaper, "Their attitude and working methods are not industry-friendly. The RSC's past activities have shown this. Allowing them to investigate labour rights issues may end up damaging Bangladesh's industry rather than supporting it."

Ehsan, who also serves as executive president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), added, "There are already international mechanisms and the labour ministry in place to deal with labour rights issues. This is not the RSC's job. We have already communicated our objections."

Mohiuddin Rubel, former director of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), echoed this concern, saying, "Factories already report labour compliance matters to brands through social audits. Bringing these issues under the RSC will only increase operational costs."

Another garment entrepreneur, requesting anonymity, said, "The RSC's new initiative could give brands an excuse to suspend orders, which would directly hurt factories."

কালের কণ্ঠ

। বৃহস্পতিবার । ২০ নভেম্বর ২০২৫ ।

# এডিআরে মিটবে মালিক-শ্রমিক বিরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

শ্রমিক-মালিক বিরোধ দ্রুত ও আদালতের বাইরে নিষ্পত্তির জন্য প্রথমবারের মতো স্বাধীন বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ (এডিআর) গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। সংশোধিত শ্রম আইন ২০২৫-এ যুক্ত নতুন ধারা অনুযায়ী, অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজকে এর চেয়ারম্যান করা হবে। শিল্প খাতে দীর্ঘদিনের মামলা জট ও অস্থিরতা কমাতে এই কর্তৃপক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। গত সোমবার জারি হওয়া বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০২৫-এ নতুন ৩৪৮প ধারা যোগ করে এই কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সরকার মনে করছে, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এডিআর চালু হলে আদালতের ওপর চাপ কমবে, দীর্ঘসূত্রতা দূর হবে, আর শ্রম সম্পর্ক হবে আরো স্থিতিশীল।

**কিভাবে গঠিত হবে এডিআর কর্তৃপক্ষ :** অধ্যাদেশ অনুযায়ী, কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান হবেন একজন অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ, অথবা শ্রম অধিকার ও আন্তর্জাতিক শ্রম মান বিষয়ে অভিজ্ঞ সরকারি বা বেসরকারি ব্যক্তি। তাঁদের নেতৃত্বে থাকবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দপ্তর; মধ্যস্থতার জন্য কাউন্সেলর এবং সালিসের জন্য আরবিট্রেটর প্যানেল গঠন করা হবে। তদারকির দায়িত্বে রাখা হবে ত্রিপক্ষীয় প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে গঠিত গভর্নিং বডি, যারা কাউন্সেলর ও সালিসকারকদের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করবে।

শ্রম সংস্কার কমিশনের সদস্য তাসলিমা আখতার বলেন, 'বছরের পর বছর শ্রম আদালতে মামলা ঝুলে থাকে। এডিআর ও সংলাপ ফোরাম চালু হলে অনেক বিরোধ মামলা হওয়ার আগেই নিষ্পত্তি হবে। এটি শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা ও প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা-স্বার্থ দুই দিকেই ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।'

শোভন কাজ

সমকাল ■ শনিবার ৮ নভেম্বর ২০২৫

# বেকারের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করুন

**ছাদিয়া আফরিন স্বর্ণা**

বেকারত্বের প্রথম কারণ হলো আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে বাজারের চাহিদার অসামঞ্জস্য। প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের যে জ্ঞান ও দক্ষতা শেখানো হয়, তা আধুনিক শিল্প এবং বাজারের প্রয়োজনের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে সংগতিপূর্ণ নয়। এর ফলে ডিগ্রিধারী তরুণরা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের সময় প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক জ্ঞান বা প্রযুক্তিগত দক্ষতা থেকে বঞ্চিত হন। বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত পোশাকশিল্প ও কৃষিনির্ভর। নতুন নতুন শিল্প যেমন প্রযুক্তি, ফিনটেক বা সবুজ শক্তি খাতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ না থাকায় এখানে নতুন কর্মসংস্থান হচ্ছে না। এ ছাড়া ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নে পর্যাপ্ত সহায়তার অভাবও বড় বাধা। এ খাত কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিশাল সম্ভাবনা রাখে কিন্তু প্রয়োজনীয় ঋণ, প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং নীতিগত সমর্থন না পাওয়ায় তারা পূর্ণ সম্ভাবনায় পৌঁছাতে পারছে না।

প্রতিবছর লাখ লাখ তরুণ-তরুণী উচ্চশিক্ষা শেষ করে চাকরির বাজারে প্রবেশ করে। সে তুলনায় নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় না। এর ফলে চাকরির জন্য তীব্র প্রতিযোগিতা হয়, যা অনেক সময় যোগ্য প্রার্থীদেরও হতাশ করে। শহরের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থানের সুযোগ অনেক কম। এ কারণে গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসনের হার বাড়ছে, যা শহরের ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি এবং শ্রমবাজারে অসমতা তৈরি করছে।

এই সংকট মোকাবিলায় একটি সমন্বিত এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রয়োজন। শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো জরুরি। কারিগরি ও ব্যবহারিক শিক্ষার ওপর জোর দিতে হবে। শিক্ষার্থীরা যাতে বাজারের চাহিদা অনুযায়ী ডিজিটাল দক্ষতা, সৃজনশীলতা এবং সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা অর্জন করতে পারে, সে রকম শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করে শিক্ষার্থীদের ইন্টার্নশিপ এবং ব্যবহারিক প্রকল্পের সুযোগ বাড়ানো উচিত।

সরকারি-বেসরকারি খাতকে নতুন নতুন সম্ভাবনাময় শিল্পে বিনিয়োগের জন্য উৎসাহিত করতে হবে। তথ্যপ্রযুক্তি, নবায়নযোগ্য শক্তি, কৃষিভিত্তিক শিল্প এবং পর্যটন খাতে বিনিয়োগ বাড়ানো দরকার। তরুণদের মধ্যে চাকরি খোঁজার মানসিকতা থেকে বেরিয়ে এসে উদ্যোক্তা হওয়ার আগ্রহ তৈরি করতে হবে। সরকারের উচিত সহজ শর্তে ঋণ, মেন্টরশিপ এবং বাজারের তথ্য দিয়ে তরুণ উদ্যোক্তাদের সহায়তা করা। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতকে শক্তিশালী করা গেলে তা কর্মসংস্থান সৃষ্টির অন্যতম উৎস হবে।

কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সরকারের ভূমিকা অপরিসীম। বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প ও স্কিমের মাধ্যমে তরুণদের প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থান করা যেতে পারে। এ ছাড়া চাকরির বাজারে প্রবেশে একটি কেন্দ্রীয় তথ্যকোষ তৈরি করা গেলে চাকরিপ্রার্থী এবং নিয়োগকারীদের মধ্যে যোগাযোগ সহজ হবে। কৃষিভিত্তিক প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প এবং কুটির শিল্পের উন্নয়নে বিনিয়োগ বাড়ানো গেলে গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালী হবে এবং শহরমুখী অভিবাসন কমবে।

■ ছাদিয়া আফরিন স্বর্ণা: শিক্ষার্থী, দর্শন বিভাগ, সরকারি তিতুমীর কলেজ

বুধবার ২৭ কার্তিক ১৪৩২
Wednesday 12 November 2025

# শ্রম অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা তদন্ত করবে আরএসসি, সায় দিচ্ছে না বিজিএমইএ

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

দেশের তৈরি পোশাক কারখানার কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যগত (ওএসএইচ) বিষয়াদির পাশাপাশি শ্রম অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠলে তা তদন্ত করবে আরএমজি সাসটেইনেবিলিটি কাউন্সিল (আরএসসি)। শ্রম অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের সত্যতা পেলে ওই কারখানার সংশ্লিষ্ট বৈশ্বিক ক্রেতাপ্রতিষ্ঠানকে তা জানাবে আরএসসি। এমনকি অভিযোগটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সমাধানের নির্দেশনাও দিতে পারবে তারা। এ ক্ষেত্রে অভিযুক্ত কারখানার ক্রয়াদেশ বাতিল হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হতে পারে।

আরএসসির অধীনে থাকা বেশ কিছু কারখানাকে চিঠি দিয়ে বিষয়টি অবহিত করেছেন সংস্থাটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) আবদুল হক। সেই চিঠিতে বলা হয়, গত ২০ অক্টোবর যুক্তরাজ্যের লন্ডনে অনুষ্ঠিত আরএসসির বোর্ড সভায় কারখানার নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যগত ইস্যুর বাইরে শ্রম অধিকার-সংক্রান্ত অভিযোগের ঘটনা তদন্তের বিষয়ে সংস্থাটির কার্যক্রমে যুক্ত করার প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। তবে বিষয়টি নিয়ে আপত্তি তুলেছে তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ ও নিট পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএ। সংগঠন দুটির নেতারা বলেছেন, 'বিষয়টি বোর্ড সভায় অনুমোদিত হয়নি।'

বিজিএমইএর ভারপ্রাপ্ত সচিব সাইফুল ইসলাম গত রোববার ওএসএইচ-বহির্ভূত বিষয়ে আরএসসির কোনো চিঠি, প্রজ্ঞাপন বা যোগাযোগে সাড়া না দিতে সদস্যদের প্রতি আনুষ্ঠানিকভাবে নির্দেশনা দিয়েছেন। সদস্যদের উদ্দেশে বিজিএমইএ বলেছে, কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যগত বিষয়াদির বাইরের অভিযোগ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে কারখানাগুলোকে আরএসসির এমডি একটি চিঠি দিয়েছেন। বর্তমানে বিষয়টি পর্যালোচনার পর্যায়ে রয়েছে। বিজিএমইএর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ আরএসসির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মাধ্যমে এ বিষয়ে গঠনমূলক আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। এ বিষয়ে চূড়ান্ত অবস্থান আরএসসির পরবর্তী বোর্ড সভায় আলোচনার পর জানানো হবে।

একটি পোশাক কারখানাকে দেওয়া চিঠিতে আরএসসি বলেছে, '১৬ নভেম্বর থেকে প্রথম ধাপে ৫৮টি ব্র্যান্ড ও ১ হাজার ১৮৫ কারখানায় নতুন ব্যবস্থা কার্যকর হবে। ছয় মাস পর দ্বিতীয় ধাপে বাকি কারখানাগুলোতে সেটি কার্যকর হবে। বর্তমানে আরএসসির আওতায় রয়েছে ১ হাজার ৮৮৫টি তৈরি পোশাক কারখানা। আরএসসি তৈরি পোশাক কারখানায় শ্রমিকের অন্যায্য চাকরিচ্যুতি ও ছাঁটাই, মজুরি, ভাতা ও ছুটির অধিকার, ট্রেড ইউনিয়ন করার স্বাধীনতা ও দর-কষাকষি, শিশুশ্রম, জবরদস্তিমূলক শ্রম এবং বৈষম্য-সংক্রান্ত অভিযোগ তদন্ত করতে পারবে। প্রতিটি অভিযোগ প্রমাণ ও কাঠামোবদ্ধ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হবে।'

২০১৩ সালে সাভারের রানা প্লাজা ধসের ঘটনায় ১ হাজার ১০০-এর বেশি শ্রমিক নিহত হওয়ার পর দেশি-বিদেশি চাপের মুখে তৈরি পোশাক কারখানাগুলোর নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স নামে বিদেশি ক্রেতাদের দুটি জোট গঠিত হয়। উভয় জোটের অধীনে বড় ও মাঝারি প্রায় দুই হাজার কারখানার সংস্কারকাজ শুরু হয়। ২০১৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর অ্যালায়েন্স চলে যাওয়ার পর তাদের অধীনে থাকা কারখানাগুলো তদারকির জন্য নিরাপন নামে একটি সংস্থা গঠিত হলেও সেটি এখন নেই। আর অ্যাকর্ডের কারখানাগুলো ২০২০ সালের ১ জুন থেকে তদারক করছে আরএসসি।

শোভন কাজ

NEW AGE FRIDAY, NOVEMBER 7, 2025,

# Workshop urges safety reforms to protect coastal fisherfolk

**Staff Correspondent**

A DAYLONG workshop in Cox's Bazar on Thursday amplified the urgent safety challenges faced by Bangladesh's coastal fisherfolk and called for coordinated reforms to ensure 'Safe Seas, Secure Life.'

Organised by Ocean Centres Bangladesh, the event titled 'Voices of the Unheard' brought together fishing community members, government officials and marine experts to highlight the life-threatening risks endured by those working at sea, said a press release.

Ocean Centres Bangladesh organise a daylong workshop to address the urgent safety challenges faced by Bangladesh's coastal fisherfolk in Cox's Bazar on Thursday. — Press release

For nearly three hours, fishermen shared gripping testimonies of navigating sudden cyclones without proper early warnings, operating overcrowded or poorly maintained boats, and venturing out without basic safety gear such as life jackets, signal lights or flotation devices.

The absence of VHF radios and GPS systems leaves fishers dangerously isolated during emergencies, while injuries at sea often go untreated due to the lack of first-aid supplies and training.

Onshore, unsafe jetties, unhygienic landing stations, and inadequate access to clean water and sanitation compound their hardships.

A high-level panel, including Commodore Mohammad Abdur Razzak (retired), country lead, Ocean Centres Bangladesh, Sujoy Paul, senor fisheries officer Cox's Bazar, Shafiqur Rahman, principal scientific officer, Bangladesh Fisheries Research Institute, Lieutenant Md Salman Bin Skhawkat, Bangladesh Coast Guard, Commodore Syed Ariful Islam, president, Marine Fishers Academy, discussed urgent steps such as strengthening early warning systems, mandating safety equipment on vessels, improving communication facilities and ensuring first-aid and sanitation services at landing centres.

Speakers also stressed the need for social protection schemes and insurance coverage for fishing communities.

দৈনিক ইত্তেফাক ১৩ নভেম্বর ২০২৫

# অন্তর্বর্তী সরকার শ্রমিকের সুরক্ষা নিশ্চিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ : শ্রম উপদেষ্টা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

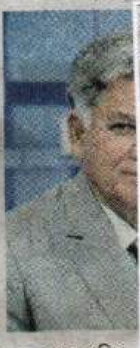

শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং নৌপরিবহন উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন বলেছেন, অন্তর্বর্তী সরকার সব শ্রমিকের জন্য উপযুক্ত কাজ, সমতা এবং সুরক্ষা নিশ্চিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকার একটি হোটেলে বাংলাদেশ ব্যবসা ও প্রতিবন্ধী নেটওয়ার্ক (বিবিডিএন), ব্র্যাক ব্যাংক ও জিআইজেড আয়োজিত 'এম্পাওয়ারএবিলিটি : পাওয়ারিং এভরি এবিলিটি-২০২৫' শীর্ষক এক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

উপদেষ্টা বলেন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বোঝা নন, তিনি একজন নাগরিক, একজন কর্মী ও একজন অবদানকারী। তাদের বাদ দিয়ে নয়, তাদের অন্তর্ভুক্ত করে আমরা উদ্ভাবন, আনুগত্য, উৎপাদনশীলতা ও আরো সহানুভূতিশীল সমাজ অর্জন করতে পারবো। তিনি ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের নেতৃত্বকে সাধুবাদ জানান, বিশেষ করে বিবিডিএনের মতো নেটওয়ার্কগুলোকে, যারা কর্মক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী অন্তর্ভুক্তি নিয়ে আসছে।

বেসরকারি খাতের নেতাদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে উপদেষ্টা বলেন, আমাদের লক্ষ্য কেবল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়োগ করা নয়, বরং শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, সহজলভ্যতা ও সম্মানের সংস্কৃতির মাধ্যমে তাদের ক্ষমতায়ন করা। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় শ্রম আইন শক্তিশালীকরণ, পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য মান উন্নয়ন এবং সব ক্ষেত্রে শ্রমিকদের অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

সরকারি নির্দেশনা, বেসরকারি খাতের নেতৃত্ব ও সামাজিক অংশীদারত্বের মাধ্যমে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ গড়ার আশাবাদ ব্যক্ত করে উপদেষ্টা বলেন, এগিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের সরকার, নিয়োগকর্তা ও উন্নয়ন অংশীদারদের মধ্যে গভীর অংশীদারত্ব গড়ে তুলতে হবে। সাখাওয়াত হোসেন আরো উল্লেখ করেন, সম্প্রতি আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার তিনটি কনভেনশন অনুসমর্থনের মাধ্যমে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র দেশ হিসেবে এর ১০টি মৌলিক কনভেনশন অনুস্বাক্ষরকারী দেশে পরিণত হয়েছে, যা শ্রমিক সুরক্ষায় সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকারের প্রতিফলন।

শ্রমসচিব ড. মো. সানোয়ার জাহান ভূঁইয়া অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে ৫০টিরও বেশি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করেছে।

SATURDAY NOVEMBER 8, 2025
KARTIK 23, 1432 BS
The Daily Star

# RMG's automation and green growth have a gender problem Don't ignore it

SYEDA ZEENAT KARIM

Fatema (pseudonym), a 27-year-old line operator in a garment factory outside Dhaka, has spent nearly a decade behind a sewing machine. Her hands move with mechanical precision, her daily output closely tracked by production targets. But last year, her factory introduced semi-automated sewing lines. Productivity improved. Jobs did not. Several of Fatema's colleagues—mostly women—were quietly laid off. "I didn't understand the new machine," she said. "No one asked if I wanted to learn."

Her story offers a glimpse into the deeper transformation sweeping across Bangladesh's ready-made garments (RMG) sector—one that is becoming more efficient and environmentally conscious, but risks becoming less inclusive if women are not actively supported in this transition.

The RMG sector has long been central to women's employment in Bangladesh. In the 1990s, over 80 percent of garment workers were women, many from rural areas with few other options for formal work. These jobs offered not just wages but a pathway to visibility, mobility, and social agency. Today, women make up around 56 percent of the RMG workforce. While demographic shifts contribute to this trend, much of it reflects structural challenges—most notably, automation and changing workplace dynamics.

This is not unique to Bangladesh. In Vietnam, women still constitute about 75–80 percent of the garment workforce and remain a dominant part of the industry, with limited evidence so far of a gendered decline due to automation (International Labour Organization 2025; World Bank 2021). In Cambodia, women have historically accounted for over 80 percent of garment workers and continue to dominate the sector, though longitudinal data on automation's gender impact remain limited (Heintz 2007; ASEAN 2024). In India, by contrast, women comprise a smaller share—around 35–40 percent of garment workers—and their participation has shown modest growth rather than decline, suggesting different structural dynamics at play (International Labour Organization 2021; International Labour Organization 2022). Across all contexts, women remain concentrated in low-paid, repetitive tasks that are among the first to be mechanised.

In Bangladesh, the impact of automation is already evident. A 2024 study by the Business & Human Rights Resource Centre found that technological upgrades have triggered a 30.58 percent reduction in overall employment in several factories, with women hit hardest due to their predominance in easily mechanised roles such as sewing and trimming. The Business Standard also reported that sweater production lines saw a 37.03 percent labour drop, cutting by 48.34 percent, and sewing declined by 26.57 percent—all heavily affecting women workers. According to Kaler Kantho (2025), over 300 factories across Dhaka, Gazipur, and Narayanganj have closed or suspended operations—either temporarily or permanently—resulting in an estimated 200,000 job losses. The report attributes this downturn to automation, high production costs, and declining international orders, noting that women constitute the majority of those displaced. These combined factors demonstrate that while automation boosts productivity, it is also accelerating labour contraction and deepening gender vulnerability in the sector.

The green transition introduces another layer. With increasing pressure from global buyers to meet Environmental, Social and Governance (ESG) benchmarks, factories are installing solar panels, upgrading wastewater treatment systems, and embedding sustainability reporting into operations.

FILE PHOTO: PALASH KHAN

These efforts are creating new roles in sustainability, but these too are largely inaccessible to women. An ILO survey (2025) found that only 18 percent of workers in sustainability roles were women, with most of them confined to supplementary tasks such as waste sorting.

Despite their experience, women are rarely considered for technical upskilling. However, targeted training in areas such as energy efficiency, textile-waste management, and compliance roles has shown that women

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

can effectively transition into new green jobs. These findings are supported by research from LightCastle Partners (2025), which emphasises that women, when supported by inclusive training environments, contribute meaningfully to sustainable factory operations.

There are promising examples worth building upon. In several pilot initiatives, women operators trained in green practices—such as safe chemical handling and recycling-process management—were subsequently promoted to roles supporting environmental compliance. While these efforts have been limited in scale, they clearly demonstrate that gender-responsive upskilling is both viable and effective. The next step is not innovation, but commitment—to scale and institutionalise these practices across the sector. Yet persistent barriers continue to hold women back.

Despite comprising the majority of line workers, women represent only about 9 percent of production supervisors. A GIZ study (2024) found that promotion decisions were often shaped by gendered assumptions around leadership, assertiveness, and flexibility—qualities still too frequently attributed to men. Even when women exceed performance expectations, they are routinely passed over due to perceived limitations tied to family responsibilities or emotional disposition.

Other challenges—such as lack of childcare, safe transportation, and unequal domestic responsibilities—continue to limit women's full participation and progression in the sector. Many factories lack grievance mechanisms to address harassment or bias. As a result, promising women talent often drops out of the workforce, leaving the sector poorer in skills, diversity, and resilience.

Some global brands have started to address this imbalance, embedding gender equity into responsible sourcing codes. But most still treat gender as a peripheral issue, separate from core metrics like environmental compliance and productivity. If the RMG sector is to remain competitive and socially responsible, gender must be integrated into every level of industrial and environmental policy. This includes mandating gender-inclusive training, tracking promotion pathways, and recognising suppliers who foster equity alongside compliance.

Buyers should be required to review gender-disaggregated labour data, insist on gender parity in training access, and incentivise suppliers who build inclusive cultures. National policy must also respond to this need. A truly just transition requires legal safeguards, budget allocations, and representation of women in dialogue platforms around technology and sustainability.

The role of sectoral organisations such as BGMEA and worker federations is crucial here. They can amplify women's voices and support initiatives that strengthen peer networks, mentorship, and factory-based leadership forums. Multilateral development partners also have a part to play in piloting inclusive business models and de-risking innovation that opens space for under-represented groups.

One often overlooked dimension of this transition is the interplay between automation, decent work, and the care economy. Many women in the RMG sector are also caregivers at home. Without policies that address unpaid care burdens—through subsidised childcare, flexible work arrangements, or support services—the automation-driven restructuring of labour risks intensifying economic insecurity for women. ILO research (2025) underscores that decent work must be understood holistically, ensuring access not only to jobs but to working conditions that reflect workers' realities.

Finally, the narrative itself must change. Stories like Fatema's are not about weakness; they are about exclusion. Women are not passive recipients of progress; they are capable contributors and leaders if the systems around them allow them to participate fully.

Fatema's voice captures what is at stake: "I don't want sympathy. I want skills. I want to work in the future too." A future that is more efficient and sustainable must also be more inclusive. Women like Fatema should not be sidelined by change—they should be helping to lead it.

**Syeda Zeenat Karim** *is a development professional with 10+ years of experience in project management, gender advocacy and strategic communications.*

রবিবার
১৬ নভেম্বর ২০২৫
দৈনিক ইত্তেফাক

# সৈয়দপুরে শিল্পকারখানায় নেই গ্যাস-সংযোগ

## দুই বছর আগে অবকাঠামো নির্মাণ শেষ

■ মো. আমিরুজ্জামান, সৈয়দপুর (নীলফামারী) সংবাদদাতা

নীলফামারী জেলার শিল্পকারখানায় সরকারিভাবে গ্যাস সরবরাহের কাজ শুরু হবে বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল ২০২৩ সালেই। সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের কাজ দুই বছর আগে সম্পন্ন হলেও এখনো কোনো শিল্পকারখানায় গ্যাস-সংযোগ দেওয়া হয়নি। সিটিগেট ও সরবরাহ কেন্দ্র চালু হলেও গ্যাস সরবরাহের কার্যক্রম নেই। এতে একদিকে শিল্পমালিকরা হতাশ, অন্যদিকে ব্যাহত হচ্ছে জেলার অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

পাইপলাইনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ নীলফামারী জেলাসহ উত্তরের জনগণের দীর্ঘদিনের দাবি। ২০২০ সালে বগুড়া-রংপুর-সৈয়দপুর পর্যন্ত গ্যাস পাইপলাইন প্রকল্প অনুমোদন পায়। প্রকল্পে ১৫০ কিলোমিটার পাইপলাইন স্থাপন, তিনটি গ্যাস স্টেশন নির্মাণ এবং বিভিন্ন নদী-খাল ক্রসিংসহ গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। মোট ব্যয় হয় ১ হাজার ৪৭০ কোটি টাকা, যা আগে নির্ধারিত ব্যয়ের চেয়ে বেশি। ২০২৩ সালের শেষে গ্যাস সরবরাহ শুরু হওয়ার কথা থাকলেও, জেলার শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো এখনো গ্যাস-সংযোগ পায়নি। কিন্তু সিটিগেট গ্যাস সঞ্চালন কেন্দ্র ও পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস সরবরাহ লিমিটেডের (পিজিসিএল) আওতাধীন সৈয়দপুর সরবরাহ কেন্দ্রে পর্যাপ্ত গ্যাস মজুত রয়েছে বলে জানা গেছে।

গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড (জিটিসিএল) ইতিমধ্যে রেগুলেটিং ও মিটারিংয়ের কাজ শেষ করেছে। একইভাবে পিজিসিএল সরবরাহ কেন্দ্রের ডিআরএস তৈরির কাজও সম্পন্ন হয়েছে। তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো, কেন্দ্র দুটি প্রধান ফটক বন্ধ রেখে নিরাপত্তা প্রহরীর হেফাজতে পড়ে আছে। সেখানে নেই কোনো ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, নেই কোনো কার্যক্রম।

জানা গেছে, সৈয়দপুর সিটিগেট স্টেশন ও সরবরাহ কেন্দ্র থেকে প্রতিদিন প্রায় ১০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহের সক্ষমতা রয়েছে। এরই মধ্যে ইপিজেড ও বিসিক শিল্পনগরীর পাইপলাইন বসানোর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অর্থাৎ অবকাঠামোগত কোনো ঘাটতি নেই।

স্থানীয় শিল্প-উদ্যোক্তারা বলছেন, 'আমরা বাইরের উৎস থেকে গ্যাস কিনে উৎপাদন চালিয়ে যাচ্ছি। সবকিছু প্রস্তুত থাকলেও কোনো সংযোগ দেওয়া হচ্ছে না, আমরা বুঝতে পারছি না। গ্যাস-সংযোগ না থাকায় উত্তরা ইপিজেড, সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানা, বিসিক শিল্পনগরীসহ বিভিন্ন ভারী ও মাঝারি শিল্পকারখানাকে বাইরে থেকে উচ্চমূল্যে গ্যাস কিনে উৎপাদন চালাতে হচ্ছে। এতে আমাদের খরচ কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। গ্যাস সরবরাহ না হওয়ায় জেলার শিল্প খাতে নতুন বিনিয়োগ কমে গেছে। উদ্যোক্তারা ঝুঁকি নিতে চাইছেন না। ফলে হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা অনিশ্চয়তায় পড়েছে। অনেক প্রতিষ্ঠান আংশিক উৎপাদন চালাচ্ছে, কোনো কোনোটি আবার বন্ধ হওয়ার দ্বারপ্রান্তে।'

ব্যবসায়ী নেতারা বলছেন, 'আমরা প্রতিদিন বাইরে থেকে গ্যাস কিনে আনি। এতে উৎপাদন ব্যয় প্রায় দ্বিগুণ হচ্ছে। অথচ যদি সরাসরি সংযোগ দেওয়া হতো, খরচ অর্ধেকে নেমে আসত। দ্রুত সময়ের মধ্যে গ্যাস-সংযোগ না দেওয়া হলে শিল্পাঞ্চল হিসেবে নীলফামারীর অগ্রযাত্রা থমকে যাবে। এরই মধ্যে সম্ভাব্য অনেক বিনিয়োগকারী তাদের প্রকল্প স্থগিত রেখেছেন।' সৈয়দপুর বিসিক শিল্পনগরীর কর্মকর্তা মশিউর রহমান বলেন, 'বিসিকের সামনে পর্যন্ত পাইপলাইন বসানো হয়েছে। আমরা একাধিকবার পিজিসিএলের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। কিন্তু এখনো কোনো অগ্রগতি নেই। গ্যাস-সংযোগ না থাকায় উদ্যোক্তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ নায়িরুজ্জামান বলেন, 'আমরা আশাবাদী, খুব শিগগিরই সংযোগ দেওয়া হবে। পিজিসিএল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমাদের নিয়মিত যোগাযোগ হচ্ছে।' পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্যাস কোম্পানি লিমিটেডের প্রকল্প পরিচালক ও পিজিসিএলের উপমহাব্যবস্থাপক প্রকৌশলী ফজলুল করিম বলেন, 'ডিস্ট্রিবিউশন লাইনসহ কিছু কাজ বাকি। কাজ শেষ করে শিগগিরই গ্যাস সরবরাহ করা হবে।'

NEW AGE

SUNDAY, NOVEMBER 16, 2025

# RMG exports to the EU see 13pc growth

Staff Correspondent

Bangladesh's exports of readymade garments to the European Union countries grew by 13.17 per cent year-on-year in the January-September 2025 period, reaching €15.26 billion, according to Eurostat data released recently.

The export earnings were €13.48 billion in the same period of 2024.

Bangladesh's monthly exports to the EU in September of 2025 also grew by 15.47 per cent to €1.78 billion, compared with €1.54 billion in September of 2024.

RMG exporters said that, although the exports to the EU market are normal so far, the United States' tariff policy has significantly impacted the global apparel industry, leading to shrinking demand.

For this reason, China and India have intensified their presence in the EU to offset their losses in the US market, which might increase competition here.

Bangladesh remained the second-largest apparel exporter to the EU after China, consolidating its position with double-digit growth in 2025.

The country's 13.17 per cent rise outpaced the EU's overall import growth of 7.14 per cent, reflecting Bangladesh's competitiveness in terms of price, compliance, and sustainability credentials.

The European Union's total apparel imports reached €68.47 billion in the first nine months of 2025, marking a 7.14 per cent year-on-year increase from €63.90 billion in the same period of 2024.

The EU's imports also surged by 3.17 per cent to €8.57 billion in September 2025.

Among the major exporters, China, while maintaining its dominance, recorded 9.86 per cent growth during the first nine months of 2025, with export earnings rising to €19.77 billion from €18 billion in the same period of 2024.

However, its exports dropped slightly by 4.55 per cent in September 2025 to €2.87 billion, down from €3 billion a year earlier.

Despite securing third place, Turkey also experienced one of the sharpest declines among major suppliers in the EU market.

The country's apparel exports to the EU fell to €6.42 billion in January-September 2025, a 9.8 per cent drop from €7.12 billion in the same period of 2024, Eurostat data added.

Turkey's monthly apparel exports to the EU in September 2025 also fell to €704 million, an 8.48 per cent drop from €770 million in the same month of 2024.

India recorded 10 per cent growth to €3.76 billion in January-September 2025, up from €3.40 billion in the same period of 2024.

In September 2025, the South Asian country posted a narrow growth of 0.22 per cent to €308 million, which was €307 million in September 2024.

Cambodia emerged as the strongest performer, registering the highest growth rate among major EU apparel suppliers in the first nine months of 2025, said the Eurostat data.

The country's apparel exports to the EU rose by 22.51 per cent in January-September 2025 to €3.37 billion, which was €2.97 billion, while cumulative exports for the January-September period surged by 25.9 per cent to €2.74 billion in the mentioned period.

Vietnam and Pakistan also showed solid performance in the EU market, with apparel exports rising by 14.24 per cent and 13.77 per cent, respectively, in January-September of 2025, to €3.26 billion and €2.9 billion, respectively.

Vietnam's growth was usually driven by its expanding synthetic apparel and sportswear industries and its preferential access under the EU–Vietnam Free Trade Agreement.

Mohammad Hatem, president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association, said that as the US tariff policy changed the global apparel market, China and India have intensified their presence in the EU.

'This may increase competition in Europe and in this regard, Bangladesh should resolve several domestic factors, including gas and electricity shortages and challenges related to banking and customs,' he added.

Mohiuddin Rubel, former director of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, said the scenario in Europe has changed significantly over the last three months.

'Countries like China, Cambodia, Vietnam, and Pakistan increased their presence in EU markets to offset their losses in the US. Their exports to the EU increased more than the average in the last three months, although Bangladesh remained at its usual position,' he added.

Bangladesh has started losing its share in Europe due to competitors' aggressive presence, he added, saying the country should focus on product diversification, resolving domestic issues, and innovation to sustain its position there.

In 2024, Bangladesh exported apparel worth over €17 billion, according to Eurostat data.

দেশ রূপান্তর

শনিবার, ১৫ নভেম্বর ২০২৫

# কর্ণাটকে কর্মজীবী নারীরা পাবেন ঋতুকালীন ছুটি

রূপান্তর ডেস্ক

ভারতের দক্ষিণী রাজ্য কর্ণাটক সব নারীকর্মীর জন্য প্রতিমাসে একদিনের সবেতন ঋতুকালীন ছুটি চালু করেছে। নতুন নিয়মে ১৮ থেকে ৫২ বছর বয়সী নারীরা সরকারি-বেসরকারি যে কোনো প্রতিষ্ঠানেই এই ছুটি নিতে পারবেন এবং এর জন্য কোনো মেডিকেল সার্টিফিকেট লাগবে না।

এই নীতির আওতায় প্রাতিষ্ঠানিক খাতের প্রায় ৩ লাখ ৫০ হাজার থেকে ৪ লাখ নারীকর্মী একদিনের এই সবেতন ঋতুকালীন ছুটির সুবিধা পাবে। তবে গৃহকর্মী, দিনমজুর বা খণ্ডকালীন চাকরি করা আনুমানিক ৬০ লাখ নারী এই সুবিধা পাবেন না।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রায়োগিক দিক থেকে পরিধি বাড়িয়ে অ-প্রাতিষ্ঠানিক খাতেও এই ছুটি চালু করা উচিত। তারপরও কর্ণাটক যে পদক্ষেপ নিয়েছে তা তাৎপর্যপূর্ণ বলেই গণ্য হচ্ছে।

কারণ, রাজ্যটিতে প্রথমবারের মতো বেসরকারি খাতে কর্মরত নারীদেরও ঋতুকালীন ছুটির আওতায় আনা হয়েছে এবং কর্মী কী ধরনের চাকরি করছে বা চুক্তিতে কাজ করছে কি না সেটি বিবেচ্য বিষয় হিসেবে ধরা হয়নি।

নারীদের জন্য ঋতুকালীন ছুটির ধারণা অবশ্য নতুন নয়। স্পেন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশগুলো বহু আগে থেকেই নারীদের এ সুবিধা দেয়। ভারতেরও আরও কিছু রাজ্যে সীমিত পরিসরে এই ছুটি চালু আছে। বিহার ও উড়িষ্যা রাজ্য সরকারি নারীকর্মীদের মাসে দুদিনের ঋতুকালীন ছুটি দেয়। কেরালা ছুটি দেয় বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর নারীকর্মীদের। তবে ভারতে নারীদের জন্য আলাদাভাবে ঋতুকালীন ছুটি দেওয়া নিয়ে সমালোচনা ও বিতর্ক রয়েছে। অনেকের মতে, এতে কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষ বৈষম্য সৃষ্টি হতে পারে এবং সমতা ক্ষুণ্ন হতে পারে।

আবার অনেকে মনে করেন, এটি নারীদের জন্য অপরিহার্য একটি অধিকার। কারণ, ঋতুস্রাবের সময় অনেক নারীকেই ব্যথা সয়ে কাজ করতে হয়, নইলে বেতন কাটা যায়।

কর্ণাটকের সিদ্ধান্ত নিয়ে রাজ্যটির শ্রমমন্ত্রী সান্তোষ লাড বলেন, নারীদের জন্য এটি সরকারের বাস্তবায়ন করা সবচেয়ে প্রগতিশীল সিদ্ধান্তগুলোর একটি।

স্থানীয় পোশাকশ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি প্রতিভা আর বলেন, পোশাক কারখানায় কাজ করা নারীরা বছরে মাত্র ১১ দিন ছুটি পান। এ নীতি তাদের জন্য বড় স্বস্তি। তবে অনেক নারী মনে করেন, বাস্তবে এই নীতি প্রয়োগ করা কঠিন হবে।

শোভন কাজ

THE FINANCIAL EXPRESS November 14, 2025

# Global and local challenges weigh heavily on RMG export

**MONIRA MUNNI**

The export performance of the readymade garment (RMG) sector, the country's largest foreign currency earner, has been severely affected by multiple factors, including new US tariffs, a sluggish global economy, and local challenges in securing complex, small-sized orders, industry insiders say.

They also point to political uncertainty and election-related concerns as contributing factors that have shaken buyers' confidence.

Bangladesh has witnessed a decline in export earnings from RMG shipments for three consecutive months- August, September and October 2025 -- compared to the same months in 2024.

Data from the Export Promotion Bureau (EPB) shows a negative growth of 4.75 per cent in August, 5.66 per cent in September, and 8.39 per cent in October 2025.

In monetary terms, the export earnings stood at US$3.01 billion in October, US$2.83 billion in September, and US$3.16 billion in August 2025.

This marks a significant decline from the corresponding months of 2024, when exports earned US$3.29 billion in October, US$3.01 billion in September, and US$3.32 billion in August.

The downturn came after a period of robust growth in July 2025 when the fiscal year began with a growth of 24.67 per cent in exports.

This surge was largely driven by early shipments to avoid the imposition of an additional 20 per cent US tariff on Bangladeshi-made garments, which had been announced for the following months, industry insiders said.

The country earned a total of US$12.99 billion from garment shipments during the July-October period of current fiscal year.

In the last fiscal year of 2024-25, RMG exports stood at US$39.34 billion that included US$ 21.15 billion from knitted items and US$18.18 billion from woven garments.

**Local challenges and political uncertainty**

Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) president Mahmud Hasan Khan said July exports growth was strong as buyers received shipments as much as they can to avoid additional cost of new US tariff and that affected August performance.

September was a lean period and the negative growth is 'concerning', he added.

Buyers' costs have increased due to the additional US tariffs, while local exporters are facing tough competition in shipping to the European Union, as China has aggressively entered the 27-nation bloc with lower prices, he said.

The BGMEA chief also mentioned that a significant number of factories have recently closed for various reasons, which could negatively impact overall garment exports.

He added that approximately 220 BGMEA-listed factories and 40 to 50 BKMEA-listed factories were shut down in 2024 and 2025, including some that were closed due to political reasons.

Shovon Islam, managing director of Sparrow Group, explained that Bangladesh's garment and fabric makers have to bear about 5 per cent of the 20 per cent US tariff, while buyers themselves absorb the rest 15 per cent tariff-induced cost.

As a result, many buyers have scaled back their orders, reluctant to raise retail prices in response to the added costs, he said.

Besides, he believes that Bangladesh has already received the work orders shifted from China, while those still shifting are going to other countries, as Bangladesh lacks the capability to secure small-sized orders involving complex fabrics and MMF-based products.

These challenges are due to inefficient port handling, complex customs procedures, and long lead times, as Bangladesh requires at least 16 weeks to import fabrics and ship goods after production, he said.

He added that the lack of a backward linkage industry for MMF-based garments further exacerbates the issue.

He also attributed the current political uncertainty and security concerns to the hesitation among buyers to place large-volume work orders, opting instead for a "wait and watch" approach.

Furthermore, he noted that three of his buyers, who arrived in Dhaka from London on Thursday morning, declined scheduled factory visits due to security concerns.

**Security concerns and factory issues**

Fazlul Hoque, former president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), said that many buyers, particularly those with offices in Bangladesh, are on heightened alert due to the current situation.

Exporters continue to face difficulties in opening letters of credit as banks have become more cautious following some previous incidents, he said.

Hoque, also the managing director of Plummy Fashions Ltd, mentioned that incidents of vandalism in factories, often linked to wage disputes, have further undermined buyer confidence.

In addition, the global economy remains sluggish, and the US tariff hike has dampened demand, particularly from the European Union, which has led to a decline in work orders from that market.

Hoque expressed concern about whether Bangladesh is receiving the available work orders or if they are being diverted to other countries.

**Outlook and future prospects**

BGMEA president Mahmud Hasan Khan stressed the need to improve internal efficiency, particularly at ports, to boost local exporters' competitiveness, reduce production costs, and explore new markets to offset the challenges in traditional markets.

Despite these efforts, industry leaders believe that the trend of negative growth may continue for the next several months.

Shovon Islam predicted that Bangladesh could lose up to 10 per cent of its work orders for the upcoming summer season.

According to data from Mapped in Bangladesh (MiB), there are currently 3,320 factories in operation, with 1,766 registered with BGMEA and 454 with BKMEA while an additional 284 factories are registered with both trade bodies.

Munni_fe@yahoo.com

DHAKA FRIDAY OCTOBER 24, 2025
KARTIK 8, 1432 BS
The Daily Star

# Inflation outpaces wage growth for 44th month

MD ASADUZ ZAMAN

For nearly four years, prices in Bangladesh have been rising faster than people's pay. Every month, workers earned a little more on paper, but that extra money did not stretch as far in the market. Now, for the past two months, even the pace of income growth has started to slow, making an already difficult situation even worse for low- and middle-income families.

Latest data from the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) show that wages grew by 8.02 percent in September, down from 8.15 percent in August and 8.19 percent in July. Inflation in these months stood at 8.36 percent, 8.29 percent, and 8.55 percent, respectively. This means workers' real earnings—the amount their wages can actually buy—have continued to erode.

Economists say this steady erosion of real income is weakening household purchasing power and pushing many families closer to the edge. So, while a worker might earn Tk 10,000 today compared to Tk 9,000 a year ago, if food, rent, and transport costs have risen even faster, that worker is effectively poorer. This has been a constant trend since early 2022.

"Workers are under pressure from both sides: prices are rising while wage growth is losing momentum," said Zahid Hussain, former lead economist at the World Bank's Dhaka office. "It's like getting struck twice—once on the head and again on the feet."

He said that while the situation seemed to be improving earlier this year, that progress has now reversed. "When I looked at the full dataset, it was clear that after months of steady increases, wage growth has started dropping, and this time the fall is much sharper."

September marks the 44th consecutive month in which wage growth has failed to keep pace with inflation. The BBS Wage Rate Index, which tracks earnings across 63 occupations in agriculture, industry, and services, shows that all eight administrative divisions recorded negative month-on-month wage growth in September. Khulna saw the steepest decline, down by 0.18 percentage points from August.

"Real wage erosion is deepening because inflation remains stubbornly high while nominal wages aren't catching up," Hussain said. "This is not just a statistical issue; it reflects the daily struggle of workers whose earnings are losing value faster than before."

Economist Mohammad Lutfor Rahman of Jahangirnagar University said the slowdown is linked to deeper problems in the economy: fewer investments, political uncertainty, and persistent inflation.

**Economists say this steady erosion of real income is weakening household purchasing power and pushing many families closer to the edge.**

"Investment has slowed, and so has hiring," he said. "The number of workers hasn't gone down, but the number of available jobs has. When demand for labour falls and supply stays the same, wage growth naturally slows."

He said many businesses are holding off on new projects as they wait to see what happens after the upcoming national election.

"Businesses are following a wait-and-see approach. They want to know which government will come next and what economic policies will follow before they commit new money," he said.

For many low-income workers, the result is a shrinking household budget. The prices of food, rent, and daily essentials have risen so fast that even a pay raise feels meaningless.

"If this continues, millions of low-income workers could face serious nutritional deficits," Rahman warned.

According to a report released earlier this year by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) on Bangladesh, the number of people in Bangladesh facing high levels of acute food insecurity increased by 70 lakh to 2.36 crore in December last year, compared to 1.65 crore during the April-October period of 2024.

Rahman said the danger now is that falling real incomes will also weaken consumer demand, which could slow the overall economy. "We are seeing signs of a slowdown in trade, import-export, construction, and even in government development spending," he said. "All of this has combined to suppress labour demand."

Economists say the prolonged erosion of purchasing power could have wider effects on the economy. When people spend less, demand weakens, which in turn discourages businesses from expanding or hiring. This can create a cycle of slow growth and falling real wages that is difficult to break.

They say the situation requires coordinated policy interventions, including measures to boost labour demand and targeted support for low-income households.

"Without a meaningful slowdown in inflation or a boost in productivity, the real income squeeze will only worsen in the coming months," said Hussain.

Rahman is hopeful that better days will come after the national election.

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

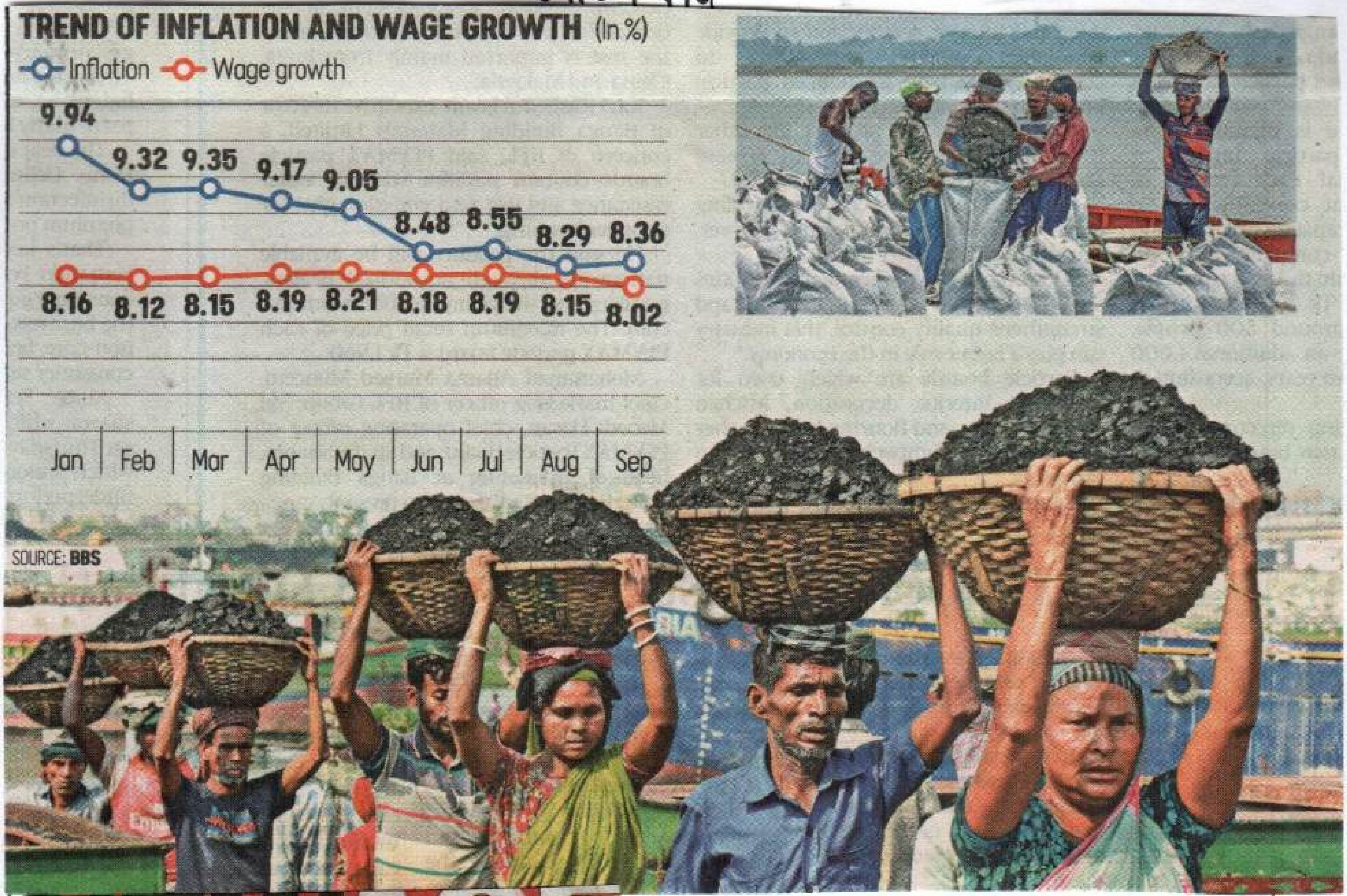


NEW AGE MONDAY, NOVEMBER 24, 2025.

13 YEARS OF TAZREEN FASHIONS FIRE

# Justice for victims still elusive

**Staff Correspondent**

ALTHOUGH 13 years have passed since the deadly Tazreen Fashions fire that claimed 119 lives and injured many other workers, the trial has been moving forward at a snail's pace.

The Tazreen factory fire, one of the deadliest industrial disasters in the country's history, happened on November 24, 2012, at Narshinghapur of Ashulia, on the outskirts of the Dhaka city.

According to a joint statement issued by Garments Sramik Oikya Forum general secretary (in-charge) Shahidul Islam Sabuj and journalist and activist Saydia Gulrukh, 68 dates were set for recording testimony, but witnesses were produced on only 10 occasions.

Members of the Garments Sramik Oikya Forum, an organisation working for worker rights, were present in court at all hearings.

The statement also said that of the 104 listed witnesses, the court had so far heard from just 14.

In the last two scheduled hearings, the prime accused, Tazreen Fashions owner Delwar Hossain, did not appear, citing illness.

Labour rights campaigners feared that Delwar might now be absconding, the statement added, saying that in the immediate aftermath of the tragedy, two government inquiry committees were formed whose investigations highlighted severe negligence by the factory owners regarding worker safety.

The home ministry probe report stated that the deaths at Tazreen Fashions Ltd were extremely tragic and caused widespread outrage at home and abroad.

'While the fire may have been an act of sabotage, the owner's unforgivable negligence was responsible for the scale of the deaths,' the report added, urging to bring the owner of Tazreen Fashions Ltd under law and prosecute under Section 304 (A) of the Penal Code.

Following the recommendations, two separate cases were filed, one by the brother of a missing worker and another by the Ashulia police.

The investigation was led by three officers, including Ashulia police station inspector Md Mostafa Kamal, Criminal Investigation Department's senior assistant superintendent of police Md Monsur Ali Mondol, and CID inspector AKM Mohsinuzzaman Khan.

On December 2, 2013, they submitted a charge sheet to the Chief Metropolitan Magistrate Court, naming 104 witnesses.

On September 3, 2015, charges were formally framed against 13 accused, including the owner, Delwar Hossain, and testimony began on October 1 of that year.

The statement criticised the trial's sluggish pace, attributing it to the state's negligence.

'We believe that the state is responsible for this procrastination,' the statement said, adding that such inaction effectively shielded the factory owner from accountability.

The statement highlighted the involvement of researchers, journalists, lawyers, cultural activists and labour leaders who have been closely monitoring the case.

According to the charge sheet submitted on December 2, 2013, Delwar and his wife, Mahmuda Akhter, built the factory building based on a faulty plan and illegally converted the ground floor walkway into a warehouse, severely compromising safety.

The factory lacked fire exits, in violation of labour law, which requires at least two emergency exits in every factory. This failure, coupled with the illegal structural modifications, left workers trapped during the devastating fire.

The Garment Sramik Samhati will hold a rally in front of the factory at 11:00 am today to show respect to the workers killed. The president of the organisation, Taslima Akhter, will chair the rally.

শোভন কাজ

সোমবার
২৪ নভেম্বর ২০২৫
দৈনিক ইত্তেফাক

ভৈরব (কিশোরগঞ্জ) : পাদুকা কারখানায় জুতা তৈরি করছেন শ্রমিকরা —ইত্তেফাক

# ভৈরবের পাদুকাশিল্পে কাজ করেন দেড় লাখের বেশি মানুষ

**কারখানার সংখ্যা প্রায় ৭ হাজার**

**ভৈরব চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি আলহাজ জাহিদুল হক জাবেদ জানান, ভৈরবের পাদুকা সেক্টর একটি সম্ভাবনাময় শিল্প। এখান থেকে সারা দেশে পাদুকার চাহিদা পূরণ হচ্ছে। পাশাপাশি এসব কারখানায় উৎপাদিত পাদুকা রপ্তানিও করা হচ্ছে**

■ মো. তুহিনুর রহমান, ভৈরব (কিশোরগঞ্জ) সংবাদদাতা

ভৈরবের সম্ভাবনাময় একটি খাত পাদুকাশিল্প। ছোট-বড় প্রায় ৭ হাজার কারখানায় কর্মরত দেড় লক্ষাধিক মানুষ। তবে অর্থায়ন ও দক্ষ কর্মীর অভাবে সংকটে রয়েছে এই শিল্প। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, স্বাধীনতার পর ১৯৮৯ সালে কিশোরগঞ্জের ভৈরবে যাত্রা শুরু করে পাদুকা শিল্প। প্রথম পাদুকা কারখানা স্থাপন করা হয় ভৈরব উপজেলা পরিষদ এলাকায়। কারখানার সংখ্যা বাড়তে বাড়তে এখন আশপাশের ১০ কিলোমিটার পর্যন্ত ছড়িয়েছে। এটি এখন দেশের সবচেয়ে বড় পাদুকা শিল্প এলাকা।

তিন দশকের বেশি সময় ধরে চলতে থাকা এ শিল্প পালটে দিয়েছে ভৈরবের অর্থনীতি। রাজধানী ঢাকা, বাণিজ্যিক নগরী চট্টগ্রামসহ দেশের অন্যান্য এলাকার সঙ্গে সড়ক, নৌ ও রেলপথে যোগাযোগের সুব্যবস্থা থাকায় এখানে দ্রুত প্রসার ঘটেছে পাদুকা শিল্পের। এক সময় শুধু স্যান্ডেল তৈরি হলেও এখন লোফার, কেডসসহ বিভিন্ন ধরনের জুতা তৈরি হয়। স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে তা সারা দেশে সরবরাহ করা হয়। পাশাপাশি বিদেশে রপ্তানিও করা হয়।

ভৈরবে হাতে পাদুকা তৈরির ৭ হাজার কারখানার পাশাপাশি আধুনিক যন্ত্রপাতিসমৃদ্ধ রপ্তানিমুখী বড় কারখানা রয়েছে ৪০-৫০টির মতো। এসব কারখানায় কাজ করেন দেড় লাখেরও বেশি শ্রমিক। নারীশ্রমিকের সংখ্যা ৩০ হাজারের মতো। পাদুকা তৈরির কাঁচামাল, প্যাকেজিং ইত্যাদিসহ প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে ৫ লাখেরও বেশি মানুষ এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত। ছয়টি বৃহত্তর পাইকারি মার্কেট এবং ৫০টিরও বেশি পাদুকাশিল্প পল্লি গড়ে উঠেছে এখানে। পৌর শহরের ভৈরববাজার, কমলপুর, ভৈরবপুর, চণ্ডীবের, গাছতলাঘাট, শম্ভুপুর, জগন্নাথপুর, শীবপুর ইউনিয়নের শীবপুর, জামালপুর, ছনছাড়া, কালিকাপ্রসাদ ইউনিয়নের কালিকাপ্রসাদ, আদর্শপাড়া, আৎকাপাড়া, আকবর নগর, মিরারচর, গজারিয়া ইউনিয়নের গজারিয়া, বাঁশগাড়ী, মানিকদী, পুরানগাঁও, শিমুলকান্দি ইউনিয়নের শিমুলকান্দি, গোছামারা, মধ্যেরচর গ্রামে প্রায় অর্ধশত পাদুকাপল্লি গড়ে উঠেছে।

পাদুকা কারখানার মালিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ভৈরবে বিভিন্ন ধরনের স্যান্ডেল, কেডস, ফরমাল জুতা, বেল্ট, মানিব্যাগ ইত্যাদি তৈরি হয়। পণ্য উৎপাদনে চামড়া, পেস্ট, সলিউশন, রেক্সিন, ফোম, রাবার, সুতা, রং ইত্যাদি প্রধান কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে পণ্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হয় সেলাই মেশিন, বব মেশিন, কালার মেশিন, কাটিং মেশিন ইত্যাদি মৌলিক যন্ত্র। বেশিরভাগ কারখানা মালিক পাইকার বা আড়তদারদের মাধ্যমে পণ্য বিক্রি করেন। কিছু কারখানা সরাসরি বড় ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠানগুলোকে পণ্য সরবরাহের পাশাপাশি সারা দেশ থেকে অর্ডার সংগ্রহ করে চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন ও সরবরাহ করছে।

তাহমিনা স্যান্ডেল ফ্যাক্টরির মালিক মিয়ার উদ্দিন অপু বলেন, সিন্ডিকেটের কবলে পড়ে বর্তমানে উৎপাদন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বিদ্যুৎ সমস্যার কারণেও উৎপাদন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। সজীব স্যান্ডেল সুজ ফ্যাক্টরির মালিক জিয়া উদ্দিন বলেন, শ্রমিকদের আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচয় করানোর জন্য ভালো ট্রেনিং দরকার। এতে তারা দক্ষ হয়ে উঠবে। কারখানার উৎপাদন বাড়বে।

ভৈরবপুর উত্তরপাড়ায় অবস্থিত বেইজিং পিও ফুট ফ্যাক্টরির অংশীদার সামিউল্লাহ সানি। তিনি এ প্রতিবেদককে বলেন, 'প্রথম দিকে ভৈরবে তার কারখানায় পাদুকা হাতে তৈরি হতো। এখন যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে পাদুকা তৈরি হচ্ছে। এসব কারখানায় স্বয়ংক্রিয় মেশিনের মাধ্যমে সহজে বিভিন্ন ধরনের পাদুকা তৈরি করা যায়। এতে সময় কম লাগে। তবে আধুনিক প্রযুক্তির পাদুকার পিও (জুতার উপকরণ) মেশিনের অন্যতম কাঁচামাল হলো কেমিক্যাল। এসব কেমিক্যাল চীন থেকে আমদানি করতে হয়। যেহেতু দেশে ডলারের রেট ওঠানামা করে, তাই চীন থেকে কেমিক্যাল আমদানি করতে সমস্যায় পড়ছি। চাহিদা অনুযায়ী কেমিক্যাল পাই না।'

কথা হয় ভৈরব পিও ফুট ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন সাধারণ সম্পাদক বাহারুল আলম বাচ্চুর সঙ্গে। তিনি বলেন, দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে ভৈরবের পাদুকা। তবে পাদুকা ব্যবসায়ীরা পুঁজি স্বল্পতার কারণে তাদের উৎপাদন বাড়াতে পারছেন না। ভৈরব চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি আলহাজ জাহিদুল হক জাবেদ বলেন, ভৈরবের পাদুকা সেক্টর একটি সম্ভাবনাময় শিল্প। এখান থেকে সারা দেশে পাদুকার চাহিদা পূরণ হচ্ছে। গত ৮-১০ বছরে ৪০-৫০টির মতো আধুনিক প্রযুক্তির পাদুকা কারখানা গড়ে উঠেছে। এসব কারখানায় উৎপাদিত পাদুকা রপ্তানিও করা হচ্ছে।

THE BUSINESS STANDARD

RIDAY 24.10.2025

# 7 Pacific Jeans factories reopen after weeklong shutdown, 35,000 workers resume duty

RMG – CHATTOGRAM

**TBS REPORT**

All seven factories of Pacific Jeans Group reopened yesterday morning after a weeklong shutdown caused by violent labour unrest that left at least 27 people injured.

Production resumed at Pacific Attires Ltd, Pacific Jeans Ltd, Jeans 2000 Ltd, NHT Fashions Ltd, Universal Jeans Ltd, Pacific Workwears Ltd, and Pacific Accessories by 8am, according to Chattogram Industrial Police.

"Workers resumed duty peacefully and production is running in full swing," said Abdullah Al Mahmud, superintendent of Chattogram Industrial Police.

"It's a relief that the factories have reopened and workers have returned to work. Had the unrest and shutdown continued, the situation could have turned disastrous. With 35,000 workers sitting idle, law and order across the port city might have deteriorated, possibly affecting other RMG factories," he added.

Law enforcement, including Industrial Police, CMP, Army, Navy, and Bepza Security, have been deployed around the CEPZ to prevent further violence.

Pacific Jeans had suspended factory operations on 16 October under Section 12(1) of the Bangladesh EPZ Labour Act 2019, citing an unstable situation.

The company announced reopening through notices on Tuesday, while police confirmed 421 workers were terminated for involvement in the unrest.

The protests began on 9 October when workers panicked after police sent letters to verify their addresses in connection with a January vandalism case. Demonstrations spread across the CEPZ, leading to clashes on 16 October that left 27 injured and forced the closure of all factories.

Following weeklong negotiations and tight security, operations resumed today, marking a cautious return to normalcy at the country's largest denim manufacturing complex.

সময়ের আলো শনিবার। ২৫ অক্টোবর ২০২৫

আইএলওর তিন কনভেনশনে স্বাক্ষর

# শ্রমিকরা খুশি হলেও মালিকরা নাখোশ

আইএলওর ১৯২ কনভেনশনের মধ্যে এখন পর্যন্ত ৩৬টি স্বাক্ষর করল বাংলাদেশ • কর্মস্থলে নিরাপত্তা আরও নিশ্চিত হবে

● এসএম আলমগীর

দেশের শ্রমজীবী বা শ্রমিক শ্রেণির মানুষের জন্য বড় একটি সুখবরের দিন ছিল গত বুধবার। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার ওই দিন আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) তিনটি কনভেনশনে স্বাক্ষর করে। তিনটি কনভেনশনেই কর্মস্থলে শ্রমিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অধিকার আদায়ের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। কনভেনশনে স্বাক্ষরের দিন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস 'শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ে স্মরণীয় দিন' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তবে একসঙ্গে তিনটি কনভেশনে স্বাক্ষরের ঘটনায় শ্রমিক শ্রেণি এবং শ্রমিক নেতারা খুশি হলেও শিল্প মালিকরা কিছুটা নাখোশ হয়েছেন।

যে তিন কনভেনশনে স্বাক্ষর করা হয়েছে তার মধ্যে–পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যবিষয়ক কনভেনশন, ১৯৮১ (নং-১৫৫); কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার মান উন্নয়নে প্রচারমূলক কাঠামো কনভেনশন, ২০০৬ (নং-১৮৭) এবং কর্মক্ষেত্রে সহিংসতা ও হয়রানি প্রতিরোধবিষয়ক কনভেনশন, ২০১৯ (নং-১৯০)। কনভেনশন তিনটির মধ্যে কনভেনশন ১৮৭ ও কনভেনশন ১৫৫ আইএলওর মৌলিক কনভেনশন। ২০২২ সালে এ দুটিকে মৌলিক কনভেনশন হিসেবে গ্রহণ করে আইএলও। মোট ১০টি মৌলিক কনভেনশন রয়েছে আইএলওর। এর আগে ৮টিতে সই করেছিল বাংলাদেশ, বাকি দুটিতে করল গত বুধবার।

এ বিষয়ে গার্মেন্টস শ্রমিক নেতা ও বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক ঐক্যপরিষদের চেয়ারম্যান তৌহিদুর রহমান সময়ের আলোকে বলেন, একসঙ্গে তিনটি কনভেশনের স্বাক্ষর আমাদের দেশের শ্রম খাতের জন্য নতুন দিগন্তের সূচনা হলো। অন্য কোনো সরকার হলে এই অনুস্বাক্ষর করত কি না আমাদের সন্দেহ রয়েছে। এ জন্য আমরা বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। একই সঙ্গে দাবি জানাচ্ছি–এই সরকার স্বাক্ষর করল, এটা বাস্তবায়ন করবে আগামীতে যে নতুন সরকার আসবে–তারা। তাই আমাদের দাবি, আগামী সরকার যেন এর সঠিক বাস্তবয়ন করে, দেশের শ্রম আইনের যেন এই অনুস্বাক্ষরের বাস্তবায়ন ঘটে।

তিনি আরও বলেন, কোনো দেশ যদি আইএরওর কনভেশনের অনুস্বাক্ষর করে তখন সে দেশ বাধ্য হয়, তার নিজের দেশের আইনে এর বাস্তবায়ন করা। এই স্বাক্ষরের ফলে সরকার আরও বাধ্য হবে দেশে শ্রমিক নিরাপত্তার বিষয়ে জোর দিতে। যে তিনটি কনভেনশনে স্বাক্ষর করা হয়েছে তার মধ্যে ১৯০-এ কর্মক্ষেত্রে কোনো ভায়োলেন্স বা টর্চার বন্ধে করা হয়েছে। নারী-পুরুষ উভয়কেই যেন কর্মক্ষত্রে হয়রানি-নির্যাতন করা না হয়, সরকার সে বিষয়টি নিশ্চিত করল সরকার। আমি মনে করি এটা শ্রমিকদের জন্য সেইফগার্ড হবে। তবে সরকার যেন এর বাস্তবায়ন করে এবং শ্রম আইনে এগুলো আন্তর্ভুক্ত

## শ্রমিকরা খুশি হলেও মালিকরা না

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করে।

জানা গেছে আইএলওর মোট ১৯২টি কনভেনশনের মধ্যে বাংলাদেশ এখনও পর্যন্ত মোট ৩৫টিতে অনুস্বাক্ষর করেছে। তবে আগে যেসব কনভেনশনে স্বাক্ষর করেছে সেগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়ন না করায় শ্রমিক অধিকার নিশ্চিত করা যায়নি। তাই এই তিনটিতে স্বাক্ষর করলেও এটা কতটা বাস্তবায়ন হবে সেটি নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। অবশ্য শিল্প মালিকরা বলছেন, কনভেনশন ১৫৫ এবং ১৮৭ নিয়ে তাদের তেমন কোনো আপত্তি নেই। তবে কনভেনশন ১৯০ নিয়ে আপত্তি রয়েছে। এ বিষয়ে বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম সময়ের আলোকে বলেন, আইএলও কনভেনশন ১৫৫ এবং ১৮৭-এ যেসব বিষয় উল্লেখ রয়েছে, সেই একই ধরনের কনভেনশেন এর আগেও বাংলাদেশ স্বাক্ষর করেছে এবং এ বিষয়ে শ্রমিক স্বার্থ আমরা রক্ষা করার চেষ্টা করি। তাই এই দুটি নিয়ে আমাদের তেমন কোনো আপত্তি নেই। তবে কনভেনশ ১৯০ নিয়ে আমাদের আপত্তি আছে বা বক্তব্য রয়েছে। এই কনভেশনে কর্মক্ষেত্রে সহিংসতা ও হয়রানি প্রতিরোধ বিষয়ক। এই কনভেনশনে বিশ্বের অনেক দেশই এখনও স্বাক্ষর করেনি। এশিয়ায় একমাত্র ফিলিপাইন করেছে, কারণ দেশটির অনেক গৃহকর্মী অনেকে দেশে কাজ করে। তাদের সুরক্ষার জন্য এটা করেছে। আমাদের এখানে এটা করার কোনো যৌক্তিকতা আমি দেখি না। এই বিষয়ে নিয়ে কেউ যদি আইএলওতে কমপ্লেইন করে তা হলে পুরো দেশ ঝামেলায় পড়ে যাবে–আইএলও বিচার করবে। এ জন্য এটা আমাদের করার দরকার ছিল না। আইএলওর কিছু লোক প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে বসে এটা করেছে।

...mail.com বাণিজ্য সংবাদ

# ২০ শ্রমিকের সম্মতিতেও করা যাবে ট্রেড ইউনিয়ন

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

বিদ্যমান শ্রম আইন অনুযায়ী কোনো কারখানা বা প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়ন করতে গেলে ২০ শতাংশ শ্রমিকের সম্মতি লাগে। এখন সংশোধিত শ্রম আইনে কারখানার আকারভেদে ২০ থেকে ৪০০ জন শ্রমিকের সম্মতির কথা বলা হয়েছে। যেমন কোনো কারখানায় ২০ থেকে ৩০০ শ্রমিক থাকলে ২০ জন এবং ৩০১ থেকে ৫০০ শ্রমিক থাকলে ৪০ জনের সম্মতি লাগবে।

গত বৃহস্পতিবার উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে বাংলাদেশ শ্রম আইন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ নীতিগত ও চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়েছে। প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন।

বিদ্যমান আইনটিকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার পাশাপাশি দেশের শ্রমমানকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা, মালিক-শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত করা এবং শ্রমিকের কল্যাণ ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে নতুন আইনের সারসংক্ষেপে। বৈঠক শেষে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল এ অধ্যাদেশ অনুমোদনের কথা সাংবাদিকদের জানান।

বিদ্যমান আইনটিকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার পাশাপাশি দেশের শ্রমমানকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা, মালিক-শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত করা এবং শ্রমিকের কল্যাণ ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে নতুন আইনের সারসংক্ষেপে।

অনুমোদিত অধ্যাদেশ অনুযায়ী, কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন হবে এখন শ্রমিকের সংখ্যা ও কারখানার আকার অনুযায়ী। কারখানার আকার বড় হলে বেশি শ্রমিকের সম্মতি নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন করতে হবে, আকার ছোট হলে শ্রমিকের সংখ্যাও লাগবে কম। অনুমোদন হওয়ার পর গতকালই তা আইন মন্ত্রণালয়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষার (ভেটিং) জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। ভেটিং শেষে জারি হবে প্রজ্ঞাপন।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সূত্রগুলো জানায়, কারখানার আকার অনুযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, ২০ থেকে ৩০০ জন শ্রমিক থাকা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ২০ জন, ৩০১ থেকে ৫০০ জন শ্রমিক থাকা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ৪০ জন, ৫০১ থেকে ১ হাজার ৫০০ জন শ্রমিক থাকা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ১০০ জন, ১ হাজার ৫০১ থেকে তিন হাজার শ্রমিক থাকা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ৩০০ জন এবং তিন হাজার ১ থেকে তার বেশি শ্রমিক থাকা প্রতিষ্ঠানে ৪০০ জন শ্রমিকের সম্মতি লাগবে ট্রেড ইউনিয়ন করতে গেলে।

অধ্যাদেশ অনুযায়ী, একটি কারখানায় সর্বোচ্চ ট্রেড ইউনিয়ন হতে পারবে এখন পাঁচটি, বর্তমান নিয়ম তিনটি। ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা একাধিক হলে নির্বাচনের মাধ্যমে গঠন করা হবে যৌথ দর-কষাকষি প্রতিনিধিদল বা সিবিএ।

> এখন সংশোধিত শ্রম আইনে কারখানার আকারভেদে ২০ থেকে ৪০০ জন শ্রমিকের সম্মতির কথা বলা হয়েছে। যেমন কোনো কারখানায় ২০ থেকে ৩০০ শ্রমিক থাকলে ২০ জন এবং ৩০১ থেকে ৫০০ শ্রমিক থাকলে ৪০ জনের সম্মতি লাগবে

বাংলাদেশ নিট পোশাক উৎপাদক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিকেএমইএ) সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, 'সর্বশেষ ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে ট্রেড ইউনিয়ন করার ক্ষেত্রে শ্রমিকের সংখ্যার ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, তা মানা হয়নি। এর দায়দায়িত্ব এখন সরকারকেই নিতে হবে।'

কত ছিল এ সংখ্যা- জানতে চাইলে বিকেএমইএ সভাপতি বলেন, '৩০০ জন শ্রমিক থাকা কারখানার ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন করতে ৫০ জন শ্রমিকের সম্মতির সিদ্ধান্ত হয়েছিল। ৩০১ থেকে ১ হাজার জনের কারখানার ক্ষেত্রে বলা হয়েছিল ১৫০ জনের সম্মতি।'

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, এখন ছোট কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন করা একটু কঠিন হয়ে যাবে। কোনো কারখানায় যদি ৩০ জন শ্রমিক থাকেন আর ২০ জন শ্রমিক মিলে যদি ইউনিয়ন করতে চান, তাহলে শতাংশ আকারে তা অনেক বেশি হয়ে যাবে যা এত দিন ২০ শতাংশ ছিল।

মজুরি বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন দাবিদাওয়া আদায়ে আন্দোলনে নামতে বাধ্য হন শ্রমিকেরা। আন্দোলন ঠেকাতে শিল্পমালিকেরা অনেক সময় শ্রমিকদের চাকরিচ্যুত করার পাশাপাশি তাদের কালোতালিকাভুক্ত করেন। তখন শ্রমিকদের নতুন কারখানায় চাকরি পাওয়া কঠিন হয়। সংশোধিত শ্রম আইন অধ্যাদেশে শ্রমিকদের কালোতালিকাভুক্ত নিষেধ করা হয়েছে।

অধ্যাদেশে বলা হয়েছে, কোনো প্রতিষ্ঠানের মালিক বা মালিকদের কোনো সংগঠন কর্মরত কোনো শ্রমিককে ছাঁটাই, বরখাস্ত, অপসারণ, অবসর বা অন্য কোনো কারণে চাকরি থেকে অবসানের পর নতুন কোনো কারখানা বা প্রতিষ্ঠানে চাকরি নেওয়ার ক্ষেত্রে অযোগ্য ঘোষণা করার উদ্দেশ্যে কালোতালিকাভুক্ত করা যাবে না।

শ্রম আইনে গৃহপরিচারকদের যুক্ত করা হয়েছে। গৃহপরিচারক বলতে এমন কোনো ব্যক্তিকে বোঝাবে, যিনি নিয়োগকারীর বাসায় মৌখিক বা লিখিতভাবে খণ্ড বা পূর্ণকালীন নিয়োগের মাধ্যমে গৃহকাজ করেন। এ ক্ষেত্রে মেস বা ডরমিটরিও গৃহ হিসেবে বিবেচিত হবে। কোনো ব্যক্তিকে জোরপূর্বক বা বাধ্যতামূলক কোনো কাজ করানো যাবে না। কেউ এ ব্যাপারে কাউকে সহায়তাও করতে পারবে না।

এ ছাড়া শ্রমিকের সংজ্ঞা স্পষ্ট করা হয়েছে। অধ্যাদেশে বলা হয়েছে, শ্রমিক অর্থ শিক্ষানবিশসহ কোনো ব্যক্তি, চাকরির শর্ত প্রকাশ্যে বা উহ্য যেভাবেই থাকুক না কেন, যিনি কোনো প্রতিষ্ঠানে বা শিল্পে সরাসরিভাবে বা কোনো ঠিকাদার, যে নামেই অভিহিত হোক না কেন, তার মাধ্যমে মজুরি বা অর্থের বিনিময়ে কোনো দক্ষ, অদক্ষ, কায়িক, কারিগরি, ব্যবসা উন্নয়নমূলক বা করণিক কাজে নিযুক্ত কর্মচারী বা কর্মকর্তা যে নামেই হোক না কেন, তারা অন্তর্ভুক্ত হবেন।

বর্তমান আইনে শ্রমিকদের সুবিধার জন্য ভবিষ্য তহবিল গঠনের কথা বলা থাকলেও তা বাধ্যতামূলক নয়। অধ্যাদেশে তা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বলা হয়েছে, ১০০ স্থায়ী শ্রমিক থাকলেই মালিকপক্ষ তাদের জন্য ভবিষ্য তহবিল গঠন করতে বাধ্য থাকবে।

তবে বিকল্প ব্যবস্থার কথাও বলা হয়েছে। কোনো প্রতিষ্ঠান চাইলে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সর্বজনীন পেনশন স্কিমে অংশগ্রহণ করতে পারবে। তাদের জন্য প্রযোজ্য হবে 'প্রগতি স্কিম', যাতে মালিক ৫০ শতাংশ ও শ্রমিক ৫০ শতাংশ চাঁদা দেবেন। তবে কোনো সদস্য স্কিমে থাকতে না চাইলে লিখিতভাবে মালিকপক্ষকে জানাতে হবে।

প্রত্যেক নারী কর্মী প্রতিষ্ঠানের কাজে সন্তান প্রসবের সম্ভাব্য তারিখের আগের ৬০ দিন এবং সন্তান প্রসবের পরের ৬০ দিনের জন্য ছুটি নিতে পারবেন। কর্তৃপক্ষ এ ছুটি দিতে বাধ্য থাকবে। বর্তমানে প্রসূতি ছুটি ১১২ দিন। এখন ৮ দিন বাড়িয়ে ১২০ দিন করা হলো।

অধ্যাদেশে বলা হয়েছে, আইনের অন্যান্য বিধানে যা-ই থাকুক না কেন, সরকার বিধির মাধ্যমে কর্মস্থলে দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ তহবিল প্রতিষ্ঠা করবে। তহবিলের ব্যবস্থাপনা পর্ষদের গঠন, তাদের কাজ, সুবিধার মাত্রা, তহবিলের অর্থায়ন উৎস ও পদ্ধতি ইত্যাদি বলা হবে বিধিতে। এটি একটি নতুন ধারা। প্রজ্ঞাপনে বলা হবে কোন কোন শিল্প বা খাতে এ তহবিল প্রযোজ্য হবে। উপদেষ্টা পরিষদকে জানানো হয়েছে, বর্তমানে পোশাক খাতে ক্ষতিপূরণ তহবিলের পরীক্ষামূলক কর্মসূচি চলমান রয়েছে, যেখানে ব্র্যান্ড ও ক্রেতারা অবদান রাখছেন।

শ্রমসংক্রান্ত ব্যক্তিগত ও যৌথ বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য অধ্যাদেশে একটি বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ গঠনের কথাও বলা হয়েছে। এটি পরিচালিত হবে নিরপেক্ষ ও ন্যায্যতার ভিত্তিতে। শ্রম আদালতে পুঞ্জীভূত মামলার জট কমাতে এটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) পর্যবেক্ষণ ছিল। তবে বিষয়টি নিয়ে পরে বিধি প্রণয়ন করবে সরকার।

সংবাদ

ঢাকা : শনিবার ৯ কার্তিক ১৪৩২
Dhaka : Saturday 25 October 2025

পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার মহিপুর এলাকা —সংগৃহীত

# মাছ শিকারে নিষেধাজ্ঞা শেষ, নদীতে নামতে প্রস্তুত জেলেরা

সংবাদ ডেস্ক

**জাল, নৌকা ও ডিজেলসহ আনুষাঙ্গিক জিনিসপত্র নিয়ে নদীতে যাওয়ার অপেক্ষায় জেলেরা**

ইলিশের প্রজনন রক্ষায় সরকার ঘোষিত ২২ দিনের মাছ শিকার নিষেধাজ্ঞা শেষ হচ্ছে আজ মধ্যরাতে। নিষেধাজ্ঞা শেষের সঙ্গে সঙ্গে ভোররাত থেকেই গভীর সমুদ্রে কাঙ্ক্ষিত ইলিশ ধরতে নামবেন উপকূলের জেলেরা।

গত ২২ দিনে অবসরের অন্ত ছিল না জেলেদের। সেই সুযোগে তারা জাল, নৌকা মেরামতের কাজ শেষ করেছেন। কার আগে কে যাবে, চলছে এর প্রতিযোগিতা। প্রচুর ইলিশ ধরা পড়বে জালে, এমনটা আশা করছেন তারা।

উপকূলীয় জেলেদের কয়েকজন জানান, এই নিষেধাজ্ঞার সময়ে সরকারঘোষিত সহায়তা তাদের অনেকের হাতেই পৌছেনি। কেউ আবার আক্ষেপের সুরে বলেন, যারা প্রকৃত জেলে তাদের অনেকেই বরাবরের মতো এবারও এই সাহায্য বঞ্চিত ছিল। তবে কোনো কোনো এলাকায় যথাসময়ে সরকারি সহায়তা পৌছেছে।

জানা গেছে, ইলিশের প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ রক্ষায় প্রতি বছর একটা নির্ধারিত সময় মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেন সরকার। এর ধারাবাহিকতায় এ বছরও ৪-২৫ অক্টোবর পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এ ২২ দিন অনেক কষ্ট করেছেন জেলে পরিবারগুলো। সরকারি সাহায্য যা পেয়েছে, তাই দিয়ে কোনো রকম দিন কাটিয়েছে। মাঝে মধ্যে অর্ধাহারে-অনাহারেও থাকতে হয়েছে। জেলেরা জানান, প্রতি বছর নিষেধাজ্ঞার সময় ছেলে মেয়ে নিয়ে অনেক কষ্টে দিন কাটে। মাঝে মধ্যে উপোসও থাকতে হয়। অবরোধ শেষে সাগরে গিয়ে মাছ না পেয়ে খালি হাতে ঘাটে ফিরতে বাধ্য হয়। কারণ পার্শ্ববর্তী দেশের জেলেরা বাংলাদেশের জলসীমায় ঢুকে মাছ ধরে নিয়ে যায়।

গত বছর থেকে বর্তমান সরকারের কড়া নজরদারিতে সোচ্চার কোস্ট গার্ড, নৌ-পুলিশসহ রক্ষাকারী বাহিনী। তবে ভারতের সঙ্গে একই মেয়াদে নিষেধাজ্ঞার তারিখ নির্ধারণ করা একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করেন জেলেরা।

মৎস্য কর্মকর্তারা বলেছেন, মা ইলিশ রক্ষায় সরকারের এ নিষেধাজ্ঞা মৎস্য মন্ত্রণালয়ের গবেষণার ভিত্তিতেই নির্ধারণ করা হয়। আমরা আশা করি, নিষেধাজ্ঞা শেষে নদী ও সাগরে প্রচুর মাছ ধরা যাবে। জেলেরা ক্ষতির কিছুটা পুষিয়ে নিতে পারবে।

ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চাঁদপুরের পদ্মা ও মেঘনা নদীতে ৪-২৫ অক্টোবর পর্যন্ত ২২ দিন মাছ ধরতে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল সরকার। পদ্মা-মেঘনার ৭০ কিলোমিটার অংশ ইলিশের অভয়াশ্রম ঘোষণা করা হয়ে। সাগর থেকে নদীর মিঠা পানিতে বছরের এ সময়ে ইলিশের বিচরণ ঘটে। মিঠা পানিতে ডিম ছাড়ে মা ইলিশ। আবার ডিম ছেড়ে সাগরে চলে যায়। তাই সাগর ও নদীতে ইলিশ ধরা, পরিবহন, মজুদ ও বিক্রি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছে সরকার।

সরকারের এই অভিযান বাস্তবায়নে এ নিষেধাজ্ঞার সময়ে জেলা ও উপজেলা টাস্কফোর্স বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়েছে। জেলা প্রশাসকের নেতৃত্ব উপকূলীয় এলাকায় চালানো হয়েছে সচেতনামূলক প্রচারণা।

তারপরও প্রশাসনের নজর এড়িয়ে গোলন্দসহ বিভিন্ন স্থানে ইলিশ শিকার করেছিল জেলেরা।

SATURDAY, OCTOBER 25, 2025, KARTIK 9, 1432 BS
NEW AGE

STEEL INDUSTRY

# Focus on efficiency, cost cutting amid demand slump

Pimple Barua · Chattogram

A file photo shows a number of workers handling a roll of steel plate at a steel plate workshop at Kamrangirchar in the capital. — New Age photo

BANGLADESH'S steel industry, one of the key drivers of the country's infrastructure-led economic growth is shifting its focus from capacity expansion to cost efficiency and technological modernisation as domestic demand has weakened in recent years due to prolonged political and economic uncertainty.

Over the past 15 years, the sector has grown steadily, driven by both public and private investment in infrastructure.

However, after recovering from the Covid-19 shock, the market was again been hit by a sharp fall in demand for construction materials amid a slowdown in development activities.

Companies are now investing in modernising existing facilities and increasing production efficiency through automation and technological upgrades.

By improving productivity with the same workforce and within the same operational time frame, large producers are cutting unit costs, allowing them to sell at lower prices while staying competitive.

According to data from leading steel industry insiders, the annual production capacity of the country's automatic and semi-automatic rebar manufacturers exceeded 10 million tonnes.

But actual demand has dropped to about 5.5-6 million tonnes, which is only about 60 per cent of capacity.

Manufacturers and sector professionals stated that due to stagnation in both government and private construction, rod prices had fallen to their lowest levels in recent times.

Market operators said that demand was already 25-35 per cent below installed capacity before the slowdown and was now down by as much as 40 per cent compared with that in the previous years.

The prices of rods also fell sharply in recent months. According to data from Trading Corporation of Bangladesh, on Friday, the price of 60-grade MS rods, widely used on construction sites and in infrastructure projects, was Tk 81,000-84,000 per tonne, the lowest in the last four years. The price of 40-grade MS rod was Tk 74,000-77,000 per tonne.

SATURDAY, OCTOBER 25, 2025, KARTIK 9, 143

NEW AGE

# Labour law change won't work without effective enforcement

THE government's approval of major amendments to the labour law is a welcome step towards addressing gaps and improving industrial relations. The amendments approved by the council of advisers on October 23 include enhanced maternity benefits, simplification of the trade union formation process and positive provisions to prevent harassment and violence against workers. The changes, as the law adviser says, are made in accordance with a number of international legal instruments to address the concern of the European Union and the United States. In the past, efforts to introduce mandatory provident funds or establish an accident compensation mechanism have repeatedly stalled because of the influence of trade bodies and the conflicting business interests of parliamentarians. Similarly, the complex and tedious process of enlisting a trade union in the industrial sector, particularly in the apparel sector, has been a concern of labour leaders. Another important amendment is the revision of the legal definition of 'worker,' which brings the broader labour force under its scope. Although the details of the amendments are not made public, the media report suggests a promising shift, contingent on effective enforcement.

Addressing the loopholes in the labour law is a foundational step forward. The amendment to the labour law alone, however, will not bring about the expected change in the labour sector. The inherent bias towards the factory owners and the failure to ensure a strict enforcement of laws is also a large part of the problem. The law requires that the government should ensure worker representation on the minimum wage board for the apparel sector but in reality, the labour leaders included are compromised and often allowed to sit in the negotiation because of their demonstrated loyalty to owners. Persistent corruption in the factory inspection and compliance process, evidenced in the continued operation of non-compliant factories such as Anwar Fashions, calls into question the government's commitment to improving workplace safety. After the fire at Anwar Fashion, it was revealed that the factory had no fire exits, alarms or safety systems nor was it registered with any trade bodies and the chemical warehouse that ignited the inferno was already on the fire service's list of illegal establishments. The government's emphasis on framing the amendments as an effort to meet international standards is also concerning. While aligning with global labour standards is important to remain competitive on the international market, the ultimate priority should be the protection of worker's life, not the market advantage.

The government should, therefore, ensure that the amendments to the labour ordinance do not remain on paper but are translated into action. In doing so, it should facilitate the process of the establishment of a mandatory compensation fund in the industrial sector and take action against non-compliant units.

ইত্তেফাক

বৃহস্পতিবার

১২ অগ্রহায়ণ ১৪৩২, ২৭ নভেম্বর ২০২৫

# মালিকদের দীর্ঘসূত্রতায় নিম্নতম মজুরি পাচ্ছেন না ট্যানারি শ্রমিকরা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

এক বছর হয়ে গেলেও সরকারঘোষিত সংশোধিত নিম্নতম মজুরি বাস্তবায়নে মালিকরা দীর্ঘসূত্রতা করছেন। এতে ক্ষোভে ফুঁসছেন ট্যানারি শ্রমিকরা। যে কোনো সময় তারা কঠোর আন্দোলনে নামতে পারেন। এছাড়া শিল্পে শ্রমিক ছাঁটাই, অবৈধ কন্ট্রাক্টর ব্যবস্থার বিস্তার এবং চামড়া শিল্পকে বেপজার অধীনে নেওয়ার উদ্যোগের কারণে ট্যানারি শিল্প চরম অনিশ্চয়তায় রয়েছে বলে অভিযোগ করেছে ট্যানারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন।

গত মঙ্গলবার রাজধানীর দ্য ডেইলি স্টার সেন্টারের এ এস মাহমুদ সেমিনার হলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য তুলে ধরে সংগঠনটি। ইউনিয়নের সভাপতি আবুল কালাম আজাদ এবং সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মালেক জানান, গত বছরের ২১ নভেম্বর গেজেট অনুযায়ী এবং পরবর্তী সময়ে মন্ত্রণালয় ঘোষিত সংশোধিত নিম্নতম মজুরি এখনো বাস্তবায়ন হয়নি। প্রায় দুই বছর ধরে আলোচনা, ত্রিপক্ষীয় সভা ও মন্ত্রণালয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও মালিকপক্ষ কোনো কার্যকর উদ্যোগ নেয়নি। ইউনিয়নের দাবি, দীর্ঘদিন কর্মরত শ্রমিকদের 'অস্থায়ী' দেখিয়ে তাদের ঘোষিত মজুরি থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা হচ্ছে, যা শ্রম আইনের স্পষ্ট লঙ্ঘন।

সলিডারিটি সেন্টার বাংলাদেশের কান্ট্রি প্রোগ্রাম ডিরেক্টর এবং শ্রম সংস্কার কমিশনের সদস্য অ্যাডভোকেট এ কে এম নাসিম বলেন, গেজেট প্রকাশিত হলেও নিম্নতম মজুরি বাস্তবায়নে মালিকপক্ষের গড়িমসি এবং সরকারি দপ্তরগুলোর নিষ্ক্রিয়তা উদ্বেগজনক। আইন অনুযায়ী স্থায়ী, অস্থায়ী বা ঠিকাদারি সব শ্রমিকই সমান মজুরির অধিকারী, কিন্তু ঢাকায় অস্থায়ী শ্রমিক ও চট্টগ্রামে নারী শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও মজুরি বাস্তবায়নে অনীহা দেখা যাচ্ছে। এ ধরণের বৈষম্যমূলক আচরণ কোনোভাবেই কাম্য নয়। সেই সঙ্গে চট্টগ্রামে কার্যক্রমের কারণে শ্রমিক বরখাস্তের ঘটনাও আশঙ্কাজনক।

শ্রম সংস্কার কমিশনের চেয়ারম্যান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ বলেন, ট্যানারি বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হওয়া সত্ত্বেও এতে এখনো ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি বজায় রয়েছে। শ্রমিকদের দীর্ঘদিন অস্থায়ী অবস্থায় রাখা, ঘোষিত নিম্নতম মজুরি বাস্তবায়নে বিলম্ব এবং পর্যালোচনার নামে পুনরায় অনিশ্চয়তা সৃষ্টি আস্থার ভিত্তিকে দুর্বল করছে যার প্রভাব শেষ পর্যন্ত পুরো শিল্প ও জাতীয় অর্থনীতিতেই পড়বে।

প্রথম আলো
বৃহস্পতিবার, ২৭ নভেম্বর ২০২৫

# নারীর প্রতি সহিংসতা কমেনি, আছে নতুন আশঙ্কাও

এমজেএফের সংলাপ

নারীদের শিক্ষা, অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সত্ত্বেও নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতা কমানো যাচ্ছে না।

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, ঢাকা

> **নারীরা পরিবার, সমাজ, প্রশাসন—কোথাও নিরাপত্তা পাচ্ছেন না। আগের চেয়ে চলাফেরা, আচরণের ক্ষেত্রে তাঁরা যে ধরনের বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন, তা কল্পনা করা যায় না।**
>
> **দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য**, সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো

চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ৫০৩ জন নারী সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে পারবারিক সহিংসতার জেরে খুন হয়েছেন ৩০২ জন। আর পারিবারিক নিপীড়নের শিকার হয়ে আত্মহত্যা করেছেন ১৪৪ জন। এই সময়ের মধ্যে জনসমাগমস্থলে যৌন নিপীড়নের শিকার হয়েছেন ২১৭ জন নারী।

গতকাল বুধবার 'চ্যালেঞ্জিং সোশ্যাল নর্মস অ্যান্ড পাওয়ার ডাইনামিকস: টুওয়ার্ডস আ ফেয়ার-ফ্রি ফিউচার' শীর্ষক জাতীয় সংলাপে আলোচকেরা বলেন, নারীরা পরিবার, সমাজ, প্রশাসন—কোথাও নিরাপত্তা পাচ্ছেন না। এমন পরিস্থিতিতে নারীকে ঘরে আবদ্ধ রাখতে তাঁদের কর্মঘণ্টা কমানোর কথা বলাকে নতুন আশঙ্কা হিসেবেও দেখছেন তাঁরা।

জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার বিরুদ্ধে ১৬ দিনের কর্মসূচি উপলক্ষে রাজধানীর গুলশানের একটি হোটেলে এই সংলাপের আয়োজন করে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ)। 'নারী ও কন্যাশিশুর বিরুদ্ধে ডিজিটাল সহিংসতা বন্ধে ঐক্যবদ্ধ হই'—জাতিসংঘ-ঘোষিত বৈশ্বিক এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সংলাপে নীতিনির্ধারক, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, উন্নয়ন সহযোগী, সাংবাদিক ও তরুণেরা অংশ নেন।

সংলাপে প্রধান অতিথি ছিলেন মহিলা ও শিশুবিষয়ক উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ। তিনি বলেন, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে যে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, সেগুলো কতগুলো ছোট ছোট সমস্যার সমাধান। কিন্তু সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভেতরে নারীদের যে অবস্থা ও অবস্থান, সেই জায়গায় হিমশিম খেতে হচ্ছে।

সাইবার সহিংসতার প্রসঙ্গ টেনে শারমীন এস মুরশিদ বলেন, ডিজিটাল স্পেসেও সচেতনতা বাড়াতে হবে। কারণ, সেখানেও সহিংসতা ব্যাপক। তরুণ-তরুণী উভয়ের মধ্যেই একটি পশ্চাৎপদ বয়ান তৈরি করা হচ্ছে। এটি ভেঙে নতুন সচেতনতা, সমতা ও সম্মানের বয়ান গড়ে তুলতে হবে।

### কোথাও নিরাপত্তা পাচ্ছেন না নারীরা

সংলাপে প্যানেল আলোচক ছিলেন বেসরকারি সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো ও নাগরিক প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। তিনি জানান, নাগরিক প্ল্যাটফর্মের পক্ষ থেকে তাঁরা ঢাকার বাইরে বিভিন্ন এলাকায় প্রাক্-নির্বাচনী সভা করছেন। সেই অভিজ্ঞতা তুলে ধরে তিনি বলেন, প্রথম দিকে সুশাসন ও দুর্নীতিটা জনগণের কাছে খুব বড় বিষয় ছিল। তবে এখন এক নম্বরে রয়েছে নিরাপত্তার বিষয়টি। অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক—এই চার ধরনের নিরাপত্তার বিষয় মানুষের কথায় উঠে আসছে।

মফস্সলে নারীদের সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি তুলে ধরে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, নারীরা সামাজিক নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছেন। পরিবার, সমাজ, প্রশাসন—কোথাও নিরাপত্তা পাচ্ছেন না। নারীরা আগের চেয়ে চলাফেরা, আচরণের ক্ষেত্রে যে ধরনের বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন, তা কল্পনা করা যায় না। এ সময় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে সংগীতের শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি তুলে ধরেন তিনি।

### 'শঙ্কার ব্যাপার'

নারীর প্রতি সহিংসতার বিষয়টিকে সমাজের বৃহত্তর সহিংসতার অংশ হিসেবে মন্তব্য করেন জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন দপ্তর এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ বিভাগের সাবেক পরিচালক সেলিম জাহান। তিনি বলেন, নারীর সাফল্য অনেক সময় পুরুষকে শঙ্কিত করে, আর এ শঙ্কাই সহিংসতাকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। নারীর অর্জন যেন সহিংসতার কারণ না হয়, এটা সমাজকে নিশ্চিত করতে হবে।

সেলিম জাহান আরও বলেন, 'আমরা যখন দেখি যে ক্রমাগতভাবে নারী-পুরুষের সমতার মতো বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ করছে কেউ, এটা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে এবং নারীদের জন্য নির্ধারণ করে দেওয়া হচ্ছে যে কত ঘণ্টা তারা কাজ করতে পারবে, কত ঘণ্টা তারা ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকবে। আমি শঙ্কিত হই। এটা রীতিমতো একটা শঙ্কার ব্যাপার।'

সংলাপে নারী শ্রমিকদের জীবিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করার দাবি জানান শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন, নারীদের সত্যিকার ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে তাঁদের জীবিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে নিরাপদ কর্মপরিবেশও নিশ্চিত করতে হবে।

### সহিংসতা না কমা নিয়ে প্রশ্ন

সংলাপে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এমজেএফের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম। প্রবন্ধে আইন ও সালিশ কেন্দ্রে (আসক) ও মহিলা পরিষদের প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে বলা হয়, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ৯০৫ শিশু ও ৪৮৯ নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। একই সঙ্গে দেশে ৭৮ শতাংশের বেশি নারী ডিজিটাল সহিংসতার শিকার।

চার দশক ধরে দেশে নারী আন্দোলন, নারীদের শিক্ষা, অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সত্ত্বেও কেন নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতা কমানো যাচ্ছে না, সেই প্রশ্ন তোলেন শাহীন আনাম। তিনি বলেন, নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতাকে জরুরি ও জাতীয় অগ্রাধিকার হিসেবে দেখা দরকার।

সংলাপে আরও বক্তৃতা করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত রেতো রেংগলি, ইউএন উইমেন-বাংলাদেশের কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ গীতাঞ্জলি সিং, কানাডিয়ান হাইকমিশনের সেকেন্ড সেক্রেটারি স্টেফানি সেন্ট-লরেন্ট ব্রাসার্ড এবং সুইডেন দূতাবাসের ডেপুটি হেড অব মিশন ইভা স্মেডবার্গ এবং ব্রিটিশ হাইকমিশন ঢাকার ডেপুটি ডেভেলপমেন্ট ডিরেক্টর মার্টিন ডসন। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এমজেএফের চেয়ারপারসন পারভীন মাহমুদ।

বণিক বার্তা
শনিবার, নভেম্বর ২৯, ২০২৫

# উত্তরা ইপিজেডের বন্ধ কারখানা খুলছে কাল

**বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ নীলফামারী**

নীলফামারীর উত্তরা রফতানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে (ইপিজেড) অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হওয়া সনিক বাংলাদেশ লিমিটেড কারখানাটি চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। আগামীকাল কারখানাটি খোলার কথা জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। গতকাল বিষয়টি নিশ্চিত করেন কারখানার পরিচালক সু ইয়াংবাও পোলো।

কারখানা কর্তৃপক্ষের এক নোটিসে বলা হয়েছে, ১৬-১৮ নভেম্বর ধারাবাহিকভাবে শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করেন ও কাজ করতে অস্বীকৃতি জানান। এ অবস্থায় কারখানা কর্তৃপক্ষ শ্রম আইন অনুযায়ী, ১৮ নভেম্বর কারখানার সব কার্যক্রম অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে। পরবর্তী সময়ে কারখানা খোলার বিষয়ে অধিকাংশ শ্রমিকদের লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে উৎপাদন কার্যক্রম পুনরায় চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কারখানার সব কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শ্রমিকদের নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে কর্মস্থলে উপস্থিত থেকে শৃঙ্খলা, পেশাদারত্ব ও ইতিবাচক মনোভাব প্রদর্শন আহ্বান জানানো হয়েছে।

এ ব্যাপারে উত্তরা ইপিজেডের নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার বলেন, 'সনিক কারখানার মালিক পক্ষ, শ্রমিক, জেলা প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতিনিধিদের সঙ্গে বেপজা জোন অফিসে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় রোববার কারখানাটি পুনরায় খোলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

এর আগে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হওয়া সনিক বাংলাদেশ লিমিটেড কারখানা দ্রুত চালুর দাবিতে মানববন্ধন করেন শ্রমিকরা। ২৩ নভেম্বর বেলা ১১টার দিকে ইপিজেডের প্রধান ফটকের সামনে ঘণ্টাব্যাপী এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় শ্রমিকরা বলেন, এ কারখানা শুধু একটি কর্মস্থল নয়, এটি আমাদের জীবিকা, আমাদের পরিবারের স্বপ্ন আর ভবিষ্যতের ভরসাস্থল। কারখানার শান্তি, স্থিতিশীলতা আর সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ বজায় রাখার দায়িত্ব আমাদেরই। কিন্তু কিছু ব্যক্তি বা গোষ্ঠী ব্যক্তিগত স্বার্থে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করছে। আমাদের উচিত, আমাদের নিজেদের ও পরিবারের স্বার্থে কারো উসকানির ফাঁদে পা না দেয়া। আমরা বিশৃঙ্খলা চাই না। কর্মস্থল চাই।

বণিকবার্তা মঙ্গলবার, নভেম্বর ২৫, ২০২৫

কোনিন কাব

### বাংলাদেশে কৃষি শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি কাঠামো নেই

# কৃষি শ্রমিকদের সুরক্ষায় অনতিবিলম্বে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হোক

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর অধীন গঠন করা হয় নিম্নতম মজুরি বোর্ড। বোর্ডটি শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে রয়েছে। এ বোর্ড দেশের বিভিন্ন খাতের শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরির সুপারিশ করে থাকে। ওই শ্রম আইন অনুযায়ী এ সুপারিশ করে মজুরি বোর্ড। পরবর্তী সময়ে সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ন্যূনতম মজুরির হার উল্লেখ করে গেজেট প্রকাশ করে এবং তা কার্যকর হয়। বর্তমানে দেশের ৪৭টি শিল্পের শ্রমিক ও কর্মচারীদের জন্য ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা আছে বলে নিম্নতম মজুরি বোর্ডের তথ্যে দেখা গেছে। তবে এখন পর্যন্ত প্রচলিত কৃষিকে এ কাঠামোর আওতার অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ফলে কৃষি শ্রমিকরা ন্যূনতম মজুরি পাওয়ার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছেন। এমনকি কৃষি ও গৃহকর্মে নিয়োজিত শ্রমিকরা ন্যূনতম মজুরি কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত নয়, সেটি স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। যদিও কৃষির অন্তর্ভুক্ত চিংড়ি, মৎস্য শিকার ট্রলার শিল্প, রাবার শিল্প, কোল্ড স্টোরেজ শিল্পের জন্য ন্যূনতম মজুরি কাঠামো রয়েছে।

বাস্তবতা হলো প্রচলিত কৃষি খাতের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি কাঠামোর আওতায় না আনা গেলে শ্রমিকের সার্বিক সুরক্ষা অরক্ষিত থেকে যায়। কারণ তার জীবন-জীবিকার উৎস হলো এ কৃষি। তবে তার চেয়েও জরুরি বিষয় হলো কৃষি শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত করতে না পারাটা কৃষির বিকাশের পথেই বড় বাধা হয়ে দাঁড়াবে। এতে দেশের জনগণের খাদ্যনিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। কারণ দেশের প্রধান খাদ্যশস্য উৎপাদনের খাত হলো প্রচলিত কৃষি। খাদ্যের বড় একটি অংশের জোগান আসে এ খাত থেকে। খাদ্যনিরাপত্তায় তাই কৃষি ও কৃষি শ্রমিকদের অবদান খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এছাড়া দেশের মোট শ্রমশক্তির প্রায় অর্ধেক কৃষি খাতে নিয়োজিত। কিন্তু এখনো এ বিপুলসংখ্যক শ্রমিকের জন্য কোনো ন্যূনতম মজুরি কাঠামো নির্ধারণ না হওয়াটা সরকারের নীতি-কৌশলে বড় ধরনের দুর্বলতাকেই তুলে ধরে। বিশেষ করে দেশের শ্রম আইনেও কৃষি শ্রমিককে সংজ্ঞায়িত করা হলেও মজুরি-সংক্রান্ত বিধান করা হয়নি। অথচ কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশে সবচেয়ে জরুরি ছিল কৃষি ও কৃষি শ্রমিকের সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দেয়া।

কৃষি শ্রমিকদের জন্য কোনো নির্দিষ্ট ন্যূনতম মজুরি হার নির্ধারণ না করায় তারা নানাভাবে শ্রমশোষণের শিকার হচ্ছেন। বাজার দরের ওঠানামা ও মৌসুম ভেদে কৃষিকাজের চাহিদার ওপর তাদের মজুরি নির্ভর করে—কখনো বেড়ে যায়, আবার কখনো কমে যায়। এছাড়া এ খাতে লিঙ্গভিত্তিক মজুরিবৈষম্যও প্রকট। পুরুষ কৃষি শ্রমিকদের তুলনায় নারী শ্রমিকরা হরহামেশাই মজুরি কম পেয়ে থাকেন। সর্বদাই এক ধরনের অনিশ্চিত কর্মপরিবেশে কাজ করে যান তারা।

এ পরিস্থিতি কেবল তাদের অর্থনৈতিক সংকটের কারণ হয়ে দাঁড়ায় তা নয়। এটি সামগ্রিকভাবে একজন কৃষি শ্রমিকের জীবনকে প্রভাবিত করে। মাঠে কাজ করতে গিয়ে অনেকেই বজ্রপাত, সাপের কামড়, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যান। কিংবা কৃষিতে ব্যবহৃত রাসায়নিকের কারণে নানা ধরনের স্বাস্থ্যঝুঁকির মুখে পড়েন শ্রমিকরা। একদিকে যেমন ন্যূনতম মজুরি কাঠামোয় তারা নেই, অন্যদিকে দুর্ঘটনায় তাদের জীবন ঝুঁকিতে পড়লেও নেই রাষ্ট্রীয় ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা। ফলে কৃষি শ্রমিক ও তাদের পরিবারের আর্থিক সুরক্ষার কোনো ব্যবস্থাই থাকে না।

অন্যদিকে প্রতিবেশী দেশগুলোর কৃষি খাতে এর বিপরীত চিত্র দেখা যায়। বিশেষত ভারত, চীন, শ্রীলংকা, নেপাল, মিয়ানমারসহ বহু দেশ কৃষি শ্রমিকদের জন্য খাতভিত্তিক ন্যূনতম মজুরি বহু আগেই নির্ধারণ করেছে। সেই সঙ্গে সেই মজুরি হার বাস্তব প্রেক্ষাপট বিবেচনায় হালনাগাদ করে চলেছে। এমনকি ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যের মতো দেশেও কৃষি খাতকে শ্রম সংরক্ষণনীতির আওতায় আনা হয়েছে। সেখানে বাংলাদেশ এখনো কৃষক বা কৃষি শ্রমিককে মজুরি কাঠামো বা নীতিগতভাবে বিশেষ সুরক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করতে পারেনি। যে কারণে প্রতিনিয়তই গণমাধ্যমে খবর দেখা যায়—ন্যায্যমূল্য না পেয়ে ফসল খাওয়ানো হচ্ছে গরু-ছাগলকে। এমনকি কৃষকের আত্মহত্যার ঘটনাও এ দেশে বিরল নয়, যার অন্যতম কারণ তাদের পেশাগত সুরক্ষার অভাব।

২০১৮ সালে জাতিসংঘের 'ইউএনড্রপ' ঘোষণায় বাংলাদেশ কৃষক ও গ্রামীণ শ্রমজীবীদের অধিকার সুরক্ষার অঙ্গীকার করেছিল। কিন্তু সাত বছর পার হলেও সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কার্যত কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি। অথচ কৃষি শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত করা মানে শুধু ন্যায্য মজুরি দেয়া নয়; বরং তাদের মর্যাদা, নিরাপত্তা এবং পেশার স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা। এমন বাস্তবতায় দাঁড়িয়েও যদি রাষ্ট্র এখনো কৃষি শ্রমিকের সুরক্ষা নিশ্চিতে এগিয়ে না আসে তবে ভবিষ্যতে এ খাতে শ্রমিক পাওয়াই কঠিন হয়ে উঠবে।

সরকার ও নিম্নতম মজুরি বোর্ডের এ বিষয়ে তৎপর হওয়া প্রয়োজন। কৃষি শ্রমিকদের জন্য পৃথক ন্যূনতম মজুরি কাঠামো নির্ধারণ করতে হবে। নিম্নতম মজুরি বোর্ডের উচিত দ্রুতই কৃষি শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি হার সুপারিশ করা। এতে আশা করা যায় অন্তত তাদের শ্রমশোষণের পথ কিছুটা হলেও বন্ধ হবে। সেই সঙ্গে এ খাতের শ্রমিকদের লিঙ্গভিত্তিক মজুরিবৈষম্যও দূর করা সম্ভব হবে। এর বাইরে কৃষি শ্রমিকদের দুর্ঘটনায় সুচিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। কোনো শ্রমিক দুর্ঘটনায় মারা গেলে তার পরিবারকে আর্থিক সুরক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা নিতে হবে। কৃষি শ্রমিকরা যেন দরিদ্রতার কারণে পেশা ছাড়তে বাধ্য না হন সে বিষয়টি সরকারের বিবেচনায় থাকা প্রয়োজন।

প্রচলিত আছে, কৃষিই কৃষ্টির মূল। সেই কৃষ্টি বিনির্মাণের মূল কারিগর হলেন কৃষক বা কৃষি শ্রমিকরা। একসময় কৃষিতে শ্রমশক্তির আধিক্য ছিল। ২০০০ সালেও দেশের মোট শ্রমশক্তির মধ্যে প্রায় ৬০ শতাংশ ছিল কৃষি শ্রমিক, যার হার বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ৪৫ শতাংশে। কৃষি খাতের বর্তমান ধারা চলমান থাকলে আগামীতে এ হার আরো কমে আসবে তা ধারণা করা যাচ্ছে। কৃষি শ্রমিকদের গুরুত্ব দিলেই কেবল এ নিম্নমুখী প্রবণতা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে। সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয় নীতিগত সুরক্ষা কৃষি খাতকে কর্মসংস্থান হিসেবে আকর্ষণীয় করে তুলতে সহায়ক হতে পারে।

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ১ অগ্রহায়ণ ১৪৩২
Dhaka : Sunday 16 November 2025

## সুরমা চা বাগানে ৩ কোটি টাকার ব্রিজ ব্যবহারে অনুপযোগী

# দুই বছর ধরে চলাচল বন্ধ, বিপাকে ১০ হাজার শ্রমিক ও বাসিন্দা

**প্রতিনিধি, মাধবপুর (হবিগঞ্জ)**

দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ চা বাগান হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলার সুরমা চা বাগানে প্রায় তিন কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ব্রিজটি এখন ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। দুই বছর ধরে ব্রিজটির দুইপাশের মাটি ভেঙে পড়ে থাকায় প্রায় দশ হাজার বাসিন্দা ও চা শ্রমিক চরম ভোগান্তিতে রয়েছেন। প্রতিদিন শতশত চা শ্রমিক ও স্কুল শিক্ষার্থী ঝুঁকি নিয়ে ছড়া নদী পারাপার করে কর্মস্থল ও বিদ্যালয়ে যাতায়াত করছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সাবেক সংসদ সদস্য বিমান প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট মাহবুব আলীর সময়ে সুরমা চা বাগানের ছড়া নদীর ওপর প্রায় তিন কোটি টাকা ব্যয়ে ব্রিজটি নির্মিত হয়। নির্মাণের অল্প কিছুদিন পরই ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের গাফিলতি ও নিম্নমানের কাজের কারণে ব্রিজটির দু'পাশের সংযোগ মাটি বৃষ্টির পানিতে সরে যায়। এরপর চলাচল অনুপযোগী হয়ে যায়। বর্তমানে সেতুটির পাশে ছড়া নদীর তলদেশে পানি জমে যাওয়ায় পারাপার আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে।

বাগানের ২০ নম্বর সেকশন এলাকায় বসবাসরত চা শ্রমিকরা জানান, ব্রিজটি এখন মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে বর্ষার সময় ছড়ায় পানি বৃদ্ধি পেলে কেউ এই পথে চলাচল করতে পারেন না। বাধ্য হয়ে শ্রমিকরা বিকল্প ঝুঁকিপূর্ণ পথ ব্যবহার করছেন। স্থানীয় শ্রমিক নির্মলা দেবী বলেন, দুই বছর ধরে এই ভাঙা ব্রিজের কারণে আমরা প্রচণ্ড কষ্টে আছি। বৃষ্টি নামলে ছড়া পার হতে ভয় লাগে, অনেক সময় পিছলে পড়ে যাই। শ্রমিক সুনিতা তেপা বলেন, এত টাকা খরচ করে ব্রিজটা বানানো হলো, কিন্তু এখন সেটি মৃত্যুর ফাঁদ হয়ে আছে। কেউ এসে দেখেও যায় না। বাগানের সহকারী ব্যবস্থাপক কমল সরকার বলেন, ব্রিজটি ভেঙে যাওয়ার পর থেকে আমরা উপজেলা প্রশাসন ও এলজিইডি দপ্তরে একাধিকবার লিখিতভাবে জানিয়েছি। কিন্তু এখনো কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। শ্রমিকরা প্রতিদিন ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করছে, এতে দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে।

স্থানীয় শিক্ষক নয়ন চৌধুরী বলেন, স্কুলের শিশুরা এই ব্রিজ পার হয়ে আসে। একটু অসতর্ক হলেই বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ব্রিজটি দ্রুত মেরামত না করলে যে কোনো সময় প্রাণহানি ঘটতে পারে।

মাধবপুর উপজেলা প্রকৌশলী রেজাউল নবী বলেন, আমি দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই সেতুটির বেহাল অবস্থা লক্ষ্য করেছি। দু'পাশের মাটি সরে যাওয়ায় এটি ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে গেছে।সংস্কারের জন্য নতুন বাজেট প্রয়োজন, বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, তিন কোটি টাকার এই প্রকল্পটি নির্মাণের পরপরই ধসে পড়লেও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। দীর্ঘদিন অবহেলিত অবস্থায় পড়ে থাকায় ব্রিজটি এখন সম্পূর্ণ ভেঙে যাওয়ার পথে। ফলে বাগানের শ্রমিক ও বাসিন্দাদের পণ্য পরিবহন, স্কুলগামী শিক্ষার্থী ও রোগী পরিবহনে মারাত্মক সমস্যা তৈরি হয়েছে।

NEW AGE
TUESDAY, NOVEMBER 11, 2025

# Labour leader Abul Basher remembered

**Staff Correspondent**

POLITICIANS and labour leaders on Monday at a commemoration meeting in Dhaka said that labour leader Abul Basher was a true leader who worked to establish workers' right with unwavering commitment.

Workers Party of Bangladesh organised the commemoration meeting at its Topkhana Road central office to mark the 15th anniversary of death of its politburo member and renowned labour leader Abul Basher.

Acting president of the party Mahmudul Hasan Manik who chaired the meeting called on the labour rights bodies to work for completing the unfinished work of Abul Basher establishing rights of the country's workers.

Party acting general secretary Nur Ahmed Bakul said that Basher was one of the founders of Sramik Karmachari Oikya Parishad, SKOP in short, during HM Ershad's autocracy to fight for workers' cause.

Labour leader Abul Hossain said that they were working relentlessly to advance the cause, while also calling on the interim government to take steps in this regard.

SUNDAY 16.11.2025
THE BUSINESS STANDARD

# Workers protest plan to lease out NCT, Laldiar Char

PORT - CHATTOGRAM

**TBS REPORT**

## If gov does not cancel the decision, we will launch a countrywide movement, they warned

The Chattogram Sramik-Karmachari Oikya Parishad (SKOP) held a torch procession yesterday evening protesting against the government move to lease out the Newmooring Container Terminal (NCT) and Laldiar Char.

The march began at Halishahar Nayabazar and ended at Boropul, drawing participation from dock, transport and port-affiliated workers' unions.

Speaking at a rally before the procession started, Tapan Dutta, president of Trade Union Centre Chattogram district committee and a member of the Labour Reform Commission, said the port is central to the country's economy and should never be handed over to foreign entities.

"If the government does not cancel the decision to lease out NCT and Laldiar Char, we will launch a countrywide movement and bring port operations to a halt," he warned. He also announced that a divisional workers' convention will be held at the Chattogram Press Club on 22 November.

Kazi Shaikh Nurullah Bahar, divisional general secretary of Jatiyatabadi Sramik Dal and former general secretary of the Chattogram Port CBA, chaired the event.

SK Khoda Toton, president of Bangladesh Labour Federation, Taslim Hossain Selim, general secretary of Dock Sramik Dal, and Ibrahim Khokon, general secretary of Bandar Sramik Dal, also addressed the rally.

শোভন কাজ

বণিক বার্তা
শনিবার, নভেম্বর ১৫, ২০২৫ ■ কার্তিক ৩০, ১৪৩২

# নারীর কর্মসংস্থানে এআইয়ের প্রভাব পড়তে পারে

১৯৮৬ সালে 'অ্যান' নামের একজন ডাটা এন্ট্রি কর্মী দেখলেন তার ডেস্কে একটি আইবিএম পিসি এসেছে। এর এক বছরের মধ্যেই তার চাকরি হারিয়ে যায়। চার দশক পর 'নাটালি' নামে একজন সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার লক্ষ করছেন, চ্যাটজিপিটি তার আগে লেখা পোস্টগুলো কয়েক সেকেন্ডেই তৈরি করে ফেলছে। কিন্তু তার চাকরি হয়তো অ্যানের চেয়েও দ্রুত হারিয়ে যাবে।

জুলাইয়ে মাইক্রোসফটের গবেষকদের প্রকাশিত প্রতিবেদনে এমন ৪০টি পেশার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, যেগুলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআইয়ের কারণে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে। সেখানে বিক্রয় প্রতিনিধি, অনুবাদক, প্রুফরিডারসহ বিভিন্ন জ্ঞানভিত্তিক পেশার নাম উঠে আসে, যা এক আসন্ন কর্মসংস্থানের সংকটের ইঙ্গিত দেয়।

তবে প্রতিবেদনের গবেষক ও প্রকাশিত সংবাদগুলো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপেক্ষা করেছে, সেটি হলো আসন্ন পরিবর্তন লিঙ্গসমতাভিত্তিক হবে না। যুক্তরাষ্ট্রের ব্যুরো অব লেবার স্ট্যাটিসটিকসের (বিএলএস) তথ্যানুযায়ী, তালিকাভুক্ত পেশাগুলোর প্রায় ৬০ শতাংশেই নারীকর্মীর সংখ্যাই বেশি।

এআই সবার কর্মকেই গ্রাস করতে পারে। তবে এ প্রযুক্তি নারীদেরই প্রথম ও দ্রুততম উপায়ে কর্মহীন করবে, তারই ইঙ্গিত মিলছে। যেমন ১৯৮০-এর দশকে কম্পিউটারের আগমনে বিপুলসংখ্যক সেক্রেটারি ও ডাটা এন্ট্রি কর্মীর চাকরি চলে গিয়েছিল, যাদের বেশির ভাগই ছিলেন নারী। তেমনি বর্তমান অটোমেশনের ঢেউও নারীদের ওপরই তুলনামূলকভাবে বেশি আঘাত হানতে পারে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, উচ্চ আয়ের দেশগুলোয় পুরুষদের তুলনায় নারীদের চাকরি প্রায় তিন গুণ বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে।

কম্পিউটার বিপ্লব এদিক থেকে একটি সতর্কবার্তা। ১৯৮০-এর দশকে প্রযুক্তির কারণে চাকরি হারানো বহু নারী আর কখনই পুরোপুরি ঘুরে দাঁড়াতে পারেননি। অনেকেই দীর্ঘ বেকারত্বের পর কম বেতনের কাজ (মূলত সেবা ও পরিচর্যা খাত) নিয়েছেন, আবার কেউ কেউ পুরোপুরি শ্রমবাজার থেকে সরে গেছেন। বিএলএসের পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, ওই সময়ের চাকরিচ্যুত নারীদের হার ছিল পুরুষদের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি।

পুরুষদের তুলনায় নারীরা এরই মধ্যে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে রয়েছেন। তারা কম আয় করেন, কম সম্পদ ও কম সঞ্চয় নিয়ে অবসর গ্রহণ করেন। এআই-চালিত ধাক্কায় যাতে নারীদের চাকরিতে সবচেয়ে বেশি আঘাত না হানে, সে বিষয়টি মাথায় রেখেই নীতিনির্ধারকদের উচিত আগাম প্রস্তুতি নেয়া ও এর প্রভাব কমাতে উপযুক্ত নীতি গ্রহণ করা।

নীতিনির্ধারকদের মনে রাখা দরকার, ১৯৮০-এর দশকে সব সেক্রেটারি, ডাটা এন্ট্রি কর্মী বা টাইপিস্ট সমানভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হননি। যারা নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছিলেন ও প্রয়োজনীয় নতুন দক্ষতা অর্জন করেছিলেন, তারা তুলনামূলক ভালো ছিল।

এআই যখন মানব বুদ্ধিমত্তাকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে, তখন 'দক্ষতা উন্নয়ন' বা আপস্কিলিংয়ের ধারণা আদৌ কার্যকর থাকবে কিনা—তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। তবে এমন একটি রূপান্তরকাল আসবে যখন এআই-সম্পর্কিত দক্ষতাসম্পন্ন কর্মীরা অন্যদের তুলনায় ভালো করবে। পিডব্লিউসির ২০২৫ গ্লোবাল এআই জবস ব্যারোমিটার প্রতিবেদনে দেখা গেছে, এআইয়ে দক্ষ কর্মীরা গড়ে ৫৬ শতাংশ বেশি বেতন পান, যা এক বছর আগেও ছিল ২৫ শতাংশ।

নারী শ্রমিকদের এআই-চালিত পরিবর্তনের সবচেয়ে দ্রুত ও সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে রক্ষা করতে হলে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে, তারা নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে যথেষ্ট দক্ষ ও অন্তত পুরুষ সহকর্মীদের সমপর্যায়ের জ্ঞান ও সক্ষমতা যেন তাদের থাকে।

তবে ব্যক্তিগত কাজে নারীরাও পুরুষদের প্রায় সমান চ্যাটজিপিটি ব্যবহার করলেও কর্মক্ষেত্রে এর ব্যবহারে বৈষম্য দেখা যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা গেছে, কর্মক্ষেত্রে দৈনন্দিন কাজে জেনারেটিভ এআই ব্যবহারকারীদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৩৬ শতাংশ, যেখানে নারীর সংখ্যা মাত্র ২৫ শতাংশ। একই জরিপে বলা হয়েছে, কর্মক্ষেত্রে প্রযুক্তি ব্যবহারে আত্মবিশ্বাসী পুরুষের সংখ্যা ৪৭ শতাংশ, কিন্তু নারীর সংখ্যা মাত্র ৩৯ শতাংশ।

প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে এ ফারাক স্পষ্ট করে যে নারীরা প্রযুক্তির বিস্তৃত ব্যবহার নিয়ে পুরুষদের তুলনায় বেশি উদ্বিগ্ন। এ উদ্বিগ্ন আমাদের সবার থাকা উচিত। কিন্তু আরেকটি কারণ হলো, কোম্পানিগুলো পুরুষ কর্মীদের এআই-সম্পর্কিত দক্ষতা উন্নয়নে নারীদের তুলনায় বেশি বিনিয়োগ করছে। এ বছর র‍্যান্ডস্ট্যাডের ১২ হাজার পেশাজীবীর ওপর পরিচালিত একটি বৈশ্বিক জরিপে দেখা গেছে, পুরুষ কর্মীদের ৪১ শতাংশ বলেছেন তারা কর্মক্ষেত্রে এআই ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছেন, কিন্তু নারীদের ক্ষেত্রে তা ৩৫ শতাংশ। আবার ৩৮ শতাংশ পুরুষ বলেছেন তারা এআই দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ পেয়েছেন, যেখানে নারীর সংখ্যা ছিল ৩৩ শতাংশ।

ফলে কম ব্যবহার ও কম সুযোগের—এ দ্বৈত প্রভাব নারী কর্মীদের জন্য মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। কেননা প্রতিষ্ঠানগুলো এখন কর্মী ধরে রাখা বা পদোন্নতির ক্ষেত্রে 'এআই-দক্ষতা'কে গুরুত্ব দিচ্ছে।

এ সমস্যা সমাধান না করলে নিয়োগকর্তারাও আইনি ঝুঁকির মুখে পড়তে পারেন। যুক্তরাজ্যের ইকুয়ালিটি অ্যাক্ট-২০১০ অনুযায়ী কোনো প্রতিষ্ঠানের নীতি যদি নিয়মিতভাবে নারীদের ক্ষতিগ্রস্ত করে, তবে তা 'পরোক্ষ লিঙ্গবৈষম্য' হিসেবে গণ্য হতে পারে। যেমন কর্মক্ষেত্রে যদি নারীদের প্রতি প্রণোদনা বা সুযোগ সীমিত করা হয় বা এআই দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে কম সুযোগ দেয়া হয়—সেটিও এ আইনের মধ্যে পড়ে।

অতএব ব্যবসায়ী নেতাদের নিজেদের মৌলিক কিছু প্রশ্ন করা উচিত। কে এআইয়ের অ্যাকসেস পাচ্ছে? কে এআই পাইলট ও উদ্যোগে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ পাচ্ছে? কে এআই প্রশিক্ষণ পাচ্ছে?

বিশ্বজুড়ে সরকারগুলো এখনো যেন এআইজনিত সম্ভাব্য কর্মসংস্থানের ধস, বিশেষ করে নারীদের ওপর এর প্রভাব মোকাবেলায় প্রস্তুত নয়। নীতিনির্ধারকরা যখন এআই-সংক্রান্ত ঝুঁকি মোকাবেলার কৌশল তৈরি করছেন, তখন লিঙ্গভিত্তিক বিষয়গুলোকে অতি গুরুত্বপূর্ণভাবে অ্যাজেন্ডায় রাখা অপরিহার্য।

বর্তমানে যখন রাজনৈতিক বিভাজন বাড়ছে ও প্রচলিত দলগুলো দুর্বল হয়ে পড়ছে, তখন নারী ভোটারদের আস্থা অর্জন করাই হতে পারে নির্ধারক বিষয়। তাই নারীরা যেন এআই-সৃষ্ট কর্মচ্যুতি ও প্রযুক্তিগত বৈষম্যের সবচেয়ে বড় শিকার না হন, তা নিশ্চিত করা শুধু নৈতিক দায়িত্ব নয়, রাজনৈতিকভাবেও বুদ্ধিমানের কাজ

[স্বত্ব : প্রজেক্ট সিন্ডিকেট]

**নোরিনা হার্টজ** : ইউসিএল পলিসি ল্যাবে অনারারি প্রফেসর হিসেবে কর্মরত ও সেখানে এআই সম্পর্কিত গবেষণার নেতৃত্ব দেন

এআই সবার কর্মকেই গ্রাস করতে পারে। তবে এ প্রযুক্তি নারীদেরই প্রথম ও দ্রুততম উপায়ে কর্মহীন করবে, তারই ইঙ্গিত মিলছে। যেমন ১৯৮০-এর দশকে কম্পিউটারের আগমনে বিপুলসংখ্যক সেক্রেটারি ও ডাটা এন্ট্রি কর্মীর চাকরি চলে গিয়েছিল, যাদের বেশির ভাগই ছিলেন নারী। তেমনি বর্তমান অটোমেশনের ঢেউও নারীদের ওপরই তুলনামূলকভাবে বেশি আঘাত হানতে পারে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, উচ্চ আয়ের দেশগুলোয় পুরুষদের তুলনায় নারীদের চাকরি প্রায় তিন গুণ বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে। কম্পিউটার বিপ্লব এদিক থেকে একটি সতর্কবার্তা

শোভন কাজ

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ৩০ কার্তিক ১৪৩২
Dhaka : Saturday 15 November 2025

# ঠিকায় কাজ করা পোশাক কারখানাও প্রণোদনা পাবে

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

ঠিকায় কাজ করা বা সাব-কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে উৎপাদিত ও রপ্তানি করা তৈরি পোশাক ও বস্ত্রজাত পণ্যের বিপরীতে রপ্তানিতে নগদ সহায়তা পাবে সংশ্লিষ্ট কারখানা। তবে উৎপাদনে জড়িত নয় এমন ট্রেডার বা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান এই সুবিধা পাবে না। শুধু নিজস্ব কারখানা আছে এমন প্রতিষ্ঠান এই সুবিধা পাবে।

বাংলাদেশ ব্যাংক গত বুধবার জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে এই নির্দেশনা দিয়েছে। নির্দেশনায় বলা হয়েছে, সরকারের সিদ্ধান্তের আলোকে বাংলাদেশ ব্যাংক এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সাব-কন্ট্রাক্টিং প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে 'তৈরি পোশাক শিল্পে সাব-কন্ট্রাক্টিং গাইডলাইন-২০১৯' এবং 'সরাসরি রপ্তানিমুখী পোশাকশিল্প প্রতিষ্ঠান (ওয়্যারহাউস পদ্ধতির আওতায় সাময়িক আমদানি, ওয়্যারহাউস পরিচালনা ও কার্যপদ্ধতি) বিধিমালা, ২০২৪' অনুসরণ করতে হবে।

রপ্তানিকারকেরা জানিয়েছেন, সরকারের নতুন এই সিদ্ধান্তে 'ফাস্ট সেলস ফ্রেমওয়ার্ক'এর আওতায় যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি সহজ করবে। এই প্রক্রিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে কম শুল্কে পোশাক রপ্তানি হবে।

নিট পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, 'কোনো কারখানা মালিক বেশি ক্রয়াদেশ পেলে অন্য কারখানা থেকে ঠিকায় পোশাক তৈরি করে। এটা নিয়মিত চর্চা। আগে এসব ক্ষেত্রে প্রণোদনা মিলত না। এখন থেকে মিলবে। আমাদের রপ্তানির ২-৩ শতাংশ এমন চুক্তিতে হয়। এই প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত পোশাক যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করলে শুল্কছাড়ও পাওয়া যাবে।'

জানা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্কের কারণে সাব-কন্ট্রাক্ট কারখানার প্রণোদনার বিষয়টি গতি পায়। তবে প্রক্রিয়াটি শুরু হয় গত বছরের অক্টোবরে। একটি মূল কোম্পানির অধীন ভিন্ন ভিন্ন কারখানায় বা কোম্পানিতে সাব-কন্ট্রাক্টিং প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত ও রপ্তানি করা তৈরি পোশাক বা বস্ত্রসামগ্রী রপ্তানিতে নগদ সহায়তা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার পাশাপাশি প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয় পর্যালোচনা করতে ট্যারিফ কমিশনকে সমীক্ষা করতে বলা হয়।

গত মে মাসে ট্যারিফ কমিশন সমীক্ষা প্রতিবেদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পাঠায়। সেখানে বলা হয়, সাব-কন্ট্রাক্টিং প্রক্রিয়া একই মালিকানাধীন ভিন্ন কোম্পানিতে যেমন হতে পারে, তেমনি ভিন্ন ভিন্ন মালিকানাধীন কোম্পানির মাধ্যমেও হতে পারে। তাই এই প্রক্রিয়ায় নগদ সহায়তা দেওয়ার ক্ষেত্রে একই মালিকানাধীন ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানির পরিবর্তে ভিন্ন মালিকানার মধ্যেও যেন সাব-কন্ট্রাক্টিং হয়, সে সুযোগ রেখে নগদ সহায়তা দেওয়ার ব্যবস্থা রাখলে তা সর্বজনীন ও বস্তুনিষ্ঠ হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ফাস্ট সেল ব্যবস্থায় ক্রয়াদেশ দেওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। এ ব্যবস্থায় আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকের বাইরে তৃতীয় পক্ষ উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত থাকে। ফাস্ট সেল ব্যবস্থা অনুযায়ী, প্রথম বিক্রেতার মাধ্যমে তৈরি পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে মার্কিন ক্রেতার মূল শর্ত হচ্ছে, ক্রয়াদেশ গ্রহণকারী কখনোই উৎপাদনকারী হতে পারবে না। এ ক্ষেত্রে ক্রেতার মনোনীত কারখানা থেকে ক্রয়াদেশ গ্রহণকারীর পণ্য নিতে হবে। অর্থাৎ উৎপাদনকারী ও ক্রয়াদেশ গ্রহণকারী রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান পৃথক হতে হবে।

ফাস্ট সেলের ক্ষেত্রে পণ্য আমদানিকারক দেশ (মূলত যুক্তরাষ্ট্র) প্রথম বিক্রীত মূল্যের ওপর শুল্ক প্রদান করে। এতে আমদানিকারক দেশে শুল্করের ভার কমে যায়। উদাহরণস্বরূপ, কোনো ক্রেতা একটি নির্দিষ্ট পণ্যের জন্য একটি বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানকে (রপ্তানিকারক) ১০০ ডলারের ক্রয়াদেশ দিয়েছে। সেই প্রতিষ্ঠান পণ্য উৎপাদনের জন্য ক্রেতার মনোনীত কোনো উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে সাব-কন্ট্রাক্ট দেয়। প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ইন্টার বন্ড ট্রান্সফারের মাধ্যমে সরবরাহ করে। এ ক্ষেত্রে পণ্যের উৎপাদন ব্যয় দাঁড়ায় ৯২ ডলার। যুক্তরাষ্ট্রে পণ্যটি আমদানি করার সময় ফাস্ট সেল ভিত্তিতে পণ্যের শুল্কায়ন মূল্য ধরা হয় ৯২ ডলার। এর ফলে ৮ ডলারের মূল্যের ওপর কোনো শুল্ক পরিশোধ করতে হয় না।

THE FINANCIAL EXPRESS November 17, 2025

# Ominous shadow of joblessness, poverty

That all is not well with the state of Bangladesh's economy is corroborated by several recently published local and international studies. Even though the government managed to stabilise the economy to a large extent from the mess it inherited, prolonged political uncertainty appears to be a major drag on regaining economic growth momentum. Rising poverty rate, investment slowdowns, growing unemployment and persistent inflationary pressure are some of the red lights blinking on the country's economic dashboard. Consequently, the low and middle-income segments of the population are struggling to meet their living expenses. This unsavoury economic reality once again came under scrutiny at the recently held International Conference on Economics, Business and Technology Management (ICEBTM 2025).

Speakers at the event underscored that Bangladesh's unemployment rate rose to 5.08 per cent in 2025 from 3.66 per cent the previous year, marking the highest level in three years. Youth unemployment remains alarmingly high at 11.46 per cent. Such figures carry grave implications, as joblessness is pushing more families below the poverty line. Furthermore, according to a study by the Power and Participation Research Centre (PPRC), the poverty rate in Bangladesh has increased sharply, rising to an estimated 27.93 per cent in 2025 from 18.7 per cent in 2022. Another study warns that by December this year, around 16 million people in the country may face severe food insecurity, while approximately 1.6 million children are likely to suffer from acute malnutrition. These facts and figures are not mere figures; every number tells a story of gruelling hardship endured by unemployed youths and poverty-stricken families.

***To restore economic growth momentum, the government must stabilise the banking sector, lower credit costs and rebuild investor confidence by addressing their legitimate concerns***

The unemployment and poverty situation is closely tied to the overall economic regime of a country. The closure of several hundred factories-triggered by labour unrest, gas shortages, abrupt hikes in bank loan interest rates and political turbulence since the student mass uprising of August 5, 2024 has undeniably worsened the situation. Although the interim government has taken various steps to remove investment hurdles, most local and foreign investors remain in a wait-and-see mood due to lingering political uncertainty, deteriorating law and order and an alarming rise in extortion from businesses. Even on Saturday last, reports emerged of a businessman being threatened with a painful death by rent-seekers if demand for extortion was not met. In such an atmosphere of fear and intimidation, no enterprise can thrive and no one can feel secure.

The country is also grappling with a dilemma over money supply. To rein in the galloping inflation, the central bank has been pursuing a tight monetary policy over the last three years, pushing up lending rates and raising the cost of borrowing, which is choking private investment. The prevailing liquidity crisis in some banks is further straining industrial sectors. Garment exporters, for instance, often allege that despite having sufficient deposits - including export proceeds - they cannot access funds due to the liquidity crunch in banks originating from massive surge in non-performing loans. Therefore, to restore economic growth momentum, the government must stabilise the banking sector, lower credit costs and rebuild investor confidence by addressing their legitimate concerns. Without a significant acceleration in private investment, unemployment will remain high and the goal of reducing poverty will remain out of reach.

শোভন কাজ

প্রথম আলো
বৃহস্পতিবার, ২০ নভেম্বর ২০২৫,

# ১৩ খাতের শ্রমিকের মজুরি বাড়াতে হবে আগামী বছর

**শ্রম আইন সংশোধনের প্রভাব**

সংশোধিত আইনে তিন বছর পরপর শ্রমিকের মজুরি পুনর্নির্ধারণের কথা বলা হয়েছে। তাতেই আগামী বছরের মধ্যে বেশ কিছু খাতে মজুরি বাড়াতে হবে।

**শুভংকর কর্মকার**, ঢাকা

এখন থেকে পাঁচ বছরের পরিবর্তে তিন বছর পরপর বিভিন্ন খাতের শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি বাড়বে। এতে করে তৈরি পোশাক, চা-বাগান, বেসরকারি পাটকলসহ ১৩টি খাতের মজুরি পুনর্নির্ধারণ কার্যক্রম আগামী বছরের মধ্যে করতে হবে। কারণ, সর্বশেষ মজুরিকাঠামো কার্যকর হওয়ার পর এসব খাতের তিন বছর পূর্ণ হয়েছে বা আগামী বছরের মধ্যে পূর্ণ হবে।

শ্রমিকনেতারা বলছেন, শ্রমিকের জীবনমান উন্নয়নে দীর্ঘদিন ধরেই তিন বছর অন্তর মজুরি বৃদ্ধির দাবি ছিল। শ্রম আইন সংশোধনের অধ্যাদেশে দাবিটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাতে উচ্চ মূল্যস্ফীতির এই সময়ে বিভিন্ন খাতের শ্রমিকেরা কিছুটা হলেও স্বস্তি পাবেন। অন্যদিকে মালিকপক্ষের নেতারা বলছেন, প্রতিবার মজুরি পুনর্নির্ধারণের সময়, বিশেষ করে পোশাকশ্রমিকদের মজুরিকাঠামো নিয়ে আলোচনার সময় শ্রম অসন্তোষ হয়। এ জন্য একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি থাকলে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়ানো যায়।

শ্রম আইন সংশোধনের অধ্যাদেশ গত সোমবার জারি করেছে সরকার। তার আগে বিভিন্ন খাতের শ্রমিকের মজুরি তিন বছর পরপর মূল্যায়ন ও পুনর্নির্ধারণের সুপারিশ করেছিল শ্রম সংস্কার কমিশন। কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়, কোনো খাতের মজুরিকাঠামো নির্ধারণে পরিবারে একক উপার্জনকারী হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে এমন পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে, যাতে শ্রমিক তাঁর পরিবারের প্রয়োজন মেটাতে পারেন। যদিও এই বিষয় নিয়ে অধ্যাদেশে কিছু বলা হয়নি।

ইন্ডাস্ট্রিঅল বাংলাদেশ কাউন্সিলের সাবেক মহাসচিব সালাউদ্দিন স্বপন *প্রথম আলো*কে বলেন, তিন বছর পরপর মজুরি পুনর্নির্ধারণের বিধানটি ইতিবাচক। তবে এ ক্ষেত্রে মজুরিকাঠামো কী হবে এবং মজুরি বোর্ডে শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধি কে হবেন, সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গত কয়েকটি বোর্ডে মালিকপক্ষের পছন্দের শ্রমিকনেতাকে প্রতিনিধি করা হয়েছে। এগুলো বন্ধ করতে শ্রম বিধিমালায় সুস্পষ্ট বিধান থাকতে হবে। তা না হলে শ্রমিকেরা আইনের পুরোপুরি সুফল পাবেন না।

শ্রম মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নিম্নতম মজুরি বোর্ড এখন পর্যন্ত ৪২টি খাতের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করেছে। বর্তমানে তিনটি নতুন খাতসহ ১৭ খাতের মজুরি পুনর্নির্ধারণের কাজ চলমান রয়েছে। ইতিমধ্যে ছয়টি খাতের মজুরি পুনর্মূল্যায়ন সময় পেরিয়ে গেছে। তবে ১৩টি খাতের মজুরি পুনর্নির্ধারণ চলতি বছর বা আগামী বছরের শুরু করতে হবে। ৫ বছর পরপর মজুরি পুনর্নির্ধারণের আগের নিয়ম বজায় থাকলে এই ১৩ খাতের শ্রমিকের মজুরি মূল্যায়ন আরও পরে হতো। এই

> **শ্রমিকের মজুরি নির্ধারণে বর্তমান ধ্যানধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। মানদণ্ড ও সরকারের নীতি সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। এখানে নাগরিকের মর্যাদা ও উৎপাদনে নিযুক্ত ব্যক্তির ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করতে হবে।**
>
> **সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ**, সাবেক শ্রম সংস্কার কমিশন প্রধান

১৩টি খাত হচ্ছে নিরাপত্তাকর্মী সেবা, স মিলস, প্রিন্টিং প্রেস, চিংড়ি, মাছ শিকারি ট্রলার, রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ, ব্যক্তিমালিকানাধীন পাটকল, হোমিওপ্যাথ কারখানা, বিড়ি, চা-বাগান, সিনেমা হল, হোসিয়ারি ও তৈরি পোশাকশিল্প। এসব খাতের মধ্যে শুধু পোশাকশিল্পেই শ্রমিক সংখ্যা ৪০ লাখ।

জানতে চাইলে নিট পোশাকশিল্পমালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম *প্রথম আলো*কে বলেন, 'তিন বছর অন্তর মজুরি বাড়লে শ্রমিকদের জীবনমানের উন্নতি হবে। এ ক্ষেত্রে পোশাকের ন্যায্য দাম দিতে ক্রেতাদের ওপর চাপ বাড়ানো দরকার। তা না হলে অনেক কারখানা ঝরে যেতে পারে। তিনি আরও বলেন, প্রতিবার মজুরি পুনর্নির্ধারণের সময় অস্থিরতা হয়। আমরা আতঙ্কে থাকি, অনিশ্চয়তায় থাকি। সে জন্য একটি যথাযথ পদ্ধতি থাকলে ভালো হয়।'

বাংলাদেশের শীর্ষ রপ্তানি খাত তৈরি পোশাক খাতের সর্বশেষ মজুরিকাঠামো ২০২৩ সালের ১ ডিসেম্বর কার্যকর হয়। ওই বছর মজুরি বোর্ড গঠন হওয়ার পর শ্রমিকেরা আন্দোলনে নামেন। সেই আন্দোলনে ৪ জন শ্রমিক নিহত হন। অনেক শ্রমিকের বিরুদ্ধে মামলা হয়। শেষ পর্যন্ত ন্যূনতম মজুরি ৮ হাজার থেকে বাড়িয়ে ১২ হাজার ৫০০ টাকা করা হয়। যদিও এই মজুরি বৈশ্বিক বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক অনেক দেশের চেয়ে কম।

সার্বিক বিষয়ে জানতে চাইলে সাবেক শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ বলেন, 'তিন বছর অন্তর মজুরি মূল্যায়নকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। তবে একটি মানদণ্ড নির্ধারণ বেশি জরুরি ছিল। আগে থেকেই আইনে জীবনযাত্রা ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনায় নিয়ে মজুরি নির্ধারণের কথা রয়েছে। তবে দুই পক্ষের টানাটানির পর রাজনৈতিক বিবেচনায় মজুরি চূড়ান্ত করা হয়। অথচ বাংলাদেশ ব্যাংক, বিবিএসসহ বিভিন্ন দপ্তরের তথ্য উপাত্ত বিচার-বিশ্লেষণ করে জীবনযাত্রার ব্যয় বিবেচনা নিয়ে মজুরি নির্ধারণ করা উচিত।'

সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ আরও বলেন, শ্রমিকের মজুরি নির্ধারণে বর্তমান ধ্যানধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। মানদণ্ড ও সরকারের নীতি সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। এখানে নাগরিকের মর্যাদা ও উৎপাদনে নিযুক্ত ব্যক্তির ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করতে হবে। তাহলেই মর্যাদাপূর্ণ জীবনধারণের উপযোগী মজুরি পাবেন শ্রমিকেরা, যা সামাজিক ন্যায়বিচারে অবদান রাখবে।

অভিমত

তাসলিমা আকতার

## শ্রম আইন নিয়ে সংশয়ের কিছু নেই মালিকদের

**তাসলিমা আখতার**
সভাপ্রধান, গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতি

শ্রম আইন সংশোধন করে সরকার যে অধ্যাদেশ জারি করেছে, সেটি দেশের শ্রম খাতের ইতিহাসে বড় ঘটনা। গণ-অভ্যুত্থানের কারণে শ্রম আইন সংশোধনের অধ্যাদেশটা হয়েছে। গণ-অভ্যুত্থানে যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে শ্রমিকেরা ছিলেন উল্লেখযোগ্যসংখ্যক।

শ্রমিক-মালিক-শিক্ষক-গবেষকসহ সংশ্লিষ্ট সবাই দীর্ঘ সময় শ্রম সংস্কার কমিশন ও ত্রিপক্ষীয় পরামর্শক পরিষদে (টিসিসি) আমরা আলাপ-আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে শ্রম আইনের এই সংশোধনে পৌঁছাতে পেরেছি। সাধারণত দেখা যায়, কোনো আইন করার আগে একটি পক্ষের বেশি প্রভাব থাকে কিংবা সব পক্ষ মিলে এক পক্ষ হয়ে যায়। তবে শ্রম আইনের ক্ষেত্রে সেটি হয়নি। কিছু কিছু জায়গায় সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দিন শেষে সংশোধিত শ্রম আইন শ্রমিক ও শ্রম খাতের বিকাশের জন্য একটি বড় অগ্রগতি।

শ্রম আইন সংশোধনে বেশ কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে। তার মধ্যে আছে পাঁচ বছরের পরিবর্তে তিন বছর পরপর মজুরি পুনর্নির্ধারণ। ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন সহজ করা হয়েছে। আগে ২০ শতাংশ শ্রমিকের সম্মতি লাগত। এখন সেটি সংখ্যায় নামিয়ে আনা হয়েছে। এতে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার সুযোগ বাড়বে। নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি বাড়িয়ে ১২০ দিন করা হয়েছে। যদিও আমরা মাতৃত্বকালীন ছুটি ছয় মাস করার দাবি করেছিলাম।

শ্রম আইনে কী কী পরিবর্তন এসেছে, তা নিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার চালাতে হবে। এ ছাড়া বর্তমান সরকারের সময়ে চর্চাও শুরু হওয়া দরকার। এ জন্য আইন বাস্তবায়নে শিগগিরই নতুন বিধিমালা করতে হবে। কিছু বিষয়ে শিল্পমালিকদের মধ্যে শঙ্কা কাজ করছে। তবে শিল্পমালিকদের সংশয়ের কিছু নেই। বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে সবাইকেই দায়িত্বশীল হওয়া উচিত। তাহলেই বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে। অর্থনীতিতে গতিশীলতা আসবে।

মজুরি পুনর্নির্ধারণ তিন বছর পরপর করার কারণে শ্রমিকেরা সুফল পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে শ্রমিকেরা পাঁচ বছরের পরিবর্তে তিন বছর অন্তর মজুরি মূল্যায়নের দাবি করছিলেন শ্রমিকেরা। কারণ, যে মজুরি তাঁরা পান, তা দিয়ে তাঁদের জীবন চলে না। মজুরি নিয়ে নতুন বিধানটি শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

THE FINANCIAL EXPRESS Thursday • November 20, 2025

# 97pc global fashion brands fail to pay workers a living wage: Study

MONIRA MUNNI

- Study examines 219 companies from 28 countries
- US ranks top; 68 companies fail to pay decent wages
- The German study assessed five criteria in the study
- 213 out of 219 companies pay less than a living wage
- Only 6 companies reach minimal living wage threshold
- 5 fashion brands have concrete action plans for wages

About 97 per cent of major global fashion brands, including H&M, Inditex, Mango, Gap, Nike, and Primark, were found to pay less than a living wage to their supply chain workers, despite differences in their levels of transparency and public commitment, according to a German study.

The United States leads the ranking, with up to 68 companies failing to ensure decent wages for their workers in the value chain, the study said.

The Berlin School of Business and Innovation (BSBI) conducted the study, published last month, using data from fashionchecker.org that examined 219 companies from 28 countries.

It assessed five criteria: supply chain transparency, payment of living wages, action plans for living wages, public commitments regarding this, and disclosure of freedom of association and collective bargaining coverage.

Terming the findings "alarming," the report said some 213 out of the 219 companies were found to pay less than a living wage. Only six companies -- from the US, UK, Germany, and the Netherlands -- reached the minimal threshold of paying 1.0-25 per cent of workers a living wage. However, no company achieved the highest categories for wage provision.

Though 58 companies have publicly committed to introducing living wages, only five brands -- two Dutch (Zeeman and Hema), two US (Patagonia Inc and PVH), and one Italian (OVS Spa) -- have concrete action plans in place. Disclosure of freedom of association and collective bargaining agreements is even rarer, with only 20 companies publishing relevant data, four of them from Germany.

The report added that the German fashion industry is at least making initial progress in transparency compared to many other countries. The study also examined how openly fashion companies present their supply chains -- that is, whether it is possible to trace where and under what conditions production takes place. On average, the 219 surveyed companies achieved only 2.69 out of 5 stars for supply chain transparency.

Switzerland, Sweden, Norway, Hong Kong, Denmark, and Belgium topped the rating with five stars, followed by the Netherlands (4 stars) and Germany (3.53 stars). At the bottom of the list were China, India, Korea, Poland, Singapore, Turkey, and the United Arab Emirates, with just one star each.

While progress has been made on transparency -- particularly in Germany -- widespread failure to pay living wages remains an ongoing ethical challenge for the global fashion industry.

"The fashion industry thrives on creativity and global influence, yet it continues to fall short on its most fundamental responsibility -- ensuring fair and dignified wages for workers. Paying a living wage is not a luxury; it is the baseline of ethical business practice," said Dr Gemma Vallet, vice-dean of the Faculty of Economics and Business Administration and an expert in fashion and brand management at BSBI.

She added that the results show economic success in the fashion industry rarely aligns with fair labour standards, noting that 213 out of 219 companies still do not pay a living wage -- a global failure.

Citing a recent study showing that 40 per cent of German consumers demand more transparency along the entire supply chain, Dr Vallet said this discrepancy between consumer demand and corporate practice underscores the urgent need for a rethink.

*munni_fe@yahoo.com*

The Daily Star THURSDAY NOVEMBER 20, 2025

# 9% children doing hazardous work

## MICS survey reveals steep climb in child labour over 6 years

NILIMA JAHAN

Bangladesh is witnessing a troubling rise in child labour, with the latest government survey showing that about 9.2 percent of children aged 5-17 are engaged in work, up from 6.8 percent in 2019.

The Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) 2025, launched on Sunday, highlights stark disparities in child labour across gender, age, education, and region.

The survey shows hazardous work also remains widespread, with 9 percent of children exposed to dangerous conditions such as extreme heat, harmful dust, chemicals, heavy loads, or unsafe tools and machinery.

Boys remain more involved in economic work, while girls shoulder a heavier share of unpaid domestic labour.

Meanwhile, children not attending school are around 2.6 times more likely to be in labour, with an 18 percent prevalence compared to 7 percent among those attending school, said the survey.

Experts say this underscores that keeping children in school remains the most effective protection against exploitation.

Poverty and location also play a decisive role. Children from the poorest households (14 percent) are nearly five times more likely to be in labour than their wealthier peers (3 percent), while rural children (10 percent) face higher risks than urban ones (7 percent).

Regionally, the northern divisions of Rajshahi (12.4 percent) and Rangpur (11.8 percent) remain the hardest hit.

In contrast, Dhaka (7.3 percent), Chattogram (7.9

কালের কণ্ঠ
সোমবার। ১৭ নভেম্বর ২০২৫

# শিশুপুষ্টি, শ্রম, কিশোরী জন্মহার ও সিজারিয়ানে অবনতি

## বিবিএস-ইউনিসেফ যৌথ জরিপ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

দেশে বাল্যবিবাহ ও নবজাতক মৃত্যুর ক্ষেত্রে কিছুটা উন্নতি হলেও পুষ্টি, শিশুশ্রম, কিশোরী জন্মহার, সিজারিয়ান সেকশনে অবনতি হয়েছে। এ ছাড়া পানি, স্যানিটেশন ও শিশুদের রক্তে সিসার মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় স্বাস্থ্য সংকট তৈরি হয়েছে। ইউনিসেফ ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) 'মাল্টিপল ইন্ডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভে ২০২৫' শীর্ষক যৌথ জরিপ থেকে এই তথ্য জানা গেছে।

গতকাল রবিবার রাজধানীর শেরেবাংলানগরে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে ঢাকায় ইউনিসেফ ও অন্য অংশীদারদের সহযোগিতায় বিবিএস দেশে শিশু ও নারীদের ওপর পরিচালিত জরিপের প্রাথমিক ফল প্রকাশ করে।

অনুষ্ঠানে বলা হয়, শিশুমৃত্যুর হার এবং বাল্যবিবাহের মতো সূচকে কিছুটা ইতিবাচক সাফল্যের দেখা মিলেছে জরিপে। বাল্যবিবাহের হার ২০১৯ সালের ৫১.৪ শতাংশ থেকে কমে ৪৭ শতাংশে নেমে এসেছে; তবে এখনো প্রায় অর্ধেক মেয়ের ১৮ বছর বয়সের আগেই বিয়ে হয়ে যায়।

এ ছাড়া নবজাতকের ক্ষেত্রে প্রতি হাজারে মারা যায় ২২টি, যা পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মোট মৃত্যুর (৩৩ শিশু) ৬৭ শতাংশ। আগের

- এখনো প্রায় অর্ধেক মেয়ের ১৮ বছর বয়সের আগেই বিয়ে হয়ে যায়
- কম ওজনের শিশু ৯.৮% থেকে বেড়ে ১২.৯%
- প্রতি ১০টি শিশুর ৪টির শরীরে উদ্বেগজনক মাত্রায় সিসা
- শিশুশ্রমের হার ৬.৮% থেকে বেড়ে ৯.২%

জরিপে এই সংখ্যা ছিল ২৪। চলতি বছরের শুরুতে জরিপের সময়ে শিশুমৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশি দেখা গেছে সিলেটে (২৯) ও ঢাকায় (২৫)। সবচেয়ে কম মিলেছে খুলনা (১৫) ও ময়মনসিংহ (১৮) বিভাগে।

যে নারীর বয়স ১৫ থেকে ৪৯ বছরের মধ্যে তাদের প্রত্যেক শিশু জন্মদানের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে জরিপের ফল ধরা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কোনো শিশুর মৃত্যু হলে তা জন্মের কত দিনের মধ্যে মৃত্যু হয়েছে, সেই হিসাব আমলে নেওয়া হয়েছে।

ইউনিসেফের প্রতিনিধি রানা ফ্লাওয়ার্স বলেন, বাল্যবিবাহ ও শিশুমৃত্যুহার হ্রাস প্রমাণ করে যে অগ্রগতি সম্ভব; কিন্তু সিসাদূষণ ও শিশুশ্রমের মতো সংকট লাখ লাখ শিশুকে তাদের সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত করছে এবং বেড়ে চলা সিজারিয়ান অস্ত্রোপচারের হার নারীদের স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকি তৈরি করছে।

তিনি বলেন, যখন প্রতিটি শিশুর বেঁচে থাকা, বিকশিত হওয়া ও শেখার অধিকারকে সম্মান করা হবে, তখন এটি অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী বাংলাদেশের মাধ্যমে পরিমাপ করা যাবে।

ইউনিসেফের সহায়তায় এমআইসিএস ২০২৪-২৫ জরিপে নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পানি, স্যানিটেশন, শিক্ষা, শিশু সুরক্ষাসহ প্রায় ২০০ সূচকের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করে বিবিএস। এবার জরিপে নতুন করে রক্তে সিসার মাত্রা, ভারী ধাতুর মাত্রা, 'মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টের' মাত্রা এবং রক্তশূন্যতা বিষয়েও তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

জরিপে অপুষ্টির চিত্র ছিল উদ্বেগজনক। কম ওজনের শিশু ২০১৯ সালে ছিল ৯.৮ শতাংশ। তা বেড়ে ২০২৫ সালে হয়েছে ১২.৯ শতাংশ। মায়েদের এনিমিয়া বা রক্তস্বল্পতা হার ৫২.৮ শতাংশ।

এ ছাড়া কিশোরী জন্মহার প্রতি এক হাজার মেয়ের মধ্যে ৮৩ থেকে বেড়ে ৯২ হয়েছে। এসব সূচক মাতৃ ও শিশু পুষ্টি, সঠিক স্তন্যপান-প্রচলন এবং স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণে দ্রুত হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তাকে আরো তীব্রভাবে সামনে নিয়ে আসে।

পানি ও স্যানিটেশন খাতেও সংকট গভীর। স্যানিটেশন সেবায় প্রবেশাধিকার বাড়লেও নিরাপদভাবে পানীয় জলের হার ৩৯.৩ শতাংশে নেমে এসেছে। দেশের প্রায় ১০ কোটির বেশি মানুষ নিরাপদ পানীয় জল থেকে বঞ্চিত। পানীয় জলের অর্ধেক উৎস এবং গৃহস্থালিতে ব্যবহৃত পানির ৮০ শতাংশের বেশি ই. কোলাই দ্বারা দূষিত। জলবায়ুজনিত বিপর্যয় গত এক বছরে ১০.২ শতাংশ পানির উৎস ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, যা জলবায়ু-সহনশীল অবকাঠামো গঠনের প্রয়োজনীয়তা সামনে আনে।

জরিপের তথ্য বলছে, প্রতি ১০টি শিশুর চারটির শরীরে উদ্বেগজনক মাত্রায় সিসার উপস্থিতি রয়েছে। ১২ থেকে ৫৯ মাস বয়সী শিশুদের প্রায় ৩৮ শতাংশের রক্তে সিসার মাত্রা নিরাপদ সীমার ওপরে। অন্তঃসত্ত্বা নারীদের প্রায় ৮ শতাংশের রক্তে সিসার মাত্রা নিরাপদ সীমার বাইরে।

অঞ্চলভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ঢাকা সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা। এখানে ৬৫ শতাংশ শিশুর শরীরে অতিরিক্ত সিসার উপস্থিতি পাওয়া গেছে। জরিপ বলছে, সিসাদূষণ কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণির সমস্যা নয়; বরং এটি সব আয়ের পরিবারের মধ্যেই বিস্তৃত। আক্রান্ত শিশুদের অর্ধেকের বেশি উচ্চ আয়ের পরিবারে এবং প্রায় ৩০ শতাংশ নিম্ন আয়ের পরিবারে বাস করে।

পাঁচ থেকে ১৭ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে শিশুশ্রমের হার ২০১৯ সালের ৬.৮ শতাংশ থেকে বেড়ে বর্তমানে ৯.২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে অর্থাৎ আরো ১২ লাখ শিশু নতুনভাবে ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে। সহিংসতার হারও উচ্চ। সাম্প্রতিক সময়ে ৮৬ শতাংশ শিশু কোনো না কোনো ধরনের সহিংস আচরণের শিকার হয়েছে।

জরিপে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্ম নিবন্ধন পরিস্থিতিও দুর্বল বলে উঠে এসেছে। এই বয়সী শিশুদের মধ্যে মাত্র ৫৯ শতাংশ নিবন্ধিত এবং ৪৭ শতাংশের জন্ম সনদ রয়েছে। এর ফলে বড় একটি অংশ আইনগত পরিচয়, সুরক্ষা এবং মৌলিক সেবা পাওয়ার বাইরে থেকে যাচ্ছে।

জরিপের তথ্য বলছে, শিক্ষায় প্রাথমিক স্তরে ভর্তির হার ৮০ শতাংশ হলেও উচ্চতর স্তরে উপস্থিতির হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। অনেক শিশু মৌলিক দক্ষতা অর্জন ছাড়াই প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করছে এবং এখনো ৬-৭ শতাংশ শিশুই স্কুলের বাইরে। ফলে শিশুদের উপস্থিতি ও শেখার দক্ষতা বাড়াতে নতুন ও উদ্ভাবনী শিক্ষা পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
২০ নভেম্বর ২০২৫

# শ্রম আইন সংশোধনকে স্বাগত জানিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

অন্তর্বর্তী সরকারের বাংলাদেশ শ্রম আইন সংশোধনকে স্বাগত জানিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। এক বিবৃতিতে ঢাকায় ইইউ দূতাবাস জানিয়েছে, অন্তর্বর্তী সরকারের এমন উদ্যোগ শক্তিশালী শ্রম অধিকার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ইইউ বাজারে বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি অগ্রাধিকারমূলক প্রবেশাধিকারের অবিচ্ছেদ্য অংশ এই শ্রম আইন সংশোধন। ইইউ আশা করে, নির্বাচনের পরে দ্রুত সংশোধন নিশ্চিত করবে নির্বাচিত সরকার।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ২০২৬ সালের গোড়ার দিকে বাংলাদেশ নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাই ইইউ বাস্তবায়ন এবং নীতিগত ধারাবাহিকতার গুরুত্বের ওপর জোর দিচ্ছে। ইইউ আশা করে, যে দলই ক্ষমতায় আসবে—তারা দ্রুত একে নিশ্চিত করবে।

ইইউ আইএলও কনভেনশন ১৫৫, ১৮৭ এবং ১৯০-এর বাংলাদেশের অনুমোদনকেও স্বাগত জানায়। এর মধ্যে নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য এবং কর্মক্ষেত্রে সহিংসতা ও হয়রানি দূরীকরণের বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই সবকিছুই ইইউ-বাংলাদেশ সম্পর্কের জন্য ইতিবাচক গতি তৈরি করছে।

সমকাল
■ শনিবার। ১ নভেম্বর ২০২৫

# শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত করায় গৃহশ্রমিকদের আনন্দ মিছিল

■ সমকাল প্রতিবেদক

অন্তর্বর্তী সরকার শ্রম আইনে গৃহশ্রম অন্তর্ভুক্ত করায় রাজধানীতে আনন্দ মিছিল করেছে গৃহশ্রমিকদের সংগঠন জাতীয় গার্হস্থ্য নারী শ্রমিক ইউনিয়ন। মিছিল-পরবর্তী সংক্ষিপ্ত সমাবেশে গৃহশ্রমিকদের শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্তির জন্য সরকারকে ধন্যবাদ জানান তারা। গতকাল শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর পল্টন থেকে মিছিল শুরু হয়ে প্রেস ক্লাব হয়ে কদম ফোয়ারা ঘুরে পল্টন মোড়ে ফিরে এসে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে মিছিলটি শেষ হয়।

মিছিল-পরবর্তী সমাবেশে জাতীয় গার্হস্থ্য নারী শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মুর্শিদা আখতার নাহার বলেন, গৃহশ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় দীর্ঘ ২৫ বছরের লড়াই ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আজ একটি ফল মিলেছে। সরকার আইনগতভাবে গৃহকর্মের স্বীকৃতি দিয়েছে এবং আমাদের সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় আইনে লেখা হয়েছে। তিনি বলেন, অনেক আইন আছে; কিন্তু প্রয়োগ নেই, এটি তেমন হলে চলবে না। যথাযথ বাস্তবায়ন যেন হয়, সেটা চাই আমরা।

মিছিল-পরবর্তী এ সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন জাতীয় গার্হস্থ্য নারী শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা উপদেষ্টা আবুল হোসাইন, মোস্তফা আলমগীর রতন, অ্যাডভোকেট জোবায়দা পারভীন ও জাকির হোসেন রাজু, ইউনিয়নের সভাপতি মমতাজ বেগম, সাবেক সভাপতি আমেনা বেগম, অর্থ সম্পাদক মিনারা বেগম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাহানুর বেগম, কাজী রেণু প্রমুখ।

সমকাল
শোভন কাজ
১৪ নভেম্বর ২০২৫

# আগামী দিনের প্রধান সামাজিক শক্তি হবে শ্রমিক ও নারী

প্রাবন্ধিক
রাজনীতিবিদ

২৪-এর স্বৈরাচারবিরোধী গণঅভ্যুত্থান আমাদের জীবনে এক অনন্যসাধারণ ঘটনা। যেখানে সর্বস্তরের শ্রমিক ও নারীদের অংশগ্রহণ অভ্যুত্থানকে বেগবান করে এবং জনগণের প্রত্যাশিত পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। শ্রমিক, মেহনতি মানুষ ও নারীদের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে এ দেশের প্রতিটি গণআন্দোলনে গুণগত পরিবর্তন হয়েছিল এবং আন্দোলনের মাত্রা ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হয়ে উঠেছিল। ইতিহাসের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যার অন্যতম সাক্ষী হয়ে আছে। ভাষা আন্দোলন, শিক্ষা আন্দোলন, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ, '৯০-এর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনসহ প্রতিটি ঐতিহাসিক সংগ্রামে শ্রমজীবী মানুষের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। যদিও এসব সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে ধরনের গুণগত পরিবর্তন শ্রমিক কিংবা নারীদের জীবনে হওয়ার কথা ছিল, তা কখনোই আসেনি। সবচেয়ে অগ্রসর সামাজিক শক্তি হয়েও সবচেয়ে বেশি আত্মাহুতি দান ও অবদান সত্ত্বেও পরবর্তী সময়ে নেতৃত্ব তাদের হাতে থাকেনি।

> ‘গুজব বাতাসের আগে ছড়ায়’– পড়েছি আমরা। অনেক ইতিবাচক ভূমিকা ও সর্বার্থে গণমাধ্যম হয়ে ওঠার পরও আজকে কিন্তু গুজবের কারখানাও হয়ে উঠেছে সামাজিক মাধ্যম। এই পত্রিকা, ওই টিভির লোগো ব্যবহার করে ভুয়া ফটোকার্ডের ছড়াছড়ি।

আমরা লক্ষ্য করি, গত কয়েক দশকে এ দেশে মজুরি বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন দাবিতে জাতীয় ও কারখানাভিত্তিক পোশাক শ্রমিকদের বড় বড় আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। পোশাকশিল্পে বড় অংশ নারী শ্রমিক। নারী শ্রমিকদের সাহসী ভূমিকা প্রতিটি আন্দোলনকে একটি উন্নততর রূপ দিয়েছে। ভূমিরক্ষা ও চা শ্রমিকদের আন্দোলনে নারীদের সাহসী ভূমিকা আমরা দেখতে পাই। এসব আন্দোলনে জীবন দেওয়া, কারাবরণ ও নানা হুমকি নিয়ে নারীরা সাহসের সঙ্গে লড়াই করেছে। এ ছাড়া ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়নের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলনে নারীরা ধারাবাহিকভাবে সাহসী ভূমিকা রেখেছে।

আমাদের খুঁজে দেখা দরকার এসব আন্দোলনের ফলে শ্রমিক ও নারীদের অবস্থার গুণগত কি পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল এবং নারীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ সত্ত্বেও নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে তাদের কী ভূমিকা ছিল? প্রথমত, নারী ও শ্রমিকের ঐতিহাসিক ভূমিকা খুঁজে পাওয়া অনেক সময় দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ইতিহাসের লেখা ও সংরক্ষণ বেশির ভাগ সময় ধনিক শ্রেণি ও পুরুষতান্ত্রিক পক্ষপাতদুষ্ট হয়। ইতিহাস নির্মাণে শ্রেণি প্রশ্ন ও নারী প্রশ্নে এলিট ও পুরুষতন্ত্রের এই ফাঁদ অতি পুরোনো। এই গণঅভ্যুত্থানে শ্রমিক ও নারীদের ভূমিকা যথাযথ মর্যাদা দিয়ে স্বীকার করা, সংরক্ষণ করা ও তার ন্যায্য হিস্যা বুঝে নেওয়া এবং পাওয়ার দরকার আছে।

এবারের স্বৈরাচারবিরোধী গণঅভ্যুত্থানে শ্রমিক ও নারীদের অংশগ্রহণের মাত্রা সকল সময়কে ছাড়িয়ে গেছে। এই অভ্যুত্থানে সবচেয়ে বেশি জীবন দিয়েছে শ্রমজীবী মানুষ। সংগত কারণেই '২৪-এর গণঅভ্যুত্থান ও গণঅভ্যুত্থানের পরবর্তী পদক্ষেপগুলো বিশেষভাবে আলোচনা ও চর্চায় রাখা জরুরি। শ্রমিক ও নারীদের এমন ব্যাপকতর অংশগ্রহণ এর আগে কোনো আন্দোলনে দেখা যায়নি। ভোটাধিকার হরণ ও গণতন্ত্রহীনতা শ্রমিক ও নারীদের শৃঙ্খলিত জীবনকে আরও পরাধীন করে তুলেছিল। ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার ফলে শ্রমিকের সকল অধিকার কুক্ষিগত হয়েছিল। মজুরি, ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার, কারখানার নিরাপত্তা ব্যাপকভাবে বিঘ্নিত হয়েছিল। নারী শ্রমিকদের ওপর ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়নের মতো ঘটনা ক্রমাগতভাবে বেড়ে গিয়েছিল। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, মুদ্রাস্ফীতি জীবনে সবচেয়ে বেশি নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। শ্রমিকদের অধিকারের সঙ্গে ভোটাধিকার, গণতন্ত্রের অধিকার ও জবাবদিহিতার প্রশ্ন গভীরভাবে সম্পর্কিত। একটা ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিক ও নারীকে অনেক বেশি বাধা মোকাবিলা করতে হয়। নারী ও শ্রমিক হয়ে ওঠে প্রধান আক্রমণের শিকার। ফ্যাসিবাদী দমবন্ধ অবস্থা থেকে মুক্তির আশায় শ্রমজীবী মানুষ স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করে। বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুলগুলো থেকে ব্যাপক ছাত্রীদের অংশগ্রহণ আমরা দেখেছি। অন্যদিকে কলকারখানা থেকে বিপুল পরিমাণ নারী শ্রমিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল। সাধারণ গৃহিণীরা ঘর থেকে রাস্তায় নেমে এসেছিল। আন্দোলনের দিনগুলোতে নারীরা লাখ লাখ জনতার মধ্যে নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে অংশগ্রহণ করেছে। গণআন্দোলন নারীদের জন্য বিরাট নিরাপত্তা বলয় ছিল। রাত কিংবা দিন নারীরা বিনা সংকোচে আন্দোলনে গিয়েছে। কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা আন্দোলনের দিনগুলোতে ঘটে না। নারীদের মধ্যে এমন নিরাপদ বোধের বাস্তব উদাহরণ ইতিহাসে নজির হয়ে থাকবে। শ্রমিক ও নারীরা শহীদ হয়েছে, গুলিবিদ্ধ ও আহত হয়েছে, কারাবরণ করেছে। তা সত্ত্বেও নারী অধিকারের বিষয়ে হিসাব মেলানো কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলো, শ্রমিক ও নারী শহীদদের ব্যাপারেও এলিট ও পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়। অনেক শহীদের নামে নানা চত্বর গড়ে উঠলেও কোনো শ্রমিক ও নারী শহীদদের নামে এখন পর্যন্ত কোনো চত্বর গড়ে ওঠেনি। শ্রমিক ও নারী শহীদদের নাম আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি। উল্লেখ করতে চাই, ১৯৩২ সালে প্রীতিলতা যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল, তখন যে প্রশ্নটি তাঁকে মোকাবিলা করতে হয়েছে তা হলো, নারী হিসেবে তিনি দেশের জন্য শহীদ হওয়ার অধিকার রাখেন কিনা? প্রীতিলতা সেই লড়াইয়ে বিজয়ী হয়েছিলেন। এখন নারী শহীদ হওয়ার অধিকার রাখে কিন্তু শহীদি মর্যাদা যথাযথভাবে পায় না। স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে শ্রমিক ও নারীদের সাহসী ও অগ্রণী ভূমিকা সারাদেশের মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে। শ্রমিক ও নারীদের অংশগ্রহণের যে ব্যাপকতা আমরা দেখেছি, তা অভাবনীয়, অতুলনীয়। অভ্যুত্থানের পর সেইসব সংগ্রামী শ্রমিক শ্রেণি ও নারীদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এমনকি অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া পরিচিত মুখগুলো আর চোখে পড়ছে না । আন্দোলনের মধ্য থেকে উঠে আসা যে নেতৃত্ব আমরা দেখতে পাই, সেখানে শ্রমজীবী মানুষ নেই বললেই চলে। আন্দোলনে যারা পুলিশ কিংবা মাস্তান মোকাবিলা করতে দ্বিধা করেনি এবং মৃত্যুর মুখে বুক পেতে দাঁড়াতে পারে; আন্দোলনের পর তারা কোথায় হারিয়ে যায়! নেতৃত্ব দেওয়ার সময় শ্রমিকদের খুঁজে না পাওয়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ফাঁদটি অতি পুরোনো। আন্দোলনে নতুন ভাষা তৈরি হয়েছে, ন্যারেটিভ তৈরি হয়েছে, কিন্তু শ্রমিক ও নারী অধিকারের বিষয়ে বাস্তবে কোনো পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না। শ্রমিক ও নারী প্রশ্নে পুরোনো স্বৈরতান্ত্রিক ও পুরুষতান্ত্রিক ধারা বজায় রেখে রাষ্ট্রের সংস্কার, পরিবর্তন কোনো তাৎপর্য তৈরি করে না। যে বিষয়টি সবসময় প্রশ্ন করা দরকার। রাষ্ট্র সংস্কারের বিভিন্ন কমিটিতে শ্রমজীবী মানুষের কোনো উপস্থিতি ছিল না। এমনকি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রধান হিসেবে নারীদের চোখে পড়ছে না। নেতৃত্ব কিংবা নীতিনির্ধারণী জায়গাগুলোতে শ্রমিক ও নারীদের অনুপস্থিত রেখে রাষ্ট্র সংস্কারের ক্ষেত্রে পূর্ণতা আনা একেবারে অসম্ভব। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, নারী ও শ্রম কমিশনের প্রস্তাবগুলো ঐকমত্য কমিশন একেবারেই বিবেচনায় নেয়নি। এই দুটি কমিশনের প্রস্তাব দূরে রাখার মূল কারণ হলো ধর্মীয় মৌলবাদী গোষ্ঠী ও মালিকদের খুশি করা। এই সময়ে শ্রমিকদের দুর্দশা আরও বেড়েছে। শ্রমিকদের ওপর যেসব জুলুম স্বৈরাচারী আমলে হয়েছে, তারই পুনরাবৃত্তি দেখছি আমরা। পোশাক খাতে কয়েক লাখ শ্রমিক বেকার হয়ে পড়েছে। অসংখ্য কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। বর্তমানে শ্রমিক যে মজুরি পায়, তা বাজারদরের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তা দিয়ে জীবনের ব্যয় নির্বাহ করা কঠিন ব্যাপার। অভ্যুত্থানের পরপরই বকেয়া বেতনের আদায় করতে গিয়ে শ্রমিক গুলিবিদ্ধ হয়েছে, জীবন দিয়েছে। এর মধ্য দিয়ে এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে সরকারগুলোর শ্রেণি চরিত্রের মধ্যে পার্থক্য নেই। মূলত মালিকপক্ষে শক্ত অবস্থান নিয়েছে। এই অন্তর্বর্তী সরকার গত ১৫ মাসে শ্রমিকের পক্ষে ইতিবাচক কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি । উপরন্তু গুলিবিদ্ধ ও আগুনে পুড়ে শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। বিশেষ করে সম্প্রতি মিরপুরে একটি গার্মেন্টি কারখানার নিচে কীভাবে দাহ্য রাসায়নিকের গুদাম রাখা হলো! সেই কারখানায় নির্মমভাবে অন্তত ১৬ জন শ্রমিক পুড়ে কয়লা হলেন, এর কোনো উত্তর কেউ দেয় না। কারখানায় কাঠামোগত ও পরিবেশগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব কার? নিঃসন্দেহে শ্রম মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রতিষ্ঠানগুলোর। মিরপুরের ১৬ জন শ্রমিকের মৃত্যুর জন্য মালিকপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো দায়ী। তাদের বিচারের আওতায় আনা জরুরি। অথচ এখন পর্যন্ত ১৬ জন শ্রমিক হত্যার দায়ে কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

রাষ্ট্রক্ষমতায় পরিবর্তন আসে, কখনও সেটা সাধারণ মানুষের জীবন ও রক্তদানের মধ্য দিয়ে হয়। কিন্তু মানুষের আকাঙ্ক্ষা আর প্রাপ্তির অঙ্ক সহজে মেলে না, এবারও মিলছে না।

ফলে যে সংগ্রামে দেশের মানুষ ছিল, সেই সংগ্রামেই তাদের থাকতে হবে। আগামীর অনাগত লড়াইয়েও প্রধান সামাজিক শক্তি হবে শ্রমিক এবং নারীদেরও পাওয়া যাবে। তখন নিশ্চয় নেতৃত্বও তাদের হাতেই থাকবে, এই কামনা। ❖

শোভন কাজ

প্রথম আলো
বুধবার, ১৯ নভেম্বর ২০২৫,

# প্রান্তিক নারীদের অধিকার জরুরি

**গোলটেবিল বৈঠক**

'কাঠামোগতভাবে প্রান্তিক নারীদের অধিকার ও করণীয়' শিরোনামে এই গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে *প্রথম আলো* ও ব্লাস্ট।

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

গোলটেবিল বৈঠকে (বাঁ থেকে) তামান্না সিং বড়াইক, সাইদুর রহমান খান, ইলিরা দেওয়ান, মোহাম্মদ আবু ইউছুফ, স্নিগ্ধা রেজওয়ানা ও বনানী বিশ্বাস। গতকাল *প্রথম আলো* কার্যালয়ে। প্রথম আলো

শুধু ভাতা ও বৃত্তি দিয়ে প্রান্তিক নারীদের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাঁদের সত্যিকার উন্নয়নের জন্য দরকার আইনি সুরক্ষা ও সব ক্ষেত্রে অধিকার নিশ্চিত করা। প্রচলিত আইন, নীতি ও সামাজিক সুরক্ষা পরিকল্পনায় কাঠামোগতভাবে প্রান্তিক নারীর অবস্থান সুদৃঢ় করতে হবে। আসন্ন নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে প্রান্তিক নারীদের জন্য করণীয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। গতকাল মঙ্গলবার *প্রথম আলো* ও বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে এ আহ্বান জানান বক্তারা।

রাজধানীর কারওয়ান বাজারে *প্রথম আলো* কার্যালয়ে 'কাঠামোগতভাবে প্রান্তিক নারীদের অধিকার ও করণীয়' শিরোনামে এই গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

বিষয়বস্তুর ওপর মূল প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষক সাইমী ওয়াদুদ। প্রতিবেদনে বলা হয়, দলিত, প্রতিবন্ধী, লিঙ্গবৈচিত্র্যপূর্ণ জনগোষ্ঠী, আদিবাসী—এমন ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে নারী তাঁর নারী পরিচয়ের কারণে অধিক ও ভিন্নতর বৈষম্যের শিকার হন। আইন-আদালত, শিক্ষা, কর্মসংস্থানসহ সব ক্ষেত্রে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নারীরা তাই বিশেষভাবে প্রান্তিক হয়ে ওঠেন।

বৈঠকে সম্মানিত অতিথির বক্তব্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ আবু ইউছুফ বলেন, সরকারের সদিচ্ছা রয়েছে। তবে জনসংখ্যার তুলনায় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতা যতখানি হওয়া উচিত, এখনো ততখানি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। ভাতার পরিমাণও প্রতীকী, তবে এটা পরিবারে ভাতাভোগীদের মর্যাদা বাড়ায়। তিনি বলেন, 'আমরাও ভাতার ওপর নির্ভর করতে চাই না। এ কারণে নারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন, তাঁদের তৈরি পণ্য বাজারে পৌঁছাতে সংযোগ স্থাপনে জোর দেওয়া হচ্ছে।' তিনি সমস্যা সমাধানে সরকারের কাজে বিভিন্ন সংগঠনকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. সাইদুর রহমান খান বলেন, প্রান্তিক নারীরা সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন। তবে সরকার কিছু করছে না, তা নয়। গত অর্থবছরে সাড়ে ১২ হাজার কোটি টাকা সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ব্যয় করা হয়েছে। সচেতনতা বাড়াতে ইউনিয়ন সামাজিক ফোর্স গঠন করা হচ্ছে। প্রান্তিক নারীদের জন্য কীভাবে আরও ব্যবসার সুযোগ সৃষ্টি করা যায়, সেসব নিয়ে পরিকল্পনা করা হচ্ছে। কোনো সংগঠন বা গবেষক তাঁদের প্রস্তাব নিয়ে সমাজসেবা অধিদপ্তরের সঙ্গে কাজ করতে পারেন। সে ক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব করে সরকার সিটি করপোরেশন এলাকার জন্য ৬০ শতাংশ এবং এর বাইরের এলাকার জন্য ৮০ শতাংশ আর্থিক সুবিধা দেবে।

**নির্বাচনী ইশতেহারে প্রান্তিক নারীদের জন্য করণীয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে**

মানবাধিকারকর্মী ইলিরা দেওয়ান বলেন, পাহাড়, উপকূল ও সমতলভেদে কোন এলাকার জন্য কী ধরনের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন, সেটা যাচাই করে কর্মসূচি নেওয়া উচিত। সামনে নির্বাচন। রাজনৈতিক দলগুলো বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়তে চাইলে তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে প্রান্তিক নারীদের জন্য করণীয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পাহাড়ি নারীদের অধিকার বঞ্চনার কথা তুলে তিনি বলেন, যত দিন রাষ্ট্র নজর না দেবে, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন না হবে, তত দিন পাহাড়ি নারীদের প্রতি সহিংসতা ও বিচারহীনতার সংস্কৃতি বন্ধ হবে না।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক স্নিগ্ধা রেজওয়ানা বলেন, দেশের জনগোষ্ঠীর ৫১ শতাংশ নারী হলেও তাঁরা প্রান্তিক। ভাবা হয় ভাতা ও বৃত্তি দিলে সব সমস্যার সমাধান হবে। সংকট হচ্ছে মানসিকতায়, চেতনায়, গ্রহণযোগ্যতায়। এর ফলে অনগ্রসর জনগোষ্ঠী অনগ্রসরই থাকে। এখনো নারীর মজুরিবৈষম্য প্রকট।

দলিত নারী ফোরামের প্রকল্প কর্মকর্তা তামান্না সিং বড়াইক বলেন, নারী চা-শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি এখন ১৮৬ টাকা। এত কম টাকায় এই সময়ে চলা যায় না। নারী শ্রমিকদের উন্নয়ন করতে চাইলে আগে নারীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন করতে হবে।

বাংলাদেশ দলিত অ্যান্ড ইনডিজেনাস উইমেন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক বনানী বিশ্বাস দলিত সম্প্রদায়ের মানুষের কথা গণমাধ্যমে বেশি করে তুলে আনার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, দলিত নারীদের বিবাহ নিবন্ধন, বিবাহ বিচ্ছেদ, উত্তরাধিকারের অধিকার নিয়ে সরকারকেই উদ্যোগ নেওয়া দরকার। কারণ, এগুলো সম্প্রদায়ের নেতারা কখনো হতে দেবেন না।

যশোরের দলিত নারী প্রতিনিধি ও গবেষক মিনা রানী বিশ্বাস সামাজিক পরিসরে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, 'যতক্ষণ পরিচয় না জানে, ততক্ষণ আমরা মানুষ থাকি। যখন পরিচয় জানে, তখন আমাদের ঘৃণার চোখে দেখা হয়। পড়াশোনায় যোগ্যতা অর্জন করার পরও অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে হয়।' তিনি বলেন, দলিত জনগোষ্ঠী সরকারি ভাষায় যেটাকে অনগ্রসর জনগোষ্ঠী হিসেবে সেবা দেওয়া হয়, তাদের সেই সব সেবা নিয়ে প্রচার বাড়ানো উচিত। একদিকে সেবা কম, অন্যদিকে সেবা সম্পর্কে না জানার কারণে বঞ্চিত হয় তাঁর জনগোষ্ঠীর মানুষ।

উইমেন উইথ ডিজঅ্যাবিলিটি ডেভেলপমেন্ট কর্মসূচির সহসমন্বয়কারী শারমিন আক্তার বলেন, সেবা নিতে প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করতে সরকারি অফিসগুলোতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য র‍্যাম্প, লিফট, টয়লেট থাকা দরকার। বিল্ডিং কোড মেনে র‍্যাম্প করতে হবে। অনেক ভবনে নির্দিষ্ট মাপ ছাড়া র‍্যাম্প করা হয়। ওই সব র‍্যাম্পে হুইলচেয়ার একা চালিয়ে কোনো প্রতিবন্ধী উঠতে পারেন না, বরং তা ঝুঁকি তৈরি করে।

গবেষক ও অধিকারকর্মী সুচিত্রা সরকার হিন্দু নারীদের উত্তরাধিকার হিসেবে সম্পদের ওপর অধিকার নিশ্চিত করার আহ্বান জানান।

'সম্পূর্ণা'র নির্বাহী পরিচালক জয়া সিকদার ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের প্রতি সংবেদনশীল আচরণ ও সরকারি সেবা বাড়ানোর ওপর জোর দেন।

অধিকারকর্মী প্রাপ্তি তাপসী বলেন, নারীর জন্য কোটা ছিল ইতিবাচক বৈষম্য। এই কোটা না থাকলে অনেক প্রান্তিক নারী উঠে আসতে পারেন না বলে মনে করছেন অনেকে।

ঢাকার মিরনজিল্লার দলিত জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি পূজা রানী দাস বলেন, শুধু ভাতা-বৃত্তি নয়, দলিত নারীদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে যথাযথ পরিমাণে ঋণসুবিধা থাকা দরকার। তিনি জানান, তাঁদের পঞ্চায়েত কমিটিতে নারীর জন্য কোনো আসন বরাদ্দ নেই।

অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য দেন ব্লাস্টের পরিচালক (পরামর্শ ও যোগাযোগ) মাহবুবা আক্তার। বৈঠক সঞ্চালনা করেন *প্রথম আলো*র সহকারী সম্পাদক ফিরোজ চৌধুরী।

শোভন কাজ

THE FINANCIAL EXPRESS November 18, 2025

# Child labour and development parameter

The multiple indicator cluster survey (MICS) carried out by the Bangladesh Bureau of statistics (BBS) has presented an alarming picture of child labour and various negative aspects related to it. As high as 9.2 per cent children in the age bracket of 5-17 are compelled to perform tasks requiring physical labour. This is an increase of 2.4 percentage points in child labour from 2019's 6.8 per cent. The worsening child labour picture -- including their exposure to hazardous works -- in the country over the past six years should sound the alarm bell ringing. Rise in child labour is no isolated spectre because its correlation with other development indicators is strong. Child health, education, water and sanitation and several other human development indicators are closely tied to this issue. Child labour here is a consequence of deterioration of all such human development indicators.

In plain terms, increase in child labour means more families have become poorer and more vulnerable to the extent where school dropouts have risen in number, malnutrition has worsened, child marriage gone up and population growth gaining further to negate achievements on the economic and development fronts. While the country failed to arrest inflation and misdirected social safety network programme fell short of the intended objective, donors' assistance also dropped significantly. The combined impact imperilled the lives and livelihoods of the poor and marginal segments of society. Unemployment and drop in purchasing power pushed more people below the poverty line as corroborated by several other studies. That is an indication of the yawning social divide with a select group called oligarchs making the most of the archaic management of national wealth. The result is wasting of children on account of severe malnutrition.

*Outrageous disparity in society poses a threat to social integration, economic prosperity and inclusive development*

Immediately after the pandemic, shrinkage of funds from donors and inadequate mobilisation of domestic funds were responsible for many of the programmes for the poor including those for the Rohingya. But one of the less noticed one is the family planning programme. Family planning services at the level of vulnerable population had to be curtailed leading to undesirable pregnancies and their attendant ills such as a lack of care for mothers and the newborn. Increased wasting from 9.8 per cent in 2019 to 12.9 per cent is indeed a cause for serious concern. A combination of all these factors has given rise to a vicious cycle of higher birth rate among the poor, malnutrition and wasting or stunted growth, illiteracy or early dropouts and unemployment or low-paid wage.

These problems have been further exacerb ated by exposure to lead, a harmful metal. In fact, both children and adults fall victim to exposure to metals like lead, chromium and cadmium---in urban setting through air pollution and in rural areas through soil and water contamination. However, children irrespective of their social standing are more vulnerable to these metals. When underage children have to work in lathe factories, they suffer the worst. Child labour is, therefore, linked to factors that contribute to development parameters. After 54 years of independence, the existence of this kind of outrageous disparity in society is undesirable. It also poses a threat to social integration, economic prosperity and inclusive development.

যুগান্তর

বুধবার ১৯ নভেম্বর ২০২৫
৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

সংশোধিত শ্রম আইনের অধ্যাদেশ জারি

## এখন থেকে ২০ জন শ্রমিকের সম্মতিতে ইউনিয়ন

**যুগান্তর প্রতিবেদন**

দীর্ঘদিন কোনো কারখানা বা প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়ন করতে গেলে ২০ শতাংশ শ্রমিকের সম্মতি লাগত। এমন নিয়ম চালু ছিল। এখন থেকে শতকরা হারটি থাকছে না। ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনে কারখানার মোট শ্রমিক সংখ্যার বিপরীতে কতজনের সম্মতি লাগবে, সেটি বেঁধে দেওয়া হয়েছে। তবে ন্যূনতম ২০ জনের সম্মতি থাকলেই ইউনিয়ন করা যাবে।

শ্রম আইন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫-এ এমন বিধান রাখা হয়েছে। মঙ্গলবার অধ্যাদেশটি জারি করা হয়। এর আগে ২৩ অক্টোবর উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে সংশোধনের বিষয়টি নীতিগত ও চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়।

অধ্যাদেশ অনুযায়ী, কোনো প্রতিষ্ঠানে ২০ থেকে ৩০০ জন শ্রমিক থাকলে ট্রেড ইউনিয়ন করতে চাইলে ২০ জনের সম্মতি লাগবে। এছাড়া ৩০১ থেকে ৫০০ শ্রমিক রয়েছে—এমন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ৪০ জন, ৫০১ থেকে ১ হাজার ৫০০ শ্রমিকের প্রতিষ্ঠানে ১০০ জন, ১ হাজার ৫০১ থেকে ৩ হাজার শ্রমিকের কারখানায় ৩০০ জন এবং ৩ হাজার ১ থেকে তার বেশি শ্রমিক থাকলে ৪০০ জনের সম্মতি লাগবে। একটি প্রতিষ্ঠানে ৫টির বেশি ট্রেড ইউনিয়ন করা যাবে না। এতদিন সর্বোচ্চ তিনটি করা যেত।

সাধারণত মজুরি বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন দাবিদাওয়া আদায়ে আন্দোলনে নামতে বাধ্য হন শ্রমিকরা। তাদের আন্দোলন ঠেকাতে শিল্পমালিকরা অনেক সময় শ্রমিকদের চাকরিচ্যুত করার পাশাপাশি তাদের কালো তালিকাভুক্ত করেন। তখন শ্রমিকদের নতুন কারখানায় চাকরি পাওয়া কঠিন হয়ে যায়।

সংশোধিত শ্রম আইন অধ্যাদেশে শ্রমিকদের কালো তালিকাভুক্ত করার বিষয়টি নিষেধ করা হয়েছে। অধ্যাদেশে বলা হয়েছে, কোনো শ্রমিক বা ইউনিয়নের কোনো সদস্যের কোনো কারণে চাকরির অবসান হলে কালো তালিকাভুক্ত করে নোটিশ জারি বা তথ্যভান্ডারে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। এছাড়া মালিক বা মালিকদের সংগঠনের নিয়ন্ত্রণে শ্রমিক সংগঠন প্রতিষ্ঠাকে উদ্বুদ্ধ করা যাবে না। পক্ষপাতমূলকভাবে বিদ্যমান ট্রেড ইউনিয়নের কর্মকর্তাদের বরখাস্ত এবং অন্য ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করা যাবে না। এতদিন শ্রম আইনে শ্রমিকদের সুবিধার জন্য ভবিষ্যতহবিল গঠনের কথা বলা থাকলেও তা বাধ্যতামূলক ছিল না। তবে এবার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অধ্যাদেশে বলা হয়েছে, ১০০ স্থায়ী শ্রমিক থাকলেই মালিকপক্ষকে শ্রমিকের জন্য ভবিষ্যতহবিল গঠন করতে হবে। তবে বিকল্প ব্যবস্থার কথাও বলা হয়েছে।

কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সর্বজনীন পেনশন স্কিম প্রগতিতে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করলে ভবিষ্যতহবিল করা থেকে অব্যাহতি পাবে মালিকপক্ষ। এই স্কিমে মালিক ৫০ শতাংশ ও শ্রমিক ৫০ শতাংশ চাঁদা দেবেন। তবে কোনো সদস্য স্কিমে থাকতে না চাইলে লিখিতভাবে মালিকপক্ষকে জানাতে হবে। সে ক্ষেত্রে মালিকপক্ষের ৫০ শতাংশ চাঁদা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা থাকবে না।

mic@gma বৃহস্পতিবার ৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ : Thursday 20 November 2025 জ্য সংবাদ D

# দুই বছর কমলো, ৩ বছর পরপর বাড়বে শ্রমিকের মজুরি

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

তৈরি পোশাক, ট্যানারি, ওষুধসহ বিভিন্ন খাতের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরিকাঠামো এত দিন পাঁচ বছর পরপর নির্ধারণ হতো। এখন থেকে মজুরিকাঠামো তিন বছর অন্তর পুনর্নির্ধারণ করতে হবে। সে ক্ষেত্রে তিন বছর পরপর বিভিন্ন শিল্প খাতের শ্রমিকের মজুরি বাড়বে। সংশোধিত শ্রম আইনে এমন বিধান রাখা হয়েছে।

সংশোধিত এই আইনে, শ্রমিকের সংজ্ঞা স্পষ্ট করার পাশাপাশি মহিলা শব্দের পরিবর্তে নারী শব্দ প্রতিস্থাপন, ২০ জন শ্রমিকের সম্মতিতে ট্রেড ইউনিয়ন করার বিধান, প্রতিষ্ঠানে ১০০ জন শ্রমিক থাকলে ভবিষ্য তহবিল বাধ্যতামূলক, মাতৃত্বকালীন ছুটি ১১২ দিন থেকে বাড়িয়ে ১২০ দিন, বার্ষিক উৎসব ছুটি ১১ দিন থেকে বাড়িয়ে ১৩ দিন করাসহ বিভিন্ন পরিবর্তন আনা হয়েছে।

অধ্যাদেশ অনুযায়ী, জাতীয় ও খাতভিত্তিক ত্রিপক্ষীয় পরিষদ গঠন, জাতীয় সামাজিক সংলাপ ফোরাম ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হবে। এ ছাড়া কোন কোন আচরণ যৌন হয়রানি হিসেবে গণ্য করা হবে সেগুলোও আইনে সুস্পষ্ট করা হয়েছে। শ্রমিকের প্রতি বৈষম্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, ধর্ম, রাজনৈতিক মতামত, জাতীয়তা, সামাজিক অবস্থান, বংশ বা প্রতিবন্ধিতার কারণে কোনো ব্যক্তিকে আলাদা করা, বাদ দেওয়া বা কম গুরুত্ব না দেওয়ার বিষয়টি যুক্ত রয়েছে আইনে।

সরকার গত সোমবার রাতে শ্রম আইন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ জারি করেছে। গত ২৩ অক্টোবর উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এই আইন সংশোধনের বিষয়টি চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়। এর আগে মালিক, শ্রমিক ও সরকারের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদের (টিসিসি) সভায় কোন কোন বিষয়ে সংশোধন হবে, তা নিয়ে ঐকমত্য হয়।

সংশোধিত শ্রম আইন নিয়ে শ্রমিকনেতারা সন্তোষ প্রকাশ করলেও শিল্পমালিকেরা কয়েকটি বিধান নিয়ে ক্ষুব্ধ। তাদের দাবি, শ্রমিকের সংজ্ঞায় কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে আসায় বিভ্রান্তি তৈরি করা হয়েছে। ইউনিয়ন নিবন্ধনে শ্রমিকের সম্মতির সংখ্যা এবং ভবিষ্য তহবিল নিয়ে টিসিসি সভায় যেসব সিদ্ধান্ত হয়েছিল, তা শেষ পর্যন্ত রাখা হয়নি।

এত দিন কোনো কারখানা বা প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়ন করতে গেলে ২০ শতাংশ শ্রমিকের সম্মতি লাগত। এখন থেকে শতকরা হারটি থাকছে না, ন্যূনতম ২০ জনের সম্মতি থাকলেই ইউনিয়ন করা যাবে। মূলত ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনে কারখানার মোট শ্রমিকসংখ্যার বিপরীতে কতজনের সম্মতি লাগবে, সেটি বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

> সংশোধিত এই আইনে, শ্রমিকের সংজ্ঞা স্পষ্ট করার পাশাপাশি মহিলা শব্দের পরিবর্তে নারী শব্দ প্রতিস্থাপন, ২০ জন শ্রমিকের সম্মতিতে ট্রেড ইউনিয়ন করার বিধান, প্রতিষ্ঠানে ১০০ জন শ্রমিক থাকলে ভবিষ্য তহবিল বাধ্যতামূলক, মাতৃত্বকালীন ছুটি ১১২ দিন থেকে বাড়িয়ে ১২০ দিন, বার্ষিক উৎসব ছুটি ১১ দিন থেকে বাড়িয়ে ১৩ দিন করাসহ বিভিন্ন পরিবর্তন আনা হয়েছে।

অধ্যাদেশ অনুযায়ী, কোনো প্রতিষ্ঠানে ২০ থেকে ৩০০ জন শ্রমিক থাকলে ট্রেড ইউনিয়ন করতে ২০ জনের সম্মতি লাগবে। এ ছাড়া ৩০১ থেকে ৫০০ শ্রমিক থাকা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ৪০ জন, ৫০১ থেকে ১ হাজার ৫০০ শ্রমিক থাকা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ১০০ জন, ১ হাজার ৫০১ থেকে ৩ হাজার শ্রমিক থাকা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ৩০০ জন এবং ৩ হাজার ১ থেকে এর বেশি শ্রমিক থাকলে ৪০০ জন শ্রমিকের সম্মতিতে ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা যাবে। একটি প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ পাঁচটির বেশি ট্রেড ইউনিয়ন করা যাবে না। এত দিন সর্বোচ্চ তিনটি করা যেত।

এত দিন শ্রম আইনে শ্রমিকদের সুবিধার জন্য ভবিষ্য তহবিল গঠনের কথা বলা থাকলেও তা বাধ্যতামূলক ছিল না। তবে এবার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

অধ্যাদেশে বলা হয়েছে, ১০০ স্থায়ী শ্রমিক থাকলেই মালিকপক্ষকে কর্মীদের জন্য ভবিষ্য তহবিল গঠন করতে হবে। তবে বিকল্প ব্যবস্থার কথাও বলা হয়েছে। কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সর্বজনীন পেনশন স্কিম প্রগতিতে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করলে ভবিষ্য তহবিল করা থেকে অব্যাহতি পাবে মালিকপক্ষ। সে ক্ষেত্রে পেনশন স্কিমে মালিক ৫০ শতাংশ ও শ্রমিক ৫০ শতাংশ চাঁদা দেবেন।

অতীতে দেখা গেছে, মজুরি বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন দাবিদাওয়া আদায়ে আন্দোলনে নামতে বাধ্য হতেন শ্রমিকেরা। আন্দোলন ঠেকাতে শিল্পমালিকেরা অনেক সময় শ্রমিকদের চাকরিচ্যুত করার পাশাপাশি তাঁদের কালোতালিকাভুক্ত করতেন। তখন শ্রমিকদের নতুন কারখানায় চাকরি পাওয়া কঠিন হতো। সংশোধিত শ্রম আইনে শ্রমিকদের কালোতালিকাভুক্ত করার বিষয়টি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ ছাড়া মালিক বা মালিকদের সংগঠনের নিয়ন্ত্রণে শ্রমিক সংগঠন গঠনে উৎসাহ দেওয়া যাবে না। পক্ষপাতমূলকভাবে বিদ্যমান ট্রেড ইউনিয়নের কর্মকর্তাদের বরখাস্ত এবং অন্য ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করা যাবে না।

কালের কণ্ঠ ঢাকা। বুধবার। ১৯ নভেম্বর ২০২৫।

উদ্বিগ্ন মালিকপক্ষের দাবি

## বিদেশি চাপে শ্রম আইন সংশোধন, বাস্তবতা বিবেচনা করা হয়নি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

সদ্য ঘোষিত বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ নিয়ে দেশের পোশাক খাতের মালিকপক্ষ গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। গত সোমবার লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ এই গেজেট জারি করে।

মালিকপক্ষের দাবি, অধ্যাদেশে শ্রমিক অধিকারের বিভিন্ন বিষয় যুক্ত হলেও শিল্পের বাস্তবতা ও উৎপাদন পরিস্থিতি বিবেচনায় মালিকদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ফলে রপ্তানিমুখী এই খাতে অস্থিতিশীলতার ঝুঁকি তৈরি হতে পারে বলে তারা মনে করছে।

মালিকপক্ষের মতে, সংশোধিত অধ্যাদেশে ইউনিয়ন গঠনের শর্ত সহজ হওয়ায় তুলনামূলক কমসংখ্যক শ্রমিকের মাধ্যমেই নতুন ইউনিয়ন তৈরি সম্ভব হবে। এতে কারখানায় শ্রম-বিশৃঙ্খলা, হঠাৎ আন্দোলন, উৎপাদন ব্যাহত হওয়া এবং আন্তর্জাতিক অর্ডার ডেলিভারিতে বিলম্বের মতো ঝুঁকি বাড়বে বলে তাদের আশঙ্কা। সংশোধনের মাধ্যমে শ্রমিক পেনশন, চাকরির নিরাপত্তা, বেতনের সংজ্ঞা ও অবসরের সুবিধায়

## বিদেশি চাপে শ্রম আইন

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

যে পরিবর্তন আনা হয়েছে, মালিকদের মতে তা শিল্পে অতিরিক্ত আর্থিক চাপ সৃষ্টি করবে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি কারখানাগুলোর জন্য এই বাড়তি ব্যয় টেকসই না-ও হতে পারে। পোশাকশিল্প মালিকরা জানান, আইনগত অনিশ্চয়তা ও দ্রুত পরিবর্তন আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের আস্থায় প্রভাব ফেলতে পারে। মালিকপক্ষের দাবি, যে সময় বাংলাদেশ এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে, সে সময় অতিরিক্ত নীতিগত চাপ রপ্তানি খাতকে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে দিতে পারে। তৈরি পোশাক খাতের শীর্ষ সংগঠন তৈরি পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারকদের সংগঠনের (বিজিএমইএ) সভাপতি মাহমুদুল হাসান খান কালের কণ্ঠকে বলেন, ১২৭টি ধারার মধ্যে পোশাক খাতের সংগঠন তিনটিতে সংশোধন আনার প্রস্তাব দিলেও সরকার তা আমলে নেয়নি। তিনি বলেন, 'ট্রেড ইউনিয়ন থ্রেশহোল্ড শ্রমিক সংজ্ঞা এবং বীমা দাবি নিয়ে আমাদের দ্বিমত রয়েছে।'

এদিকে নাম প্রকাশ না করার শর্তে বিজিএমইএর একজন সাবেক সভাপতি বলেন, বিদেশিদের চাপে এই অধ্যাদেশ জারি করা হলেও দীর্ঘ মেয়াদে তা টেকসই হবে না। তিনি বলেন, এখানে অভ্যন্তরীণ শ্রম ব্যবস্থাপনাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। দেশে শিল্প সম্পর্ক ও আচরণে মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে, তা পর্যালোচনা করা হয়নি। এ ছাড়া দেশের ট্রেড ইউনিয়ন করার মতো শ্রম ব্যবস্থাপনাও নেই। ফলে একটি খাতে গুরুত্ব দিতে গিয়ে ৮৫ শতাংশ অনানুষ্ঠানিক খাতকে জবাবদিহির আওতায় আনা যায়নি। বিজিএমইএর জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি ইনামুল হক খান বলেন, ৩০০ শ্রমিক থাকলে ২০ জনে শ্রমিকসংঘ করার বিধান ছোট কারখানাগুলোকে চাপে ফেলবে। এ বিষয়ে পোশাক খাতের সংগঠনগুলোর প্রতিবাদ এবং প্রস্তাব থাকলেও আমলে নেওয়া হয়নি। অন্যদিকে শ্রমিক সংগঠনগুলো বলছে, অধ্যাদেশে শ্রমিক অধিকার ও সুরক্ষা বাড়ানো একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। তারা মনে করে, ন্যায্য মজুরি, সংগঠনের অধিকার ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে আইন সংস্কার অত্যন্ত জরুরি।

**২০ জন শ্রমিকেই গঠন করা যাবে ট্রেড ইউনিয়ন :** কোনো প্রতিষ্ঠানে ন্যূনতম ২০ জন শ্রমিকের সম্মতিতেই ট্রেড ইউনিয়ন করার সুযোগ রেখে 'বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫' গেজেট আকারে প্রকাশ করেছে সরকার। নতুন অধ্যাদেশ অনুযায়ী, প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকসংখ্যা অনুযায়ী ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় সদস্যসংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে।

THE FINANCIAL EXPRESS November 19, 2025

ORDINANCE PROMULGATED AMID OWNERS' DISCONTENT

# Amended law allows 20-worker TU, ample working facilities

**Worker, workplace, category redefined with employer obligation for some must-dos**

**Interim govt ordinance introduces new safety, hygiene, maternity obligations**

**Changes come amid cajoling by major stakeholders in labour and trade like ILO, EU, US**

**Tripartite agreement on some issues sidetracked: BGMEA president**

**Owners fear such lower TU representation might disturb factory stability, invite outsider interference**

FE REPORT

A remade law permits minimum 20-worker trade union with redefined labour and workplace categories and employer obligations across multiple sectors in the status-upgrading Bangladesh.

The interim government amends the labour law revising several provisions, like lowering trade union-registration requirement, expanding worker and workplace definitions and categories and introducing new safety, hygiene and maternity-related obligations for employers.

According to a gazette notification, dated November 17, by the ministry of law, justice and parliamentary affairs, only 20 workers in a factory employing between 20 and 300 workers can now form a trade union.

Factory owners, however, stand opposed to the threshold provision as they feel such a lower number of workers' representation might "affect the stability of factories and allow outsider interference".

Bangladesh amends the labour law amid cajoling from global arena comprising rights bodies, investors and buyers for aligning with global standards to sustain the country's trade benefits, especially in the European Union.

The proponents of change include the International Labour Organisation (ILO), the European Union and the United States.

Under the Bangladesh Labour (Amendment) Ordinance 2025, at least 40 workers' representation would be required for factories having workers ranging from 301 to 500.

Factories having workers from 501 to 1500 and 1501 to 3000 would require 100 and 300 workers' consent respectively to form a trade union.

Some 400-worker representation is a prerequisite to form a trade union in factories with more than 3,000 workers.

Asked about the sweeping changes on the industrial front, Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) president Mahmud Hasan Khan says they have objections regarding trade-union- registration requirement, definition of worker and provident fund.

"The tripartite agreements regarding the issues were not followed," he alleges.

The law has broadened the labour definition by incorporating domestic, horticulture, aquaculture, and livestock workers.

Significant changes also apply to maternity protection, workplace health, hygiene and occupational safety.

Though core entitlements such as 16 weeks of maternity leave remain unchanged, the ordinance prohibits assigning pregnant or lactating workers to hazardous tasks involving toxic chemicals, radiation, extreme heat, whole-body vibration, heavy manual work and certain infectious risks.

Employers must now reassign such workers to safer duties without loss of pay, conduct medical assessments where necessary, and maintain proper records.

The upgraded law also prohibits the blacklisting of workers by any factory or establishment, meaning an employer can't prepare a list or database of workers ineligible for e-employment after termination of employment due to retrenchment, discharge, dismissal, removal, retirement or any other reason.

Munni_fe@yahoo.com

NEW AGE SATURDAY, NOVEMBER 22, 2025

# Bangladesh seeks ILO support to advance labour sector

Staff Correspondent

BANGLADESH sought enhanced cooperation from the International Labour Organisation to further strengthen its labour sector.

Md Sakhawat Hussain, adviser to the Ministry of Labour and Employment, called for this during a bilateral meeting with ILO director-general Gilbert F Houngbo on the sidelines of the ILO's 355th Governing Body Session in Geneva on Thursday, the ministry press release said on Friday.

Sakhawat told the ILO chief that the amended Bangladesh Labour Act had lowered the threshold for registering a trade union, from 20 per cent to a fixed number of 20 workers.

'Several provisions were also revised to simplify union registration, reduce documentary requirements, relax conditions related to personal data and prohibit blacklisting,' he added.

Labour and employment ministry adviser Md Sakhawat Hussain hands over Bangladesh's official signed documents of ILO Conventions numbers 155, 187 and 190 to International Labour Organisation DG Gilbert F Houngbo in Geneva on Thursday. — Press release

He said that the amendments were finalised within less than a year following extensive consultations with workers, employers and other government stakeholders, in line with proper legal procedures.

At a formal event in accordance with ILO rules, the adviser presented the official documents for approval of the Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No 155), the Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention, 2006 (No 187), and the Violence and Harassment Convention, 2019 (No 190).

Labour ministry adviser Sakhawat Hussain and ILO DG Houngbo signed the documents, the press release added.

Earlier on Thursday, in a statement, the ILO commended Bangladesh for the

## Bangladesh seeks ILO

Continued from B1

landmark ratification of three key ILO Conventions, including two fundamental ILO Conventions on occupational safety and health, reflecting the country's strong commitment to promoting safer workplaces and ensuring dignity and respect for all workers.

With these ratifications, Bangladesh becomes the second country in the Asia-Pacific region to ratify all ILO fundamental Conventions, and the first country in South Asia to ratify Convention No 190, the ILO statement said.

The statement added that the ratifications send a strong signal of Bangladesh's commitment to building a world of work based on dignity and respect.

Moreover, International Labour Standards, as minimum standards, increasingly form part of the requirements for trade agreements and demonstrate compliance with human rights due diligence laws.

According to the ILO, conventions numbers 155 and 187 would establish a comprehensive framework for fostering a preventive culture of occupational safety and health, promoting a systems-based approach to OSH management that engages government, employers and workers.

ILO Convention no 190, the first international treaty recognising the right to a world of work free from violence and harassment, including gender-based violence, will extend protection to all workers, regardless of their contractual status, and applies both to formal and informal sectors.

On Thursday, Sakhawat Hussain hosted an exchange meeting with ambassadors and representatives from Asia-Pacific countries, during which he highlighted the labour sector reforms achieved under the present government.

He also expressed concern over the high unemployment rates among Palestinian youth and their lack of access to education and training and urged the global community to prioritise employment generation in rehabilitation efforts and dedicate funds.

NEWAGE
FRIDAY, NOVEMBER 21, 2025,

# Migrant workers' mental health can't remain afterthought

THE mental health crisis of migrant workers is a dismal story that often remains little talked about although the impact is severe. Wage Earners' Welfare Board statistics show that more than 20,000 Bangladeshis have died overseas over five years. A staggering 31 per cent of the deaths are classified as 'abnormal,' an estimated 700 cases of which are suicide. The number of such deaths attributable to mental crises and suicides is likely to be much higher, as the country accepts the bodies without scrutiny or independent post-mortem examinations on repatriated remains. Besides, many migrant workers, including females, return home carrying unbearable psychological wounds. The non-governmental organisation BRAC alone has received 150 deported migrant workers with acute mental health disorders in five years and its counsellors have supported more than 15,000 migrants experiencing mental distress. Experts say that migrants are especially vulnerable to mental crises and feel distressed from the very beginning of the migration process. The distress begins from the moment a would-be migrant takes out high-interest loans to pay exorbitant migration fees and it only compounds abroad with low wages, unpaid wages, abusive employers, punishing work hours, poor living conditions and loneliness.

The mental health crisis is especially prominent for female workers, who usually remain trapped inside a house, enduring punishing work hours and abuse. A 2021 Bangladesh Institute of Labour Studies survey showed that at least 38 per cent of female migrant workers were physically abused and 7 per cent sexually abused in destination countries. The study also said that more than 29 per cent of the female migrants surveyed claimed that they were mentally tortured while 52 per cent were victims of forced labour abroad. Despite such a harrowing scale of crisis, mental health support has been completely ignored, with no support system in destination countries. While prospective migrants are briefed on mental health challenges in destination countries, labour wings at Bangladesh missions are often under-resourced, with no counsellors to help the migrants in need. Employers or destination countries also lack any mental health support mechanism. The Bangladesh government has counselling services, very inadequate though, inside Bangladesh, but the services reach migrants only after the damage is done. Addressing the mental health crisis, the mistreatment and the abandonment that migrant workers, whose remittances remain one of the mainstays of the economy, face in destination countries requires sustained intervention.

The government should, therefore, have a well-designed mechanism to support migrant workers. Labour wings at Bangladesh missions in destination countries need to be well equipped to help migrants in need of mental health support. The authorities should also arrange pre-departure training to give migrants realistic expectations, coping strategies and clear information on where to seek help abroad. The authorities should also press destination countries to ensure a safe working environment, community space and mandatory psychosocial services.

কালের কণ্ঠ
২১ নভেম্বর ২০২৫

# ১২ থেকে ৫৯ মাস বয়সী ৩৮% শিশুর রক্তে বিপজ্জনক সিসা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

বাংলাদেশে শিশুদের সুস্থভাবে বেড়ে ওঠার জন্য সিসা দূষণ এবং শিশুশ্রম বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ছাড়া মাতৃসেবা, পুষ্টি, নিরাপদ পানি, পয়োনিষ্কাশন ও সুশৃঙ্খল পরিবেশ এখনো বড় চ্যালেঞ্জ। গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে জাতিসংঘের শিশু তহবিলের (ইউনিসেফ বাংলাদেশ) কার্যালয়ে বিশ্ব শিশু দিবস উপলক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়।

বাংলাদেশে সামগ্রিক অগ্রগতির পরও শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্যে এখনো উল্লেখযোগ্য ঘাটতি রয়েছে। একই সঙ্গে দেশের অর্ধেকের বেশি মানুষ নিরাপদ পানির নিশ্চয়তা থেকে বঞ্চিত, যা জনস্বাস্থ্য পরিস্থিতিকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলছে বলে জানায় সংস্থাটি।

সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের শিশু ও নারীদের ওপর পরিচালিত সবচেয়ে বিশদ জরিপ 'মাল্টিপল ইন্ডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভে ২০২৫'-এর (এমআইসিএস ২০২৫) প্রাথমিক ফলাফল নিয়েও আলোচনা হয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ও ইউনিসেফ যৌথভাবে এ জরিপ করেছে।

এমআইসিএস ২০২৫ বলছে, ১২ থেকে ৫৯ মাস বয়সী ৩৮ শতাংশ শিশুর রক্তে সিসার পরিমাণ নিরাপদ সীমার ওপরে। আর অন্তঃসত্ত্বা নারীদের প্রায় ৮ শতাংশ একই ঝুঁকিতে রয়েছেন। সিসা দূষণের প্রধান উৎস হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে সিসামিশ্রিত খেলনা, দূষিত মসলা, রং, পুরনো ব্যাটারি ও শিল্পদূষণ।

### বিবিএস-ইউনিসেফের জরিপ

- শিশুশ্রম ৯.২ শতাংশে পৌঁছেছে এবং সহিংস আচরণের শিকার হয়েছে ৮৬ শতাংশ শিশু

জরিপে দেখা গেছে, মায়েদের রক্তস্বল্পতা ৫২.৮ শতাংশ এবং কিশোরী মায়ের হার বেড়েছে। পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মৃত্যুহারে নবজাতকের অংশ ৬৭ শতাংশ। শিশুশ্রম ৯.২ শতাংশে পৌঁছেছে এবং সহিংস আচরণের শিকার হয়েছে ৮৬ শতাংশ শিশু। বাল্যবিবাহের হার কমলেও এখনো প্রায় অর্ধেক মেয়ের ১৮ বছরের আগে বিয়ে হয়ে যায়।

ইউনিসেফের বাংলাদেশ প্রতিনিধি রানা ফ্লাওয়ার্স জানান, শিশুদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হলেও যথাযথ মাতৃসেবা, পুষ্টি, নিরাপদ পানি, পয়োনিষ্কাশন ও সুশৃঙ্খল পরিবেশ এখনো বড় চ্যালেঞ্জ।

FE THE FINANCIAL EXPRESS
November 21, 2025

# Labour ordinance goes past tripartite agreement

The interim government's amendment of the labour law, despite objections raised by business groups during the draft stage, has triggered fresh protests demanding its withdrawal. Opponents argue that some key provisions deviate from the understandings reached earlier in tripartite meetings involving the government, employers and labour representatives. The gazette notification issued on November 17 by the Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs introduced a range of revisions, including reducing the number of workers required to form a union, easing trade union registration requirements, expanding definitions related to workers and workplaces and imposing new obligations on employers regarding safety, hygiene and maternity benefits. One of the most significant shifts allows for 20 workers in factories employing between 20 and 300 workers to form a trade union. These changes, widely seen as driven by international pressure, aims to align Bangladesh's labour standards with global norms -- an alignment deemed crucial for sustaining preferential trade benefits, particularly in the European Union. Rights organisations, major buyers, and international partners such as the International Labour Organisation (ILO), the EU and the United States have been consistently advocating for stronger labour rights and more flexible trade union rules. However, several provisions of the amended Ordinance have drawn sharp criticism for allegedly straying from the consensus built during earlier consultations. A central point of contention concerns the criteria for forming trade unions. The amended ordinance replaces the percentage-based representation system with fixed numerical thresholds. Critics say this change departs from the tripartite committee's recommendation, which required a minimum of 50 workers to form a union in establishments with 50 to 500 employees. The new framework, they argue, lowers the bar too far and risks destabilising industrial relations. Under the Bangladesh Labour (Amendment) Ordinance 2025, at least 40 workers' representation would be required for factories having workers ranging from 301 to 500. Factories having workers from 501 to 1,500 and 1,501 to 3,000 would require 100 and 300 workers' consent respectively to form a trade union. Some 400-worker representation is a prerequisite to form a trade union in factories with more than 3,000 workers. The ordinance permits up to five unions within a single establishment, raising fears of union proliferation, factionalism, and potential interference from external actors. These sweeping changes have drawn strong resistance from key industry bodies. They argue that several provisions incorporated into the ordinance go beyond what had been agreed upon in the consultative process. The trade bodies warn that unless the amendments are reconsidered, the industry could face operational instability.

*Industry bodies argue that several provisions incorporated into the ordinance go beyond what had been agreed upon in the consultative process*

At the core of the business community's dissatisfaction is the belief that the consensus-based approach promised during the amendment process was not honoured. Their grievance -- that the agreed positions reached in tripartite discussions were sidelined -- cannot be dismissed lightly. Since the reform was meant to reflect a broad-based agreement, it was reasonable to expect adherence to the negotiated outcomes. The controversy now underscores the delicate balance required between meeting global labour standards and ensuring stability in the country's industrial landscape.

প্রথম আলো
শনিবার, ২২ নভেম্বর ২০২৫,

## শ্রমিকদের জন্য ৭ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ আদায়

জাতীয় আইনগত সহায়তা সংস্থার (লিগ্যাল এইড) মাধ্যমে শ্রমিকদের জন্য ৬ কোটি ৯৫ লাখ ৮১ হাজার ৯১৬ টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয়েছে। ঢাকা ও চট্টগ্রাম শ্রমিক আইনগত সহায়তা সেলের মাধ্যমে এ ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয়। ২০০৯ থেকে ২০২৫ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত লিগ্যাল এইডের মাধ্যমে আইনি সহায়তার বিস্তারিত তথ্য এ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। শুরুতে জেলা পর্যায়ে অসচ্ছল জনগোষ্ঠীর জন্য এ আইনি সেবা দেওয়া হয়। পরে সুপ্রিম কোর্ট, ঢাকা ও চট্টগ্রামে শ্রমিক আইনগত সহায়তা সেল দেশের কারাগারগুলোতেও এ সেবা চালু করে। আইন ও বিচার বিভাগের অধীন এ সংস্থার কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

বাসস, ঢাকা

SUNDAY NOVEMBER 23, 2025
AGRAHAYAN 8, 1432 BS
The Daily Star

# SKOP declares blockade over leasing out port terminals

STAFF CORRESPONDENT, *Ctg*

The Chattogram unit of Sramik-Karmachari Oikya Parishad (SKOP) yesterday announced blockades on the approach roads to Chattogram port and protest programmes in all districts of the Chattogram division on Wednesday, protesting leasing out New Mooring Container, Laldia Char, and Pangaon port terminals -- to foreign operators.

Kazi Sheikh Nurullah Bahar, general secretary of Jatiyatabadi Sramik Dal, Chattogram division, made the announcement at the divisional trade union convention held at July Revolution Hall of the Chattogram Press Club.

The convention was organised by the SKOP Chattogram unit to press home a 13-point demand, including revising labour laws, ensuring trade union rights under a single law, and fixing fair wages.

Leaders and members of various workers' organisations attended. Bahar, chairing the convention, said two terminals had already been handed over to foreign operators, but details of the agreements were unknown.

"A lawsuit has been filed regarding the NCT handover. The court has ordered suspension of all contract activities until the hearing, but the order is not being followed," he alleged.

He vowed to force the government to cancel the decisions to hand over the terminals.

As per the protest schedule, blockades will be enforced from 10:00am to 1:00pm on Wednesday at the port approach points in Agrabad, Boropole and Mailer Matha. Protest rallies will also be held in all districts. Labour leaders expressed concern that leasing out Chattogram port to foreign companies would cripple the economy and leave 90 percent of port workers jobless.

Jahid Uddin Shahin, general secretary of Jatiya Sramik Jote, Chattogram district, made the same allegation.

Tapan Dutta, president of the Trade Union Centre, Chattogram district, said policy failures of the previous government caused immense suffering, while the new government's decisions were also not worker-friendly.

রোববার ২৩ নভেম্বর ২০২৫

বণিক বার্তা

তথ্যেই অগ্রগতি

ডিএসইএক্স (সাপ্তাহিক)
সিএসসিএক্স (সাপ্তাহিক
স্বর্ণ (আউন্স)
তেল (ব্যারেল)
ডলার ক্রয় ১২২.
ইউরো ক্রয় ১৪১.

# কৃষি শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি কাঠামো নেই বাংলাদেশে

৳ বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলের কৃষি শ্রমিকের দৈনিক ন্যূনতম মজুরি (টাকা)

| দেশ/অঞ্চল | মজুরি |
|---|---|
| নেপাল | ৫৪৬ |
| মিয়ানমার | ৪৫৫ |
| ভিয়েতনাম (অঞ্চল-৪) | ৩৮৭ |
| ভিয়েতনাম (অঞ্চল-১) | ৭৬৯ |
| পশ্চিম সুলাওয়েসি (ইন্দোনেশিয়া) | ৫৩৪ |
| উত্তর প্রদেশ (ভারত) | ৩৪৪ |
| শ্রীলংকা | ৪৩০ |
| সাংহাই (চীন) | ১,৫১২ |
| গুয়াংজি (চীন) | ৯৭২ |

সূত্র: সংশ্লিষ্ট দেশ ও রাজ্য

» ভারত, চীন, ইন্দোনেশিয়ায় রাজ্যভেদে ন্যূনতম মজুরি ভিন্ন রয়েছে। এছাড়া ভিয়েতনামকে চারটি অঞ্চলে ভাগ করে প্রতিটির জন্য পৃথক ন্যূনতম মজুরি নির্ধারিত আছে

নুরুজ্জামান খান ■

দেশের শ্রমশক্তির প্রায় ৪৫ শতাংশ কৃষি খাতের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু স্বাধীনতার ৫৪ বছর পরও এ খাতের শ্রমিকদের জন্য গঠিত হয়নি ন্যূনতম মজুরি কাঠামো। প্রতিবেশী দেশ ভারত ও চীনের বিভিন্ন রাজ্যে ন্যূনতম মজুরি কাঠামো রয়েছে। আরেক প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমারেও কৃষি শ্রমিকদের সুরক্ষার বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে। এছাড়া ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, শ্রীলংকা, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যের মতো দেশগুলোয়ও কৃষি শ্রমিকদের জন্য রয়েছে ন্যূনতম মজুরি কাঠামো।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত করা গেলে লিঙ্গভিত্তিক মজুরি বৈষম্য কমবে। পাশাপাশি গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন ঘটবে এবং কমবে নগরকেন্দ্রিক কর্মসংস্থানের চাপ।

বাংলাদেশে খাতভিত্তিক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করে থাকে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ নিম্নতম মজুরি বোর্ড। সংস্থাটির তথ্যানুযায়ী বর্তমানে দেশের ৪৭টি শিল্পের শ্রমিক ও কর্মচারীদের জন্য ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা আছে। এর মধ্যে শিল্প ব্যতীত 'শ্রমিক'-এর জন্য নির্ধারিত মজুরি কাঠামোর ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট বলা আছে—কৃষি ও গৃহকর্মে নিয়োজিত শ্রমিকরা এ কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে প্রচলিত কৃষি শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা না থাকলেও কৃষির অন্তর্ভুক্ত চিংড়ি, মৎস্য শিকার ট্রলার শিল্প, রাবার শিল্প, কোল্ড স্টোরেজ শিল্পের জন্য ন্যূনতম মজুরি কাঠামো রয়েছে।

দেশের কৃষি খাত বরাবর উপেক্ষিত। সেই সঙ্গে এ খাতের শ্রমিকদের মানবাধিকারের প্রসঙ্গটি সবসময় আড়ালে থাকে বলে মনে করেন বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশনের সভাপতি বদরুল আলম। *বণিক বার্তাকে* তিনি বলেন, 'কৃষি শ্রমিক, গ্রামের দিনমজুরদের নিয়ে রাষ্ট্রের কোনো মাথাব্যথা নেই। তাদের মানবাধিকারের বিষয়টি সবসময় উপেক্ষিত থাকছে। অথচ তারাই আমাদের খাদ্যের জোগান দেন। ন্যূনতম মজুরি কাঠামো না থাকার কারণে এখনো নারী-পুরুষের মজুরিতে ব্যাপক বৈষম্য রয়ে গেছে। আমাদের দেশে আন্দোলন ছাড়া কিছু হয় না। অথচ এখানে শক্তিশালী কৃষক আন্দোলন নেই। ফলে পলিসি পরিবর্তনের মতো কোনো উদ্যোগও দেখতে পাই না।'

কৃষি বিশেষজ্ঞরা জানান, বাংলাদেশে ন্যূনতম মজুরি কাঠামো না থাকলেও পাশের দেশ ভারতের বিভিন্ন রাজ্য, চীনের বেশকিছু রাজ্যে ন্যূনতম মজুরি কাঠামো রয়েছে। চলতি বছরের জুলাইয়ে ভারতের উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ তার রাজ্যের কৃষি শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি হার পুনর্নির্ধারণ করে দেন। ঘোষণা অনুযায়ী রাজ্যটির একজন প্রাপ্তবয়স্ক কৃষি শ্রমিক প্রতিদিন ন্যূনতম ২৫২ রুপি বা ৩৪৪ টাকা মজুরি পাবেন। তবে কোনো শ্রমিকের মজুরি যদি আগে থেকেই নতুন ন্যূনতম মজুরির চেয়ে বেশি হয়, তাহলে উচ্চতর মজুরিটিই তার জন্য ন্যূনতম হবে। এ নির্দেশনার মধ্যে প্রচলিত

এরপর » পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

দেশের কৃষি খাতে রয়েছে লিঙ্গভিত্তিক মজুরি বৈষম্য। কখনো কখনো তা ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত হয়ে থাকে ছবি: ব্র্যাক

# কৃষি শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি

শেষ পৃষ্ঠার পর

কৃষি, মাশরুম চাষ, ফসল বাজারে পরিবহনে নিযুক্ত শ্রমিক, দুগ্ধখামার, পশুপালন, মৌচাষ, পোলট্রি খামার এবং সব ধরনের সহায়ক কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।"

শ্রীলংকার শ্রমিকদের জাতীয় ন্যূনতম মজুরি আইন-২০১৬ চলতি বছর সংশোধন করেছে দেশটির সংসদ। ফলে যেকোনো খাতের শ্রমিকের ন্যূনতম মাসিক মজুরি হবে ২৭ হাজার শ্রীলংকান রুপি। দৈনিক ১ হাজার ৮০ রুপি, যা বাংলাদেশী মুদ্রায় ৪৩০ টাকার মতো। নেপালের কৃষি খাতের শ্রমিকদের ন্যূনতম দৈনিক মজুরি ৫৪৬ টাকা, মিয়ানমারে ৪৫৫ টাকা। তবে ইন্দোনেশিয়ায় রাজ্য বা অঞ্চলভেদে ন্যূনতম মজুরি ৫৩৪-৯০০ টাকার মতো। চীনের সাংহাইয়ে ন্যূনতম ১ হাজার ৫১২ এবং গুয়াংজি অঞ্চলে ৯৭২ টাকা। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, আফ্রিকার দেশ মরক্কো, মৌরিতানিয়া, তিউনিসিয়ায় কৃষি ও অকৃষি খাতের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ রয়েছে।

এ বিষয়ে কৃষি অর্থনীতিবিদ ড. জাহাঙ্গীর আলম বণিক বার্তাকে বলেন, 'কৃষিশ্রমে যারা যুক্ত তাদের জন্য স্থিতিশীল ন্যূনতম মজুরি কাঠামো প্রয়োজন। আগে একবার চালের বিনিময়ে তাদের মজুরি নির্ধারণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। বর্তমান বাজার পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে এ মূল্য ঠিক করা উচিত। এমনটি করলে কৃষিশ্রমের সঙ্গে যুক্তরা পেশা পরিবর্তন করবে না। পাশাপাশি ফসলের মৌসুমে অতিরিক্ত চাহিদার সময়ও চড়া দামে গৃহস্থকে শ্রমিক নিতে হবে না।'

কৃষি শ্রমিকদের মানবাধিকারের বিষয়টিও উপেক্ষিত উল্লেখ করে জাহাঙ্গীর আলম বলেন, 'এ পেশায় দুর্ঘটনা ও জীবনের ঝুঁকি বেশি। সাপের কামড়, বজ্রপাত, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট, ক্যান্সারসহ নানাভাবে কৃষি শ্রমিকরা মারা যান। এতে তাদের পরিবার নিঃস্ব হয়ে গেলেও অর্থনৈতিক কোনো সহায়তা পান না। তাদের চিকিৎসার জন্য গ্রাম বা জেলাপর্যায়ে ভালো হাসপাতাল নেই। এসব নানা সমস্যার সুরাহা করতে হবে। অন্যথায় তারা কৃষি উৎপাদনের চেয়ে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের খোঁজে পেশা পরিবর্তন করতে বাধ্য হবেন।'

তিনি আরো বলেন, 'কৃষকদের জন্য বিশেষায়িত কিংবা যেসব হাসপাতাল আছে সেখানে চিকিৎসায় অগ্রাধিকারের সুযোগ দিতে হবে। বিভিন্ন উৎসবে প্রণোদনা, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় তাদের সন্তানকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে অগ্রাধিকার দিলে কেউ গ্রাম ছেড়ে শহরমুখী হবে না। এসব উদ্যোগ নিলে শহর ও গ্রামীণ অর্থনীতিতেও স্থিতিশীলতা আসবে।'

কৃষির মূল উপাদান শস্য উৎপাদন, সংগ্রহ ও পরিবহনের সঙ্গে সম্পৃক্ত শ্রমিকদের জন্য দেশে ন্যূনতম মজুরি কাঠামো না থাকায় এ পেশায় বৈষম্য রয়েছে চরম। এলাকাভেদে ও ফসলের মৌসুমভেদে শ্রমিকদের চাহিদা থাকার সময় মজুরি বেড়ে যায়। অন্যান্য সময় মজুরি কম থাকে। এছাড়া ন্যূনতম কাঠামো না থাকায় মজুরিতে নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য তীব্রভাবে ফুটে ওঠে।

বিভিন্ন সংস্থার তথ্যমতে, ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলংকার তুলনায় কৃষি শ্রমিকদের মজুরিতে নারী ও পুরুষের বৈষম্য বেশি বাংলাদেশে। এ বৈষম্য কখনো কখনো ৩৫-৪০ শতাংশ পর্যন্ত হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) চলতি বছরের মার্চে গত বছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকের কৃষি খাতের শ্রমিকের মজুরির তথ্য প্রকাশ করে। রাষ্ট্রীয় সংস্থাটির তথ্যানুযায়ী গত বছরের জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বরে খাদ্য ব্যতীত পুরুষ কৃষি শ্রমিকের দৈনিক গড় মজুরি ছিল ৫৮৩ টাকা। বিপরীতে নারী শ্রমিকের ক্ষেত্রে তা ৪২৫ টাকা। একবেলা খাবারের সঙ্গে পুরুষের গড় মজুরি ৫৪২ ও নারীর ক্ষেত্রে ৩৯৬ টাকা। দুইবেলা খাবারের ক্ষেত্রে পুরুষ কৃষি শ্রমিকের দৈনিক মজুরি ৫০৬ এবং নারীর মজুরি ছিল ৩৬৭ টাকা। তিনবেলা খাবারসহ পুরুষের মজুরি ৪৮৭, বিপরীতে নারীর মজুরি ছিল দৈনিক ৩৫৮ টাকা।

ভারতের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দেশটির পুরুষ মাঠ শ্রমিকের (কৃষি) দৈনিক গড় মজুরি ছিল ৪২০ ভারতীয় রুপি। নারীর মজুরি ছিল ৩৬০ রুপি। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) তথ্য অনুযায়ী, পাকিস্তানের কৃষি খাতে সম্পৃক্ত পুরুষ শ্রমিকদের মাসিক মজুরি ছিল ১৩ হাজার ১২৬ রুপি এবং নারীর ক্ষেত্রে তা ছিল ৮ হাজার ৫৯৯ রুপি।

রাজধানী ঢাকায় ভাসমান মানুষের সংখ্যা দিন দিনই বাড়ছে। একই সঙ্গে বাড়ছে শহরকেন্দ্রিক কর্মসংস্থান প্রত্যাশীদের চাপ। কৃষি শ্রমিকের আর্থিক নিরাপত্তায় কোনো উদ্যোগ না থাকায় গ্রাম ছেড়ে অনেকেই শহরে ছুটছেন। ফলে ফসলের মৌসুমে বিভিন্ন এলাকায় কৃষি শ্রমিক সংকট মারাত্মক রূপ নেয়। তাদের সুরক্ষায় নীতি প্রণয়ন হলে সেটি সরাসরি গ্রামীণ অর্থনীতিতে বড় প্রভাব তৈরি করবে বলে মনে করেন খাতসংশ্লিষ্টরা।

এ বিষয়ে শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান ও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ বণিক বার্তাকে বলেন, 'এরশাদ সরকারের আমলে কৃষি শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। তবে সেটি আর বাস্তবায়ন হয়নি। এখন এ বিষয়ে আর কোনো আলোচনা নেই। কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্তদের শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া প্রয়োজন। একই সঙ্গে তাদের জন্য ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা দরকার।'

জানা যায়, ২০১৮ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গ্রামীণ এলাকায় বসবাসরত কৃষক ও অন্য শ্রমজীবীদের অধিকার সম্পর্কিত ঘোষণা দেয়া হয়, যার নাম ছিল 'ইউএনড্রপ'। অ-বাধ্যতামূলক ওই আন্তর্জাতিক ঘোষণার উদ্দেশ্য ছিল—কৃষক ও গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষের মানবাধিকারকে স্বীকৃতি দেয়া এবং তাদের জমির অধিকার, খাদ্যের অধিকার, পানির অধিকার, নিরাপদ পরিবেশে বসবাসের অধিকার রক্ষা। সেই সঙ্গে তাদের বিশেষ সংস্কৃতি, জ্ঞান ও ভূমিকা সুরক্ষিত রাখা। ওই ঘোষণায় বাংলাদেশও স্বাক্ষর করে এবং কার্যকর উদ্যোগ নেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। তবে প্রায় সাত বছর হলেও এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার কোনো উদ্যোগ নেয়নি বলে দাবি করেছেন বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশনের সভাপতি বদরুল আলম।

বাংলাদেশের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করে থাকে 'নিম্নতম মজুরি বোর্ড'। এ বিষয়ে জানতে সংস্থাটির চেয়ারম্যান (সিনিয়র জেলা জজ) মামুনুর রশিদকে একাধিকবার মোবাইল ফোনে কল করা হলেও সাড়া দেননি। পরে বোর্ডের সচিব রাইসা আফরোজের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে এ বিষয়ে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

. ২০২৫ ■ কার্তিক ৮, ১৪৩২ বণিক বার্তা

বিকেএমইএ-স্টিচের সেমিনারে বক্তারা

# পোশাক শিল্পে কর্মক্ষেত্রকে নিরাপদ করতে হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

তৈরি পোশাক খাতে লিঙ্গ সংবেদনশীল কর্মক্ষেত্র গড়ে তুলতে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। তারা বলছেন, দেশের শীর্ষস্থানীয় এ খাত দেশের চাহিদা পূরণ করে যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রফতানি হচ্ছে। এ শিল্পের কর্মীদের মধ্যে বড় একটা অংশ নারী। যাদের জন্য কর্মক্ষেত্রকে নিরাপদ করতে হবে।

গতকাল বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিকেএমইএ) ও সাসটেইনেবল টেক্সটাইল ইনিশিয়েটিভ টুগেদার ফর চেঞ্জ (স্টিচ) আয়োজিত এক সেমিনারে বক্তারা এসব কথা বলেন। সেমিনারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের মূল স্টেকহোল্ডারদের একত্রিত করে লিঙ্গ সংবেদনশীল কর্মক্ষেত্র গড়ে তোলার বিষয়ে অভিজ্ঞতা, শিক্ষা এবং ধারণা ভাগ করে নেয়া হয়।

সেমিনারে জানানো হয়, স্টিচ হচ্ছে ফেয়ার ওয়্যার ফাউন্ডেশন, এথিক্যাল ট্রেডিং ইনিশিয়েটিভ এবং মন্ডিয়াল এফএনভির একটি কনসোর্টিয়াম প্রকল্প, যা ফেয়ার ওয়্যার ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে কাজ করছে। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে নারী ও পুরুষ উভয় শ্রমিকের বিরুদ্ধে সহিংসতা ও হয়রানি মোকাবেলা এবং প্রতিরোধের জন্য দেশজুড়ে ৫০টি পোশাক কারখানায় লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা (জিবিভি) প্রতিরোধের ওপর লার্নিং এবং পর্যবেক্ষণ রিসোর্স প্যাক সহবিকশিত এবং বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

বক্তারা বলেন, বাংলাদেশ সরকার সম্প্রতি আইএলও কনভেনশন ১৯০ (আইএলও-সি১৯০) স্বাক্ষর করেছে, যা কর্মক্ষেত্রে সহিংসতা ও হয়রানির বিরুদ্ধে লড়াই করে। এখন যদি কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের জন্য এ ধরনের সহিংসতা ও হয়রানিমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা না যায় তাহলে বাংলাদেশকে বিপদে পড়তে হবে। কারণ বিদেশী রফতানিকারকরা কর্মীদের কর্মক্ষেত্রের পরিবেশকে গুরুত্ব দিচ্ছে। তবে কর্মক্ষেত্র শুধু নারীদের জন্য সুরক্ষিত করলে হবে না। অনেক সময় কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তাদের হাতে পুরুষ কর্মীরাও সহিংসতার শিকার হতে পারে। এজন্য আমরা বলছি লিঙ্গ সংবেদনশীলতা। এখানে শুধু কোম্পানি মালিক বা বস নয়; পাশাপাশি কর্মীদের সচেতন হতে হবে। কর্তা-কর্মী উভয়কেই একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

সেমিনারে বিকেএমইএর কমপ্লায়েন্স সেলের যুগ্ম সচিব ফারজানা শারমিন বলেন, 'একটি সম্মানজনক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসংস্কৃতি গড়ে তোলার ভিত্তি হিসেবে লিঙ্গ সংবেদনশীল কর্মক্ষেত্র গড়ে তোলা খুবই জরুরি। বিকেএমইএ ৫০টি আরএমজি কারখানার ১০০ জন প্রশিক্ষককে প্রশিক্ষণ দিয়েছে কারখানার প্রশিক্ষকদের কাছে রিসোর্স প্যাক টুলকিটটি পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য। যারা এখন লিঙ্গ সংবেদনশীল অনুশীলন সম্পর্কে শ্রমিকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করছে।'

শোভন কাজ

কালের কণ্ঠ

ঢাকা। শুক্রবার। ২৪ অক্টোবর ২০২৫। ৮ কার্তিক ১৪৩২। ১ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৭

www.kalerkantho.com

# এক বছরে রেকর্ড ৩৬ কারখানা পেল 'সবুজ' সনদ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

এবারের অর্জন ২০২২ সালের রেকর্ড ভেঙেছে। সে বছর ৩০টি কারখানা পরিবেশবান্ধব সনদ পেয়েছিল

চলতি বছর দেশের ৩৬টি কারখানা পরিবেশবান্ধব সনদ পেয়ে রেকর্ড গড়েছে। বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন। টেকসই উৎপাদনে নেতৃত্ব ধরে রাখায় আন্তর্জাতিক এই স্বীকৃতি মিলেছে। এবারের অর্জন ২০২২ সালের রেকর্ড ভেঙেছে। সে বছর ৩০টি কারখানা পরিবেশবান্ধব সনদ পেয়েছিল। এবার সেই রেকর্ড ভেঙে নতুন মাইলফলক তৈরি করেছে দেশের তৈরি পোশাক শিল্প। বিজিএমইএর তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ইউএস গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিল (ইউএসজিবিসি) থেকে এই সনদ পেয়েছে কারখানাগুলো। এর মধ্যে ২২টি কারখানা পেয়েছে 'লিড প্লাটিনাম' সনদ। এটি পরিবেশবান্ধব শিল্প স্থাপনার সর্বোচ্চ স্বীকৃতি হিসেবে বিবেচিত। বিশ্বের বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান পরিবেশবান্ধব স্থাপনার সনদ দিয়ে থাকে। সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো যুক্তরাষ্ট্রের ইউএস গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিল (ইউএসজিবিসি)। ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ইউএসজিবিসি। তাদের দেওয়া সনদ 'লিড' নামে পরিচিত।

লিডের পূর্ণাঙ্গ রূপ হলো লিডারশিপ ইন এনার্জি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ডিজাইন। এই সনদ পেতে প্রতিটি প্রকল্পকে ইউএসজিবিসির তত্ত্বাবধানে স্থাপনা নির্মাণের কাজ থেকে শুরু করে উৎপাদন পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে মান রক্ষা করতে হয়।

অর্থাৎ এই সনদ পাওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে কিছু শর্ত পূরণ করতে হয়। তবে সব সময় একই শর্ত থাকে না, সময়ের প্রয়োজনে পরিবর্তিত হয়। ইউএসজিবিসি লিড সনদ পেতে স্থাপনা নির্মাণে ৯টি শর্ত পরিপালন করতে হয়। তার মধ্যে আছে এমন নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার করতে হয়, যাতে কার্বন নিঃসরণ কম হয়। এ জন্য পুনরুৎপাদনের মাধ্যমে তৈরি ইট, সিমেন্ট ও ইস্পাত লাগে। বিদ্যুৎ খরচ কমাতে সূর্যের আলো, বিদ্যুৎসাশ্রয়ী বাতি ও সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহার করতে হয়। ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমাতে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের পাশাপাশি পানিসাশ্রয়ী কল ও ব্যবহৃত পানি প্রক্রিয়াজাত করে পুনরায় ব্যবহার উপযোগী করতে হয়। এর পাশাপাশি সনদের আলাদা সংস্করণও থাকে। মোট ১১০ নম্বরের মধ্যে কোনো কারখানা ৮০-র বেশি নম্বর পেলে 'লিড প্লাটিনাম', ৬০-৭৯ নম্বর পেলে 'লিড গোল্ড', ৫০-৫৯ নম্বর পেলে 'লিড সিলভার' এবং ৪০-৪৯ নম্বর পেলে 'লিড সার্টিফায়েড' সনদ দেওয়া হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট ২৬৮টি লিড সার্টিফায়েড কারখানা রয়েছে, যার মধ্যে ১১৪টি প্লাটিনাম এবং ১৩৫টি গোল্ড সনদপ্রাপ্ত। বাকি ১৯টি কারখানার মধ্যে সিলভার সনদপ্রাপ্ত কারখানা ১৫টি এবং সার্টিফায়েড সনদপ্রাপ্ত কারখানা চারটি। বিশ্বের শীর্ষ ১০০টি সর্বোচ্চ রেটিং পাওয়া এলইইডি (লিড) কারখানার মধ্যে ৬৮টিই বাংলাদেশে অবস্থিত।

তৈরি পোশাক খাতের শীর্ষ সংগঠন বিজিএমইএর সাবেক পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বাংলাদেশের পোশাক খাত আজ বৈশ্বিকভাবে টেকসই শিল্পায়নের মানদণ্ড স্থাপন করেছে। এই অর্জন আমাদের পরিবেশবান্ধব উৎপাদনের প্রতিশ্রুতিকে আরো দৃঢ় করেছে। এই সাফল্য দেশের তৈরি পোশাক খাতের টেকসই উৎপাদন ও পরিবেশবান্ধব নীতির প্রতি অঙ্গীকারকে আরো সুদৃঢ় করেছে।'

বিশ্লেষকদের মতে, এই অর্জন শুধু সবুজ বিনিয়োগের প্রতিফলন নয়, বরং এটি বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের পথে এক বড় পদক্ষেপ। বর্তমানে পরিবেশবান্ধব শিল্প স্থাপনে বাংলাদেশকে বিশ্বের আদর্শ উদাহরণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। সবুজ কারখানার সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের তৈরি পোশাক শিল্প আরো প্রতিযোগিতামূলক ও ভবিষ্যৎনির্ভর হয়ে উঠছে, যা বৈশ্বিক বাজারে বাংলাদেশের অবস্থানকে আরো মজবুত করবে।

# প্যাসিফিক জিন্সের কারখানা খুলল, শ্রমিকদের স্বস্তি

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম ▷

চট্টগ্রাম রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে (সিইপিজেড) অবস্থিত দেশের শীর্ষস্থানীয় পোশাক রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান প্যাসিফিক জিন্স গ্রুপের সাতটি কারখানা এক সপ্তাহ বন্ধ থাকার পর গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে পুনরায় চালু হয়েছে। সংঘর্ষ ও শ্রমিক অসন্তোষের জেরে গত ১৬ অক্টোবর বন্ধ ঘোষণা করা কারখানাগুলো ফের সচল হওয়ায় ৩৫ হাজার শ্রমিকের কর্মজীবনের অনিশ্চয়তা দূর হলো, একই সঙ্গে দেশের অর্থনীতিতে এক স্বস্তির বার্তা এলো।

উল্লেখ্য, প্যাসিফিক জিন্স গ্রুপ দেশের তৈরি পোশাক খাতে এক উজ্জ্বল নাম। প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ নাসির উদ্দিনের হাত ধরে ১৯৮৪ সালে যাত্রা শুরু হয় প্রতিষ্ঠানটির। বর্তমানে নেতৃত্বে রয়েছেন তাঁর সন্তান সৈয়দ মোহাম্মদ তানভীর। এই গ্রুপে প্রত্যক্ষভাবে ৩৫ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। জাতীয় রপ্তানিতে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে প্রতিষ্ঠানটি হ্যাটট্রিকসহ টানা সাতবার স্বর্ণপদক পেয়েছে। সব মিলিয়ে ২৪টি জাতীয় রপ্তানি পুরস্কার অর্জন করেছে তারা। দেশের ছয় শতাধিক কারখানার মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়াভিত্তিক ইয়াংওয়ান গ্রুপের পরেই এখন প্যাসিফিকের অবস্থান, যা দেশের ইপিজেডগুলোর মধ্যে অন্যতম বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত। গার্মেন্টস ব্যবসার বাইরে তারা হোটেল ব্যবসায়ও বিনিয়োগ করেছে এবং বিশ্ববিখ্যাত ম্যারিয়ট হোটেল চেইনের সঙ্গে চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ এলাকায় একটি পাঁচতারা হোটেল নির্মাণ করছে। বর্তমানে গ্রুপটির মোট সম্পদের পরিমাণ প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা।

গত ৯ অক্টোবর শ্রমিক বিক্ষোভে অস্থিরতা শুরু হয়, যা ১৬ অক্টোবর সংঘর্ষে রূপ নিলে অন্তত ২৭ জন শ্রমিক আহত হন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ ইপিজেড শ্রম আইন ২০১৯-এর ১২(১) ধারা অনুযায়ী প্যাসিফিক জিন্স কর্তৃপক্ষ কারখানা বন্ধ করতে বাধ্য হয়।

চট্টগ্রাম শিল্প পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সকাল ৮টার মধ্যে প্যাসিফিক

PACIFIC JEANS

> শ্রমিকরা শান্তিপূর্ণভাবে কাজে যোগ দিয়েছেন এবং পুরোদমে উৎপাদন চলছে। কারখানাগুলো পুনরায় চালু হওয়ায় স্বস্তি ফিরে এসেছে
>
> আবদুল্লাহ আল মাহমুদ
> সুপারিনটেনডেন্ট, চট্টগ্রাম শিল্প পুলিশ

অ্যাটায়ার্স লিমিটেড, প্যাসিফিক জিন্স লিমিটেড, জিন্স ২০০০ লিমিটেড, এনএইচটি ফ্যাশনস লিমিটেড, ইউনিভার্সাল জিন্স লিমিটেড, প্যাসিফিক ওয়ার্কওয়্যারস লিমিটেড ও প্যাসিফিক অ্যাকসেসরিজ—এই সাতটি কারখানায় পূর্ণ উৎপাদন শুরু হয়েছে।

চট্টগ্রাম শিল্প পুলিশের সুপারিনটেনডেন্ট আবদুল্লাহ আল মাহমুদ বলেন, শ্রমিকরা শান্তিপূর্ণভাবে কাজে যোগ দিয়েছেন এবং পুরোদমে উৎপাদন চলছে। কারখানাগুলো পুনরায় চালু হওয়ায় স্বস্তি ফিরে এসেছে। তিনি বলেন, ৩৫ হাজার শ্রমিক কর্মহীন অবস্থায় থাকলে বন্দরনগরীর আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ার আশঙ্কা ছিল, যা অন্যান্য তৈরি পোশাক কারখানাকেও প্রভাবিত করতে পারত। সিইপিজেড এলাকার চারপাশে শিল্প পুলিশ, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ (সিএমপি), সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বেপজা সিকিউরিটির সদস্যদের মোতায়েন করা হয়েছে।

শ্রমিক অসন্তোষের জেরে এই সপ্তাহে কারখানা বন্ধ থাকায় বিপুল অঙ্কের আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে দেশের রপ্তানি খাতে টানা স্বর্ণপদক জয়ী এই গ্রুপ।

প্রথম আলো • শুক্রবার, ২৪ অক্টোবর ২০২৫

# ট্রেড ইউনিয়ন করার নতুন নিয়ম

## শ্রম আইন সংশোধন

উপদেষ্টা পরিষদে শ্রম আইন (সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০২৫ চূড়ান্ত অনুমোদন। গৃহপরিচারকেরাও শ্রমিক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত।

### কারখানায় ট্রেড ইউনিয়নে শ্রমিকের সম্মতি

- ২০-৩০০ শ্রমিক থাকলে ২০ জনের সম্মতি।
- ৩০১-৫০০ শ্রমিক থাকলে ৪০ জনের সম্মতি।
- ৫০১-১৫০০ শ্রমিক থাকলে ১০০ জনের সম্মতি।
- ১৫০১-৩০০০ শ্রমিক থাকলে ৩০০ জনের সম্মতি।
- ৩০০১ থেকে তার বেশি শ্রমিক থাকলে ৪০০ জনের সম্মতি লাগবে।

**বিশেষ প্রতিনিধি**, *ঢাকা*

বিদ্যমান শ্রম আইন অনুযায়ী কোনো কারখানা বা প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়ন করতে গেলে ২০ শতাংশ শ্রমিকের সম্মতি লাগে। এখন সংশোধিত শ্রম আইনে কারখানার আকারভেদে ২০ থেকে ৪০০ জন শ্রমিকের সম্মতির কথা বলা হয়েছে। যেমন কোনো কারখানায় ২০ থেকে ৩০০ শ্রমিক থাকলে ২০ জন এবং ৩০১ থেকে ৫০০ শ্রমিক থাকলে ৪০ জনের সম্মতি লাগবে।

গতকাল বৃহস্পতিবার উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে বাংলাদেশ শ্রম আইন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ নীতিগত ও চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়েছে। প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন।

বিদ্যমান আইনটিকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার পাশাপাশি দেশের শ্রমমানকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা, মালিক-শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত করা এবং শ্রমিকের কল্যাণ ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে নতুন আইনের সারসংক্ষেপে।

বৈঠক শেষে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল এ অধ্যাদেশ অনুমোদনের কথা সাংবাদিকদের জানান।

অনুমোদিত অধ্যাদেশ অনুযায়ী, কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন হবে এখন শ্রমিকের সংখ্যা ও কারখানার আকার অনুযায়ী। কারখানার আকার বড় হলে বেশি শ্রমিকের সম্মতি নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন করতে হবে, আকার ছোট হলে শ্রমিকের সংখ্যাও লাগবে কম। অনুমোদন হওয়ার পর গতকালই তা আইন মন্ত্রণালয়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষার (ভেটিং) জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। ভেটিং শেষে জারি হবে প্রজ্ঞাপন।

শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন গত রাতে প্রথম আলোকে বলেন, 'এক বছরের বেশি সময় ধরে এটা নিয়ে কাজ হয়েছে। শ্রমিক, কারখানার মালিক ও সরকারের মোটামুটি সম্মতি নিয়েই এটা করা হয়েছে। তিন পক্ষকেই আমি ধন্যবাদ জানাই এবং আমি বিশ্বাস করি, এটা আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে করা হয়েছে।'

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সূত্রগুলো জানায়, কারখানার আকার অনুযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, ২০ থেকে ৩০০ জন শ্রমিক থাকা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ২০ জন, ৩০১ থেকে ৫০০ জন শ্রমিক থাকা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ৪০ জন, ৫০১ থেকে ১ হাজার ৫০০ জন শ্রমিক থাকা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ১০০ জন, ১ হাজার ৫০১ থেকে তিন হাজার শ্রমিক থাকা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ৩০০ জন এবং তিন হাজার ১ থেকে তার বেশি শ্রমিক থাকা প্রতিষ্ঠানে ৪০০ জন শ্রমিকের সম্মতি লাগবে ট্রেড ইউনিয়ন করতে গেলে।

অধ্যাদেশ অনুযায়ী, একটি কারখানায় সর্বোচ্চ ট্রেড ইউনিয়ন হতে পারবে এখন পাঁচটি, বর্তমান নিয়ম তিনটি। ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা একাধিক হলে নির্বাচনের মাধ্যমে গঠন করা হবে যৌথ দর-কষাকষি প্রতিনিধিদল বা সিবিএ।

বাংলাদেশ নিট পোশাক উৎপাদক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিকেএমইএ) সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম প্রথম আলোকে বলেন, সর্বশেষ ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে ট্রেড ইউনিয়ন করার ক্ষেত্রে শ্রমিকের সংখ্যার ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, তা মানা হয়নি। এর দায়দায়িত্ব এখন সরকারকেই নিতে হবে।

কত ছিল এ সংখ্যা—জানতে চাইলে বিকেএমইএ সভাপতি বলেন, ৩০০ জন শ্রমিক থাকা কারখানার ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন করতে ৫০ জন শ্রমিকের সম্মতির সিদ্ধান্ত হয়েছিল। ৩০১ থেকে ১ হাজার জনের কারখানার ক্ষেত্রে বলা হয়েছিল ১৫০ জনের সম্মতি।

শ্রমিকনেতা বাবুল আখতার *প্রথম আলোকে* বলেন, 'ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে শ্রমিকদের সংখ্যার যে শ্রেণি করা হয়েছে, তা সন্তোষজনক। যদিও আমরা আরেকটু কমসংখ্যক শ্রমিকের সম্মতিতে ইউনিয়ন নিবন্ধনের দাবি করেছিলাম। তারপরও যা করা হয়েছে, তাতে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন সহজ হবে। তবে শ্রম দপ্তরের অনিয়ম দূর না হলে এর সুফল মিলবে না।' তিনি বলেন, শ্রমিকের সংজ্ঞা স্পষ্ট করা ও গৃহপরিচারককে শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত করা ইতিবাচক।

### শ্রমিককে কালোতালিকাভুক্ত করা যাবে না

মজুরি বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন দাবিদাওয়া আদায়ে আন্দোলনে নামতে বাধ্য হন শ্রমিকেরা। আন্দোলন ঠেকাতে শিল্পমালিকেরা অনেক সময় শ্রমিকদের চাকরিচ্যুত করার পাশাপাশি তাঁদের কালোতালিকাভুক্ত করেন। তখন শ্রমিকদের নতুন কারখানায় চাকরি পাওয়া কঠিন হয়। সংশোধিত শ্রম আইন অধ্যাদেশে শ্রমিকদের কালোতালিকাভুক্ত নিষেধ করা হয়েছে।

অধ্যাদেশে বলা হয়েছে, কোনো প্রতিষ্ঠানের মালিক বা মালিকদের কোনো সংগঠন কর্মরত কোনো শ্রমিককে ছাঁটাই, বরখাস্ত, অপসারণ, অবসর বা অন্য কোনো কারণে চাকরি থেকে অবসানের পর নতুন কোনো কারখানা বা প্রতিষ্ঠানে চাকরি নেওয়ার ক্ষেত্রে অযোগ্য ঘোষণা করার উদ্দেশ্যে কালোতালিকাভুক্ত করা যাবে না।

### গৃহপরিচারকেরাও শ্রমিক

শ্রম আইনে গৃহপরিচারকদের যুক্ত করা হয়েছে। গৃহপরিচারক বলতে এমন কোনো ব্যক্তিকে বোঝাবে, যিনি নিয়োগকারীর বাসায় মৌখিক বা লিখিতভাবে খণ্ড বা পূর্ণকালীন নিয়োগের মাধ্যমে গৃহকাজ করেন। এ ক্ষেত্রে মেস বা ডরমিটরিও গৃহ হিসেবে বিবেচিত হবে। কোনো ব্যক্তিকে জোরপূর্বক বা বাধ্যতামূলক কোনো কাজ করানো যাবে না। কেউ এ ব্যাপারে কাউকে সহায়তাও করতে পারবে না। এ ছাড়া শ্রমিকের সংজ্ঞা স্পষ্ট করা হয়েছে। অধ্যাদেশে বলা হয়েছে, শ্রমিক অর্থ শিক্ষানবিশসহ কোনো ব্যক্তি, চাকরির শর্ত প্রকাশ্যে বা উহ্য যেভাবেই থাকুক না কেন, যিনি কোনো প্রতিষ্ঠানে বা শিল্পে সরাসরিভাবে বা কোনো ঠিকাদার, যে নামেই অভিহিত হোক না কেন, তাঁর মাধ্যমে মজুরি বা অর্থের বিনিময়ে কোনো দক্ষ, অদক্ষ, কায়িক, কারিগরি, ব্যবসা উন্নয়নমূলক বা করণিক কাজে নিযুক্ত কর্মচারী বা কর্মকর্তা যে নামেই হোক না কেন, তাঁরা অন্তর্ভুক্ত হবেন।

### ১০০ স্থায়ী শ্রমিক থাকলে ভবিষ্য তহবিল

বর্তমান আইনে শ্রমিকদের সুবিধার জন্য ভবিষ্য তহবিল গঠনের কথা বলা থাকলেও তা বাধ্যতামূলক নয়। অধ্যাদেশে তা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বলা হয়েছে, ১০০ স্থায়ী শ্রমিক থাকলেই মালিকপক্ষ তাদের জন্য ভবিষ্য তহবিল গঠন করতে বাধ্য থাকবে।

তবে বিকল্প ব্যবস্থার কথাও বলা হয়েছে। কোনো প্রতিষ্ঠান চাইলে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সর্বজনীন পেনশন স্কিমে অংশগ্রহণ করতে পারবে। তাদের জন্য প্রযোজ্য হবে 'প্রগতি স্কিম', যাতে মালিক ৫০ শতাংশ ও শ্রমিক ৫০ শতাংশ চাঁদা দেবেন। তবে কোনো সদস্য স্কিমে থাকতে না চাইলে লিখিতভাবে মালিকপক্ষকে জানাতে হবে।

### প্রসূতি ছুটি ৮ দিন বাড়ল

প্রত্যেক নারী কর্মী প্রতিষ্ঠানের কাছে সন্তান প্রসবের সম্ভাব্য তারিখের আগের ৬০ দিন এবং সন্তান প্রসবের পরের ৬০ দিনের জন্য ছুটি নিতে পারবেন। কর্তৃপক্ষ এ ছুটি দিতে বাধ্য থাকবে। বর্তমানে প্রসূতি ছুটি ১১২ দিন। এখন ৮ দিন বাড়িয়ে ১২০ দিন করা হলো।

গার্মেন্ট শ্রমিক সংগতির সভাপ্রধান তাসলিমা আখতার বলেন, 'আমরা শ্রমিকের অধিকার ও জীবনমান উন্নত করতে শ্রম আইনে বিভিন্ন সংশোধন চেয়েছিলাম। এখন পর্যন্ত যতটুকু জানতে পেরেছি, ইতিবাচক বলেই মনে হচ্ছে। মাতৃত্বকালীন ছুটি ১৮০ দিন করার দাবি করেছিলাম। শেষ পর্যন্ত ১২০ দিন করা হয়েছে। এটিকে এক ধাপ উত্তরণ বলা যায়।'

### কর্মস্থলে দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ তহবিল

অধ্যাদেশে বলা হয়েছে, আইনের অন্যান্য বিধানে যা-ই থাকুক না কেন, সরকার বিধির মাধ্যমে কর্মস্থলে দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ তহবিল প্রতিষ্ঠা করবে। তহবিলের ব্যবস্থাপনা পর্ষদের গঠন, তাদের কাজ, সুবিধার মাত্রা, তহবিলের অর্থায়ন উৎস ও পদ্ধতি ইত্যাদি বলা হবে বিধিতে। এটি একটি নতুন ধারা। প্রজ্ঞাপনে বলা হবে কোন কোন শিল্প বা খাতে এ তহবিল প্রযোজ্য হবে।

উপদেষ্টা পরিষদকে জানানো হয়েছে, বর্তমানে পোশাক খাতে ক্ষতিপূরণ তহবিলের পরীক্ষামূলক কর্মসূচি চলমান রয়েছে, যেখানে ব্র্যান্ড ও ক্রেতারা অবদান রাখছেন।

শ্রমসংক্রান্ত ব্যক্তিগত ও যৌথ বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য অধ্যাদেশে একটি বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ গঠনের কথাও বলা হয়েছে।

সমকাল | শুক্রবার | ২৪ অক্টোবর ২০২৫

# ২০ শ্রমিক এক হলেই করা যাবে ট্রেড ইউনিয়ন

■ সমকাল প্রতিবেদক

**উপদেষ্টা পরিষদে অনুমোদন**

- শ্রমিক স্বীকৃতি পেলেন গৃহপরিচারক ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা
- জোট হলেও ভোট নিজ দলের প্রতীকে, অযোগ্য হবেন পলাতক আসামিরা

বিদ্যমান শ্রম আইন অনুযায়ী কোনো কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন করতে গেলে ২০ শতাংশ শ্রমিকের সম্মতি লাগে। এখন থেকে ন্যূনতম ২০ শ্রমিকের সায় থাকলেই যে কোনো কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন করা যাবে। এমন বিধান রেখে বাংলাদেশ শ্রম আইন (সংশোধন) অধ্যাদেশ-২০২৫-এর চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ।

গতকাল বৃহস্পতিবার তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে সরকারপ্রধান অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের সভায় এ অনুমোদন দেওয়া হয়। পরে রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে ব্রিফিংয়ে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকের সিদ্ধান্ত জানান আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল ও প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন সমকালকে বলেন, সংশোধনী আইনে ট্রেড ইউনিয়ন করার ক্ষেত্রে শ্রমিকদের কোনো শতাংশ রাখা হয়নি। ২০ শ্রমিক হলেই তারা ট্রেড ইউনিয়ন করতে পারবে। শিগগির এই আইনের বিষয়ে সংবাদ সম্মেলন করে বিস্তারিত জানানো হবে।

মালিক পক্ষও শতাংশের বদলে সংখ্যার ব্যাপারে সম্মত ছিল। তবে পোশাক কারখানা ছাড়া অন্যদের ক্ষেত্রে সংখ্যাটা ২০ থেকে আরও বেশি হোক, এটা চাচ্ছিল মালিক পক্ষ।

আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেন, নতুন শ্রম আইন অনুযায়ী, ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও নিবন্ধন প্রক্রিয়া অনেক সহজ করা হয়েছে। শ্রমিকের জন্য বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা শক্তিশালী করা হয়েছে, যাতে আদালতে না গিয়েও বিরোধ নিষ্পত্তি করা যায়। তিনি বলেন, আইনে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় অনেক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আইনের ৯০টি সেকশনে এবং তিনটি শিডিউলে সংশোধন আনা হয়। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার যে কমিটি আছে, তাদের সুপারিশের ভিত্তিতে সংশোধনগুলো করা হয়েছে।

শ্রমিকের স্বীকৃতি পেলেন গৃহপরিচারক ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা

আসিফ নজরুল বলেন, এখন থেকে শ্রম আইন অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের কর্মী, গৃহপরিচারক, নাবিকসহ দীর্ঘদিন শ্রম আইনের সুরক্ষার বাইরে থাকা শ্রমজীবীর অধিকার নিশ্চিত করতে শ্রম আইনে এই বিধান যুক্ত করা হয়েছে। শ্রমিকের সংজ্ঞা বর্ধিত করা হয়েছে গৃহপরিচারক ও নাবিকের ক্ষেত্রে। তারাও এখন শ্রমিক হিসেবে আইনের সুরক্ষা পাবেন। যাদের বিরুদ্ধে মালিক পক্ষের অভিযোগ থাকত তাদের কালো তালিকাভুক্ত করা হতো, তারা অন্য কোথাও চাকরি পেত না। সেটিকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। কঠোর বিধান করা হয়েছে কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির ক্ষেত্রে। অন্তঃসত্ত্বা যারা আছেন, তাদের কল্যাণ সুবিধা অনেক বাড়ানো হয়েছে।

**পলাতক আসামিরা ভোটে অযোগ্য**

আদালত কাউকে পলাতক ঘোষণা করলে তিনি নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য হবেন– এমন বিধান যুক্ত হচ্ছে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে (আরপিও)। আসিফ নজরুল বলেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যে সংজ্ঞা, সেখানে সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) ব্যবহার সম্পর্কিত যেসব বিধান ছিল, সেগুলো বিলুপ্ত করা হয়েছে।

পলাতক আসামি বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে– এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, পলাতক হচ্ছে আদালত যখন পলাতক ঘোষণা করেন। যেদিন আদালত আপনাকে আসতে বলছেন, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে, আসছেন না– আদালত পলাতক ঘোষণা করেন। বিচার চলাকালে পলাতক হয়।

আসিফ নজরুল বলেন, যদি নির্বাচনী জোট হয়, নির্বাচনে জোটের অংশ হলেও দলের যে প্রতীক, তা দিয়ে নির্বাচন করতে হবে। যারা নির্বাচন করবেন, তাদের এফিডেভিটের মাধ্যমে দেশি-বিদেশি উৎস থেকে যত আয় ও সম্পত্তি আছে, সবকিছুর বিবরণ দিতে হবে। প্রধান উপদেষ্টা এই নির্দেশ দিয়েছেন এবং তা অনলাইনে প্রকাশ করা হবে। প্রার্থীর জামানতের পরিমাণ ২০ হাজার থেকে বাড়িয়ে ৫০ হাজার টাকা করা হয়েছে। জেলা নির্বাচনী কার্যালয় সেখানকার নির্বাচনী কর্মকর্তা ঠিক করবেন।

সংশোধিত আরপিওতে 'না' ভোটের বিধান রাখার কথা জানিয়ে আইন উপদেষ্টা বলেন, যে সংসদীয় আসনে একজন প্রার্থী থাকবেন, সেখানে ভোটাররা 'না' ভোট দিতে পারবেন। আর কোনো সংসদীয় আসনে অনিয়ম হলে পুরো আসনের ভোট বন্ধ করতে পারবে নির্বাচন কমিশন।

তিনি বলেন, আগের আইনে বিধান ছিল– কোনো ভোটকেন্দ্রে গণ্ডগোল হলে কেন্দ্রের ফল বাতিলের। এখন ইসি যদি মনে করে একটা নির্বাচনী এলাকাতেই এত অনিয়ম হয়েছে, পুরো এলাকার ভোট বাতিল করা উচিত; তাহলে সেটা করতে পারবে।

**নির্বাচন পর্যবেক্ষণে ড্রোন ব্যবহারের চিন্তা**

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেন, জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দায়িত্বরত পুলিশকে বডিক্যাম, নির্বাচনী কেন্দ্রগুলোতে সিসিটিভি স্থাপন ও ড্রোন ওড়ানোর চিন্তা করছে সরকার। এ বিষয়ে আইনি দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তিনি বলেন, উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে আসছে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনাকালে এসব নিয়ে বিস্তারিত কথা হয়।

**সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের সঙ্গে থাকছে কমিশন**

আসিফ নজরুল বলেন, সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় আইন নিয়ে আমরা প্রায় ২৫-৩০ বছর ধরে কথা বলেছি। এবার তা বাস্তবায়নের পথে। প্রস্তাবিত আইনে অধস্তন আদালতের বিচারকদের বদলি, পদোন্নতি, পদায়ন ও শৃঙ্খলাবিষয়ক সব ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টের হাতে থাকবে। পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্টের নিজস্ব বাজেট ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা থাকবে, যাতে তারা নিজস্ব উন্নয়ন ও সম্পদ ব্যবহারে স্বাধীনতা পায়।

আইন উপদেষ্টা বলেন, এতে কিছু আর্থিক সংশ্লেষ আছে। তাই অর্থ উপদেষ্টা ও জনপ্রশাসন উপদেষ্টার মত নেওয়া প্রয়োজন। সেই আলোচনার পর আইনটি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য আবার উপদেষ্টা পরিষদে তোলা হবে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়কে পরামর্শ দিতে একটি কমিশন প্রস্তাব করা হয়েছে। কমিশনের সদস্য কারা থাকছেন এ প্রশ্নের কোনো উত্তর দেননি তিনি।

দেশ রূপান্তর শুক্রবার, ২৪ অক্টোবর ২০২৫,

শ্রম আইন সংশোধন

# গৃহপরিচারকও শ্রমিক হিসেবে সুরক্ষা পাবেন

নিজস্ব প্রতিবেদক

অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের কর্মী, গৃহপরিচারক এবং নাবিকসহ দীর্ঘদিন শ্রম আইনের সুরক্ষার বাইরে থাকা শ্রমজীবীদের অধিকার নিশ্চিত করতে নতুন শ্রম আইন অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ। এতে নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন সুবিধা বাড়ানোর পাশাপাশি পুরুষ ও নারী শ্রমিককে একই কাজের জন্য ভিন্ন মজুরি দেওয়ার মতো বৈষম্যকে আইনে স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

এ অনুমোদনের মধ্য দিয়ে শ্রম আইনকে আধুনিক, আন্তর্জাতিক মানসম্মত এবং শ্রমিক ও উদ্যোক্তা উভয়পক্ষের জন্য অধিক ভারসাম্যপূর্ণ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে সরকার।

গতকাল বৃহস্পতিবার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে ঢাকার তেজগাঁওয়ে তার কার্যালয়ে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে ওই অনুমোদন দেওয়া হয়। পরে রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে ব্রিফিংয়ে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকের সিদ্ধান্ত জানান আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল ও প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।

আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেন, শ্রম আইন সংশোধনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) কনভেনশনগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্য আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ আইনটি যুগান্তকারী। আইএলওর কমিটি অব এক্সপার্টসের সুপারিশ, বিভিন্ন দাতা সংস্থা ও রাষ্ট্রের মতামত এবং ত্রিপক্ষীয় কমিটির (শ্রমিক-মালিক-সরকার) আলোচনার ভিত্তিতে সংশোধনগুলো করা হয়েছে।

নতুন আইনে শ্রমের সংজ্ঞা আরও বিস্তৃত করা হয়েছে উল্লেখ করে আইন উপদেষ্টা জানান, অলাভজনক প্রতিষ্ঠান, গৃহপরিচারক এবং নাবিকদের ক্ষেত্রেও শ্রম আইনের বিধান প্রযোজ্য হবে। এর ফলে এতদিন আইনের বাইরে থাকা এ শ্রমজীবীরা এখন থেকে শ্রমিক হিসেবে আইনি সুরক্ষা পাবেন।

আসিফ নজরুল বলেন, 'নতুন শ্রম আইনে মালিকদের দ্বারা শ্রমিকদের কালো তালিকাভুক্ত করার প্রথা সম্পূর্ণভাবে নিষেধ করা হয়েছে। আগে অভিযোগের ভিত্তিতে অনেক মালিক শ্রমিকদের অন্য প্রতিষ্ঠানে চাকরি পাওয়া বন্ধ করে দিতেন– এবার তা সম্পূর্ণ অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।'

আইন উপদেষ্টা বলেন, নারী শ্রমিকদের জন্য মাতৃত্বকালীন সুবিধা বাড়ানো হয়েছে। একই সঙ্গে, পুরুষ ও নারী শ্রমিককে একই কাজের জন্য ভিন্ন মজুরি দেওয়ার মতো বৈষম্যকে আইনে স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, নতুন শ্রম আইন অনুযায়ী, ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও নিবন্ধন প্রক্রিয়া অনেক সহজ করা হয়েছে। শ্রমিকদের জন্য বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা শক্তিশালী করা হয়েছে, যাতে আদালতে না গিয়েও বিরোধ নিষ্পত্তি করা যায়।

ড. আসিফ নজরুল বলেন, 'শ্রমিকদের দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ নিশ্চিতে একটি বিশেষ তহবিল গঠনের সিদ্ধান্তও অনুমোদন পেয়েছে। কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় আহত বা নিহত শ্রমিক ও তার পরিবারের পুনর্বাসন ও চিকিৎসা এ তহবিল থেকে দেওয়া হবে।' তিনি আরও বলেন, 'এ আইনে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ককে আরও মানবিক ও ন্যায্য করার চেষ্টা করা হয়েছে। এটি শুধু শ্রমিক নয়, পুরো শিল্প খাতের জন্যই এক নতুন যুগের সূচনা করবে।'

আইন উপদেষ্টা বলেন, 'আমরা চাই একটি এমন শ্রমনীতি, যা একদিকে শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা করবে, অন্যদিকে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ বজায় রাখবে। এ সংশোধনীর মূল লক্ষ্য হলো পারস্পরিক আস্থা ও ন্যায়ভিত্তিক শ্রম সম্পর্ক গড়ে তোলা।'

সভায় সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ-২০২৫, দুর্নীতি দমন কমিশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ-২০২৫ এবং জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর অধ্যাদেশ-২০২৫ নীতিগতভাবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

ড. আসিফ নজরুল বলেন, 'সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় আইন নিয়ে আমরা প্রায় ২৫-৩০ বছর ধরে কথা বলেছি। এবার তা বাস্তবায়নের পথে।'

প্রস্তাবিত আইনে অধস্তন আদালতের বিচারকদের বদলি, পদোন্নতি, পদায়ন ও শৃঙ্খলাবিষয়ক সব ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টের হাতে থাকবে। পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্টের নিজস্ব বাজেট ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা থাকবে, যাতে তারা নিজস্ব উন্নয়ন ও সম্পদ ব্যবহারে স্বাধীনতা পায়।

আইন উপদেষ্টা বলেন, এতে কিছু আর্থিক সংশ্লেষ আছে। তাই অর্থ উপদেষ্টা ও জনপ্রশাসন উপদেষ্টার মতামত নেওয়া প্রয়োজন। সেই আলোচনার পর আইনটি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য আবার উপদেষ্টা পরিষদে তোলা হবে। তিনি জানান, দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ও জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর আইনও একইভাবে নীতিগত অনুমোদন পেয়েছে।

আসিফ নজরুল বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানকালে আমাদের অনেক তরুণ প্রাণ হারিয়েছেন, অনেকের স্থায়ী অঙ্গহানি হয়েছে। তাদের আত্মত্যাগের স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্যই এ জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। জাদুঘরটি দেশের প্রচলিত কোনো জাদুঘরের অধীন শাখা প্রতিষ্ঠান নয়, এটি সম্পূর্ণ স্বাধীন কাঠামো ও প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। জাদুঘর পরিচালনার জন্য নতুন জনবল নিয়োগ, প্রশাসনিক কাঠামো নির্ধারণ ও বাজেট বরাদ্দের বিষয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। তিনি আরও জানান, দ্রুত সময়ের মধ্যেই অধ্যাদেশটি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে।

**যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের নতুন কনস্যুলেট খোলার সিদ্ধান্ত** : উপদেষ্টা পরিষদের ওই বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানের অঙ্গরাজ্য ডেট্রয়েট শহরে বাংলাদেশের নতুন কনস্যুলেট চালুর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে বলে জানান প্রেস সচিব শফিকুল আলম।

তিনি বলেন, 'প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন, তাদের পুরো কাজকে যেন অনলাইনে সার্ভিস দিতে পারেন। সেটার সক্ষমতা যেন কনস্যুলেট চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। সেই বিষয়ে উনি নির্দেশনা দিয়েছেন।'

যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে বাংলাদেশের দূতাবাস আছে। এ ছাড়া টেক্সাসের হিউস্টনে, ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলেসে, ফ্লোরিডার মায়ামিতে, লুজিয়ানার নিউ অরলেন্সে এবং নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশের কনস্যুলেট অফিস আছে। এ ছাড়া নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘের স্থায়ী মিশন রয়েছে।

THE FINANCIAL EXPRESS Sunday • November 23, 2025

# BGMEA urges immediate inspection of factories

FE REPORT

The Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) has advised its members to immediately inspect their factory buildings for any structural flaws following Friday's earthquake, warning of possible aftershocks and urging factories to strengthen safety systems.

**It also calls for strengthening safety measures after Friday's quake**

In a notification issued on Saturday, the apparel apex body said that after any major earthquake, there remains a significant risk of large aftershocks, which can pose serious threats to life and property. "Therefore, it is very important for us to be alert in this regard," the BGMEA cautioned.

Since a large number of employees work in garment factories, it is very important to strengthen the structural safety of factory buildings, the BGMEA suggested.

There are many types of machines in factory buildings that generate continuous vibrations while some sensitive places inside the units like elevators, boilers, generators, sub-stations, if damaged, can cause serious accidents at any time, it said.

As a result, a large number of workers may be injured, the BGMEA said, recommending immediate inspection of factories by structural or civil engineer to assess buildings for any cracks or other structural flaws to protect the buildings from aftershock or subsequent earthquake damage. It also advised inspecting elevators, boiler rooms, generator rooms, sub-stations by qualified engineers.

An earthquake, measuring 5.7 on the Richter scale, shook Bangladesh on Friday morning (November 21) that left around a dozen people dead and scores injured. The country experienced another earthquake on Saturday evening at around 6:06 pm with 3.7 magnitude on the Richter scale after another tremor was felt at 10:36 am, measuring 3.3 on the Richter scale.

*Munni_fe@yahoo.com*

THE BUSINESS STANDARD FRIDAY 24.10.2025

# Labour law overhauled: 20 workers can now form trade union, workers can't be blacklisted

- Trade unions can be formed with as few as 20 workers
- Previous 20% threshold requirement removed
- A single factory may have a maximum of five trade unions
- Stricter measures against sexual harassment introduced
- Advisory Council approves 184 changes to labour law
- Establishing provident funds or enrolling workers in pension scheme made mandatory

LABOUR - BANGLADESH

TBS REPORT

## Advisory Council approves 184 changes to labour law

The interim government has approved the Bangladesh Labour Act (Amendment) Ordinance, simplifying the process of forming trade unions even with 20 workers and bringing several new sectors under its legal protection.

The practice of blacklisting workers – a long-standing method by which employers barred certain employees from future jobs based on allegations – has been made entirely illegal.

The revised law was approved yesterday at a meeting of the Advisory Council, chaired by Chief Adviser Muhammad Yunus. Following the meeting, Law Adviser Asif Nazrul briefed reporters at the Foreign Service Academy in the capital.

An official from the labour ministry provided the breakdown of the new minimum thresholds required for trade union registration in a factory, stipulating that the minimum required number of workers to form a union is 20 (for 20-300 total workers), 40 (for 301-1,000 workers), 300 (for 1,001-3,000 workers), and 400 (for 3,001 or more workers).

A maximum of five trade unions will be allowed within a single factory, he said.

While the amendments have been welcomed by labour rights advocates, employers' groups have

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

# Labour law overhauled: 20 workers

CONTINUED FROM PAGE 1

expressed reservations about removing the previous 20% threshold requirement for union formation.

The labour ministry official said that a total of 184 changes have been incorporated into the revised labour law.

The revised law made it mandatory for private-sector employers to establish provident funds or enrol workers in a universal pension scheme.

**'This is a historic law'**

Asif Nazrul said the new labour law has significantly broadened the definition of labour, ensuring that categories of workers who were previously excluded – including those employed in non-profit organisations, domestic service, and the maritime sector – will now enjoy the same legal rights and protections as other workers.

"This is a historic law," Asif Nazrul said. "It is a milestone in protecting the rights of every worker in the country, especially those who were outside the scope of the law until now."

The law also introduces stricter measures against sexual harassment and enhances maternity welfare benefits for women workers.

"Maternity benefits for female workers have been increased, and the law now explicitly prohibits any wage discrimination between men and women performing the same job," Asif Nazrul said.

Additionally, the formation and registration of trade unions has been made easier, while alternative dispute resolution (ADR) mechanisms have been strengthened to enable workers and employers to settle disputes without going to court.

To ensure accident compensation, the government has approved the creation of a special fund dedicated to supporting workers and their families in cases of workplace injury or death. The fund will provide for rehabilitation and medical treatment for affected workers.

"This law attempts to make the worker-employer relationship more humane and equitable. This is not just the start of a new era for workers, but for the entire industrial sector," Asif Nazrul said.

**Mixed reactions from stakeholders**

Fazlee Shamim Ehsan, president of the Bangladesh Employers' Federation, told TBS, "If a factory with 1,000 workers is allowed to form a trade union with only 40 employees, it will undermine the trade union culture." He added, "The government is trying to appease foreign interests, but this shows incompetence and poor judgement. The interim government will eventually leave, but this law could create long-term instability."

However, labour leader Kalpona Akter, executive director of the Bangladesh Centre for Workers Solidarity, welcomed the reform, saying, "If monitoring is strong and both workers and employers understand the law equally, I don't see any harm in allowing union formation with 20 workers."

She, however, cautioned that removing the previous 20% threshold requirement for unionisation must be accompanied by strict oversight to prevent unrest in the industrial sector.

**Other approvals**

The Advisory Council yesterday also gave final approval to the draft of the Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2025 (RPO).

Additionally, the government gave in-principle approval to the drafts of four ordinances. These are: the Supreme Court Secretariat Ordinance, 2025, the Anti-Corruption Commission (Amendment) Ordinance, 2025, the July Uprising Memorial Museum Ordinance, 2025, and the Spatial Planning Ordinance, 2025.

# Garment owners fear ILO Convention 190 may extend liability beyond their authority

LABOUR - BANGLADESH

TBS REPORT

## Bangladesh should have evaluated many factors before signing, they say

- BKMEA leader cites clause covering violence during travel to or from workplace
- Fear of misuse of convention by foreign states against Bangladesh
- Question raised why key Asian economies skipped ratification
- Labour leaders stress need for democratically elected factory committees

Factory owners have said Bangladesh's recent ratification of ILO Convention 190 has increased their responsibilities within the global supply chain, while raising concern that the garment sector could face fallout from issues arising in other industries.

The convention could expose the apparel sector to risks beyond its control, they said at a seminar in Dhaka yesterday titled "Advancing Gender-Sensitive Workplaces: Implementation of Comprehensive Learning and Monitoring Resource Pack".

Fazlee Shamim Ehsan, executive president of BKMEA, said if the government fails to act against gender-based violence in other industries, complaints could be raised at the International Labour Organization (ILO) that might ultimately affect the garment sector's global standing.

Ehsan, also the president of Bangladesh Employers Federation, added that the convention includes provisions under which factory owners could be held liable even for incidents outside their direct authority.

"One clause covers violence or harassment faced by workers while travelling to or from the workplace," he told The Business Standard after the event. "Even if owners are not responsible for incidents beyond factory premises, they could still be held accountable."

Ehsan also expressed concern that foreign states could misuse the convention to make false allegations against Bangladesh. Questioning why countries such as Japan, South Korea, Malaysia and India have not ratified it, he said Bangladesh should have evaluated those examples before signing.

The ILO Convention 190 is a landmark international standard aimed at eliminating violence and harassment, including gender-based violence, in workplaces worldwide.

On Wednesday, the government ratified three key ILO conventions: the Occupational Safety and Health Convention, 1981 (155); the Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention, 2006 (187); and the Violence and Harassment Convention, 2019 (190).

By ratifying these, Bangladesh has become the only South Asian country to have ratified all 10 fundamental ILO conventions.

Factory representatives at the event said a pilot programme had already helped reduce gender-based violence in workplaces and urged that it be expanded across the country.

BKMEA said it would propose implementing the initiative in its 800 member factories and recommend its adoption in other industries with government support.

Under the programme, workers receive training on gender-based violence and harassment, complaint procedures, and access to remedies if grievances remain unaddressed.

Anika, a representative of Metro Knitting and Dyeing, said, "There was a time when discrimination existed in factories. Workers were afraid to complain for fear of losing their jobs. After receiving training, their confidence has grown and the situation has improved."

Bablur Rahman, country manager of Fair Wear, said the initiatives would continue, adding that the developed guidelines could serve as a model for national policies.

শোভন কাজ

THE FINANCIAL EXPRE Friday • October 24, 2025

BANGLADESH-CHINA GREEN TEXTILE EXPO

# China pledges long-term support for BD's green transition in textile industry

## Countries that invest in green capacity today will lead tomorrow's trade, says Chinese envoy

**FE REPORT**

Chinese Ambassador to Bangladesh Yao Wen has said that Bangladesh and China are transitioning into a new phase of development cooperation centred on sustainability, and that Beijing is ready to become a long-term partner in helping Bangladesh adopt greener manufacturing standards across its textile and apparel industry.

Addressing the inaugural session of the Bangladesh-China Green Textile Expo (BCGTX) 2025 in Dhaka on Thursday, he said China views environmental transformation in industry as a "strategic cornerstone" for future growth, not merely a compliance target.

"The direction of the global economy is very clear - countries that invest in green capacity today will lead tomorrow's trade," he said. "China stands ready to walk alongside Bangladesh in this transition, so that both sides benefit from a more resilient, innovative and sustainable supply chain."

Ambassador Yao noted that Bangladesh-China economic cooperation has increased in both scope and depth over recent years, extending beyond trade to technological upgrading, skills transfer and industrial modernisation.

He said the textile expo offers a practical platform to translate this cooperation into "tangible outcomes for factories, workers and consumers alike". The envoy said Bangladesh's garment exporters had already won recognition globally for adopting eco-friendly practices, and China sees scope for further collaboration in energy-saving machinery, low-impact dyeing technologies, digital automation and recycling-based production models.

**Chinese Ambassador to Bangladesh Yao Wen along with other distinguished guests inaugurates the Bangladesh-China Green Textile Expo (BCGTX) 2025 in Dhaka on Thursday.**

According to him, the world's major buyers are increasingly demanding not only compliance certificates but also verifiable carbon accountability along the supply chain.

"Bangladesh's success in the next stage of the global apparel market will depend on how quickly it can turn sustainability into a core industrial advantage," he said. "China is prepared to share both experience and technology to accelerate this journey."

He said Beijing is willing to support investments in greener equipment, promote research-based textile innovation, and facilitate partnerships between universities, climate networks and industrial platforms in both countries.

Referring to China's global outlook, Ambassador Yao said the country considers environmental cooperation an integral part of modern diplomacy, particularly with its long-standing development partners.

He referred to recent policy moves by Beijing to widen market access for developing countries, saying these decisions signal China's commitment to inclusive trade rather than protectionist privilege.

This year marks the 50th anniversary of diplomatic relations between Dhaka and Beijing. Ambassador Yao said the partnership has matured significantly, and that sustainability is now taking shape as a new anchor of bilateral engagement.

He said the green expo should be understood not as a ceremonial gathering but as the beginning of a targeted effort to embed climate resilience into Bangladesh's largest export-earning sector.

The exhibition, which runs from 23 to 25 October at ICCB, features textile machinery, material innovations, climate-smart manufacturing techniques, seminars and business partnership sessions.

Ambassador Yao expressed optimism that the outcomes of the expo would help Bangladesh position itself as a frontrunner in sustainable textiles within Asia by the end of this decade.

"If we continue along this path with determination and shared commitment, the Bangladeshi garment sector can become a genuinely green global leader," he said.

Managing Director of Savor International Limited Md Faizul Alam said a total of 80 stalls have been set up at the expo. "It is our beginning in green transformation in the industry. We will continue the effort in next year too," he also said.

Mijanur Rahman, Vice President (Finance), BGMEA; Brigadier General S M Zahid Hassan, Chairman, Bangladesh Textile Mills Corporation (BTMC); Mohd Khorshed Alam, President, Bangladesh China Chamber of Commerce and Industry (BCCCI); Han Kun, President, CEAB; Guan Jie, Executive Secretary General, Shanghai Climate Week Executive Committee; Professor Fu Jiajia, College of Textile Science and Engineering, Jiangnan University; and Ge Zhenyu (Mike Ge), President, Textile and Garment Branch, CEAB, among others, were present at the inaugural ceremony.

*bdsmile@gmail.com*

বণিকবার্তা
শনিবার
অক্টোবর ২৫, ২০২৫

## ১৫০ জেলে আটক

নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে পায়রা নদীতে মাছ ধরার অভিযোগে বরগুনার তালতলীতে ৩৫টি ট্রলারসহ ১৫০ জেলেকে আটক করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি ট্রলারের মালিককে ১ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। জব্দ করা ট্রলারগুলো স্থানীয় ইউপি সদস্যদের জিম্মায় রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত থেকে গতকাল ভোর পর্যন্ত এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়নে জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, মৎস্য বিভাগ, নৌ-পুলিশ এবং কোস্টগার্ড শুরু থেকেই তৎপর রয়েছে বলে জানিয়েছেন বরগুনা জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. মহসীন।

বণিক বার্তা প্রতিনিধি, বরগুনা

দৈনিক ইত্তেফাক
২৪ অক্টোবর ২০২৫

## কোম্পানীগঞ্জে ইলিশসহ দুই ট্রলার জব্দ

### ১২ জেলে আটক

কোম্পানীগঞ্জ (নোয়াখালী) সংবাদদাতা

নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার চরএলাহী ও মুছাপুর ইউনিয়নের মেঘনা এবং ছোট ফেনী নদীতে অভিযান চালিয়েছে মৎস্য বিভাগ। এসময় দুইটি ট্রলার, ১ লাখ মিটার জাল, ১০ কেজি ইলিশসহ ১২ জন জেলেকে আটক করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে জব্দকৃত জালগুলো আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস ও আটককৃত জেলেদের মধ্যে ১০ জনকে ৫ হাজার টাকা করে ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড করা হয়েছে। অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় দুই ছেলেকে মুচলেকা নিয়ে দণ্ড মওকুফ করা হয়েছে। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) রুবাইয়া বিনতে কাশেম।

অভিযান সূত্রে জানা গেছে, ইলিশের প্রজনন মৌসুমে মা-ইলিশ রক্ষায় বুধবার গভীর রাতে কোম্পানীগঞ্জের চরএলাহী ও মুছাপুর এলাকার মেঘনা ও ছোট ফেনী নদীতে নোয়াখালী জেলা মৎস্য কর্মকর্তা বিল্লাল হোসেন ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. আশরাফুল ইসলাম সরকারের নেতৃত্বে পুলিশের সহযোগিতায় অভিযান চালানো হয়। এসময় নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মাছ শিকার করা অবস্থায় দুইটি ট্রলারসহ ১২ জেলেকে আটক করা হয়। ট্রলারগুলো থেকে ১০ কেজি ইলিশ ও ১ লাখ মিটার মাছ ধরার জাল জব্দ করা হয়েছে।

কোভিড কাণ্ড

কালের কণ্ঠ

শুক্রবার। ২৮ নভেম্বর ২০২৫।

অংশীজনদের সংলাপ

## সংশোধিত শ্রম আইনের অসংগতি দূর না করলে সংকট দেখা দেবে

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

সংশোধিত শ্রম আইনের অসংগতি দূর না করলে আগামী দিনে শিল্পে সংকট দেখা দেবে বলে মতামত দিয়েছেন বিশ্লেষকরা। তাঁরা বলেছেন, সংশোধনীগুলোর মূল দিকগুলো পর্যালোচনা, সম্ভাব্য ঘাটতি চিহ্নিত করা এবং ভবিষ্যৎ বাস্তবায়ন যেন শ্রমিক, মালিক ও নীতিনির্ধারকদের স্বার্থ সমন্বিত করে, সেদিকেও গুরুত্ব দিতে হবে।

সম্প্রতি সলিডারিটি সেন্টার আয়োজিত 'বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬'-এর অনুমোদিত খসড়া সংশোধনীগুলো নিয়ে বিশদ আলোচনা করতে একটি উচ্চ পর্যায়ের অংশীজন সভায় এ অভিমত জানানো হয়। গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকার একটি হোটেলে এই সভায় শ্রমিক সংগঠন, মানবাধিকার ও শ্রম অধিকার সংস্থা, শ্রমিক আইনজীবী, মালিকপক্ষ, শ্রম সংস্কার কমিশন (এলআরসি), সরকারি কর্মকর্তা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

সমকাল

শুক্রবার। ২৮ নভেম্বর ২০২৫

## মালয়েশিয়ায় শোষণ-নির্যাতনের শিকার বাংলাদেশি শ্রমিক

সমকাল ডেস্ক

এইচআরডব্লিউর প্রতিবেদন

- সরকারি সংস্থার নজরদারির অভাব
- অভিযোগ তদন্ত করে কার্যকর প্রতিকার নিশ্চিতের আহ্বান

মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি শ্রমিকরা শোষণ, দুর্ব্যবহার ও প্রতারণার শিকার হচ্ছেন বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন জাতিসংঘের মানবাধিকার বিশেষজ্ঞরা। তারা সতর্ক করেছেন, দেশটিতে বাংলাদেশি শ্রমিকরা পদ্ধতিগতভাবে এসব অন্যায্য আচরণ ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। এমনকি তারা ঋণের জালে আটকে যাওয়ার মতো ঝুঁকিতে রয়েছেন।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচের (এইচআরডব্লিউ) ওয়েবসাইটে বুধবার প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়। এতে বলা হয়, পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত হওয়ায় মালয়েশিয়ায় অনেক বাংলাদেশি শ্রমিক মানবেতর জীবন পার করছেন। অনেককে চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভুয়া নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে। দেশটিতে কাজে যাওয়ার পর চুক্তি অনুযায়ী কর্মক্ষেত্র না মেলায় চরম ভোগান্তির শিকার হন শ্রমিকরা। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থার নজরদারির অভাবে এসব শ্রমিকের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে।

মালয়েশিয়ায় বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি শ্রমিক কাজ করেন। বর্তমানে আট লাখের বেশি বাংলাদেশির কাজের অনুমোদন রয়েছে। জাতিসংঘের তথ্যমতে, অনেক শ্রমিককে নির্ধারিত সরকারি হারের চেয়ে পাঁচ গুণ বেশি ফি পরিশোধ করতে হয়েছে। এর পরও হয় তারা যেতে পারেননি, কিংবা মালয়েশিয়ায় গিয়ে শোষণের মুখে পড়েছেন।

প্রতিবেদনে বলা হয়, যেসব শ্রমিকের সঠিক নথিপত্র নেই, তারা গ্রেপ্তার বা আটক, অমানবিক আচরণ ও বিতাড়নের ঝুঁকিতে থাকেন। অভিবাসন আটককেন্দ্রে বর্তমানে প্রায় ১৮ হাজার অভিবাসী শ্রমিক, শরণার্থী ও আশ্রয়প্রার্থীকে রাখা হয়েছে।

এর আগে মালয়েশিয়ার কয়েকটি কারখানার বিরুদ্ধে আমদানি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে যুক্তরাষ্ট্র। জবরদস্তিমূলক শ্রম প্রয়োগের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় ইউনিয়নের 'ফোর্সড লেবার রেগুলেশন' প্রয়োগ নীতি রয়েছে, যা ২০২৭ সালে কার্যকর হবে। শ্রমিকদের ঋণের ফাঁদে জড়ানো ও প্রতারণার ঘটনায় এই বিধির আওতায় আনা হতে পারে।

বাংলাদেশ, মালয়েশিয়াসহ অন্যান্য শ্রমিক আদান-প্রদানকারী দেশ শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষিত রাখতে অঙ্গীকারবদ্ধ। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ইউরোপীয় ইউনিয়নে অবস্থিত ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোও একই নীতির আওতাভুক্ত।

জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞদের আহ্বান অনুযায়ী, শ্রমিক পাঠানো দেশগুলোকে অবশ্যই অভিযোগগুলো দ্রুত তদন্ত করে কার্যকর প্রতিকার নিশ্চিত করতে হবে।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলেছে, মালয়েশিয়া থেকে পণ্য কেনে এমন আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের 'ফেয়ার লেবার অ্যাসোসিয়েশন'-এর দাপ্তরিক নির্দেশিকা অনুসরণ করা উচিত। ওই নির্দেশিকায় ক্রেতাদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, তারা নিয়োগ ব্যয়কে তাদের ক্রয় মানদণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করেন। সরবরাহকারীরা যেন বাণিজ্যিক নথি প্রস্তুত করার সময় এসব ব্যয় যুক্ত করেন। আইনি সহায়তা নিশ্চিত করতেও ক্রেতাদের ভূমিকা রাখতে হবে।

মানবাধিকার বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন, অভিবাসী শ্রমিকের শ্রমের ওপর যেসব দেশের অর্থনীতি নির্ভরশীল, দেশগুলোর আচরণে পরিবর্তন আনতে হবে। নইলে ভবিষ্যতে আরও নিষেধাজ্ঞার ঝুঁকি বাড়বে এবং হাজারো শ্রমিকের দুর্ভোগ দীর্ঘায়িত হবে।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার উচিত শ্রমিকদের প্রতি দুর্ব্যবহার বন্ধ করা। তাদের শ্রম থেকে যেসব দেশের অর্থনীতি লাভবান হয়, তাদের সবার উচিত আরও নিষেধাজ্ঞার ঝুঁকি এড়ানো। তাছাড়া হাজার হাজার মানুষের দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়ায় এমন কর্মকাণ্ড বন্ধের পদক্ষেপ নেওয়াও জরুরি।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার ॥ ৩০ নভেম্বর ২০২৫

# মালয়েশিয়ায় কেমন আছে বাংলাদেশিরা

আফরোজা পারভীন

ছেলের পিএইচডি করা উপলক্ষে হঠাৎ করেই আসতে হলো মালয়েশিয়া, তা-ও দীর্ঘদিনের জন্য। কখনো ভাবিনি জীবনের শেষ অংশে এভাবে দেশ ছাড়ব আমি। দেশ ছাড়ার হলে অনেক আগেই ছাড়তে পারতাম। বিস্তর সুযোগ এসেছিল জীবনে। বিদেশে গিয়ে স্থায়ী হওয়ার অনেক হাতছানি অক্লেশে ত্যাগ করেছি। বাংলাদেশ ছেড়ে কোথাও গিয়ে থাকার কথা আমি ভাবতে পারি না। দুই-চার দিন, বড়জোর দুই-এক মাস বেড়াতে ভালো লাগে, এর বেশি না। এবার তিন বছরের মামলা। পরিস্থিতি অনুকূল হলে এটা এক বছরও হতে পারে। অন্য কোনো বিকল্প ছিল না। ছেলে বউমা আর নাতিকে নিয়ে যাবে। কাজেই একা আমার পক্ষে থাকা সম্ভব নয়। আমার পায়ের নখ থেকে শুরু করে মাথার চুল পর্যন্ত জটিল জটিল রোগ। একা থাকার উপায় নেই। ছেলে রাখবে না, তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও আসতে হলো বাড়িঘর ফেলে রেখে।

মালয়েশিয়ান এয়ারলাইনসের যে বিমানে এলাম, সেটা মোটেই জুতসই মনে হলো না। শুনেছিলাম হুইলচেয়ার প্যাসেঞ্জারদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা আছে। কার্যত সেটা দেখলাম না। রাতের ফ্লাইট সব সময়ই কষ্টের। একবিন্দু ঘুম হয় না। এবারও হলো না। সকাল ৮টায় কুয়ালালামপুর পৌঁছালাম। পান্থ ছুটে এলো। এয়ারপোর্ট থেকে আমাদের বাসা এক ঘণ্টারও ওপরে। রাস্তায় প্রচুর গাড়িঘোড়া দেখলেও একজন মানুষও দেখলাম না। হতে পারে খুব সকাল আর হাইওয়ে বলে কারও দেখা পেলাম না।

এয়ারপোর্টে বহুবার চেকিংয়ের মুখোমুখি হলাম আমরা। যেমন ঢাকা এয়ারপোর্টে তেমনই কুয়ালালামপুরে। আগেই শুনেছিলাম এখানে বাংলাদেশি শ্রমিক বেশি বলে এরা বাংলাদেশিদের নীচু চোখে দেখে। আমাকে একজন বাঙালি মেয়ে বলেছিল, সে ট্রেনে যাচ্ছিল। পাশে বসা মালয়ি ভদ্রমহিলা বারবার তাঁর ব্যাগ দেখছিলেন। তিনি বোধ হয় ভাবছিলেন ওই বাঙালি মেয়েটি তাঁর ব্যাগ থেকে কিছু ছিনতাই করে নেবে। এমন একটা ধারণা মালয়দের মধ্যে আছে। মালয়েশিয়ায় বসবাসরত বাঙালিদের বড় অংশ শ্রমিক, শিক্ষার্থী, ব্যবসায়ী ও পেশাজীবী। বর্তমানে বাংলাদেশিদের অন্যতম প্রধান গন্তব্য মালয়েশিয়া। প্লেনে আশপাশে প্রচুর শ্রমিককে দেখলাম। সবাই এসেছে এখানে কাজ করতে, জীবনমান ফেরাতে। মালয়েশিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি উন্নয়নশীল দেশ। দেশটি যেমন উন্নত, তেমনি বাংলাদেশিদের জন্য কর্ম ও শিক্ষার সম্ভাবনায় ভরপুর। দেশটি দীর্ঘদিন ধরেই বাংলাদেশের শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের বড় বাজার। প্রায় ৫ থেকে ৮ লাখ বাংলাদেশি বর্তমানে মালয়েশিয়ার বিভিন্ন সেক্টরে কর্মরত। কেউ নির্মাণশিল্পে, কেউ কারখানায়, কেউ রেস্টুরেন্ট, হোটেল, শপিং মল পরিবহন কিংবা কৃষি খাতে। আছে কাজ করছে ভালো কথা, কিন্তু কেমন আছে বাংলাদেশিরা? বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার কূটনৈতিক সম্পর্কের সূচনা হয় ১৯৭২ সালের ৩১ জানুয়ারি। বাংলাদেশের স্বাধীনতার এক বছরেরও কম সময় পর। মালয়েশিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম দিকের দেশগুলোর একটি, যারা স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। সেই থেকেই দুই দেশের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ, বন্ধুত্বপূর্ণ এবং পারস্পরিক স্বার্থে সহযোগিতামূলক। সম্পর্কের প্রধান দিকগুলোর মধ্যে রয়েছে–

১. **শ্রম ও অভিবাসন :** মালয়েশিয়া বাংলাদেশি শ্রমিকদের অন্যতম গন্তব্য যা আগেও বলেছি। নির্মাণ, শিল্প, কৃষি ও পরিষেবা খাতে লাখ লাখ বাংলাদেশি কর্মরত। শ্রমিক পাঠানো ও তাদের অধিকার রক্ষায় দুই দেশের মধ্যে একাধিক দ্বিপক্ষীয় চুক্তি রয়েছে।

২. **বাণিজ্য ও বিনিয়োগ :** দুই দেশের মধ্যে বার্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ প্রায় তিন বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশ মালয়েশিয়া থেকে মূলত পাম তেল, যন্ত্রাংশ ও ইলেকট্রনিক পণ্য আমদানি করে, আর মালয়েশিয়ায় রপ্তানি করে তৈরি পোশাক, পাটজাত দ্রব্য ও খাদ্যপণ্য।

মালয়েশিয়ার কিছু বড় কোম্পানি বাংলাদেশের বিদ্যুৎ, নির্মাণ ও টেলিকম খাতে বিনিয়োগ করছে।

৩. **শিক্ষা ও সংস্কৃতি :** মালয়েশিয়ায় কয়েক হাজার বাংলাদেশি শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা নিচ্ছেন। এই শিক্ষাসহযোগিতা দুই দেশের সম্পর্ককে মানবসম্পদ উন্নয়নের দিক থেকে আরও গভীর করেছে।

এ ছাড়া সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান, পর্যটন সহযোগিতা ও মুসলিম ঐক্য রক্ষায় দুই দেশ একই প্ল্যাটফর্মে কাজ করছে।

৪. **কূটনৈতিক সহযোগিতা :** কুয়ালালামপুরে বাংলাদেশের হাইকমিশন এবং ঢাকায় মালয়েশিয়ার হাইকমিশন দুই দেশের মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রবাসী সেবা পরিচালনা করছে।

আন্তর্জাতিক পর্যায়েও দুই দেশ জলবায়ু পরিবর্তন, শান্তিরক্ষা ও উন্নয়ন সহযোগিতায় একে অপরকে সমর্থন করে থাকে।

আমাদের প্রবাসী আয়ের এক বড় অংশ আসে মালয়েশিয়া থেকে। আনেন আমাদের শ্রমিক ভাইয়েরা। তাঁরা কঠোর পরিশ্রম করেন, দক্ষ, শৃঙ্খলা মেনে চলেন। তাই তাঁরা মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছেন। মালয়েশিয়ার উন্নয়নে তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য, তাঁরা উন্নয়ন কাঠামোর অন্যতম চালিকাশক্তি। তাঁরা দিনরাত কাজ করেন অক্লান্ত। শরীরের ঘাম ঝরিয়ে তাঁরা পরিবার ও দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখছেন।

শ্রমিক ভাইরা খুব সকালে কাজ শুরু করেন, ফেরেন সন্ধ্যায়। তখন তাঁরা ক্লান্ত বিধ্বস্ত। সেই ক্লান্তির মাঝেও তাঁরা দেশে কথা বলেন নিয়মিত, পরিবারের খবরাখবর নেন। পরিবারের মুখে হাসি ফোটানোর জন্যই তাঁদের এই কঠোর পরিশ্রম।

তবে কথাগুলো যত সহজভাবে বললাম তত সহজ নয়। অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তবতা নির্মম। অনেকে অনিয়মিত এজেন্সির মাধ্যমে মালয়েশিয়ায় এসেছেন। প্রতারণার শিকার হয়েছেন। যে শর্তে এসেছেন সে শর্ত পূরণ করেনি এজেন্সির লোকরা। যে চাকরি পাওয়ার কথা ছিল তা পাননি। অনেক বেশি টাকা খরচে করে এসেও কেউ কেউ কম বেতনের চাকরি পেয়েছেন। কেউ কেউ বেতন না পেয়ে মাসের পর মাস মানবেতর জীবন কাটাচ্ছেন। অনেকের বৈধ কাগজপত্র হারিয়ে গেছে। অবৈধ অবস্থায় লুকিয়ে থেকে ভয়ে ভয়ে দিন কাটান তাঁরা। অনেকেই দালালের প্রতারণার শিকার হয়ে বিপুল খরচে মালয়েশিয়ায় এসেছেন, কিন্তু চাকরি পাননি। চরম বিপাকে পড়েছেন।

তবু হাল ছাড়েননি তাঁরা। কেউ ছোটখাটো ব্যবসা করছেন, কেউ দক্ষতা বাড়ানোর চেষ্টা করছেন। ভালো চাকরির আশায় অবিরাম সংগ্রামের মধ্যে আছেন।

নির্মাণশিল্পে কর্মরত শ্রমিকরা সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় কাজ করেন। নিরাপত্তাহীনতা, দুর্ঘটনা এবং চিকিৎসাসুবিধার অভাব যেন তাঁদের ভাগ্যের লিখন, তাঁদের জীবনের অংশ হয়ে গেছে। সম্প্রতি মালয়েশিয়া সরকার 'রিহায়ারিং প্রোগ্রাম' ও 'লিগ্যালাইজেশন স্কিম' চালু করেছে। এর ফলে অনেক অবৈধ কর্মী বৈধ হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। খানিকটা স্বস্তি এসেছে প্রবাসী বাংলাদেশিদের জীবনে।

বিদেশের জীবন মানেই সীমাহীন নিঃসঙ্গতা। একা থাকা, পরিবারপরিজন থেকে দূরে থাকা। ফলে বাংলাদেশিরা মানসিক চাপে থাকেন। এই একাকিত্ব কাটানোর জন্য তাঁরা সামাজিক সংগঠন গড়ে তুলেছেন। এই সংগঠনের মাধ্যমে তাঁরা একে অপরকে সহায়তা করার চেষ্টা করেন। দেশীয় সংস্কৃতি, ভাষা ও ঐতিহ্য ধরে রাখার চেষ্টা করেন। ঈদ বা পয়লা বৈশাখের মতো উৎসবগুলো প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য মিলনমেলা হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, মালয়েশিয়া থেকে বছরে প্রায় এক বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি রেমিট্যান্স আসে। এই অর্থ বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সচল রাখতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাড়িঘর তৈরি, সন্তানদের শিক্ষা, কৃষিকাজ বা ছোট ব্যবসায় এই রেমিট্যান্স বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

প্রবাসীদের জীবন সহজ, সুন্দর ও ঝুঁকিমুক্ত করতে দূতাবাস ও প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সক্রিয় ভূমিকা থাকা দরকার। প্রতারক দালালদের দমন, বৈধ নিয়োগপ্রক্রিয়া, শ্রমিকদের সুরক্ষায় কূটনৈতিক প্রচেষ্টা নেওয়া খুবই জরুরি।

মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি শ্রমিকরা সংগ্রামের এক উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। তাঁদের যোগ্যতা, দক্ষতা ও কর্মপ্রয়াস দিয়ে প্রমাণ করেছেন পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় তাঁরা জায়গা করে নিতে সক্ষম। শ্রমিকদের পাশাপাশি মালয়েশিয়ায় এখন কয়েক হাজার বাংলাদেশি শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা নিচ্ছেন। মালয়েশিয়ার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশি তরুণ-তরুণী পড়াশোনা করছেন।

এখানকার শিক্ষাখরচ তুলনামূলকভাবে কম, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ভালো, পড়াশোনার পাশাপাশি পার্টটাইম কাজের সুযোগ আছে। ফলে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের মধ্যে মালয়েশিয়া জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

তবে শিক্ষার্থীদের জীবনেও চাপ কম নয়। রয়েছে নানা রকম চ্যালেঞ্জ। টিউশন ফি ও বাসাভাড়া অনেকের জন্য বড় চাপ। অনেকেই পার্টটাইম কাজের ওপর নির্ভর করেন, কিন্তু সহজে কাজ পাওয়া যায় না। অনেকের বৈধ কাজের অনুমতি নেই। তাঁরা পড়েন বিপাকে। অনেকেই পড়াশোনা শেষে মালয়েশিয়ায় চাকরির চেষ্টা করেন। কেউ কেউ দেশে ফিরে যান। নিজের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী কাজ খুঁজে নেন। এই তরুণ প্রজন্ম আমাদের সম্পদ। ভবিষ্যতে বাংলাদেশের মানবসম্পদ উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে। সম্প্রতি মালয়েশিয়া সরকার বৈধতা ও শ্রমবাজার সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে। নতুন চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ থেকে আরও দক্ষ কর্মী পাঠানোর পথ উন্মুক্ত হচ্ছে। পাশাপাশি শিক্ষা খাতেও দুই দেশের মধ্যে সমঝোতা বাড়ছে, যা বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য আরও সুযোগ তৈরি করবে।

তবে শ্রমিকরা যেন প্রতারণার শিকার না হয়, ন্যায্য মজুরি পায়, শিক্ষার্থীরা যেন প্রতিশ্রুতি/শর্ত অনযায়ী সুযোগসুবিধা পায় সে দিকটা নিশ্চিত করা যথাযথ কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব।

লেখক : কথাশিল্পী, গবেষক

NEW AGE SATURDAY, NOVEMBER 29, 2025,

GSOF 2ND NATIONAL CONFERENCE

# Take steps to reopen closed garment factories: speakers

**Staff Correspondent**

POLITICIANS, academics and labour leaders at a conference in Dhaka on Friday called on the interim government to take steps to reopen the closed garment factories of the country.

They made the call at the second national conference of Garments Sramik Oikya Forum at Ulail Bus Stand at Savar, which was presided over by president of the GSOF Mushrefa Mishu.

Former Jahangirnagar University professor and economist Anu Muhammad inaugurating the conference said that after the fall of the fascist Awami League government, the interim government had failed to keep stability in the garment sector.

Former Jahangirnagar University professor and economist Anu Muhammad addresses the second national conference of Garments Sramik Oikya Forum at Ulail Bus Stop at Savar in Dhaka on Friday. — New Age photo

After August 5 in the past year, several hundred garment factories were closed and several thousand garment workers had lost their job, he said, urging the government to take immediate steps to reopen the closed garment factories.

Calling on the government to hold next general election in a free, fair and credible manner in February, Anu Muhammad said, 'The people of the country are eagerly waiting for casting their votes for democratic transition of the country.'

Labour leader Harun Ur Rashid said that in the country, the workers were low paid. 'Among them, garment workers cannot run their families by the wage they get.'

Jahangirnagar University teacher Maha Mirza called on the government and factory owners to provide commodities in a cheaper price for the garment workers.

Mushrefa Mishu called on the interim government to take steps to introduce a free trade unionism in the garment factory and release all the labour leaders of Beximco Group, including Khorshed Alam.

Acting general secretary of the forum Shahidul Islam Sabuj and assistant general secretary Amena Akter and leaders Mominur Rahman Momin and Emdadul Islam Emdad, among others, spoke at the discussion.

The opening session will follow by a council session to elect a new central committee of the organisation, said a press release.

Several hundred leaders and workers of the organisation attended the conference.

কোভিড কাপ্ত



# CEPZ fire: With factories gutted, will workers be able to keep their jobs?

ANALYSIS

HASAN JAMILUR RAHMAN SAIKAT

**Though the owners of both factories — Adams Caps and Jiehong Medical Products — have assured the workers that no one will lose their jobs, workers say the anxiety will remain until they actually return to work**

Himu Akter, 14, lost her father before she was even old enough to understand the significance of death. Her family now consists of her mother and younger sister. To support them, Himu had been working for the past one year and a month at Adams Caps and Textiles.

On 16 October, a devastating fire broke out in the seven-storey building of Adams Caps and Jiehong Medical Products inside the Chattogram Export Processing Zone (CEPZ). The fire burned for more than 17 hours, reducing property worth hundreds of crores to ashes.

The factory now lies in ruins.

"I heard that many people at CEPZ have lost their jobs in the past few months, so when our factory caught fire, the first thing that came to my mind was also fear of unemployment," said Himu.

The building had structural flaws and lacked a mandatory fire safety plan, according to fire service officials. They said warehouses on several floors were not built following proper rules, which may have delayed firefighting efforts.

Although the building had a fire detection alarm system and extinguishers, they were not adequate. In an instant, the livelihoods of around 3,000 workers were thrown into uncertainty.

Adams produced towels and caps, while Jiehong Medical produced surgical gowns. Both warehouses were located on the seventh floor — where the fire originated. The flames then spread across the entire top floor. Throughout that night, small explosions were heard intermittently inside the factory. Later, the Fire Service managed to bring the fire under control.

> *The company has told us that we will keep our jobs. They've given us a few days' leave for now. But they haven't yet said where or how we will resume work. They said they will decide after internal discussions. But until something is certain, the fear won't go away.*
>
> HIMU AKTER
> WORKER, ADAMS CAPS AND TEXTILES, CEPZ

**Companies assure no layoffs, but workers remain anxious**

The owners of both Adams Caps and Jiehong Medical Products have assured the workers that no one will lose their jobs. Several workers from the two factories confirmed receiving this assurance. Still, they said the anxiety will remain until they actually return to work.

"They've given us a few days off for now. But they haven't yet said where or how we will resume work. They said they'll decide after internal discussions. Still, until something is certain, the fear won't go away," said Himu.

Rumpa, a worker at Jiehong Medical Products, echoed, "They haven't said we'll lose our jobs, but the company told us they'll give a final decision in a few days. If we do lose our jobs, our families will be on the streets. Many workers have already lost their jobs here. If the same happens to us, surviving will be very difficult."

When asked about the workers' job security, Mofazzal Hossain, head of HR and Admin at Jiehong Medical Products, said, "Jiehong Medical Products also operates another factory inside the Chattogram EPZ and one in the Mirsarai Economic Zone. The company has already offered workers the opportunity to join those facilities while retaining their previous benefits and positions."

He added, "Shifts will be arranged day and night at our other EPZ factory, while the remaining workers have been advised to join the Mirsarai plant."

CEPZ Additional Executive Director (Industrial Relations) Ashaque Mohammad Shahadat Hossain said, "Discussions have already been held with the two companies. Adams Caps and Textile Limited, which also owns another factory named Al-Hamidi nearby, plans to continue operations from that facility."

However, Ahmed Dipu, Bangladesh Head of Adams Caps and Textile Limited, said that the company is still working on the issue and declined to comment further at this stage.

**Workers recall the tragedy**

Workers were also asked about the moment the fire broke out, how they managed to escape, and what it felt like to watch their workplace burn before their eyes.

Yasin, a worker from Jiehong, said, "After lunch, a female colleague on the third floor smelled something burning. We went upstairs and saw thick black smoke and flames on the seventh floor. We quickly alerted others, and everyone was asked to evacuate immediately."

Ismat Ara, another worker, said, "We were working as usual. The products were already packed and ready for delivery. They were being prepared for loading onto trucks. Suddenly, we heard we had to get out. When we reached downstairs, we saw flames roaring above us. My chest twisted in pain seeing my workplace being destroyed like that."

Officials from both the companies also recounted the day the fire broke out.

Rifat Hasan, finance manager of Adams Caps and Textiles, said, "As soon as the fire broke out in the storage area where raw materials and fabrics were kept, we immediately evacuated all workers safely. No casualties occurred."

Borhan Uddin, senior executive of Jiehong Medical, said, "Most of our raw materials and export-ready goods stored on the sixth and seventh floors were completely destroyed by the fire. But thankfully, no workers were harmed."

কাটিং-৫৬৯

NEW AGE SATURDAY, NOVEMBER 29, 2025

# RMG export growth slows amid global headwinds: BB

Staff Correspondent

EXPORTS from readymade garments have been facing growing headwinds from trade policy shifts and global demand fluctuations in the first quarter of the current financial year 2025-26, which have slowed export growth, according to Bangladesh Bank data.

The central bank stated that the sector would step into the rest of FY26 amid challenges shaped not only by demand dynamics in key markets but also by geopolitical and trade risks, such as new high US tariffs and related trade tensions, which might create uncertainty regarding order flows and place pressure on competitiveness.

According to the BB's Quarterly Review of Readymade Garments, Bangladesh's RMG sector earned $9.93 billion, recording a year-on-year growth of 4.34 per cent, in the July-September period of FY26, higher than that of $9.51 billion earned in the same period of FY25.

The earnings in the reporting period were 8.88 per cent higher than that of $9.11 billion recorded in the preceding quarter, April-June period, of the FY25.

During the first quarter of FY26, import value of raw materials, like raw cotton, synthetic or viscose fibre, synthetic or mixed yarn, cotton yarn, textile fabrics and accessories for garments was $3.84 billion, accounting for 38.66 per cent of total RMG export earnings.

In other words, the net exports from this sector amounted to $6.08 billion, or 61.34 per cent of total RMG exports, in the July-September quarter of FY26.

The net exports were 17.62 per cent higher than those of the preceding quarter (April-June of FY25), which were $5.18 billion, and 8.37 per cent higher than those of the same quarter of the previous fiscal year, which were $5.62 billion, the central bank data stated.

During July-September of FY26, Bangladesh's RMG exports were primarily directed to nine major destinations, including the US, Germany, the United Kingdom, Spain, France, the Netherlands, Italy, Canada and Belgium.

Export earnings from these countries amounted to $7.94 billion during the reporting period, accounting for over 90 per cent of the total RMG exports.

During FY25, the RMG sector contributed 8.52 per cent to Bangladesh's nominal GDP.

The total RMG export earnings for FY25 stood at $39.35 billion, indicating a higher growth of 8.90 per cent as compared to that of the preceding fiscal year's $36.13 billion, the Bangladesh Bank report added.

According to the quarterly report, the government and the Bangladesh Bank have taken several measures to facilitate the production and export of the RMG sector, including pre-shipment credit, incentives for export expansion, and funds for export green transformation, export facilitation and export development.

The report also stated that during the first quarter of FY26, Bangladesh's RMG industry continued to demonstrate its vital role.

'Despite facing a complex global environment marked by trade policy uncertainties, high input costs and fluctuating consumer demand, the sector managed to sustain a modest but steady growth in export earnings,' the report added.

It also said that this performance reflected the industry's strong production capacity, resilience and adaptability to shifting international market dynamics.

The report suggested enhancing trade negotiations and technological upgrades through strategic policy support to sustain export momentum.

'Strengthening value addition through backward linkage industries, improving labour productivity and ensuring environmental and social compliance would be critical to maintaining Bangladesh's competitive edge in the global apparel market,' the report added.

Regarding the value addition, Inamul Haq Khan, senior vice president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, said that they were always trying to increase value addition for competitiveness.

He also said that the sector focuses on producing high-value products, innovation, and research and development, urging governmental policy supports in this regard.

NEW AGE NOVEMBER 28, 2025

# *Labour act amendments fail to fully reflect TCC proposals: stakeholders*

Staff Correspondent

A STAKEHOLDERS' meeting on proposed amendments to the Bangladesh Labour Act, 2006, highlighted gaps in the latest changes and its potential impact on workers.

The discussion, organised by the Solidarity Center on Thursday at a city hotel, brought together labour rights advocates, employers, and policymakers to review the amendments and ensure they fairly reflect the interests of all parties.

Participants said several proposals, including freedom of association and collective bargaining suggested by the Tripartite Consultative Committee, especially from workers' representatives, were not included in the latest amendments.

They warned that in some cases, the changes might give disproportionate advantages to employers.

Some participants welcomed certain changes. These include revising the minimum wage every three years instead of five.

However, labour rights defenders mentioned that recommendations from the Labour Reform Commission were not fully incorporated into the amendments.

Solidarity Center country programme director AKM Nasim, pointed out technical inconsistencies in the amended law.

He cited examples in union formation rules. Under clause (a), a union in a 300-worker establishment requires 20 members, about 6.7 per cent of the workforce.

But if the establishment has 301 workers, the required number jumps to 40, or 13.3 per cent, under clause (b).

Similarly, for 500 workers, the threshold is 40 members (8 per cent), but adding one worker increases the requirement to 100

NEW AGE
NOVEMBER 26, 2025,

# Labour law reforms: implementation is key

by Jahangir Alam Sarker

BANGLADESH'S development journey today stands at a critical turning point — one in which reform, accountability and justice increasingly dominate the national discourse. Yet the greatest obstacle to this long pursuit of reform is not a lack of legislation; rather, the core of our problem lies in an excess of laws and a chronic deficiency in their enforcement. We have enacted numerous laws — pertaining to the economy, labour, administration and even citizen rights — but their effective implementation remains far from satisfactory. As a result, laws often exist only on paper, not in practice. Their language survives, but their lifeblood — enforcement — is absent.

—UNICEF

In reality, a nation's legal system is strengthened not by the sheer number of laws but by the quality of their application. A country does not advance in the rule of law simply by enacting hundreds of statutes; it progresses when its laws are just, realistic, and impartially enforced. Unfortunately, several key legislative frameworks — especially those relating to crime, labour, rights, and governance — contain loopholes and questionable provisions that erode public trust and complicate the path to justice. In this context, mere legislation or amendment is insufficient; what is essential is proper enforcement, effective oversight, and, above all, unwavering political will. A law becomes meaningful only when it touches people's lives at the grassroots, prevents injustice, and upholds fairness.

The recent Bangladesh Labour Law (Amendment) Ordinance, 2025 has brought longstanding, unresolved labour issues back to the centre of national debate. It marks a watershed moment in Bangladesh's labour history. This ordinance is not simply a legal amendment — it represents a shift in perspective, a determined step towards reshaping the relationship between the state, workers, and employers into a more humane, just, and internationally compliant framework. The new law introduces 184 significant changes, reflecting an ambitious and wide-ranging reform agenda. These reforms are not merely administrative; embedded within them are new definitions of dignity, protection and fairness for the working class.

For decades, some major groups of workers — particularly domestic workers, seafarers and employees of non-governmental organisations — remained outside the protective umbrella of labour law. For the first time, the amended law brings them into the legal fold, granting formal recognition and essential safeguards. This marks a milestone in the labour jurisprudence of Bangladesh.

Domestic workers have long remained an invisible workforce — unorganised, unprotected, and frequently subject to abuse. The new law acknowledges their labour, recognises their dignity, and brings all forms of injustice against them under legal scrutiny. Likewise, the occupational risks, safety standards, and international working conditions of seafarers have been strengthened. NGO employees — comprising hundreds of thousands of workers—will now also come under labour protections, creating a new foundation of justice within this critical sector. Thus, the ordinance not only modernises the labour structure but expands the scope of state responsibility. Bangladesh now stands at a point where working people will no longer be viewed as an "invisible force" but as central stakeholders whose rights and dignity must be protected.

The new amendments have dismantled practices that, for years, acted as invisible chains around workers' lives. Chief among them was the notorious practice of blacklisting. Previously, if a worker raised complaints regarding injustice, discrimination, or unpaid wages, many employers would not only terminate their employment but also block their opportunities to find work elsewhere. Blacklisting functioned as a silent mechanism of retaliation — one that workers had no means to resist. The amended law declares this unethical practice a punishable offence, granting legal recognition and protection to the worker's voice.

Additionally, the law introduces strict penalties for sexual harassment in the workplace — an essential safeguard for women workers. Although women's participation in the labour market continues to rise, many still work under conditions of intimidation and humiliation. The new law provides a tangible pathway to justice, ensuring that victims are entitled not only to lodge complaints but also to receive state protection. Provisions for maternity benefits have been expanded, offering financial and emotional security during a crucial phase of a woman's life. Gender-based wage discrimination has been expressly prohibited — signifying not only economic reform but a profound social transformation by affirming women as equal contributors in the workplace. Furthermore, a dedicated compensation and rehabilitation fund has been established for workers injured or disabled in workplace accidents, ensuring that neither they nor their families fall into financial hardship. This fund is not merely humanitarian support — it symbolises respect for the dignity of labour.

A major reform concerns the introduction of mandatory participation in provident funds or universal pension schemes for workers in the private sector. This initiative will secure long-term financial stability and post-retirement well-being for millions of workers. Another significant step is the simplification of the process for forming trade unions. Under the new rules, even small factories with only twenty workers will be able to form a union — strengthening workers' ability to organise and assert their rights. Earlier, the interim government ratified three key ILO conventions related to occupational safety, health, and freedom from workplace violence. Consequently, Bangladesh has become the only country in South Asia to have ratified all ten fundamental ILO conventions. These collective efforts reflect a strong national commitment to aligning labour policy with international stand-

# CEPZ fire: With factories gutted, will workers be able to keep their jobs?

ANALYSIS

HASAN JAMILUR RAHMAN SAIKAT

**Though the owners of both factories — Adams Caps and Jiehong Medical Products — have assured the workers that no one will lose their jobs, workers say the anxiety will remain until they actually return to work**

Himu Akter, 14, lost her father before she was even old enough to understand the significance of death. Her family now consists of her mother and younger sister. To support them, Himu had been working for the past one year and a month at Adams Caps and Textiles.

On 16 October, a devastating fire broke out in the seven-storey building of Adams Caps and Jiehong Medical Products inside the Chattogram Export Processing Zone (CEPZ). The fire burned for more than 17 hours, reducing property worth hundreds of crores to ashes.

The factory now lies in ruins.

"I heard that many people at CEPZ have lost their jobs in the past few months, so when our factory caught fire, the first thing that came to my mind was also fear of unemployment," said Himu.

The building had structural flaws and lacked a mandatory fire safety plan, according to fire service officials. They said warehouses on several floors were not built following proper rules, which may have delayed firefighting efforts.

Although the building had a fire detection alarm system and extinguishers, they were not adequate. In an instant, the livelihoods of around 3,000 workers were thrown into uncertainty.

Adams produced towels and caps, while Jiehong Medical produced surgical gowns. Both warehouses were located on the seventh floor — where the fire originated. The flames then spread across the entire top floor. Throughout that night, small explosions were heard intermittently inside the factory. Later, the Fire Service managed to bring the fire under control.

> *The company has told us that we will keep our jobs. They've given us a few days' leave for now. But they haven't yet said where or how we will resume work. They said they will decide after internal discussions. But until something is certain, the fear won't go away.*
>
> ....
>
> **HIMU AKTER**
> WORKER, ADAMS CAPS AND TEXTILES, CEPZ

### Companies assure no layoffs, but workers remain anxious

The owners of both Adams Caps and Jiehong Medical Products have assured the workers that no one will lose their jobs. Several workers from the two factories confirmed receiving this assurance. Still, they said the anxiety will remain until they actually return to work.

"They've given us a few days off for now. But they haven't yet said where or how we will resume work. They said they'll decide after internal discussions. Still, until something is certain, the fear won't go away," said Himu.

Rumpa, a worker at Jiehong Medical Products, echoed, "They haven't said we'll lose our jobs, but the company told us they'll give a final decision in a few days. If we do lose our jobs, our families will be on the streets. Many workers have already lost their jobs here. If the same happens to us, surviving will be very difficult."

When asked about the workers' job security, Mofazzal Hossain, head of HR and Admin at Jiehong Medical Products, said, "Jiehong Medical Products also operates another factory inside the Chattogram EPZ and one in the Mirsarai Economic Zone. The company has already offered workers the opportunity to join those facilities while retaining their previous benefits and positions."

He added, "Shifts will be arranged day and night at our other EPZ factory, while the remaining workers have been advised to join the Mirsarai plant."

CEPZ Additional Executive Director (Industrial Relations) Ashaque Mohammad Shahadat Hossain said, "Discussions have already been held with the two companies. Adams Caps and Textile Limited, which also owns another factory named Al-Hamidi nearby, plans to continue operations from that facility."

However, Ahmed Dipu, Bangladesh Head of Adams Caps and Textile Limited, said that the company is still working on the issue and declined to comment further at this stage.

### Workers recall the tragedy

Workers were also asked about the moment the fire broke out, how they managed to escape, and what it felt like to watch their workplace burn before their eyes.

Yasin, a worker from Jiehong, said, "After lunch, a female colleague on the third floor smelled something burning. We went upstairs and saw thick black smoke and flames on the seventh floor. We quickly alerted others, and everyone was asked to evacuate immediately."

Ismat Ara, another worker, said, "We were working as usual. The products were already packed and ready for delivery. They were being prepared for loading onto trucks. Suddenly, we heard we had to get out. When we reached downstairs, we saw flames roaring above us. My chest twisted in pain seeing my workplace being destroyed like that."

Officials from both the companies also recounted the day the fire broke out.

Rifat Hasan, finance manager of Adams Caps and Textiles, said, "As soon as the fire broke out in the storage area where raw materials and fabrics were kept, we immediately evacuated all workers safely. No casualties occurred."

Borhan Uddin, senior executive of Jiehong Medical, said, "Most of our raw materials and export-ready goods stored on the sixth and seventh floors were completely destroyed by the fire. But thankfully, no workers were harmed."

NEW AGE SATURDAY, NOVEMBER 29, 2025,

GSOF 2ND NATIONAL CONFERENCE

# Take steps to reopen closed garment factories: speakers

**Staff Correspondent**

POLITICIANS, academics and labour leaders at a conference in Dhaka on Friday called on the interim government to take steps to reopen the closed garment factories of the country.

They made the call at the second national conference of Garments Sramik Oikya Forum at Ulail Bus Stand at Savar, which was presided over by president of the GSOF Mushrefa Mishu.

Former Jahangirnagar University professor and economist Anu Muhammad inaugurating the conference said that after the fall of the fascist Awami League government, the interim government had failed to keep stability in the garment sector.

After August 5 in the past year, several hundred garment factories were closed and several thousand garment workers had lost their job, he said, urging the government to take immediate steps to reopen the closed garment factories.

Calling on the government to hold next general election in a free, fair and credible manner in February, Anu Muhammad said, 'The people of the country are eagerly waiting for casting their votes for democratic transition of the country.'

Former Jahangirnagar University professor and economist Anu Muhammad addresses the second national conference of Garments Sramik Oikya Forum at Ulail Bus Stop at Savar in Dhaka on Friday. — New Age photo

Labour leader Harun Ur Rashid said that in the country, the workers were low paid. 'Among them, garment workers cannot run their families by the wage they get.'

Jahangirnagar University teacher Maha Mirza called on the government and factory owners to provide commodities in a cheaper price for the garment workers.

Mushrefa Mishu called on the interim government to take steps to introduce a free trade unionism in the garment factory and release all the labour leaders of Beximco Group, including Khorshed Alam.

Acting general secretary of the forum Shahidul Islam Sabuj and assistant general secretary Amena Akter and leaders Mominur Rahman Momin and Emdadul Islam Emdad, among others, spoke at the discussion.

The opening session will follow by a council session to elect a new central committee of the organisation, said a press release.

Several hundred leaders and workers of the organisation attended the conference.

NEW AGE SATURDAY, NOVEMBER 29, 2025

# RMG export growth slows amid global headwinds: BB

**Staff Correspondent**

EXPORTS from readymade garments have been facing growing headwinds from trade policy shifts and global demand fluctuations in the first quarter of the current financial year 2025-26, which have slowed export growth, according to Bangladesh Bank data.

The central bank stated that the sector would step into the rest of FY26 amid challenges shaped not only by demand dynamics in key markets but also by geopolitical and trade risks, such as new high US tariffs and related trade tensions, which might create uncertainty regarding order flows and place pressure on competitiveness.

According to the BB's Quarterly Review of Readymade Garments, Bangladesh's RMG sector earned $9.93 billion, recording a year-on-year growth of 4.34 per cent, in the July-September period of FY26, higher than that of $9.51 billion earned in the same period of FY25.

The earnings in the reporting period were 8.88 per cent higher than that of $9.11 billion recorded in the preceding quarter, April-June period, of the FY25.

During the first quarter of FY26, import value of raw materials, like raw cotton, synthetic or viscose fibre, synthetic or mixed yarn, cotton yarn, textile fabrics and accessories for garments was $3.84 billion, accounting for 38.66 per cent of total RMG export earnings.

In other words, the net exports from this sector amounted to $6.08 billion, or 61.34 per cent of total RMG exports, in the July-September quarter of FY26.

The net exports were 17.62 per cent higher than those of the preceding quarter (April-June of FY25), which were $5.18 billion, and 8.37 per cent higher than those of the same quarter of the previous fiscal year, which were $5.62 billion, the central bank data stated.

During July-September of FY26, Bangladesh's RMG exports were primarily directed to nine major destinations, including the US, Germany, the United Kingdom, Spain, France, the Netherlands, Italy, Canada and Belgium.

Export earnings from these countries amounted to $7.94 billion during the reporting period, accounting for over 90 per cent of the total RMG exports.

During FY25, the RMG sector contributed 8.52 per cent to Bangladesh's nominal GDP.

The total RMG export earnings for FY25 stood at $39.35 billion, indicating a higher growth of 8.90 per cent as compared to that of the preceding fiscal year's $36.13 billion, the Bangladesh Bank report added.

According to the quarterly report, the government and the Bangladesh Bank have taken several measures to facilitate the production and export of the RMG sector, including pre-shipment credit, incentives for export expansion, and funds for export green transformation, export facilitation and export development.

The report also stated that during the first quarter of FY26, Bangladesh's RMG industry continued to demonstrate its vital role.

'Despite facing a complex global environment marked by trade policy uncertainties, high input costs and fluctuating consumer demand, the sector managed to sustain a modest but steady growth in export earnings,' the report added.

It also said that this performance reflected the industry's strong production capacity, resilience and adaptability to shifting international market dynamics.

The report suggested enhancing trade negotiations and technological upgrades through strategic policy support to sustain export momentum.

'Strengthening value addition through backward linkage industries, improving labour productivity and ensuring environmental and social compliance would be critical to maintaining Bangladesh's competitive edge in the global apparel market,' the report added.

Regarding the value addition, Inamul Haq Khan, senior vice president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, said that they were always trying to increase value addition for competitiveness.

He also said that the sector focuses on producing high-value products, innovation, and research and development, urging governmental policy supports in this regard.

NEW AGE NOVEMBER 28, 2025

# *Labour act amendments fail to fully reflect TCC proposals: stakeholders*

**Staff Correspondent**

A STAKEHOLDERS' meeting on proposed amendments to the Bangladesh Labour Act, 2006, highlighted gaps in the latest changes and its potential impact on workers.

The discussion, organised by the Solidarity Center on Thursday at a city hotel, brought together labour rights advocates, employers, and policymakers to review the amendments and ensure they fairly reflect the interests of all parties.

Participants said several proposals, including freedom of association and collective bargaining suggested by the Tripartite Consultative Committee, especially from workers' representatives, were not included in the latest amendments.

They warned that in some cases, the changes might give disproportionate advantages to employers.

Some participants welcomed certain changes. These include revising the minimum wage every three years instead of five.

However, labour rights defenders mentioned that recommendations from the Labour Reform Commission were not fully incorporated into the amendments.

Solidarity Center country programme director AKM Nasim, pointed out technical inconsistencies in the amended law.

He cited examples in union formation rules. Under clause (a), a union in a 300-worker establishment requires 20 members, about 6.7 per cent of the workforce.

But if the establishment has 301 workers, the required number jumps to 40, or 13.3 per cent, under clause (b).

Similarly, for 500 workers, the threshold is 40 members (8 per cent), but adding one worker increases the requirement to 100

NEW AGE NOVEMBER 26, 2025,

# Labour law reforms: implementation is key

by Jahangir Alam Sarker

BANGLADESH'S development journey today stands at a critical turning point — one in which reform, accountability and justice increasingly dominate the national discourse. Yet the greatest obstacle to this long pursuit of reform is not a lack of legislation; rather, the core of our problem lies in an excess of laws and a chronic deficiency in their enforcement. We have enacted numerous laws — pertaining to the economy, labour, administration and even citizen rights — but their effective implementation remains far from satisfactory. As a result, laws often exist only on paper, not in practice. Their language survives, but their lifeblood — enforcement — is absent.

In reality, a nation's legal system is strengthened not by the sheer number of laws but by the quality of their application. A country does not advance in the rule of law simply by enacting hundreds of statutes; it progresses when its laws are just, realistic, and impartially enforced. Unfortunately, several key legislative frameworks — especially those relating to crime, labour, rights, and governance — contain loopholes and questionable provisions that erode public trust and complicate the path to justice. In this context, mere legislation or amendment is insufficient; what is essential is proper enforcement, effective oversight, and, above all, unwavering political will. A law becomes meaningful only when it touches people's lives at the grassroots, prevents injustice, and upholds fairness.

The recent Bangladesh Labour Law (Amendment) Ordinance, 2025 has brought longstanding, unresolved labour issues back to the centre of national debate. It marks a watershed moment in Bangladesh's labour history. This ordinance is not simply a legal amendment — it represents a shift in perspective, a determined step towards reshaping the relationship between the state, workers, and employers into a more humane, just, and internationally compliant framework. The new law introduces 184 significant changes, reflecting an ambitious and wide-ranging reform agenda. These reforms are not merely administrative; embedded within them are new definitions of dignity, protection and fairness for the working class.

—UNICEF

For decades, some major groups of workers — particularly domestic workers, seafarers and employees of non-governmental organisations — remained outside the protective umbrella of labour law. For the first time, the amended law brings them into the legal fold, granting formal recognition and essential safeguards. This marks a milestone in the labour jurisprudence of Bangladesh.

Domestic workers have long remained an invisible workforce — unorganised, unprotected, and frequently subject to abuse. The new law acknowledges their labour, recognises their dignity, and brings all forms of injustice against them under legal scrutiny. Likewise, the occupational risks, safety standards, and international working conditions of seafarers have been strengthened. NGO employees — comprising hundreds of thousands of workers—will now also come under labour protections, creating a new foundation of justice within this critical sector. Thus, the ordinance not only modernises the labour structure but expands the scope of state responsibility. Bangladesh now stands at a point where working people will no longer be viewed as an "invisible force" but as central stakeholders whose rights and dignity must be protected.

The new amendments have dismantled practices that, for years, acted as invisible chains around workers' lives. Chief among them was the notorious practice of blacklisting. Previously, if a worker raised complaints regarding injustice, discrimination, or unpaid wages, many employers would not only terminate their employment but also block their opportunities to find work elsewhere. Blacklisting functioned as a silent mechanism of retaliation — one that workers had no means to resist. The amended law declares this unethical practice a punishable offence, granting legal recognition and protection to the worker's voice.

Additionally, the law introduces strict penalties for sexual harassment in the workplace — an essential safeguard for women workers. Although women's participation in the labour market continues to rise, many still work under conditions of intimidation and humiliation. The new law provides a tangible pathway to justice, ensuring that victims are entitled not only to lodge complaints but also to receive state protection. Provisions for maternity benefits have been expanded, offering financial and emotional security during a crucial phase of a woman's life. Gender-based wage discrimination has been expressly prohibited — signifying not only economic reform but a profound social transformation by affirming women as equal contributors in the workplace. Furthermore, a dedicated compensation and rehabilitation fund has been established for workers injured or disabled in workplace accidents, ensuring that neither they nor their families fall into financial hardship. This fund is not merely humanitarian support — it symbolises respect for the dignity of labour.

A major reform concerns the introduction of mandatory participation in provident funds or universal pension schemes for workers in the private sector. This initiative will secure long-term financial stability and post-retirement well-being for millions of workers. Another significant step is the simplification of the process for forming trade unions. Under the new rules, even small factories with only twenty workers will be able to form a union — strengthening workers' ability to organise and assert their rights. Earlier, the interim government ratified three key ILO conventions related to occupational safety, health, and freedom from workplace violence. Consequently, Bangladesh has become the only country in South Asia to have ratified all ten fundamental ILO conventions. These collective efforts reflect a strong national commitment to aligning labour policy with international stand-

NEW AGE
NOVEMBER 27, 2025,

# Politics of permission, price of silence

by HM Nazmul Alam

THERE is a quiet tension that runs beneath the current economic crossroads, the kind of tension that rarely appears in policy briefings or official announcements but is unmistakable when one listens to anxieties of ordinary families. The anxieties are not abstract. They can be traced to the floor of an apparel factory in Gazipur where a small owner struggles to understand why his production cost suddenly feels heavier, why his buyers are negotiating more sharply and why the fragile stability that he has maintained for a decade is slipping out of his control. It can be traced to a young woman in Narayanganj who watches her father return home earlier each evening, carrying the grim news that overtime has been cut again. These are the knock-on effects of decisions made far from their reach. These are the decisions made in conference rooms and echoed in diplomatic language but whose consequences are felt most deeply in households that never signed off on them.

—New Age

It is in this context that the ongoing political conversation around Bangladesh's LDC graduation deserves a careful national thought. The recent statement offered by Tarique Rahman situates that debate not as an ideological contest but as a fundamental question of legitimacy, timing and responsibility. His argument rests on a simple, provocative point. Graduation is not just a milestone of national pride. It is also a long-term economic commitment that will reshape the competitive landscape for decades. In his view, those who did not receive a public mandate should not unilaterally lock the country into irreversible decisions.

Whether one agrees with him or not, the issues that he raises demand serious scrutiny. Bangladesh has spent decades, proving its resilience. It has built an export engine through grit, consistency and an ability to adapt to shifting global conditions. Yet, one undeniable truth remains. The transition from LDC benefits to post-graduation competition will not be soft. Tariff preferences will shrink. Compliance costs will rise. Global buyers will adjust their sourcing strategies. All of this will arrive at a time when many sectors are already under strain. To pretend that the pain will be minimal is to deny the lived experiences of those who already feel the ground shifting beneath them.

The dominant narrative suggests that asking for additional time is futile, even humiliating. But, that narrative does not align with historical precedent. Other countries have negotiated adjustments to their timelines, including Angola and Samoa. The UN framework allows flexibility under conditions of economic stress. Requesting a phased transition or seeking temporary protection is not a failure of ambition. It is an exercise in responsible stewardship. The idea that exploring this option is off-limits weakens domestic bargaining power before any negotiation even begins. It narrows the imagination of policymakers and signals to external actors that Bangladesh will not push for terms that reflect its own complexities.

What Tarique Rahman points out, more sharply than many in government circles, is that removing the option of deferral altogether is not a demonstration of confidence. It is an unnecessary concession. It sends out a message that Bangladesh will accept transition terms as they come, rather than an attempt to shape them. Ultimately, this administrative rigidity becomes its own form of political posture, one that prioritises optics over adaptability.

The issue becomes even more layered when one observes decisions being taken simultaneously on critical national infrastructure. Chattogram Port, the primary artery of trade, is entering a period of structural redesign and long-term commitment. Port policy is never neutral. It determines the cost of doing business, the pace of exports, the investment climate and even geopolitical alignment. When decisions of this magnitude are undertaken by an interim government, the questions raised are not about technical expertise. They are about democratic accountability. If these strategic decisions bind future generations, should they not be made by a government directly answerable to those generations?

Tarique Rahman's articulation of this dilemma avoids personal attack. Instead, it raises a broader warning about the fragility of institutions when political transitions occur. Interim arrangements exist to maintain continuity, not to rewrite the national playbook. They are designed to safeguard essential functions until citizens choose a government with a fresh mandate. When temporary administrations take decisions that carry decades of consequence, the balance between necessity and overreach becomes uncomfortably thin.

None of this means that the country should retreat from ambition or abandon momentum. Bangladesh has earned its place as a rising economy and its long-term trajectory depends on continuing reforms. The question is not whether the nation should graduate. It is whether the timing, strategy and political legitimacy of the transition are aligned with the national interest. Tarique Rahman makes a distinction that is often lost in public conversation. Having the right to graduate is not the same as being ready to graduate. Readiness requires careful mapping of risks and transparent engagement with stakeholders who stand to lose first and most sharply.

The banking sector remains under stress. The foreign exchange situation has not yet stabilised. Export figures fluctuate in ways that suggest deep structural vulnerabilities. Debt risks are rising. These are not signs of impending collapse, but they are indicators that the economy is entering the transition phase from a position of imbalance. In such circumstances, exploring flexibility is not indecision. It is prudence.

The heart of Tarique Rahman's argument lies in a political principle rather than an economic one. Decisions that reshape the national horizon should be rooted in the people, not insulated from them. They should emerge from public debate, not bypass it. They should be shaped by those with electoral legitimacy, not those operating on borrowed authority. Even if one disagrees with

বণিক বার্তা রোববার, নভেম্বর ২, ২০২৫

# লিবিয়া থেকে ফিরছেন হাজারো কর্মী, বন্ধ শ্রমবাজার খোলার উদ্যোগ নেই

নিজস্ব প্রতিবেদক

মানব পাচার, অবৈধ অভিবাসন, কর্মীদের দক্ষতার অভাবসহ নানা কারণে বিদেশে বাংলাদেশের শ্রমবাজার নির্দিষ্ট কয়েকটি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। নতুন শ্রমবাজার উন্মুক্ত না হলেও যেসব পুরনো শ্রমবাজার বন্ধ হয়েছে সেগুলো চালুর ব্যাপারে দৃশ্যমান অগ্রগতি নেই। শ্রমবাজার সংকুচিত হওয়ায় কয়েক বছর ধরে হাজারো বাংলাদেশী আফ্রিকার দেশ লিবিয়া হয়ে অবৈধভাবে নৌপথে ইউরোপে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। অন্যদিকে দেশটিতে বসবাসরত অনিয়মিত শ্রমিকরা দুস্থ, অসহায় অবস্থায় জীবনযাপন করছেন। কেউ কেউ ফিরে আসছেন বাংলাদেশে। গত দুই বছরে কয়েক হাজার কর্মী লিবিয়া থেকে শাহজালাল বিমানবন্দরে নেমেছেন। জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্য অনুযায়ী, গত ১২ বছরে ওমান, বাহরাইন, লিবিয়া, সুদান, মিসর, রোমানিয়া, ব্রুনাই ও মালদ্বীপে বাংলাদেশী কর্মীদের জন্য শ্রমবাজার বন্ধ হয়ে গেছে। মালয়েশিয়া সিন্ডিকেট বাণিজ্যের কারণে কর্মী নেয়া বন্ধ করেছে এক বছরের বেশি সময় ধরে। সংযুক্ত আরব আমিরাতের শ্রমবাজার আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ না হলেও গত বছর জুলাই থেকে কর্মী ভিসা ইস্যু বন্ধ রেখেছে। তবে সাত বছর বন্ধ থাকার পর সম্প্রতি ইরাকের শ্রমবাজার খুলেছে।

**তিউনিসিয়া ও লিবিয়া থেকে প্রত্যাবাসিত বাংলাদেশী**

| অর্থবছর | সংখ্যা |
|---|---|
| ২০২৫-২৬ | ১,৪৬৬ |
| ২০২৪-২৫ | ৩,৫৩৩ |
| মোট | ৪,৯৯৯ |

সূত্র : বাংলাদেশ দূতাবাস

## লিবিয়া থেকে ফিরছেন

শেষ পৃষ্ঠার পর

গত বছরের শুরুতে সাড়ে সাত লাখ টাকা খরচ করে লিবিয়া গিয়েছিলেন পিরোজপুরের লোকমান হোসেন। সেখানে কয়েক মাস কাজ করে ঠিকমতো বেতন পাননি। ইতালিতে গেলে ভালো বেতন ও উন্নত জীবন পাওয়া যাবে—এমন আশায় দালালের মাধ্যমে দেশটিতে অবৈধভাবে প্রবেশের সিদ্ধান্ত নেন লোকমান। তবে দালালরা ইতালি পাঠানোর কথা বলে তাকে বিক্রি করে দেয় আরেক চক্রের কাছে। গত বছর ৭ জুন ইতালি যাওয়ার পথে মানব পাচারকারীদের হাতে ধরা পড়েন তিনি। লিবিয়ার জুহুরঘাটে আটকে রেখে চলে নির্যাতন। হাত-পা বেঁধে লাঠি দিয়ে পেটানো অবস্থায় ভিডিও কল করা হয় লোকমানের স্ত্রীর ফোনে। মুক্তিপণ হিসেবে চাওয়া হয় ১৫ লাখ টাকা। জমিজমা বিক্রি করে ও ঋণ নিয়ে ১১ লাখ টাকা মুক্তিপণ দেয় লোকমানের পরিবার। এরপর একরকম জীবন হাতে নিয়ে চলতি বছর এপ্রিলে শূন্য হাতে দেশে ফেরেন তিনি।

লিবিয়ার ত্রিপোলিতে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের শ্রম কল্যাণ উইংয়ের তথ্য মতে, ২০২৩ সালের জুন থেকে এখন পর্যন্ত মোট ৭ হাজার ১৭১ জন বাংলাদেশীকে তারা দেশটির সরকারের সহায়তায় ঢাকায় ফেরত পাঠিয়েছে। এর মধ্যে চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের (চার মাসে) এ পর্যন্ত প্রত্যাবাসিত বাংলাদেশীর সংখ্যা ১ হাজার ৪৬৬ জন এবং গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৩ হাজার ৫৩৩ জনকে দেশে ফেরত পাঠানো হয়।

বিএমইটির তথ্য মতে, শ্রমবাজার বন্ধ থাকলেও চলতি বছর লিবিয়া গেছেন ১০ জন, ২০২৪ সালে গেছেন ৭৮২ জন, ২০২৩ সালে ৩৬৭ এবং ২০২২ সালে গেছেন ৩৭২ জন কর্মী। তাদের মধ্যে কয়েকজন ফিরেছেন তিউনিসিয়া থেকে।

গত ৩০ অক্টোবর লিবিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশ দূতাবাসের তত্ত্বাবধানে এবং লিবিয়ার জাতীয় ঐকমত্যের সরকারের সহযোগিতায় স্বেচ্ছায় দেশে প্রত্যাবর্তনে আগ্রহী ৩১০ জন বাংলাদেশী নাগরিককে ঢাকায় ফেরত পাঠানো হয়েছে। এছাড়া গত ২৮ অক্টোবর ত্রিপোলিতে তাজুরা ডিটেনশন সেন্টারে বন্দি ২১ জন এবং মিসরাতা শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় বসবাসকারী দুস্থ, অসহায় ও শারীরিকভাবে অসুস্থ ১৫৩ জনসহ মোট ১৭৪ জন আগ্রহী অনিয়মিত বাংলাদেশীকে ফেরত পাঠানো হয়।

লিবিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল আবুল হাসনাত মুহাম্মদ খায়রুল বাশার এক বিবৃতিতে জানান, বিপদগ্রস্ত ও অনিয়মিত অবস্থায় থাকা অভিবাসীদের মধ্য থেকে স্বেচ্ছায় দেশে ফিরতে ইচ্ছুকদের নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করতে দূতাবাস সর্বোচ্চ আন্তরিকতা ও সহানুভূতির সঙ্গে কাজ করছে।

ইতালির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ প্রকাশিত পরিসংখ্যানের তথ্য মতে, ২০২৫ সালের এখন পর্যন্ত মোট ১৬ হাজার ৫৫২ জন বাংলাদেশী ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইতালির উপকূলে পৌঁছেছেন। এ বছর ইতালিতে পাড়ি জমানো অভিবাসনপ্রত্যাশীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গেছেন বাংলাদেশ থেকে।

রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিটের (রামরু) প্রতিষ্ঠাতা চেয়ার তাসনিম সিদ্দিকী বণিক বার্তাকে বলেন, 'লিবিয়া ইউরোপে যাওয়ার পথ। বিভিন্ন পথে বাংলাদেশী কর্মীরা দেশটিতে যান। বছর খানেক থাকার পর সুযোগ বুঝে ইউরোপে যাওয়ার চেষ্টা করেন। ইউরোপে ঢোকার মেকানিজম কঠিন হওয়ায় অনেকেই আটকা পড়ছেন, যেতে পারছেন না কিংবা অবৈধ হয়ে পড়ছেন'

THE BUSINESS STANDARD SATURDAY 08.11.2025

# Bangladesh eyes Japan's labour market amid demand for 11m workers

LABOUR - BANGLADESH

**TBS REPORT**

Bangladesh has positioned itself as a potential major source of skilled workers for Japan, which is projected to face a shortage of around 11 million foreign workers by 2040.

The government says it is preparing to meet this demand by strengthening training and recruitment systems for overseas employment.

The Embassy of Bangladesh in Tokyo organised a seminar and business matching event yesterday in Nagoya, with support from the Japan International Trainee and Skilled Worker Cooperation Organization (Jitco).

Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment Senior Secretary Neyamat Ullah Bhuiyan attended as the chief guest, while around 250 manpower-sending and recruiting organisations took part.

Bangladesh's Ambassador to Japan, Md Daud Ali, assured that the embassy would fully support efforts to increase the deployment of skilled Bangladeshi workers.

During the seminar, Neyamat presented a statistical comparison of labour trends in both countries, noting that Bangladesh currently has a surplus of around 25 million working-age individuals, a trend expected to continue for the next 15 years.

In contrast, Japan is projected to require a significant number of foreign workers to sustain its workforce.

He said Bangladesh is committed to taking necessary steps to meet part of Japan's labour demand.

To support this, 33 Technical Training Centres (TTCs) have already been designated to prepare workers for employment in Japan, and the number could be increased based on future needs.

Neyamat also highlighted the establishment of a "Japan Cell" within the ministry to serve as a coordination and communication point dedicated to the Japanese labour market.

He expressed hope that cooperation between Bangladeshi and Japanese recruitment organisations would create mutual benefits.

Jitco Senior Vice President Shigeo Matsutomi gave a presentation on global labour market trends and employment prospects in Japan.

At the end of the event, four agreements were signed between Bangladeshi manpower-sending agencies and Japanese recruiting companies. Officials of the Bangladesh Embassy were also present.

বণিক বার্তা সোমবার, নভেম্বর ৩, ২০২৫

# অক্টোবরে রেমিট্যান্স এসেছে আড়াই বিলিয়ন ডলারের বেশি

নিজস্ব প্রতিবেদক

ছাত্র-জনতার গণ-অর্ভুত্থান-পরবর্তী সময়ে দেশে রেমিট্যান্স প্রবাহে যে উল্লম্ফন শুরু হয়েছিল, সেটি অব্যাহত রয়েছে। সদ্য শেষ হওয়া অক্টোবরেও দেশে রেমিট্যান্স এসেছে ২৫৬ কোটি বা ২ দশমিক ৫৬ বিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশী মুদ্রায় প্রবাসীদের পাঠানো এ অর্থের পরিমাণ ৩১ হাজার কোটি টাকারও বেশি। এর আগে সেপ্টেম্বরে প্রবাসীরা ২ দশমিক ৬৯ বিলিয়ন ডলারের রেমিট্যান্স দেশে পাঠিয়েছিলেন। গতকাল বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে এ তথ্য জানানো হয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম চার মাসে (জুলাই-অক্টোবর) ১০ দশমিক ১৫ বিলিয়ন ডলারের রেমিট্যান্স এসেছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের একই সময়ে রেমিট্যান্স এসেছিল ৮ দশমিক ৯৪ বিলিয়ন ডলার। সে হিসেবে চলতি অর্থবছরের প্রথম চার মাসে প্রবাসীরা ১ দশমিক ২১ বিলিয়ন ডলার বেশি পাঠিয়েছেন। এক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ১৩ দশমিক ৫৬ শতাংশ।

> কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম চার মাসে (জুলাই-অক্টোবর) ১০ দশমিক ১৫ বিলিয়ন ডলারের রেমিট্যান্স এসেছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের একই সময়ে রেমিট্যান্স এসেছিল ৮ দশমিক ৯৪ বিলিয়ন ডলার

গত অর্থবছরে প্রবাসীরা অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি রেমিট্যান্স দেশে পাঠিয়েছিলেন। অর্থবছরটিতে দেশে আসা রেমিট্যান্সের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩০ দশমিক ৩৩ বিলিয়ন ডলার। যেখানে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ২৩ দশমিক ৯১ বিলিয়ন ডলারের রেমিট্যান্স দেশে এসেছিল। সে হিসেবে গত অর্থবছরে রেমিট্যান্সের প্রবৃদ্ধি ছিল ২৬ দশমিক ৮৩ শতাংশ।

বিদ্যমান প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকলে চলতি অর্থবছরে রেমিট্যান্স প্রবাহ নতুন উচ্চতায় পৌঁছবে বলে মনে করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক আরিফ হোসেন খান। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, 'গত অর্থবছরে রেকর্ড পরিমাণ রেমিট্যান্স দেশে এসেছিল। সে হিসেবে এ বছর আশঙ্কা ছিল রেমিট্যান্স কিছুটা কমে যাওয়ার। কিন্তু আমরা দেখছি, প্রবাসীরা বৈধ পথে আরো বেশি পরিমাণ রেমিট্যান্স দেশে পাঠাচ্ছেন। প্রবৃদ্ধির এ ধারা অব্যাহত থাকলে চলতি অর্থবছরে রেমিট্যান্সে আরো বড় রেকর্ড হবে। প্রবাসীদের রেমিট্যান্সে বাংলাদেশের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ডলারের সংকট পুরোপুরি কেটে গিয়ে উদ্বৃত্ত থাকছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাজার থেকে ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি কিনে নিয়েছে। এতে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভেও বড় প্রবৃদ্ধি হচ্ছে।'

কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানায়, সদ্য শেষ হওয়া অক্টোবরে প্রবাসীরা ২ দশমিক ৫৬ বিলিয়ন ডলারের রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন। ২০২৪ সালের অক্টোবরে আসা রেমিট্যান্সের পরিমাণ ছিল ২ দশমিক ৩৯ বিলিয়ন ডলার। সে হিসাবে গত মাসে রেমিট্যান্সে প্রবৃদ্ধি ছিল ৭ শতাংশ।

দেশে রেমিট্যান্স প্রবাহে বিরাজমান উল্লম্ফন শুরু হয়েছিল ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থান তথা গত বছরের ৫ আগস্ট থেকে। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর প্রবাসীরা আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় বৈধ পথে বেশি পরিমাণ রেমিট্যান্স দেশে পাঠাতে থাকেন। গত অর্থবছরে আসা ৩০ দশমিক ৩৩ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্সের ওপর ভর করে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভেও স্থিতিশীলতা ফেরে।

ডলার সংকটের কারণে ২০২২ সালের মাঝামাঝি থেকেই দেশে রিজার্ভের ক্ষয় শুরু হয়। ৪৮ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হওয়া রিজার্ভ দুই বছরের মধ্যে অর্ধেকেরও নিচে নেমে আসে। তবে চলতি অর্থবছরের শুরুতে রিজার্ভ বাড়তে শুরু করেছে। অক্টোবর শেষে দেশের গ্রস রিজার্ভ ছিল ৩২ দশমিক ১৫ বিলিয়ন ডলার। তবে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী (বিপিএম৬) দেশের রিজার্ভ ২৭ দশমিক ৫৪ বিলিয়ন ডলার রয়েছে।

যুগান্তর সোমবার ৩ নভেম্বর ২০২৫ ১৮ কার্তিক ১৪৩২

# চার মাসে রেমিট্যান্স ছাড়িয়েছে ১০০০ কোটি ডলার

## অক্টোবরে এসেছে ২৫৬ কোটি ডলার

যুগান্তর প্রতিবেদন

চলতি অর্থবছরে জুলাই-অক্টোবর এই চার মাসে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সের পরিমাণ হাজার কোটি ডলার ছাড়িয়েছে। এ সময়ে দেশে রেমিট্যান্স এসেছে ১০০১ কোটি ৪৯ লাখ ডলার। যা গত অর্থবছরের চেয়ে ১৩ দশমিক ৫৬ শতাংশ বেশি। এর আগে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রথম চার মাসে রেমিট্যান্স এসেছিল ৮৯৩ কোটি ৭০ লাখ ডলার। রোববার বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী, অক্টোবরে রেমিট্যান্স এসেছে ২৫৬ কোটি ৩৪ লাখ ৮০ হাজার ডলার, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৬ কোটি ৮৪ লাখ ডলার বেশি। গত বছরের একই সময়ে রেমিট্যান্স এসেছিল ২৩৯ কোটি ৫০ লাখ ডলার।

চলতি অর্থবছরের মাসভিত্তিক হিসাবে জুলাইয়ে ২৪৭ কোটি ৭৮ লাখ ডলার, আগস্টে ২৪২ কোটি ১৯ লাখ ডলার এবং সেপ্টেম্বরে ২৬৮ কোটি ৫৮ লাখ ডলার রেমিট্যান্স এসেছে। তবে সেপ্টেম্বরের তুলনায় অক্টোবরে রেমিট্যান্স এসেছে কম।

এদিকে রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়ায় দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেড়ে যাচ্ছে। রোববার দিনের শুরুতে দেশের গ্রস বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ৩ হাজার ২১৫ কোটি ডলার এবং নিট রিজার্ভ ছিল ২ হাজার ৭৫৪ কোটি ডলার।

সময়ের আলো বৃহস্পতিবার। ২০ নভেম্বর ২০২৫।

আসিফ নজরুল জানালেন

# মালয়েশিয়ার বেশিরভাগ শর্ত পূরণ সম্ভব নয়

কূটনৈতিক প্রতিবেদক

বাংলাদেশি শ্রমিকদের জন্য নতুন করে শ্রমবাজার খুললেও ১০টি শর্ত যুক্ত করেছে মালয়েশিয়া, যেগুলোকে অগ্রহণযোগ্য মনে করছে ঢাকা। এ বিষয়ে আপত্তি জানিয়ে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেছেন, বেশিরভাগ শর্ত পূরণ করা সম্ভব নয়। এগুলো পূরণ করতে গেলে আবারও সিন্ডিকেট হবে। বুধবার ঢাকায় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলওর সহযোগিতায় তৈরি ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট প্ল্যাটফর্মের (ওইপি) উদ্বোধন অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা এসব কথা বলেন।

আসিফ নজরুল বলেন, মালয়েশিয়া থেকে যে ১০টা শর্ত দিয়েছে, কয়েকটা শর্তের ব্যাপারে আমরা শক্ত আপত্তি জানিয়েছি। আমরা রিক্রুটিং এজেন্সির সঙ্গে কথা বলার পরে মালেশিয়াকে জানিয়েছি যে এসব শর্ত মিটআপ (পূরণ) করা সম্ভব নয়। কারণ এগুলো মিটআপ করতে গেলে এখানে আবার সিন্ডিকেট হবে। অল্প কয়েকটি রিক্রুটিং এজেন্সি সুযোগ পাবে। এটি আমরা চাই না। মালয়েশিয়া আশ্বাস দিয়েছে যে তারা এগুলো বিবেচনা করবে। শ্রমবাজার সবসময় সবার জন্য উন্মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত আমরা মালয়েশিয়ার সঙ্গে কূটনৈতিক আলাপ অব্যাহত রাখব।

জানা গেছে, অতীতে বহুবার জটিলতা এবং সিন্ডিকেটের কারণে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার বন্ধ হয়েছে। ২০১৮ সালে দুর্নীতির অভিযোগে একবার বন্ধ হওয়ার পর ২০২১ সালের ডিসেম্বরে নতুন সমঝোতা চুক্তির মাধ্যমে ২০২২ সালে এটি আবার চালু হয়। কিন্তু সম্প্রতি মালয়েশিয়া সরকার বাংলাদেশসহ অন্যান্য কর্মী প্রেরণকারী দেশ (যেমন : ভারত, নেপাল, মিয়ানমার) থেকে কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে নতুন করে কড়াকড়ি আরোপ করেছে। গত অক্টোবরের শেষের দিকে মালয়েশিয়ার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি চিঠি দিয়ে রিক্রুটিং এজেন্সির সংখ্যা যৌক্তিক করার জন্য ১০টি বাধ্যতামূলক মানদণ্ড নির্ধারণ করে। তাদের দাবি, এতে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে।

# মালয়েশিয়ার ১০ শর্ত 'অবাস্তব ও সিন্ডিকেটনির্ভর' : বায়রা

## প্রত্যাহার দাবি

কূটনৈতিক প্রতিবেদক

মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানো প্রক্রিয়ায় আরোপ করা ১০টি 'অবাস্তব ও সিন্ডিকেটনির্ভর' শর্ত অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সি (বায়রা) সম্মিলিত সমন্বয় ফ্রন্ট। একই সঙ্গে সৌদি আরবে আগের নিয়মে ২৪টি ভিসা পর্যন্ত সত্যায়নবিহীন বহির্গমন ছাড়পত্র পুনর্বহাল এবং বায়রার সাবেক যুগ্ম মহাসচিব ফখরুল ইসলামের বিরুদ্ধে দায়ের করা মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে সংগঠনটির।

জাতীয় প্রেস ক্লাবের মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ হলে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বুধবার এসব দাবি জানান বায়রার সাবেক সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা এন এ এইচ সেলিম। তিনি বলেন, মালয়েশিয়া শ্রমবাজারে সিন্ডিকেটের অনিয়ম, দুর্নীতি ও অতিরিক্ত অভিবাসন ব্যয়ের বিষয়টি বহুদিনের সমস্যা। রাজনৈতিক পরিস্থিতি পরিবর্তনের পরও পূর্ববর্তী সরকারের ধারাবাহিকতায় কিছু উপদেষ্টার 'নতজানু ও অপেশাদার' কূটনৈতিক আচরণের কারণে মালয়েশিয়ার প্রস্তাবিত ১০টি শর্ত রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা বাস্তবসম্মত নয় এবং সিন্ডিকেটের স্বার্থ রক্ষাকারী। নেপাল সরকার ইতিমধ্যে এসব শর্ত প্রত্যাখ্যান করেছে। নেপালের মতো একটি দেশ যদি অযৌক্তিক শর্ত প্রত্যাখ্যান করতে পারে, তবে বাংলাদেশ কেন পারবে না? এসব শর্ত বাস্তবায়ন হলে মাত্র দুয়েকটি প্রতিষ্ঠান ছাড়া অধিকাংশ এজেন্সি শ্রমবাজার থেকে বাদ পড়বে, যা হবে 'সিন্ডিকেটের আধুনিক সংস্করণ'। এ বিষয়ে আমরা সরকারের উপদেষ্টার কাছে লিখিত সুপারিশ দিয়েছি। বৈধ সব রিক্রুটিং এজেন্সির জন্য শ্রমবাজার উন্মুক্ত করতে পেশাদার কূটনৈতিক উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছি। সংবাদ সম্মেলনে বায়রার সাবেক সভাপতি অভিযোগ করেন বলেন, আসন্ন বায়রা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সিন্ডিকেট চক্রের উস্কানিতে সিন্ডিকেটবিরোধী প্রার্থীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করা হচ্ছে। গত ৪ অক্টোবর বায়রার সাবেক যুগ্ম মহাসচিব ফখরুল ইসলামসহ দুই এজেন্সি মালিকের নামে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলা করেন রুল ইন্টারন্যাশনালের মালিক রুবেল হোসেন।

সমকাল । শনিবার । ৮ নভেম্বর ২০২৫ ।

# লিবিয়া থেকে দেশে ফিরে নিঃস্ব সুনামগঞ্জের ২৬৫ তরুণ

■ সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি

## অবৈধভাবে ইতালি যাওয়ার চেষ্টা

### দালাল চক্রকে দিতে হয়েছে ১৮ থেকে ২৫ লাখ টাকা

অবৈধ পথে গত দুই বছরে ইতালি যেতে গিয়ে লিবিয়া থেকে দেশে ফিরেছেন সুনামগঞ্জের বিভিন্ন উপজেলার ২৬৫ জন তরুণ। তাদের প্রত্যেকে কেউ ভিটেমাটি বিক্রি করে, কেউবা সুদে টাকা এনে ১৮ থেকে ২৫ লাখ টাকা দিয়েছেন দেশি ও লিবিয়ার দালাল চক্রকে। তার পরও স্বপ্নের ইতালিতে পৌঁছাতে পারেননি তারা। বরং নির্যাতনের শিকার হয়ে এবং সহায়-সম্বল হারিয়ে দেশে ফিরতে হয়েছে তাদের।

তেমনই একজন সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার গৌরারং ইউনিয়নের রাধানগর গ্রামের আব্দুর রহমানের ছেলে শাকিল আহমদ। ভালো কাজের আশায় ইতালি যাওয়ার লোভে তিনি দালাল চক্রের ফাঁদে পা দিয়েছিলেন। শাকিল জানান, ২০২৩ সালের মে মাসে দালালের মাধ্যমে কয়েকটি দেশ পেরিয়ে লিবিয়ায় পৌঁছানোর চুক্তি করেন তিনি। প্রাথমিকভাবে সাড়ে চার লাখ টাকায় চুক্তি হয়। টাকা পরিশোধের পর প্রথমে দুবাই যান। সেখানে এক মাস থেকে অবৈধভাবে মিসরে প্রবেশ করেন এবং পরদিন লিবিয়ায় পৌঁছান। লিবিয়ায় পৌঁছে শরীয়তপুরের এক দালালের সঙ্গে আবার নতুন করে সাড়ে ৬ লাখ টাকায় চুক্তি করেন। দালাল তাঁকে আশ্বাস দেন, ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইতালিতে পৌঁছে দেওয়া হবে। টাকা পরিশোধের পর ৪৮ জনের একটি দলের সঙ্গে শাকিলকেও অপেক্ষায় রাখা হয়। কিন্তু কিছুদিন পর সেই দালাল তাদের লিবিয়ার আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে তুলে দেয়।

শাকিল আরও জানান, লিবিয়ার একটি দালালচক্র আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাছ থেকে তাদের কয়েকজনকে ফের কিনে নেয়। এরপর শুরু হয় মুক্তিপণের জন্য নির্মম নির্যাতন। শাকিলসহ অনেকে এই ভয়াবহ অভিজ্ঞতা নিয়ে গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে যখন দেশে ফেরেন, ততদিনে তারা শারীরিক ও মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন। আর দালাল চক্রকে মুক্তিপণ দিতে গিয়ে নিঃস্ব হয়ে যায় তাদের পরিবার।

শাকিল বলেন, টাকা ধার নিয়ে বিদেশে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, কষ্ট করে উপার্জন করে ঋণ শোধ করব। কিন্তু এখন সবকিছু হারিয়ে অসহায় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছি।

শাকিলের মতোই আরেকজন সদর উপজেলার ভাটি সাফেলা গ্রামের বাসিন্দা জাকারিয়া আহমেদ ইয়াহিয়া। তিনি জানান, দালালের মাধ্যমে অবৈধভাবে ইতালি যাওয়ার উদ্দেশ্যে দেশ থেকে দুবাই, মিসরসহ আরও একটি দেশ হয়ে লিবিয়া যেতে তাঁকে দিতে হয়েছিল চার লাখ টাকা। লিবিয়ায় পৌঁছে আরও চার লাখ টাকায় চুক্তি করেন ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইতালি যাওয়ার জন্য। জাকারিয়া বলেন, ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেওয়ার বিষয়টিকে দালালরা বলে 'গেম'। এই গেমের অপেক্ষায় আমাকে থাকতে হয়েছে ৮ থেকে ৯ মাস। পরে দালাল আমাদের ১২০ জনকে একটি নৌকায় তুলে দেয়। কিন্তু সাগরের মাঝপথে লিবিয়ার কোস্টগার্ড আমাদের আটক করে। পরে পাঁচ দিন কারাভোগের পর কুমিল্লার মাফিয়া রাসেল নামে এক ব্যক্তি আমাকেসহ আরও এক বাংলাদেশিকে কিনে নেয়। তাঁর বাড়িতে আরও অনেক মানুষ আটক ছিল। সবাইকে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে মুক্তিপণের টাকা দিতে বাধ্য করা হয়। যারা টাকা দিতে পারেনি, তাদের ওপর চালানো হতো অমানবিক নির্যাতন।

জাকারিয়া বলেন, আমাকে বলা হয় দুই দিনের মধ্যে বাড়ি থেকে ৬ লাখ আনতে হবে। আমি বাড়ির জমি বিক্রি করে টাকা পাঠাতে বলি। পরিবার দুদিনের মধ্যে টাকা পাঠানোয় আমাকে ছেড়ে দিয়েছিল। গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে দেশে ফিরেছি। এখনও ধারদেনা পরিশোধ করতে পারিনি।

ব্র্যাক মাইগ্রেশনের প্রোগ্রামের কর্মকর্তারা জানান, অনিরাপদভাবে ইউরোপে যাওয়ার শীর্ষে রয়েছে বাংলাদেশ। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে সিরিয়া। গত বছর বাংলাদেশ থেকে ১০ লাখের বেশি মানুষ বৈধভাবে বিদেশ গিয়েছেন। সে হিসেবে প্রতি ঘণ্টায় বিদেশ যাচ্ছেন ১১৫ জন। এদের বড় অংশই অদক্ষ।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সমর কুমার পাল বলেন, জেলা প্রশাসনের প্রবাসী কল্যাণ সেল আছে। দূতাবাসের নির্দেশনা পেলে প্রবাসী কল্যাণ-সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে তারা কাজ করে। তবে অবৈধভাবে যারা প্রবাসে যান, তাদের বিষয়ে এই সেল কোনো কাজ করছে না।

ব্র্যাকের এমআরএসসি কোঅর্ডিনেটর নজরুল ইসলাম বলেন, দালালের খপ্পরে পড়ে অনেকে বিদেশ পাড়ি দেন। সুনামগঞ্জে ২৬৫ জন তরুণ দালালের মাধ্যমে প্রতারিত হয়ে লিবিয়া থেকে ফেরত এসেছেন। যারা ফেরত এসেছেন, তাদের তথ্য আমাদের কাছে রয়েছে। অনেকেই লিবিয়া থেকে গেমে ইতালি যাওয়ার সময় ভূমধ্যসাগরে ডুবে মারা যান। তাদের তথ্য নেই আমাদের কাছে। তরুণরা যেন অবৈধভাবে বিদেশ পাড়ি না জমান, সেজন্য আমরা সচেতনতা কার্যক্রম চালাচ্ছি।

কালের কণ্ঠ । মঙ্গলবার । ১১ নভেম্বর ২০২৫ ।

# এ বছর ১৭ হাজার বাংলাদেশি লিবিয়া হয়ে ইতালিতে ঢুকেছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

চলতি বছরের এ পর্যন্ত ১৭ হাজার বাংলাদেশি অবৈধ পথে লিবিয়া হয়ে ইতালি প্রবেশ করেছেন বলে জানিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত ইতালির রাষ্ট্রদূত আন্তোনিও আলেসান্দ্রো। বছর শেষে তা ১৮ হাজার হতে পারে। অন্যদিকে চলতি বছর ৯ হাজার বাংলাদেশি নাগরিককে ভিসা দিয়েছে ইতালি।

গতকাল সোমবার বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজে (বিআইআইএসএস) 'সম্পর্ক জোরদার : বাংলাদেশ-ইতালির ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গি' শীর্ষক কান্ট্রি লেকচার সিরিজে দেওয়া বক্তব্যে এ তথ্য জানান ইতালির রাষ্ট্রদূত।

রাষ্ট্রদূত আন্তোনিও আলেসান্দ্রো জানান, প্রতিদিনই অবৈধ পথে বাংলাদেশিরা ইতালিতে প্রবেশ করছে। অনেকে বাংলাদেশে বৈষম্যের শিকার না হয়েও রাজনৈতিক আশ্রয়ের জন্য আবেদন করছে, যা আমাদের মাইগ্রেশন আইনের অপব্যবহার।

বাংলাদেশের পাবলিক ডকুমেন্টের ক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন আছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এমন ডকুমেন্টও আমাদের কাছে আসে যেটা সরকারি অফিসের ইস্যু করা; কিন্তু আদতে দেখা যায় সেটা ভুল তথ্যের ডকুমেন্ট। এ কারণে কনস্যুলার সার্ভিস দেওয়ার ক্ষেত্রে নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। অনেক সময় যারা অবৈধপথে যাচ্ছে তাদের ভুক্তভোগী বলা হয়, কিন্তু আসলে তারা ভুক্তভোগী না। যারা ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে লিবিয়া হয়ে ইতালি প্রবেশ করতে মানবপাচারকারীকে ১৫ হাজার ইউরো দিয়ে যায়, তারা সব জেনেই যায়। তিনি বলেন, অবৈধভাবে ইতালিতে গিয়ে রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন করলে বাংলাদেশের পাসপোর্টে প্রভাব পড়ে।

বণিকবার্তা
সোমবার, নভেম্বর ৩, ২০২৫

## বিজিবিএর আলোচনা সভায় বক্তারা

# নীতিসহায়তা না পেলে পোশাক কারখানা বন্ধের সংখ্যা বাড়তেই থাকবে

নিজস্ব প্রতিবেদক

অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর গত এক বছরে দেশে বিভিন্ন কারণে ১৮২টি পোশাক কারখানা বন্ধ রয়েছে। এর ফলে তৈরি পোশাক খাতের রফতানি ক্রয়াদেশ হ্রাস, কর্মসংস্থান সংকট ও ব্যাংক ঋণ পরিশোধে জটিলতা দেখা দিয়েছে। এছাড়া পোশাক শিল্পের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সংগঠন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট কোনো কাঠামো নেই। এমন পরিস্থিতিতে নীতিসহায়তা না পেলে কারখানা বন্ধের সংখ্যা আরো বাড়তেই থাকবে বলে জানিয়েছেন খাতসংশ্লিষ্টরা।

গতকাল রাজধানীর একটি হোটেলে 'বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের বর্তমান সংকট ও পুনরুদ্ধারের পথ' শীর্ষক আলোচনা সভায় এসব কথা তুলে ধরেন বক্তারা। বাংলাদেশ গার্মেন্ট বায়িং হাউজ অ্যাসোসিয়েশন (বিজিবিএ) এ আলোচনা সভার আয়োজন করে। বিজিবিএ সভাপতি মোহাম্মদ পাভেলের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, 'দেশের অর্থনীতিতে স্বস্তি আনতে এবং ব্যবসায়িক সুবিধা বাড়াতে বিধি শিথিলকরণসহ (নিয়ম কমানো) একটি সামগ্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। বেসরকারি খাতের জন্য উপযুক্ত সামর্থ্য ও স্বস্তির পরিবেশ

বেসরকারি খাতের জন্য স্বস্তির পরিবেশ নিশ্চিত করা আবশ্যক। যদি ব্যবসায়ীরা স্বস্তি বা আরামদায়ক অবস্থা না পান, তবে শুধু বক্তৃতা দিয়ে বা টুকরো টুকরো নিয়ম তৈরি করে কোনো লাভ হবে না

—আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী
বিএনপি নেতা ও সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী

### নীতিসহায়তা না পেলে

শেষ পৃষ্ঠার পর

নিশ্চিত করা আবশ্যক। যদি ব্যবসায়ীরা স্বস্তি বা আরামদায়ক অবস্থা না পান, তবে শুধু বক্তৃতা দিয়ে বা টুকরো টুকরো নিয়ম তৈরি করে কোনো লাভ হবে না।'

তিনি বলেন, 'নিয়ম-কানুন অবশ্যই সামগ্রিকভাবে তৈরি করতে হবে। কেবল সুদহার (ইন্টারেস্ট রেট) কমালে অথবা বন্দর ব্যবস্থার উন্নতি ঘটালে সমস্যার সমাধান হবে না। ব্যবসা প্রসারের জন্য দেশীয় ও বাইরের সবার জন্য একটি বিনামূল্যের সুবিধার মতো পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে, যাতে বেসরকারি খাত স্বস্তির পরিবেশ পায়।'

ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অঙ্গীকার থাকা জরুরি জানিয়ে আমীর খসরু বলেন, 'সরকার যদি অন্য কোনো সমস্যার সম্মুখীন না হয়, তবে সেক্ষেত্রে আপনারা কীভাবে কাজ বাস্তবায়ন করতে চান, সেই চাহিদাপত্র তৈরি করলে সরকার তা মেনে নিতে প্রস্তুত।'

তিনি বলেন, 'একটি নির্বাচিত সরকার থাকা অত্যন্ত জরুরি, যা জনগণের কাছে, ব্যবসায়ীদের কাছে এবং সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে। দায়বদ্ধতার কারণে নির্বাচিতদের জনগণের কথা শুনতে হয়, প্রশাসনের বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করতে হয়, চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।'

আমীর খসরু উল্লেখ করেন, যখনই কোনো সমস্যা দেখা দেয়, তখন সংসদীয় আলোচনা বা সংসদের বাইরে আলোচনা হয় এবং নির্বাচিতদের জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। বর্তমানে ১৪-১৫ মাস ধরে সরকার চললেও এখনো পরিপূর্ণ গণতন্ত্র তৈরি হয়নি এবং দেশ একটি অনিশ্চিত অবস্থায় ঝুলে আছে।'

সভায় পোশাক শিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর পরিচালক ফয়সাল সামাদ বলেন, 'পোশাক শিল্পে প্রতিনিয়ত বিদ্যুৎ সমস্যা, শ্রমিক সমস্যা বা দক্ষতার অভাবসহ নানা সমস্যার সম্মুখীন হন ব্যবসায়ীরা। এমন অনেক ক্রেতা আছেন যারা বাংলাদেশে বাণিজ্য আনেন, কিন্তু অনেক সমস্যাও সৃষ্টি করেন। এ ধরনের ক্রেতাদের চিহ্নিত করা জরুরি। কারণ অনেক ক্ষেত্রে তাদের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা প্রত্যাবাসন বিলম্বিত হয়।'

তিনি উল্লেখ করেন, বিমানবন্দরে একটি বড় ধরনের অগ্নিকাণ্ডের কারণে পোশাক খাতে দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান উভয় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। উন্নয়নের জন্য আনা অনেক নমুনা পুড়ে গেছে, যার ফলস্বরূপ পরবর্তী মৌসুমের বাণিজ্য পিছিয়ে যাচ্ছে বা কার্যাদেশ না হওয়ার অবস্থায় চলে যাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে পোশাক শিল্পে নীতিসহায়তাও প্রয়োজন।

এ সময় বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএমএ) সভাপতি শওকত আজিজ রাসেল বলেন, 'সরকারের কাছে একটি সভার অনুমতি পেতে ১২০ দিন সময় লাগে, অথচ আজ পর্যন্ত সেই সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। বিজিএমইএ, বিটিএমএ, বিকেএমইএ, বিজিবিএ, বিজিএপিএমইএসহ বিভিন্ন সংগঠনের সম্মিলিত বিনিয়োগ প্রায় ৭৫ বিলিয়ন ডলার। তারা বছরে ৪০ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রফতানি করে। ভবিষ্যতে রফতানি ৫০ বিলিয়ন ছাড়িয়ে ১০০ বিলিয়ন ডলার স্পর্শ করবে।'

শওকত আজিজ রাসেল বলেন, 'সাবেক অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানের সময়ে প্রণোদনা (২৫ শতাংশ ভর্তুকি) এবং অন্যান্য নীতির মাধ্যমেই খাতটি বড় হয়েছিল।'

সরকারের আচরণ নিয়ে গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিটিএমএ সভাপতি। তিনি বলেন, 'তারা যখন মন্ত্রণালয়ে যান, কর্মকর্তারা দ্রুত চা-বিস্কুট খাইয়ে তাদের বিদায় করার চেষ্টা করেন। দুঃখের বিষয়, দেশের সবচেয়ে বড় এ খাতের প্রতিনিধি হওয়া সত্ত্বেও বিজিএমইএ সভাপতি এখনো প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সুযোগ পাননি। সরকারের একজন মুখপাত্রের কাছে কোনো তথ্যই থাকে না। তিনি উল্টাপাল্টা কথা বলে মানুষকে বিব্রত করছেন।'

বিজিবিএ সভাপতি মোহাম্মদ পাভেল বলেন, 'সরকার ৪৪ দশমিক ৪ বিলিয়ন ডলার আয়ের যে বড় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে, সে লক্ষ্য অর্জনের জন্য কোনো সঠিক রোডম্যাপ তৈরি করা হয়নি। বায়িং হাউজগুলো আগামী ছয় মাস বা এক বছর পর কী ধরনের কাজের আদেশ আসবে, তা নিয়ে এখন থেকেই কাজ করছে। অথচ নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে কোনো আলোচনা করা হচ্ছে না। চলমান পরিস্থিতিতে নীতিসহায়তারও প্রয়োজন।'

কালের কণ্ঠ
শনিবার। ১৫ নভেম্বর ২০২৫।

# সৌদিতে কর্মী ভিসায় তাকামলের সনদ বাধ্যতামূলক

৮

## সৌদি তাকামলের সঙ্গে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

বর্তমানে সৌদি আরবে কর্মী ভিসায় তাকামলের দক্ষতা যাচাই সনদ বাধ্যতামূলক বলে জানিয়েছে সৌদি তাকামলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী আদেল আলফুরাইদি। গত বৃহস্পতিবার দেশটির রিয়াদে সৌদি তাকামল হোল্ডিংয়ের প্রধান কার্যালয়ে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আয়োজিত এক বৈঠকে তিনি এ কথা জানান। বৈঠকে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. নেয়ামত উল্যা ভূঁইয়া উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে আদেল আলফুরাইদি বলেন, 'বর্তমানে সৌদি আরবে কর্মী ভিসায় আগমনের জন্য তাকামলের দক্ষতা যাচাই সনদ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বর্তমানে ৯০ শতাংশ বিদেশি কর্মী তাকামলের সনদ নিয়ে সৌদি আরবে আগমন করছেন। অচিরেই এই হার শতভাগে উন্নীত করা হবে।'

বৈঠকে ড. নেয়ামত উল্যা ভূঁইয়া বলেন, 'সৌদি আরবে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মী প্রেরণ করতে আমাদের মন্ত্রণালয়ের অধীন বিএমইটি এবং তাকামল একযোগে কাজ করছে। এরই মধ্যে মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিএমইটির সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্তমানে তাকামল অনুমোদিত ২৭টি টেস্ট সেন্টারে ১৮৮টি পেশায় নিয়মিত দক্ষতা যাচাই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং উত্তীর্ণ প্রার্থীদের দক্ষতার সনদ প্রদান করা হচ্ছে। অক্টোবর মাসে ৫১ হাজার ৬৫৩ জন কর্মীর দক্ষতা যাচাই পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে।'

সিনিয়র সচিব আরো বলেন, 'সৌদি আরবে গমনকারী কর্মীদের অধিকাংশই অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল। পরীক্ষার ফি বাবদ ৫০ ডলার এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলে আবার ৫০ ডলার ফি প্রদান করা তাঁদের পক্ষে কষ্টের। অনুত্তীর্ণ প্রার্থীদের দ্বিতীয় দফা পরীক্ষার ফি মওকুফ করা প্রয়োজন।'

বৈঠকে তাকামলের বাংলাদেশের প্রোগ্রাম ম্যানেজার সালেম আলমাতরুদ, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান ডক্টর নাসরিন কাউসার চৌধুরী, বোয়েসেলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মো. সাইফুল ইসলাম ও বাংলাদেশ দূতাবাসের কাউন্সিলর মুহাম্মাদ রেজায়ে রাব্বী উপস্থিত ছিলেন।

বণিকবার্তা বুধবার, নভেম্বর ১২, ২০২৫

### অবৈধভাবে ইতালিতে ঢুকেছে ১৮ হাজার বাংলাদেশী-অভিযোগ রাষ্ট্রদূতের

# বাংলাদেশের জনশক্তির আন্তর্জাতিক কর্মসংস্থানের এটাই বড় সংকট

বাংলাদেশীদের একটি বড় অংশই উন্নত জীবনের আশায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অবৈধভাবে স্থল ও সমুদ্রপথে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যাচ্ছে। অবৈধভাবে মানব পাচারকারীদের হাত ধরে বিদেশে পাড়ি দিতে গিয়ে কেউ কেউ জীবন ও হারাচ্ছেন। আবার অনেকেই অমানবিক নির্যাতন, অপহরণ ও পাচারের শিকার হন। আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) তথ্য বলছে, স্থল ও সমুদ্রপথে বাংলাদেশীদের প্রধান গন্তব্য হয়ে উঠেছে ইউরোপের পাঁচটি দেশ—ইতালি, গ্রিস, মাল্টা, সাইপ্রাস ও স্পেন। এর মধ্যে ইতালি শীর্ষে রয়েছে। এছাড়া পশ্চিম বলকান ও পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশ যেমন স্লোভেনিয়া, আলবেনিয়া, বসনিয়া, রোমানিয়া, ক্রোয়েশিয়া, নর্থ মেসিডোনিয়া, মন্টেনিগ্রো ও কসোভোকে ট্রানজিট হিসেবে ব্যবহার করছেন বাংলাদেশীরা। ঢাকায় নিযুক্ত ইতালির রাষ্ট্রদূতের বক্তব্যে বাংলাদেশের অবৈধ অভিবাসন সম্পর্কে গভীর উদ্বেগজনক তথ্য উঠে এসেছে। সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রদূত জানিয়েছেন, চলতি বছরেই প্রায় ১৮ হাজার বাংলাদেশী অবৈধ পথে লিবিয়া হয়ে ইতালিতে প্রবেশ করেছেন। তবে এ বছর নয় হাজার বাংলাদেশী নাগরিককে ভিসা দিয়েছে ইতালি সরকার। এ ধরনের অবৈধ অভিবাসন বিদেশে বাংলাদেশী শ্রমবাজারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে ও দেশের ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ন করছে। বাংলাদেশের জনশক্তির আন্তর্জাতিক কর্মসংস্থানের এটাই বড় সংকট। তাই অভিবাসন হতে হবে বৈধ পথে। আর অবৈধ অভিবাসন বন্ধ করতে হবে। অন্যথায় ভবিষ্যতে বৈধভাবে বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগও সংকুচিত হবে। অবৈধ পথে অভিবাসন বন্ধ করতে হলে বৈধ পথে প্রশিক্ষিত জনশক্তি রফতানির পাশাপাশি দালালদের দৌরাত্ম্য বন্ধে জোর দেয়া আবশ্যক।

বাংলাদেশের পাবলিক ডকুমেন্টস বা সরকারি কাগজপত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে ইতালির প্রশ্ন রয়েছে বলেও রাষ্ট্রদূতের বক্তব্যে উঠে এসেছে। অনেক সময় এমন নথি ইতালির কনস্যুলার দপ্তরে আসে, যা বাংলাদেশের সরকারি অফিস থেকে ইস্যু করা বলে মনে হয়। কিন্তু যাচাই-বাছাইয়ের পর দেখা যায় তাতে ভুল তথ্য বা ভুয়া উপাত্ত রয়েছে। ফলে কনস্যুলার সেবায় নানা ধরনের প্রশাসনিক জটিলতা তৈরি হয়। রাষ্ট্রদূতের এ ধরনের বক্তব্য বাংলাদেশের সরকারি কাগজপত্রের দুর্বলতা, জালিয়াতি, প্রশাসনিক অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্রকেই প্রতিফলিত করছে। সরকারি প্রয়োজনীয় কাগজপত্রে যদি তথ্য বিকৃতির সুযোগ থাকে, তাহলে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের প্রতি আস্থার সংকট তৈরি হওয়াই স্বাভাবিক। বিদেশী রাষ্ট্রগুলো সরকারি নথির ওপর নির্ভর করেই ভিসা, কর্মসংস্থান বা অভিবাসন-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেয়। তাই তথ্যভিত্তিক সঠিক ও স্বচ্ছ নথি প্রদান শুধু প্রশাসনিক দায়িত্ব নয়, এটি দেশের আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি রক্ষার অন্যতম শর্তও। অবৈধ পথে ইউরোপে যাওয়ার প্রবণতা বন্ধ করতে হলে আগে দেশের ভেতরে সরকারি কাগজপত্র ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও দালাল চক্র নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে হবে।

চলতি বছরের ৬ মে অবৈধ অভিবাসন বন্ধ ও বৈধ অভিবাসন বাড়ানোর লক্ষ্যে ইতালি ও বাংলাদেশের মধ্যে যে 'মাইগ্রেশন অ্যান্ড মোবিলিটি' বিষয়ক সমঝোতা স্মারক সই হলো সেটা গুরুত্বপূর্ণ। ফলে ইতালির চাহিদা অনুযায়ী বৈধ পথে বাংলাদেশী কর্মী পাঠানো সহজ হবে। ইতালিতে দুই লাখের বেশি বাংলাদেশী অভিবাসী আছেন, যাদের একাংশ বৈধ কাগজপত্র নিয়ে যাননি। গত বছরের নভেম্বরে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ইতালিতে ৬০ হাজার পাসপোর্ট আটকে আছে—এ তথ্য জানিয়ে বলেছিলেন, যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপের সব দেশে বৈধ পথে অভিবাসনের অনেক সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। আমরা যদি অবৈধ অভিবাসন বন্ধ করতে না পারি তবে বৈধ পথে অভিবাসনের সুযোগ আমরা পাব না।

এ সম্ভাবনাকে অবশ্যই আমাদের কাজে লাগাতে হবে। উন্নত জীবনের আশায় বহু বাংলাদেশী দালালদের খপ্পরে পড়ে বিদেশে গিয়ে দুর্বিষহ জীবনযাপন করেন। আবার অনেকে নিজেরাই দালালের মাধ্যমে বিদেশে পাড়ি জমান। এ ধরনের অবৈধ অভিবাসন বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

ইতালিসহ ইউরোপের দেশগুলোয় বৈধ অভিবাসন বাড়ানোর লক্ষ্যে এরই মধ্যে পর্তুগাল, অস্ট্রিয়াসহ ইউরোপের ছয়টি দেশের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে, যা বিদেশে বৈধ পথে শ্রমিক যাওয়াকে উৎসাহিত করবে। এছাড়া গত ৬ অক্টোবর বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের মধ্যে একটি নতুন শ্রমচুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। বাংলাদেশের প্রবাসী কল্যাণ উপদেষ্টা ও সৌদি আরবের মানবসম্পদ মন্ত্রী এ চুক্তিটি স্বাক্ষর করেন। এ চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে সৌদি আরবে বিভিন্ন পেশায় দক্ষ কর্মী নিয়োগ বাড়বে এবং কর্মী ও নিয়োগকর্তার অধিকার ও স্বার্থ অধিকতর সুরক্ষিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এসব উদ্যোগের পাশাপাশি সরকারকে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে, যাতে অবৈধ পথে কর্মী পাঠানো বন্ধ হয়। একশ্রেণীর জনশক্তি রফতানিকারক প্রতিষ্ঠান অবৈধ পথে বিদেশে শ্রমিক পাঠিয়ে থাকে। এ কারণে ইতালিসহ জনশক্তি আমদানিকারক অনেক দেশের কাছে বাংলাদেশ বিপজ্জনক ভিসা তালিকায় আছে।

অবৈধ পথে জনশক্তি রফতানি বন্ধ করতে হলে দক্ষ জনশক্তি রফতানিতে গুরুত্ব দিতে হবে। কিন্তু বিদেশে কর্মী পাঠানোর ক্ষেত্রে অদক্ষ শ্রমিকদের ওপরই নির্ভর করতে হচ্ছে বাংলাদেশকে। বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশী কর্মীর চাহিদা আছে। কিন্তু চাহিদামতো দক্ষ কর্মী পাঠানো যাচ্ছে না। বিদেশের শ্রমবাজারে দক্ষ জনশক্তি রফতানির লক্ষ্য নিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করা হয় ১০৪ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) ও ছয়টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (আইএমটি)। জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) অধীনে পরিচালিত এসব প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থান উপযোগী ৫৫টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এর মধ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরেই প্রশিক্ষিত করা হয়েছে পৌনে ১২ লাখের বেশি কর্মীকে। যদিও বিবিএসের আর্থসামাজিক ও জনমিতিক জরিপ ২০২৩-এর তথ্যমতে, সংশ্লিষ্ট কাজে কোনো প্রশিক্ষণ ছাড়াই বিদেশ পাড়ি জমাচ্ছেন দেশের প্রায় ৯০ শতাংশ কর্মী। অভিবাসীদের মধ্যে মাত্র ১০ দশমিক শূন্য ৪ শতাংশ বিদেশ পাড়ি জমানোর আগে কর্মসংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকেন। এর মধ্যে আবার ৪৭ দশমিক ৬৬ শতাংশই দক্ষতা অর্জন করেন বেসরকারি কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে। এদিকে মধ্যপ্রাচ্যের বাইরে জনশক্তি রফতানিতে সম্ভাবনাময় গন্তব্যের নাম জাপান। আগামী ১৫ বছরে দেশটিতে এক কোটির বেশি কর্মী প্রয়োজন। কৃষিকাজ, নির্মাণ খাত, কেয়ার গিভার, অটোমোবাইল, শিপিংসহ ১৬ ক্যাটাগরিতে জাপানে জনশক্তি রফতানির সুযোগ থাকলেও বাংলাদেশ উল্লেখ করার মতো কর্মী পাঠাতে পারছে না। অন্যদিকে নেপাল, ভিয়েতনাম ও মিয়ানমার থেকে প্রতি বছর বিপুলসংখ্যক শ্রমিক যাচ্ছে দেশটিতে। ভাষা না জানা ও সংশ্লিষ্ট কাজে প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাবে দেশটিতে জনশক্তি রফতানির সম্ভাবনা কাজে লাগাতে পারছি না আমরা। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বৈধ পথে বিদেশী কর্মী পাঠানোর যে সুযোগ তৈরি হয়েছে তা কাজে লাগাতে হলে শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্ব দিতে হবে। যেসব জনশক্তি রফতানিকারক প্রতিষ্ঠান অবৈধ পথে বিদেশে শ্রমিক পাঠিয়ে থাকে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে।

অবৈধ পথে অভিবাসন শুধু ব্যক্তি পর্যায়ে বিপদের কারণ নয়, এটি রাষ্ট্রের ভাবমূর্তিকেও ক্ষুণ্ন করে। যদি দক্ষতা অর্জন ও সঠিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা যায় তাহলে বৈধ পথে ইউরোপের দেশগুলোসহ মধ্যপ্রাচ্যে জনশক্তি রফতানি সহজ হবে। অবৈধ অভিবাসন রোধে সামাজিক সচেতনতার পাশাপাশি কঠোর আইন প্রয়োগ নিশ্চিত করা জরুরি। সরকারকে দালাল চক্র দমন, শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও বিদেশে বৈধ অভিবাসনের তথ্যপ্রবাহ জোরদার করতে হবে। তাছাড়া রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নথিপত্রের স্বচ্ছতা, সুশাসন ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করা গেলে ইতালিসহ ইউরোপীয় দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক আরো দৃঢ় হবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার
২৭ কার্তিক ১৪৩২, ১২ নভেম্বর ২০২৫

# মালয়েশিয়া শ্রমিক পাঠানোর নামে ৩১১ কোটি টাকা আত্মসাৎ

## পাঁচ জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

মালয়েশিয়ায় শ্রমিক পাঠানোর নামে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণের অভিযোগে চারটি রিক্রুটিং এজেন্সির পাঁচ জনের বিরুদ্ধে পৃথক চারটি মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এসব মামলায় সিন্ডিকেটের মাধ্যমে ৩১০ কোটি ৯৩ লাখ ৯৫ হাজার টাকা আত্মসাৎ ও পাচারের অভিযোগ আনা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দুদকের সহকারী পরিচালক মিনহাজ বিন ইসলাম বাদী হয়ে ঢাকা সমন্বিত জেলা কার্যালয়-১-এ মামলাগুলো দায়ের করেছেন। দুদকের মহাপরিচালক (প্রতিরোধ) মো. আক্তার হোসেন বলছেন, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা ১৮ হাজার ৫৬৩ জনের কাছ থেকে সরকার নির্ধারিত ৭৮ হাজার ৯৯০ টাকার পরিবর্তে পাঁচ গুণ বেশি অর্থ আদায় করে বিপুল অর্থ আত্মসাৎ করেছেন।

দুদকের প্রথম মামলার আসামিরা হলেন, সেলিব্রেটি ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের চেয়ারম্যান ফরিদা বানু, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আব্দুল হাই। ঐ মামলার এজাহারে বলা হয়, আসামিরা পরস্পর যোগসাজশ ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে বায়রার বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালনকালে সিন্ডিকেট করে বিএমইটি ও বায়রার রেজিস্ট্রেশনের শর্ত ভঙ্গ করে মালয়েশিয়া পাঠাতে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ৭৮ হাজার ৯৯০ টাকার চেয়ে অতিরিক্ত টাকা গ্রহণ করেছে। চুক্তি বহির্ভূত কর্মকাণ্ড করে সরকারের এজেন্ট হিসেবে অবৈধ পারিতোষিক গ্রহণ করে ৩ হাজার ৪৮৬ জনকে মালয়েশিয়ায় পাঠানোর নামে পাসপোর্ট, স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং প্রতি কর্মীর কাছ থেকে নির্ধারিত ফির অতিরিক্ত অর্থসহ মোট ৫৮ কোটি ৩৯ লাখ ৫ হাজার টাকা নিয়ে আত্মসাৎ করেছেন।

এদিকে অদিতী ইন্টারন্যাশনালের মাধ্যমে ৩ হাজার ৮৫২ জনের কাছ থেকে ৬৪ কোটি ৫২ লাখ ১০ হাজার ৫০০ টাকা অতিরিক্ত গ্রহণের অভিযোগে প্রতিষ্ঠানটির মালিক বিশ্বজিৎ সাহার নামে দ্বিতীয় মামলা হয়েছে। এ মামলায় অদিতী ইন্টারন্যাশনালের মালিক বিশ্বজিৎ সাহাকে আসামি করা হয়েছে। যেখানে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ৭৮ হাজার ৯৯০ টাকার চেয়ে অতিরিক্ত টাকা গ্রহণ করার অভিযোগ আনা হয়েছে।

তৃতীয় মামলার আসামি হলেন, রাব্বি ইন্টারন্যাশনালের মালিক মোহাম্মদ বশির। তার বিরুদ্ধেও সরকার নির্ধারিত ৭৮ হাজার ৯৯০ টাকার চেয়ে অতিরিক্ত টাকা গ্রহণ করে মালয়েশিয়ায় পাঠানোর নামে ৩ হাজার ১৪৮ জন শ্রমিকের কাছ থেকে চুক্তিবহির্ভূত কর্মকাণ্ড করে বিভিন্ন ফি বাবদ ৫২ কোটি ৭২ লাখ ৯০ হাজার টাকা আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়েছে।

অন্যদিকে, চতুর্থ মামলায় মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের মালিক হেফজুল বারীকে আসামি করা হয়েছে। একই প্রক্রিয়ায় আসামি চুক্তি বহির্ভূত কর্মকাণ্ড করে সরকারের এজেন্ট হিসেবে অবৈধ পারিতোষিক গ্রহণ করে ৮ হাজার ৭৭ জন মালয়েশিয়ায় পাঠানো কর্মীর কাছ থেকে পাসপোর্ট, স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং নির্ধারিত ফির অতিরিক্ত অর্থসহ ১৩৫ কোটি ২৮ লাখ ৯৭ হাজার ৫০০ টাকা গ্রহণপূর্বক আত্মসাৎ করেছেন। ২০২১ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে আসামিরা এমন অপরাধের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছেন বলে মামলায় অভিযোগ আনা হয়েছে।

NEW AGE
TUESDAY, NOVEMBER 18, 2025,

# Migrant workers in KSA subjected to devastating abuses: report

**Staff Correspondent**

MIGRANT workers, including Bangladeshis employed on the Riyadh Metro project in the Kingdom of Saudi Arabia, were forced to pay exorbitant recruitment fees, work in extreme heat and accept meagre wages during a decade of serious exploitation, said the Amnesty International in a report released on Monday.

The report titled 'Nobody wants to work in these situations: A decade of exploitation on the Riyadh Metro project' documented widespread labour abuses in the construction of one of Saudi Arabia's flagship infrastructure projects.

Promoted as the backbone of Riyadh's public transport network, the metro was built by leading Saudi and international companies under government direction.

An estimated 50,000 to 65,000 people work in the project.

The rights organisation interviewed 38 men from Bangladesh, India and Nepal who worked for main contractors, subcontractors and labour suppliers on the Riyadh Metro between 2014 and 2025.

It said that many workers interviewed had paid illegal recruitment fees and then endured long, exhausting hours in unsafe conditions for discriminatory, poverty-level pay.

'Beneath its sleek exterior lies a decade of abuses enabled by a labour system that sacrifices migrant workers' rights,' said Marta Schaaf, programme director for climate, economic social justice and corporate accountability at the Amnesty International.

The rights organisation said that the hardships were intensified by exposure to extreme heat as temperatures continued to rise in the Gulf due to human-induced climate change.

It said that the Saudi authorities had failed for years to enforce protections or dismantle a labour system that left migrant workers highly vulnerable to exploitation.

For nearly all of them, the abuse began at home. Workers reported paying between $700 and $3,500 in recruitment and associated fees — far exceeding legal limits in origin countries and despite Saudi laws prohibiting worker-borne recruitment costs. Many went into debt before travelling.

Once in Saudi Arabia, many workers earned less than $2 an hour as labourers, cleaners and office assistants. Most of them worked more than 60 hours a week. Although overtime was not always overtly forced, workers said that their wages were so low that the refusal of an overtime offer was not an option.

The long hours were compounded by extreme heat. Workers described the conditions as 'like being in hell', saying the ban on outdoor work under direct sun from midday to 3:00pm offered virtually no protection as temperatures remained above 40C for much of the day.

Workers also reported other abuses, including passport confiscation, overcrowded and unhygienic accommodation, poor-quality food and discriminatory treatment.

The Amnesty International has urged Saudi Arabia to fully dismantle 'kafala system', a sponsorship system that binds migrant workers to an employer, enforce labour laws aligned with global standards and ensure accountability across all tiers of contractors involved in mega-projects, including those linked to the 2034 World Cup.

According to the Bureau of Manpower Employment and Training, nearly 50 lakh Bangladeshis have migrated from Bangladesh to the KSA since 2004, making it the largest destination for Bangladeshi labour.

কালের কণ্ঠ
সোমবার। ১৭ নভেম্বর ২০২৫

# যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাক রপ্তানি বাড়লেও নতুন বাজারে কমেছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

- অর্থবছরের চার মাসে পোশাক রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি ১.৪০%
- ইইউর বাজারে প্রবৃদ্ধি মাত্র ০.৪৬%
- যুক্তরাষ্ট্রে চার মাসে পোশাক রপ্তানি ২৫৯ কোটি ডলার
- যা মোট রপ্তানির ১৯.৯২%

বৈশ্বিক প্রতিকূল পরিস্থিতিতে চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম চার মাসে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি বেড়েছে সামান্য। জুলাই-অক্টোবর সময়ে তৈরি পোশাক রপ্তানি দাঁড়িয়েছে এক হাজার ২৯১ কোটি ডলার, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১.৪০ শতাংশ বেশি। তবে প্রধান বাজার যুক্তরাষ্ট্রে প্রবৃদ্ধি বাড়লেও ইউরোপীয় ইউনিয়নে শ্লথগতি এবং উদীয়মান নতুন বাজারে পতন এ খাতে মিশ্র প্রভাব ফেলেছে, যা খাতসংশ্লিষ্টদের মধ্যে সতর্ক আশাবাদের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানির সবচেয়ে বড় গন্তব্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) বাজার। ইপিবির তথ্য অনুযায়ী, চার মাসে মোট রপ্তানির ৪৮.১৭ শতাংশ এসেছে এই বাজার থেকে, যার পরিমাণ ৬২৬ কোটি ডলার। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রবৃদ্ধি মাত্র ০.৪৬ শতাংশ।

খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, বৈশ্বিক বাজারের অনিশ্চয়তা এবং ইউরোপে মুদ্রাস্ফীতি দীর্ঘায়িত হওয়ায় অর্ডার প্রবাহ এখনো স্থিতিশীল হলেও প্রবৃদ্ধির গতি মন্থর। তবু বাজারটি ধরে রাখা এবং ভবিষ্যতের জন্য অবস্থান শক্তিশালী করাকেই তাঁরা বড় সাফল্য হিসেবে দেখছেন। বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহৎ একক বাজার যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি দৃশ্যমানভাবে বেড়েছে। চার মাসে যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানি হয়েছে ২৫৯ কোটি ডলার, যা মোট রপ্তানির ১৯.৯২ শতাংশ। আগের বছরের তুলনায় প্রবৃদ্ধি ৫.১৪ শতাংশ। যা বৈশ্বিক চাহিদা মন্দার মধ্যেও একটি শক্তিশালী পুনরুত্থানের ইঙ্গিত দেয়। বিশ্লেষকরা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনৈতিক সূচক কিছুটা উন্নতির ফলে ভোক্তারা আবার ক্রয়ক্ষমতার দিকে ফিরছে, যার প্রভাব বাংলাদেশি পোশাকের কার্যাদেশে দেখা যাচ্ছে।

তবে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রচলিত বাজার কানাডা ও যুক্তরাজ্য উভয় ক্ষেত্রেই প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা দেখা গেছে। কানাডা থেকে রপ্তানি আয় এসেছে ৪৪ কোটি ২২ লাখ ডলার এবং প্রবৃদ্ধি ১০.৮৪ শতাংশ অর্জিত হয়েছে। যুক্তরাজ্য এ সময় রপ্তানি আয় ১৫৩ কোটি ডলার আর প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২.৭২ শতাংশ। সংশ্লিষ্টদের মতে, এসব বাজারে প্রতিযোগিতামূলক মূল্য, সময়মতো সরবরাহ এবং নির্ভরযোগ্য উৎপাদনক্ষমতা দেশের পোশাকশিল্পকে বাড়তি সুবিধা দিয়েছে।

প্রচলিত বাজারে স্থিতিশীলতা থাকলেও চার মাসে উদীয়মান (নন-ট্র্যাডিশনাল) বাজারে রপ্তানি কমেছে ২.৬৯ শতাংশ। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, মুদ্রাবাজারের অস্থিরতা, মূল্যস্ফীতি, দেশভেদে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা এর জন্য দায়ী। এ ছাড়া বাজার বৈচিত্র্যকরণ কৌশল পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা নিয়েও তাঁরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। পোশাক রপ্তানির দুটি প্রধান উপখাত নিট ও ওভেনে ভিন্ন প্রবণতা দেখা গেছে। এ সময় নিট পোশাকে প্রবৃদ্ধি হয়েছে মাত্র ০.৪২ শতাংশ। আর ওভেন পোশাকে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২.৬৬ শতাংশ। শিল্পসংশ্লিষ্টদের মতে, ওভেনে পণ্যের বৈচিত্র্য, ফ্যাশন সেগমেন্টের চাহিদা বৃদ্ধি এবং দাম প্রতিযোগিতা প্রবৃদ্ধির পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এই প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তৈরি পোশাক খাতের শীর্ষ সংগঠন বিজিএমইএর সাবেক পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল কালের কণ্ঠকে বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি থাকলেও ইইউর বাজারে শ্লথগতি এবং উদীয়মান বাজারে পতন ভবিষ্যতে রপ্তানি খাতে চাপ তৈরি করতে পারে। এ ছাড়া কাঁচামালের ব্যয়, জ্বালানি মূল্য, লজিস্টিক খরচ এবং টেকসই উৎপাদনের সঙ্গে তাল মেলানো এখন উদ্যোক্তাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।'

বণিক বার্তা বুধবার, নভেম্বর ১৯, ২০২৫

## পেট্রোবাংলার পরিকল্পনা

# ভোলায় শিল্প-কারখানা স্থাপন করলে পুরনো দামে গ্যাস সরবরাহ

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

দেশে শিল্প-কারখানায় গ্যাসের দাম বর্তমানে প্রতি ইউনিট ৪০ টাকা আর ক্যাপটিভে (শিল্পে নিজস্ব বিদ্যুৎ কেন্দ্র) ৪২ টাকা নির্ধারিত রয়েছে। দ্বীপ জেলা ভোলায় শিল্প উদ্যোক্তারা কোনো কারখানা স্থাপন করলে তাদের জন্য আগের দামে (প্রতি ইউনিট ৩০ টাকা) গ্যাস সরবরাহের পরিকল্পনা করছে পেট্রোবাংলা। এ-সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব তৈরি করে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনে (বিইআরসি) পাঠানোর প্রক্রিয়া চলমান বলে নির্ভরযোগ্য একটি সূত্রে জানা গেছে।

ভোলার শিল্প-কারখানার জন্য পেট্রোবাংলার গ্যাসের এ দাম পাস হলে দেশে শিল্প-কারখানার জন্য দুই ধরনের গ্যাসের দাম নির্ধারিত হবে। যদিও বিষয়টি অযৌক্তিক বলে মনে করছেন ব্যবসায়ীরা।

দেশে শিল্প-কারখানায় গ্যাসের দাম বর্তমানে প্রতি ইউনিট ৪০ টাকা আর ক্যাপটিভে ৪২ টাকা নির্ধারিত রয়েছে। দ্বীপ জেলা ভোলায় শিল্প উদ্যোক্তারা কোনো কারখানা স্থাপন করলে তাদের জন্য আগের দাম ৩০ টাকায় গ্যাস সরবরাহের পরিকল্পনা করছে পেট্রোবাংলা

দেশে শিল্প-কারখানা ও ক্যাপটিভে গ্যাসের বিদ্যমান দাম চলতি বছরের এপ্রিলে নির্ধারণ করে বিইআরসি। এর আগে শিল্পে গ্যাসের দাম ছিল ইউনিটপ্রতি ৩০ টাকা, যা বর্তমানে ৪০ টাকা নির্ধারিত রয়েছে। অন্যদিকে ক্যাপটিভে গ্যাসের দাম ৩১ টাকা ৫০ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ৪২ টাকা নির্ধারিত হয়। বর্তমানে এ রেটে শিল্প ও ক্যাপটিভের মালিকেরা গ্যাসের দাম পরিশোধ করছেন।

জ্বালানি বিভাগ ও পেট্রোবাংলা সূত্রে জানা গেছে, দ্বীপ জেলা ভোলায় আবিষ্কৃত গ্যাসের বড় অংশই ব্যবহার করা যাচ্ছে না। সেখানে পাইপলাইন নিয়েও নানা ধরনের চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এ পরিস্থিতিতে ভোলায় গ্যাস ব্যবহার আশানুরূপ হচ্ছে না। তাই জেলার গ্যাসকে কাজে লাগাতে সরকার দুই ধরনের পরিকল্পনা করেছে। প্রথমত, সেখানকার গ্যাস এলএনজিতে রূপান্তর করে ঢাকায় এনে চাহিদা অনুযায়ী শিল্প-কারখানায় সরবরাহ করা। দ্বিতীয়ত, উদ্যোক্তারা সেখানে কারখানা স্থাপন করতে চাইলে প্রয়োজনে গ্যাসের নির্ধারিত দামের চেয়ে দাম কিছুটা কম রাখা।

ভোলার গ্যাসের বিষয়টি নিয়ে এরই মধ্যে মন্ত্রণালয় একটি বৈঠক করেছে। এতে ভোলার গ্যাস কীভাবে ব্যবহার করা যায় তার রূপরেখা নির্ধারিত হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে সেখানে ইউরিয়া সার

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

যুগান্তর
মঙ্গলবার ২৫ নভেম্বর ২০২৫

# ৪৯ বাংলাদেশিসহ ১১১ অভিবাসীকে ফেরত পাঠাল মালয়েশিয়া

মালয়েশিয়া প্রতিনিধি

৪৯ বাংলাদেশিসহ ১১১ জন অভিবাসীকে দেশে ফেরত পাঠিয়েছে মালয়েশিয়া। সাজার মেয়াদ শেষে নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে জোহর রাজ্যের পাইনঅ্যাপল টাউন ইমিগ্রেশন ডিপো থেকে তাদের নিজ নিজ দেশে পাঠানো হয়। সোমবার জোহর রাজ্যের ইমিগ্রেশন বিভাগের ফেসবুক পেজে এক নোটিশে এ তথ্য জানানো হয়।

নোটিশে বলা হয়, ফেরত পাঠানো অভিবাসীদের মধ্যে বাংলাদেশের ৪৯ জন ছাড়া আরও রয়েছেন ইন্দোনেশিয়ার ২৪, নেপালের ১২, পাকিস্তানের ৯, কম্বোডিয়ার ৪, ভারতের ৪, চীনের ৩ এবং লাওস, ভিয়েতনাম ও সিঙ্গাপুরের ২ জন করে অভিবাসী। প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত বিমান ও ফেরির টিকিটের ব্যয় এসেছে বন্দিদের ব্যক্তিগত সঞ্চয়, পরিবারের আর্থিক সহায়তা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট দেশের দূতাবাসের মাধ্যমে।

## ভোলায় শিল্প-কারখানা স্থাপন

কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা করছে সরকার। এর সম্ভাব্যতা যাচাই করতে সম্প্রতি দুটি স্থান পরিদর্শন করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের তিন উপদেষ্টা। এ তিন উপদেষ্টা হলেন শিল্প, গৃহায়ন ও গণপূর্ত উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান; বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান এবং বাণিজ্য-বস্ত্র ও পাট উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন।

ভোলায় কারখানা স্থাপন করা হলে সেখানে আগের দামে গ্যাস সরবরাহ করা হবে—এ বিষয়ে জানতে চাইলে সুনির্দিষ্টভাবে কেউ মন্তব্য করতে রাজি হননি। তবে এ ধরনের পরিকল্পনায় সরকারের আগ্রহ রয়েছে বলে জানান অনেকে। বিষয়টি নিয়ে জানতে চাইলে পেট্রোবাংলার শীর্ষ এক কর্মকর্তা নাম অপ্রকাশিত রাখার শর্তে বণিক বার্তাকে বলেন, 'ভোলায় শিল্প-কারখানা স্থাপনে কোনো প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগ করতে চাইলে গ্যাসের যে আগের দাম (এপ্রিলের আগে) তা রাখার পরিকল্পনা রয়েছে। নতুন দাম সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। মন্ত্রণালয় বিষয়টি নিয়ে পেট্রোবাংলাকে পরামর্শ দিয়েছে। এ বিষয়ে আমরা দ্রুত বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনে (বিইআরসি) প্রস্তাব দেব।'

বিষয়টি নিয়ে জানতে চাইলে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের (বিইআরসি) চেয়ারম্যান জালাল আহমেদ বণিক বার্তাকে বলেন, 'ভোলায় শিল্প-কারখানা স্থাপনে গ্যাসের দাম নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তবে এ বিষয়ে আমরা পেট্রোবাংলা থেকে এখনো কোনো প্রস্তাব পাইনি।' দ্বীপ জেলা ভোলায় তিনটি গ্যাস ক্ষেত্র রয়েছে। সেখানে নয়টি কূপ খনন করা হয়েছে। এগুলোর দৈনিক উৎপাদন সক্ষমতা ১৮০ মিলিয়ন ঘনফুট। চাহিদা না থাকায় মাত্র ৭০ মিলিয়ন ঘনফুট ব্যবহার করা হচ্ছে। বাকি গ্যাস কোনো কাজে লাগানো যাচ্ছে না। সেখানে নতুন করে আরো ১৫টি কূপ খননের লক্ষ্যে কাজ করছে পেট্রোবাংলা। প্রস্তাবিত কূপগুলো খনন শেষ হলে সেখান থেকে ৩০০-৪০০ মিলিয়ন ঘনফুট উৎপাদন বাড়বে।

ভোলা থেকে সিএনজি আকারে দৈনিক প্রায় ৩ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস আনছে দেশীয় একটি কোম্পানি। নতুন করে আরো ৩০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস এলএনজি আকারে আনার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। অন্যদিকে গ্যাস সংকট দূর করতে ভোলা-বরিশাল-ঢাকা পাইপলাইনও বিবেচনাধীন রয়েছে। ভোলা-বরিশাল অংশের প্রাক-সমীক্ষা শেষ। এখন বরিশাল-ঢাকা অংশের প্রাক-সমীক্ষা চলছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শনিবার ॥ ১৫ নভেম্বর ২০২৫

# চাকরির আড়ালে রাশিয়ায় মানব পাচার

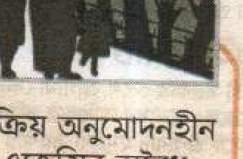

সক্রিয় অনুমোদনহীন এজেন্সির অবৈধ সিন্ডিকেট

আস্থা অর্জনে চীনা প্রশিক্ষক নিয়োগ

হাতিয়ে নিচ্ছে লাখ লাখ টাকা

আবির আব্দুল্লাহ

মস্কোতে অবস্থিত চীনা কোম্পানিতে চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে রাশিয়ায় মানব পাচার করছে কয়েকটি সংঘবদ্ধ চক্র। দুবাই, সৌদি আরব ও তুরস্ক হয়ে কর্মীদের পাঠানো হয় রাশিয়ায়। এরপর প্রাথমিক প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য করা হয়। অনুমোদনহীন কিছু রিক্রুটিং এজেন্সির আড়ালে চলছে এসব মানব পাচার। সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জনে এসব এজেন্সি নিয়োগ দিয়েছে চীনা প্রশিক্ষক, দেওয়া হয় ভুয়া ওয়ার্ক পারমিট ও অ্যাপ্রুভাল লেটার। এভাবেই তরুণদের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা

## চাকরির আড়ালে রাশিয়ায়

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] হাতিয়ে নিয়ে তাদের যুদ্ধক্ষেত্রে ঠেলে দিচ্ছে এ সংঘবদ্ধ চক্র।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানান, চার ধাপে রাশিয়ায় মানব পাচার করছে চক্রগুলো। বিদেশে চাকরির কথা বলে প্রথমে লোক বাছাই করা হয়। সে ক্ষেত্রে ২৩ থেকে ৩৫ বছর বয়সি ৫ ফুট ৭ ইঞ্চির অধিক উচ্চতার যুবকদের টার্গেট করা হয়। রাশিয়ায় অবস্থিত চীনা কোম্পানিতে চাকরির কথা বলে তারা লোক সংগ্রহ করে। এরপর বাছাই কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আস্থা অর্জনের জন্য নিয়োগ করা হয় চীনা প্রশিক্ষক। প্রশিক্ষণ শেষে চীনা কর্মকর্তারা একটি পরীক্ষার মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে লোক বাছাই করেন। বাছাই কর্মীদের নিয়োগপত্র ও অ্যাপ্রুভাল লেটার দেয় চীনা কোম্পানিগুলো। পুরো প্রক্রিয়া এমনভাবে সম্পন্ন করা হয় যাতে কেউ সন্দেহ করতে না পারে। তৃতীয় ধাপে চূড়ান্ত বাছাই কর্মীদের ট্যুরিস্ট ভিসায় দুবাই, সৌদি আরব ও তুরস্ক হয়ে রাশিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। রাশিয়ায় পৌঁছানোর পর ৩৫ থেকে ৪০ লাখ টাকার প্রলোভন দেখিয়ে তাদের ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাঠানো হয়। প্রলোভনে রাজি না হলে ভয়ভীতি ও হুমকি দিয়ে যুদ্ধে অংশ নিতে বাধ্য করা হয়।

এ সূত্র ধরে রাজধানীর উত্তরার দিয়াবাড়ীতে ফ্রেন্ডস অ্যান্ড কোঅপারেশন (এফসি) সেন্টার নামে অনুমোদনহীন এক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে গিয়ে দেখা যায়, রাশিয়ায় পাঠানোর জন্য বাছাই তরুণদের নির্মাণকাজের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। প্রতিদিনই কয়েক শিফটে ৮০ থেকে ১২০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এসব কর্মীর প্রশিক্ষণের জন্য রয়েছেন দুজন চীনা প্রশিক্ষক। এ ছাড়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের দেয়ালে বিভিন্ন চীনা কোম্পানির লোগো ও চীনা ভাষায় লেখা পোস্টার সাঁটানো রয়েছে।

রাশিয়া যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তা মো. হাসানের সঙ্গে কথা বলেন এই প্রতিবেদক। মো. হাসান জানান, 'রাশিয়ায় নির্মাণকাজে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি চীনা কোম্পানির সঙ্গে আমাদের চুক্তি রয়েছে। এসব কোম্পানির মধ্যে রয়েছে উইসন গ্রুপ, সিনোপেক, সেপকো-৩, পাওয়ার চায়না ও সিসিসি। কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য তারা এখানে নিজস্ব প্রশিক্ষক রেখেছে। কোম্পানিগুলোই প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ শেষে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কর্মীদের রাশিয়ার ভিসা প্রস্তুত করে দেয়। প্রশিক্ষণ, ভিসা প্রসেস প্রক্রিয়া, বিমান টিকিটসহ প্রত্যেক কর্মীর কাছ থেকে আমরা ৬ লাখ ২০ হাজার টাকা নিয়ে থাকি।'

প্রকাশ্য দিবালোকে রাশিয়ায় কর্মী পাঠানোর মহাযজ্ঞ পরিচালনা করলেও এফসি সেন্টারের কোনো সরকারি অনুমোদন নেই। জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো অনুমোদিত বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সির তালিকায়ও নেই প্রতিষ্ঠানটির নাম। প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করছেন ড. বরুণ ও ইমরুল কায়েস নামে দুই ব্যক্তি। এ বিষয়ে জানতে মুঠোফোনে একাধিকবার তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

এ ছাড়া ভুয়া কোম্পানি ও ওয়ার্ক পারমিট ব্যবহার করে রাশিয়ায় মানব পাচারের অভিযোগ রয়েছে টু স্টোন টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার ও ড্রিম হোম ট্রাভেলের বিরুদ্ধে। এ দুই প্রতিষ্ঠানেরও কোনো সরকারি অনুমোদন নেই। গত দুই বছরে ড্রিম হোম ট্রাভেল ট্যুরিস্ট ভিসার মাধ্যমে ২০ জনকে রাশিয়ায় পাচার করেছে বলে জানিয়েছে পুলিশের অপরাধ ও তদন্ত বিভাগ। সেলসম্যান, সিকিউরিটি গার্ড, ক্লিনার ও রেস্টুরেন্টে শেফের চাকরির কথা বলে রাশিয়ায় মানব পাচার করছে এ চক্র।

আসাদুজ্জামান নামে এক ভুক্তভোগী জানান, 'রাশিয়ায় ক্লিনার পদে চাকরির জন্য গত মে মাসে টু স্টোন টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারের সঙ্গে ৮ লাখ টাকায় চুক্তি হয়। ভিসা প্রসেস করে তিন থেকে চার মাসের মধ্যে তারা রাশিয়ায় পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দেয়। পরে আমার বন্ধুও ওই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি করে এবং প্রাথমিকভাবে আমরা জনপ্রতি ১ লাখ টাকা করে তাদের দিই। এক মাস পর তারা আমাদের ওয়ার্ক পারমিট দেয়। রাশিয়া দূতাবাসে ওয়ার্ক পারমিট যাচাই করতে গেলে তারা ভুয়া বলে বাতিল করে দেয়।'

অভিবাসনসংশ্লিষ্টরা বলছেন, ভুয়া কাগজপত্র ব্যবহার করে বিদেশে কর্মী পাঠানোর অভিযোগ নতুন নয়। এর ফলে বৈশ্বিক শ্রমবাজারে বাংলাদেশের সুনাম ক্ষুণ্ন হচ্ছে। তবে রাশিয়ার বিষয়টি ভিন্ন। যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশে ভুয়া কাগজ ব্যবহার করে কর্মী পাঠানো মানব পাচারের শামিল। এর ফলে কর্মীরা শুধু আর্থিকভাবেই ক্ষতির মুখে পড়ছেন না, বরং তাদের যুদ্ধক্ষেত্রে জীবনমৃত্যুর শঙ্কার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। সরকারের উচিত এ বিষয়ে মানুষকে সচেতন করতে দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করা।

এ বিষয়ে অভিবাসন বিশেষজ্ঞ ও ব্র্যাকের মাইগ্রেশন প্রোগ্রামের প্রধান শরিফুল হাসান বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, 'রাশিয়ায় মানব পাচার নিয়ে অসংখ্য পরিবারের কাছ থেকে অভিযোগ পেয়েছি। কিছু মৃত্যুর খবরও পেয়েছি। মোটা অঙ্কের বেতনে চাকরির প্রলোভনে পড়েই মূলত তারা পাচারকারী চক্রে ফাঁদে পা দেয়। এটা থেকে উত্তরণে সচেতনতার বিকল্প নেই। পাশাপাশি এ মুহূর্তে সরকারের উচিত রাশিয়ায় যাওয়ার ছাড়পত্র দেওয়া বন্ধ করা।'

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার
১৬ কার্তিক ১৪৩২, ১ নভেম্বর ২০২৫

# লিবিয়া থেকে ফিরল ৩১০ বাংলাদেশি

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

লিবিয়া থেকে স্বেচ্ছায় দেশে প্রত্যাবাসনেচ্ছুক ৩১০ জন অনিয়মিত বাংলাদেশিকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকাল ৮টায় ফ্লাই ওয়ে ইন্টারন্যাশনালের একটি চার্টার্ড ফ্লাইটে তাদের বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা হয়।

লিবিয়াস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে লিবিয়া সরকার এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার সহযোগিতায় তারা দেশে ফিরেছে।

প্রত্যাবাসিত বাংলাদেশিদের বেশির ভাগই সমুদ্র পথে অবৈধভাবে ইউরোপ যাওয়ার উদ্দেশে মানব পাচারকারীদের প্ররোচনায় ও সহযোগিতায় লিবিয়ায় অনুপ্রবেশ করে বলে জানা যায়। তাদের অনেকে লিবিয়াতে বিভিন্ন সময়ে অপহরণ ও নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন মর্মে অভিযোগ রয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার কর্মকর্তাগণ প্রত্যাবাসিত বাংলাদেশি নাগরিকদের বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান। জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য তাদের এই দুর্বিষহ অভিজ্ঞতা সম্ভাব্য সবার সঙ্গে বিনিময় করার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়। আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার পক্ষ থেকে প্রত্যাবাসন করা প্রত্যেককে পথখরচা, কিছু খাদ্যসামগ্রী ও প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়।

NEW AGE
THURSDAY, NOVEMBER 20, 2025

# Migrant workers' mental health largely ignored

## *700 die by suicide, 150 return with mental disorders in 5 years*

**Rashad Ahamad**

MIGRANT workers are facing acute mental health crises in destination countries as they struggle with unemployment, loans, unpaid wages, exploitation, family-related stress, loneliness and cultural shock as there is no mental health support system in place.

Rights activists and migration experts said that although migrants endure a wide range of hardship abroad, often in isolation from their families, neither destination countries nor Bangladesh provides them with structured psychosocial support.

According to statistics from the Wage Earners' Welfare Board, the state agency under the expatriates' welfare and overseas employment ministry responsible for repatriating bodies of deceased migrant workers, more than 20,000 bodies were brought back to Bangladesh from different countries in the past five years.

WEWB data show that 31 per cent of migrant worker deaths recorded abroad are classified as 'abnormal', including road accidents, workplace falls, other accidental deaths, and suicides.

Based on these reports from destination countries, an estimated 700 migrant workers died by suicide during the past five years.

Bangladesh does not conduct any second, independent autopsy on repatriated bodies, leaving the accuracy of these classifications unverified.

Additionally, non-governmental organisation Brac reported that nearly 150 migrant workers with severe mental disorders were deported from destination countries and taken into their care during the past five years.

Experts say that the actual number of mentally

# Migrant workers' mental health

*Continued from page 1*

distressed returnees is likely to be much higher.

Brac associate director and head of its migration programme, Shariful Hasan, said that they have provided mental health support to more than 15,000 migrants in recent years through 30 psychosocial counselling centres across the country.

He noted that many deaths reported abroad as heart attacks or strokes may be linked to unaddressed mental health conditions.

'Our findings show that psychological distress begins from the moment migrants leave home for the high migration cost that they collect on loans. These challenges intensify abroad, especially when they face exploitation or isolation,' he said.

After returning to Bangladesh, many migrants, especially those who come back suddenly, struggle in the country due to unemployment.

Shariful said that financial crisis, debt pressure and social stigma further deteriorate their mental health after their return.

Refugee and Migratory Movements Research Unit founding chair Tasneem Siddiqui said that mental health support should be a priority for migrant workers, but the government struggles even to ensure basic physical healthcare.

'Many so-called suicide cases are not purely suicides. In the cases of women, a significant number are victims of abuse,' she said, adding that all deceased migrants should undergo autopsies in Bangladesh to ensure accountability and prevent further deaths.

She recommended regular community gatherings for migrant workers in destination countries, along with embassy-run counselling services to help reduce their stress, isolation and vulnerability.

She also urged the authorities to take immediate steps to reduce migration costs, reality-based orientation and insurance for migrants.

WEWB director ATM Mahbub-ul Karim said that while the government provides mental health support to returnee migrants under a project implemented in Bangladesh, there is no such service available in the destination country.

He said that labour wings at embassies lack the capacity to offer such support.

'We cannot even appoint lawyers at all missions to ensure legal support for the migrants,' he said.

'During pre-departure orientation, we inform migrants about mental health issues, but continuous support in host countries is still missing,' he said.

The story of Ruma Akter Salma, a domestic worker who reportedly died by suicide in 2022, reflects the systemic gaps.

Her husband Rabiul Islam said that the family received her body five months after her death.

Ruma migrated as a domestic worker and was compelled to change employers within two months.

'She was kept under constant pressure in the last house she worked in. She could not speak to us for months because her employer forbade her,' Rabiul said.

Mental health professionals in Bangladesh say that the emotional suffering of migrant workers is both widespread and deeply rooted in structural inequalities.

Kamal Uddin Ahmed Chowdhury, professor at the Department of Clinical Psychology at Dhaka University and director of the Nasirullah Psychotherapy Unit, said that returnees often describe a pattern of mental crises triggered by specific experiences.

'Loneliness, physical and mental abuse, job loss, lack of proper salary — these are the most common stressors that the migrants report,' he said.

He added that exploitative working conditions, long hours, low pay, poor safety standards and overcrowded living spaces contribute to both physical and psychological deterioration.

Migrant workers are also exposed to extreme social isolation. Language barriers, lack of community, and limited access to support networks leave migrants unable to seek help even when they desperately need it.

The experts said that mental health must be integrated into every stage of the migration cycle — at the pre-departure stage, in destination countries, and after return to the country.

They stressed the need for stronger bilateral agreements, mandatory psychosocial services, better monitoring by embassies, and reintegration support for returnees.

According to the Bureau of Manpower Employment and Training, 1.4 crore Bangladeshis migrated to 160 countries, including Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Malaysia, the United Arab Emirates, Oman, and Singapore in the past 21 years.

শ্রম বাজার

NEW AGE SATURDAY, NOVEMBER 22, 2025

# Protect migrant workers: UN to Bangladesh, Malaysia

L

United News of Bangladesh · Dhaka

UN HUMAN rights experts on Friday urged both governments of Bangladesh and Malaysia to intensify their efforts to ensure that migrant workers are not criminalised or re-victimised and that fraudulent recruitment agencies and other responsible actors are held accountable.

The experts expressed renewed concern about the continued exploitation, deception, and deepening debt bondage of Bangladeshi migrant workers in Malaysia.

They urged Bangladesh to strengthen the oversight of recruitment agencies, possibly through a centralised job portal, and prohibit the collection of fees from migrant workers.

'We are deeply troubled that fraudulent recruitment and the exploitation of migrants remain widespread and systematic in Malaysia,' the experts said in a statement issued from Geneva.

'These practices continue to cause significant human rights harms to affected workers and their families,' said the experts who have been in contact with the governments of Malaysia and Bangladesh on these issues.

The experts are Tomoya Obokata, the special rapporteur on contemporary forms of slavery, including its causes and consequences; Gehad Madi, the special rapporteur on the human rights of migrants; Pichamon Yeophantong, chairperson, Damilola Olawuyi, vice-chairperson, Fernanda Hopenhaym, Lyra Jakulevičienė and Robert McCorquodale, working group on business and human rights.

The experts noted that, according to information received, thousands of workers recruited through the Bangladesh Overseas Employment and Services remain stranded in Bangladesh or face exploitation risks in Malaysia after paying recruitment fees reportedly exceeding the official fees by more than five times.

Allegations also include confiscation of passports by employers, false job promises, discrepancies between contracts and promised employment packages, the publication of workers' passport numbers and other personal information without their consent, and the lack of access to support from responsible government agencies.

'Some migrants have reportedly been asked to make additional payments, while others have been reassigned to jobs without their consent. We have also been informed that a small number of recruitment agencies operate as a closed syndicate sustained by corruption, lack of transparency, and systemic exploitation,' the experts noted.

They also received reports of workers being pressured to sign or record false declarations stating that they had only paid official fees shortly before departure.

The experts reiterated that the governments of Bangladesh and Malaysia have an obligation to ensure that labour migration is governed in a rights-based, transparent, and accountable manner.

Malaysia is asked to ensure stronger safeguards to protect migrants from exploitation, arbitrary arrest, detention or deportation.

They stressed that involuntary repatriations and any form of reprisals by either governments or employers against migrant workers are wholly unacceptable and violate international human rights obligations.

They called on both countries to conduct prompt and independent investigations into reported abuses, provide effective remedies, including restitution and debt relief, and enhance cooperation to dismantle exploitative recruitment networks.

The experts urged both Governments to strengthen independent oversight in co-operation with civil society, trade unions, national human rights institutions, and UN agencies.

In addition, they called for expanded labour inspections in high-risk sectors and effective firewalls between labour rights enforcement or service providers and immigration enforcement authorities.

They further urged the government of Bangladesh to provide pre-departure training for workers on their rights and establish effective reporting channels to secure remedies to migrants.

They reiterated their readiness to continue constructive dialogue with both governments and relevant actors.

শনিবার
২২ নভেম্বর ২০২৫
দৈনিক ইত্তেফাক

# মালয়েশিয়ায় ১৭৪ বাংলাদেশি গ্রেফতার

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

মালয়েশিয়ার ইমিগ্রেশন বিভাগ বছর জুড়ে অবৈধ অভিবাসীদের চালাচ্ছে ব্যাপক অভিযান। প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালাচ্ছে এবং আটক করছে বিপুলসংখ্যক অভিবাসী। এর ধারাবাহিকতায় বৃহস্পতিবার ক্যামেরন হাইল্যান্ডস এলাকায় অভিযান চালিয়ে অভিবাসন আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে ১৭৪ বাংলাদেশিসহ ৪৬৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

মালয়েশিয়ার অভিবাসন বিভাগ (অপ জেম্পুর) বেলা ১১টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত চারটি জোনে অভিযান চালায়। যেখানে ব্যাবসায়িক এলাকা, নির্মাণ সাইট এবং সবজি চাষের খামার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অভিযানে ৫৪৭ জন ইমিগ্রেশন কর্মকর্তা অংশ নেন। এ বিষয়ে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, অধিকাংশ বিদেশি তখন সবজি প্যাকিংয়ের কাজে ব্যস্ত ছিলেন এবং কর্মকর্তাদের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না। তখন অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।

ইমিগ্রেশন মহাপরিচালক দাতুক জাকারিয়া শাবান বলেন, স্থানীয় কমিউনিটির অভিযোগের ভিত্তিতে এক মাস আগে থেকেই এ অভিযানের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। তিনি বলেন, কাজের সন্ধানে থাকা অভিবাসীদের কাছে এ জেলা বেশ আকর্ষণীয়। অভিযানে মোট ১ হাজার ৮৮৬ জন বিদেশির কাগজপত্র যাচাই করা হয়। এর মধ্যে অভিবাসন আইন লঙ্ঘন মেয়াদোত্তীর্ণ পাশ, বৈধ ভ্রমণ নথির অভাবসহ বিভিন্ন কারণে ৪৬৮ জনকে আটক করা হয়। কিছু ক্ষেত্রে পাওয়া টেম্পোরারি ওয়ার্ক ভিজিট পাশ নকল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে মিয়ানমারের ১৭৫, বাংলাদেশের ১৭৪, ইন্দোনেশিয়ার ৬৭, নেপালের ২০, পাকিস্তানের ১৬, ভারতের ১১ এবং ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, চীন ও কম্বোডিয়ার এক জন করে নাগরিক রয়েছেন। তাদের বয়স ২০ থেকে ৫৪ বছরের মধ্যে। ৩৮৮ জন পুরুষ, ৭৬ জন নারী ও চার জন শিশু। তাদের কেলান্তান, পেরাক ও সেলাঙ্গরে ডিটেনশন ডিপোতে পাঠানো হয়েছে।

প্রথম আলো
শুক্রবার, ২১ নভেম্বর ২০২৫,

# যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে জুতা রপ্তানি বেড়েছে

**পাল্টা শুল্কের প্রভাব**

চলতি বছরের প্রথম চার মাসে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে সার্বিকভাবে জুতা রপ্তানি প্রায় ৩২ শতাংশ বেড়েছে।

**শুভংকর কর্মকার**, *ঢাকা*

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পাল্টা শুল্কের সুফল কিছুটা হলেও পেতে শুরু করেছে বাংলাদেশের জুতাশিল্প। বাড়তি ক্রয়াদেশ পাচ্ছে এই খাতের রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলো। তাতে চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম চার মাস জুলাই-অক্টোবরে এই বাজারে চামড়ার জুতা রপ্তানি বেড়েছে ২১ শতাংশ। আর চামড়াবিহীন জুতার রপ্তানি আগের চেয়ে বেড়েছে তিন গুণ বা ২২২ শতাংশ। সার্বিকভাবে জুতা রপ্তানি ৩২ শতাংশের মতো বেড়েছে।

জুতাশিল্পের একাধিক উদ্যোক্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, নতুন মার্কিন ক্রেতাপ্রতিষ্ঠান ও ব্র্যান্ডগুলোর কাছ থেকে বাংলাদেশের জুতা ক্রয়ের আদেশ আসছে। যেসব প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা আছে, তারা দ্রুত ক্রয়াদেশ নিতে পারছে। তারা চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদনসক্ষমতাও বাড়িয়েছে। তবে বড় আকারে ব্যবসা ধরার পাশাপাশি তা টেকসই করতে দেশেই জুতার কাঁচামাল উৎপাদনের জন্য বিনিয়োগ লাগবে। প্রয়োজনে সরকারকেও নীতিসহায়তা দিতে হবে। কারণ, প্রতিযোগী দেশ ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার লিডটাইম (ক্রয়াদেশ থেকে শুরু করে পণ্য জাহাজীকরণ পর্যন্ত সময়) বাংলাদেশের চেয়ে অনেক কম। তবে বাংলাদেশে খরচ একটু কম। শুধু এটি দিয়ে রপ্তানি বেশি বাড়ানো কঠিন।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্যানুযায়ী, চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম চার মাস জুলাই-অক্টোবরে বাংলাদেশ থেকে ৪২ কোটি ডলারের জুতা রপ্তানি হয়েছে। বাংলাদেশি জুতার বড় বাজার ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) হলেও এখন এক-তৃতীয়াংশ জুতার গন্তব্য যুক্তরাষ্ট্র। বাজারটিতে জুলাই-অক্টোবরে রপ্তানি হয়েছে ১৩ কোটি ৩৩ লাখ ডলারের জুতা, যা গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ৩২ শতাংশ বেশি।

অন্যদিকে চলতি অর্থবছরের প্রথম চার মাসে বাংলাদেশ থেকে ১২ কোটি ডলারের চামড়ার জুতা রপ্তানি হয়েছে, যা গত বছরের একই সময়ের ১০ কোটি ডলারের তুলনায় ২১ শতাংশ বেশি।

দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রে যে পরিমাণ জুতা রপ্তানি হয়, তার প্রায় পুরোটাই চামড়ার তৈরি। তবে পাল্টা শুল্কের সুযোগে চমক দেখাতে শুরু করেছে চামড়াবিহীন জুতা। চলতি অর্থবছরের প্রথম চার মাসে চামড়াবিহীন জুতার রপ্তানি তিন গুণের বেশি বেড়েছে। উচ্চ শুল্কের কারণে চীনের ক্রয়াদেশ সরতে থাকায় বাংলাদেশের রপ্তানি পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে।

ইপিবির তথ্যানুযায়ী, গত জুলাই-অক্টোবর চার মাসে ১ কোটি ৭৪ লাখ ডলারের চামড়াবিহীন জুতা রপ্তানি হয়েছে, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের ৫৪ লাখ ডলারের চেয়ে ২২২ শতাংশ বেশি। সার্বিকভাবে জুতা রপ্তানি ৩২ শতাংশের মতো বেড়েছে।

চামড়াবিহীন জুতা রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান এনপলি ফুটওয়্যার চলতি বছর থেকে দুটি মার্কিন কোম্পানির কাছে জুতা রপ্তানি করছে। দুটি শীর্ষস্থানীয় মার্কিন ব্র্যান্ডের সঙ্গে ক্রয়াদেশ নিয়ে আলোচনা এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। নিরীক্ষা কার্যক্রম শেষ হলেই ক্রয়াদেশ পাওয়ার আশা প্রতিষ্ঠানটির। বর্তমানে এনপলির কারখানায় দিনে ১৪ হাজার জোড়া জুতা উৎপাদিত হয়। তাদের পাওয়া বিক্রয় বা রপ্তানি আদেশের ১৫ শতাংশ মার্কিন কোম্পানির, যা এক বছর আগেও ছিল শূন্য।

এ বিষয়ে এনপলি গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) রিয়াদ মাহমুদ *প্রথম আলোকে* বলেন, মার্কিন ক্রেতারা চীন থেকে ক্রয়াদেশ সরানোর নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। চীনের ওপর পাল্টা শুল্ক যা-ই হোক না কেন, নীতির পরিবর্তন খুব একটা হবে না। মার্কিন ব্র্যান্ডের ক্রয়াদেশ নিতে গেলে

**অভিমত**

## বন্ড জটিলতায় সময়মতো পণ্য রপ্তানি করা কঠিন

**মো. নাসির খান,**
সহসভাপতি,
এলএফএমইএবি

মো. নাসির খান

পাল্টা শুল্ক আরোপের পর মার্কিন ব্র্যান্ড ও ক্রেতাপ্রতিষ্ঠানগুলো চীন থেকে ক্রয়াদেশ সরাচ্ছে। তাদের অনেকেই বাংলাদেশের উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে জুতার ক্রয়াদেশ নিয়ে আলোচনা করছে। ফলে কিছু প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে নতুন ক্রয়াদেশ পেয়েছে। আবার কিছু প্রতিষ্ঠান ক্রয়াদেশ পাওয়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

অবশ্য মার্কিন বড় ব্র্যান্ড ও ক্রেতাপ্রতিষ্ঠানের কাজ পাওয়া আমাদের জন্য কিছু কঠিন। কারণ, আমাদের সরবরাহ ব্যবস্থায় বেশ কিছু জটিলতা রয়েছে। আমরা সবচেয়ে বেশি ভুগছি বন্ড জটিলতায়। ধরুন, আমার প্রতিষ্ঠান দেড় লাখ জোড়া জুতার ক্রয়াদেশ পেয়েছে। এই জুতার পুরো কাঁচামাল আমদানির প্রাপ্যতার অনুমতি দেয় না বন্ড কর্তৃপক্ষ। আমাদের ভাগ ভাগ করে কাঁচামাল আনতে হয়। তাতে সময়সমতো পণ্য জাহাজীকরণ আমাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। মূলত এ কারণেই আমাদের জুতা রপ্তানি বছরের পর বছর ১ বিলিয়ন বা ১০০ কোটি মার্কিন ডলারের আশপাশেই ঘুরছে। অথচ দেশে রপ্তানিমুখী ১০০-এর বেশি কারখানায় যে যন্ত্রপাতি স্থাপন করা আছে, তাতে বছরে ৫ বিলিয়ন বা ৫০০ কোটি ডলারের জুতা রপ্তানি করা সম্ভব।

বন্ড জটিলতা নিরসনে মূল্য সংযোজনের শর্ত দিয়ে কাঁচামাল আমদানির অনুমতি দেওয়া উচিত। যেমন ১০০ ডলারের কাঁচামাল আনলে ১২৫ ডলারের পণ্য রপ্তানি করতে হবে। একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেটি না করলে আমদানি করা কাঁচামালের ওপর শুল্ক আরোপ হবে, এমন ব্যবস্থা করলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। চীন, কোরিয়া, জাপানসহ বিভিন্ন দেশ কাঁচামাল আমদানিতে মূল্য সংযোজন ব্যবস্থা চালু করে উন্নতি করেছে।

আমাদের আরেকটি সমস্যা হচ্ছে, সাভারের চামড়াশিল্প নগরের দূষণ। এ কারণে আমাদের চামড়া বিশ্বের বড় ব্র্যান্ডগুলো কিনছে না।

উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অটোমেশন হলেও জুতাশিল্প বরাবরই শ্রমনিবিড়। সে কারণে বাংলাদেশ প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় একটা জায়গায় এগিয়ে রয়েছে। শ্রমিকের কম মজুরির জন্য বাংলাদেশ যে দামে জুতা দিতে পারে, তা অন্য দেশ পারে না। সে জন্য মার্কিন পাল্টা শুল্কের কারণে যে সুযোগ তৈরি হয়েছে, সেটি কাজে লাগাতে আমাদের দ্রুত কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

কারখানাগুলোকে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করতে হয়। দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরলে উদ্যোক্তারা বিনিয়োগে সাহস পাবেন।

গত ৩১ জুলাই ট্রাম্প প্রশাসন বিভিন্ন দেশের পণ্য আমদানির ওপর সংশোধিত পাল্টা শুল্কহার ঘোষণা করে, যা ৭ আগস্ট কার্যকর হয়। সংশোধিত হার অনুযায়ী, বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের পণ্যে বাড়তি ২০ শতাংশ পাল্টা শুল্ক বসেছে। ভারতীয় পণ্যের ক্ষেত্রে হারটি দাঁড়ায় ৫০ শতাংশ। আর ইন্দোনেশিয়া, কম্বোডিয়া ও পাকিস্তানের পাল্টা শুল্কের হার ১৯ শতাংশ। শুরুতে চীনের পণ্যে অন্য দেশের চেয়ে কয়েক গুণ পাল্টা শুল্ক আরোপ করা হয়।

পাল্টা শুল্ক কার্যকর হওয়ার আগে থেকে দেশের শীর্ষস্থানীয় জুতা রপ্তানিকারকেরা জানাচ্ছিলেন, কিছু মার্কিন ক্রেতা প্রতিষ্ঠান গত বছর থেকে বাংলাদেশে ক্রয়াদেশ দিতে আগ্রহ দেখাচ্ছে। আবার পুরোনো ক্রেতারাও ক্রয়াদেশ বাড়াচ্ছেন। ব্র্যান্ডভেদে কমপ্লায়েন্স ও মানভেদে জুতার নতুন ক্রেতা অন্তর্ভুক্ত করতে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের কয়েক মাস পর্যন্ত সময় লাগে। সে কারণে ফলাফল কিছুটা দেরিতে পাওয়া যায়।

রপ্তানিকারকদের কথার সত্যতা রপ্তানি পরিসংখ্যানেও পাওয়া যায়। ইপিবির তথ্যানুযায়ী, গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সার্বিকভাবে জুতা রপ্তানি ২৪ শতাংশ বেড়ে ১১৯ কোটি ডলারে উন্নীত হয়েছিল। তার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হয়েছে ৩১ কোটি ডলারের জুতা, যা এর আগের বছরের তুলনায় ৬০ শতাংশ বেশি।

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে গত অর্থবছরে ২৯ কোটি ডলারের চামড়ার জুতা রপ্তানি হয়েছিল, যা তার আগের বছরের চেয়ে ১১ কোটি ডলার বা ৬১ শতাংশ বেশি। অন্যদিকে গত অর্থবছর প্রায় ২ কোটি ডলারের চামড়াবিহীন জুতা রপ্তানি হয়। এ ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি ছিল ৫১ শতাংশ।

ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব কমার্সের আওতাধীন অফিস অব টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেলের (অটেক্সা) তথ্যানুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে গত বছর বিভিন্ন দেশ থেকে ২৫ দশমিক ৫৫ বিলিয়ন বা ২ হাজার ৫৫৫ কোটি ডলারের জুতা রপ্তানি হয়েছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ রপ্তানি ৮৬৫ কোটি ডলারের জুতা রপ্তানি করেছে ভিয়েতনাম। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৮৪২ কোটি ডলারের জুতা রপ্তানি করেছে চীন। এ ছাড়া ইন্দোনেশিয়া রপ্তানি ছিল ২৫৩ কোটি ডলারের।

আরএফএল গ্রুপ শুরুতে ইইউর বাজারে জুতা রপ্তানি করত। বর্তমানে তাদের মোট জুতা রপ্তানির অর্ধেকই যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে। ইতিমধ্যে বিশ্বখ্যাত খুচরা বিক্রেতা ব্র্যান্ড ওয়ালমার্টে জুতা রপ্তানি করেছে তারা। আগামী জানুয়ারিতে স্কেয়ার্সের জন্যও জুতা পাঠাবে তারা। গত অর্থবছরে মোট আড়াই কোটি ডলারের জুতা রপ্তানি করেছে আরএফএল। বর্তমানে তারা চারটি কারখানায় জুতা উৎপাদন করছে। শিগগিরই কারখানার সংখ্যা আরেকটি বাড়বে।

এ নিয়ে আরএফএল গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) আর এন পাল প্রথম আলোকে বলেন, 'চীনের ওপর মার্কিন শুল্ক যা-ই হোক না কেন, যেসব ক্রেতাপ্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে জুতা উৎপাদন করে স্বচ্ছন্দ পাবে, তারা থাকবে। আশা করছি, বাজারটিতে আমাদের রপ্তানি দিন দিন বাড়বে।'

TUESDAY NOVEMBER 11, 2025
KARTIK 26, 1432 BS
The Daily Star

# Deported workers call for justice

## Demonstrate in front of expats' welfare ministry

DIPLOMATIC CORRESPONDENT

Bangladeshi migrant workers deported from Malaysia formed a human chain yesterday, demanding urgent support for 431 workers who were allegedly exploited by two Malaysian companies – Mediceram and Kawaguchi Manufacturing.

The protest took place in front of the Expatriates' Welfare and Overseas Employment Ministry in Dhaka, where the participants also highlighted mistreatment of Bangladeshi migrants in Malaysia.

They urged both Bangladeshi and Malaysian authorities, as well as international buyers, to ensure that affected workers receive unpaid wages, fair compensation, and justice for systemic abuses.

"We also urge the media, activists, rights community, and other relevant stakeholders to give this matter immediate attention," said a statement from the Migrant Welfare Network (MWN).

The statement accused the Bangladeshi High Commission in Malaysia and the Expatriates' Welfare Ministry of failing to protect victims of

# Deported workers call

FROM PAGE 3

"modern slavery" and instead fostering an environment of retaliation.

Nironjon, a former Mediceram worker who was recently fired and deported for protesting non-renewal of work visas, said he went to Malaysia in 2023 and faced irregular and reduced payments.

"We demanded our rights as humans, but were treated like second-class citizens. When we sought legal status and reimbursement, we were threatened and forced onto flights," he said.

Omar Faruq, a former worker of Kawaguchi Manufacturing, said they suffered passport confiscation and unpaid salaries for over seven months.

"Our appeals to authorities brought no help," he said. "The company closed without paying our wages. Thousands of migrant workers in Malaysia face the same situation. Complete reform is needed."

According to MWN, Kawaguchi was a major supplier for global brands such as Sony, Panasonic, and Daikin.

Workers reportedly paid high recruitment fees and faced wage irregularities beginning in 2022, with salaries going entirely unpaid for seven months by September 2024.

After months of hardship and strikes, 308 Bangladeshi workers were reimbursed for recruitment fees and compensated for their suffering.

However, their unpaid wages remained unsettled despite a consent order issued by Malaysian authorities following a settlement meeting on December 24, 2024.

MWN said the Taiwanese owner of Kawaguchi still owes 3 million Malaysian ringgit to 251 migrant workers, while the company has since shut down without clearing its dues – a failure it described as a "serious lapse" in Malaysia's labour governance system.

শনিবার ২৫ অক্টোবর ২০২৫
৯ কার্তিক ১৪৩২
যুগান্তর

# লিবিয়া থেকে ফিরল প্রতারণার শিকার ৩০৯ বাংলাদেশি

যুগান্তর প্রতিবেদন

লিবিয়া থেকে দেশে ফিরেছেন প্রতারণা ও পাচারের শিকার ৩০৯ বাংলাদেশি নাগরিক। শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ফ্লাই ওয়া ইন্টারন্যাশনাল পরিচালিত একটি বিশেষ চার্টার্ড ফ্লাইটে তারা ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান। বাংলাদেশ সরকার ও আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম)-এর যৌথ উদ্যোগে এই প্রত্যাবাসন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও আইওএম-এর কর্মকর্তারা তাদের স্বাগত জানান।

বিমানবন্দর প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের (বিএমইটি) সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ শাহেদ হোসেন জানান, দেশে ফেরা প্রত্যেককে আইওএমের পক্ষ থেকে ছয় হাজার টাকা করে নগদ সহায়তা ও খাবার দেওয়া হয়েছে। প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক থেকেও তাদের সার্বিক সহায়তা দেওয়া হয়।

সরকারি সূত্র জানিয়েছে, লিবিয়ায় অবস্থানরত এসব বাংলাদেশি মূলত মানবপাচারকারীদের প্রতারণার শিকার হন। তাদের ইউরোপে পৌঁছে দেওয়ার আশ্বাসে দালাল চক্র বিপুল অর্থ হাতিয়ে নেয়। অনেকে অবৈধভাবে সমুদ্রপথে ইউরোপে যাওয়ার চেষ্টা করলে পথে ধরা পড়েন, আবার অনেকে লিবিয়ায় অপহরণ ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন।

সরকারের দেওয়া এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, এই প্রত্যাবাসন কার্যক্রমে লিবিয়ায় বাংলাদেশ দূতাবাস, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, লিবিয়া সরকার এবং আইওএম ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, সরকার অবৈধ উপায়ে বিদেশযাত্রা নিরুৎসাহিত করতে এবং বিদেশে বিপদে পড়া নাগরিকদের নিরাপদ প্রত্যাবাসনে কাজ করছে।

NEW AGE NEWS SATURDAY, OCTOBER 25, 2025

# 309 more Bangladeshis return home from Libya

**Staff Correspondent**

Bangladesh ambassador to Libya Abul Hasnat Muhammad Khairul Bashar, among others, sees off the Bangladeshi nationals, who have expressed their willingness to return home from Libya, on the embassy premises in Tripoli on Thursday. — Press release

A TOTAL of 309 more Bangladeshi nationals who had expressed their willingness to return home from Libya were repatriated on Friday under the supervision of the Bangladesh embassy in Tripoli, with cooperation from the Government of National Unity of Libya.

The returnees landed at the Hazrat Shahjalal International Airport in Dhaka at about 9:30am on the day on a special chartered flight arranged by the Libyan authorities, according to the embassy.

This is the second chartered flight facilitated by the Libyan government this month to assist stranded or distressed Bangladeshi migrants.

A similar group of 309 migrants was repatriated on October 9 through the same arrangement.

Bangladesh ambassador to Libya retired Major General Abul Hasnat Muhammad Khairul Bashar saw the migrants off at the embassy premises before their departure, along with first secretary (labour) Md Russell Mia and other officials.

The ambassador said that the government remained committed to ensuring the safe and dignified return of migrant workers facing hardship abroad.

He urged the returnees to raise awareness in their communities against human trafficking and irregular migration, warning others about the grave risks involved in taking illegal routes.

He also encouraged aspirant migrants to pursue legal migration channels through proper skills development and training, noting that 'every citizen is a valuable national asset.'

The embassy expressed gratitude to the Libyan ministries of interior and foreign affairs for their cooperation, saying that strong coordination between Dhaka and Tripoli had made the repatriation efforts possible.

Preparations are now under way to bring back another 300 Bangladeshi nationals from Libya on October 30.

According to the Bureau of Manpower, Employment and Training, thousands of Bangladeshi migrants in Libya remain undocumented or in distress, many of whom were trafficked through irregular routes across the Mediterranean corridor.

Over the past several years, the Bangladesh mission have facilitated the return of more than 10,000 nationals from Libya — many rescued from detention centres, prisons, or trafficking networks — under joint initiatives with the International Organisation for Migration and the Libyan authorities.

Despite repeated government campaigns, irregular migration to Libya and Europe via the Mediterranean continues, driven by poverty, lack of job opportunities, and exploitation by traffickers who promise high-paying jobs abroad.

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার
১০ অগ্রহায়ণ ১৪৩২, ২৫ নভেম্বর ২০২৫

# বৈদেশিক শ্রমবাজার বহুমুখী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন!

■ মো. মাজেদুল হক

অর্থনীতিতে পণ্য রপ্তানি এবং জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের আরো কিছু কিছু দিক রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ পণ্য রপ্তানি এবং জনশক্তি রপ্তানির বিষয়ে বাজার সম্প্রসারণ করতে পারেনি

বাংলাদেশের এক গবেষণাপ্রতিষ্ঠানের তথ্য মোতাবেক, বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতি চার জনের মধ্যে একজন গরিব। দেশে এখন পৌনে ৫ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে। বিশ্বব্যাংক বলেছে, এ বছর আরো ৩০ লাখ মানুষ অতি দরিদ্র হয়ে যাবে। কারণ, মানুষের প্রকৃত আয় কমে যাচ্ছে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্থবির এবং বিদ্যমান দুর্বল শ্রমবাজার। বেকারত্বের হার বেড়েই চলছে। শ্রমশক্তি জরিপ-২০২৪ অনুযায়ী, দেশে এখন বেকার মানুষ ২৬ লাখ ২৪ হাজার। উল্লেখ্য, দেশে ২৯ শতাংশ স্নাতক ডিগ্রিধারী এখন বেকার। কর্মজীবীদের ৩৮ শতাংশ ছদ্ম বেকারত্ব অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ কর্মসংস্থানে যুক্ত নেই। সত্য যে, শ্রমশক্তিতে নারীদের অংশগ্রহণের হার অনেক কম। বর্তমানে কর্মক্ষম বয়সের নারীদের মাত্র এক-চতুর্থাংশ কর্মক্ষেত্রে যুক্ত আছেন। দেশের শ্রমবাজার এখন সংকুচিত হয়ে পড়েছে নানা কারণে। দুঃখজনক যে, দেশের শ্রম বাজারের সঙ্গে সঙ্গে বৈদেশিক শ্রমবাজার সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। বৈদেশিক শ্রমবাজার সংকুচিত হয়ে পড়লে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর চাপ বাড়বে। সামষ্টিক অর্থনীতি অস্থিতিশীল হয়ে পড়বে। রেমিট্যান্স বাড়লে রিজার্ভ বাড়ে, বিনিময় হার স্থিতিশীল থাকে, আমদানি ব্যয় কম হয় এবং এক পর্যায়ে মূল্যস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে থাকে। মূল্যস্ফীতি কম থাকলে মানুষের প্রকৃত আয় বাড়ে, ভোগ বাড়ে, উৎপাদন বাড়ে। প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স হলো নিট বৈদেশিক মুদ্রা। রেমিট্যান্স জাতীয় অর্থনীতিতে পুরোটাই মূল্য সংযোজন করে। অন্যদিকে রপ্তানি আয়ের মাধ্যমে যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয় তার ৪০ শতাংশ ব্যয় হয় কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি আমদানি করতে। আবার রপ্তানি আয়ের জন্য একক পণ্যের ওপর নির্ভর করতে হয় এখনো। অর্থনীতি এখনো বহুমুখী হয়নি। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, টেকসই অর্থনীতির জন্য প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সের বিকল্প নেই। অথচ বৈদেশিক শ্রমবাজার দিনে দিনে সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে, যা বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য অশনিসংকেত।

জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্য মোতাবেক, গত ১২ বছরে ওমান, বাহরাইন, লিবিয়া, সুদান, মিশর, রোমানিয়া, ব্রুনাই, মালদ্বীপ বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য শ্রমবাজার বন্ধ হয়ে গেছে। ইরানের শ্রমবাজার বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য সাত বছর বন্ধ ছিল। বাংলাদেশসহ ৯ দেশের ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। শ্রমিক, পর্যটন এবং ব্যাবসায়িক উদ্দেশ্যে ভিসার আবেদন করা যাবে না। ২০২৬ সাল থেকে কার্যকর হবে। মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার ২০২৪-এর মে মাসে বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য বন্ধ আছে। মূলত অবৈধ অভিবাসন, মানব পাচার, আইন লঙ্ঘন, দক্ষ শ্রমিকের অভাবের কারণে বৈদেশিক শ্রমবাজার সংকুচিত হয়ে পড়ছে। আন্তর্জাতিক মানব পাচার সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান এখন তলানিতে। এ কারণে শ্রমিক গ্রহণকারী দেশগুলো বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক নিতে আগ্রহ হারাচ্ছে। এছাড়াও, কূটনৈতিক দক্ষতার একটা ঘাটতি রয়েছে, যার কারণে বাংলাদেশ জনশক্তি রপ্তানি করতে এবং শ্রমবাজার সম্প্রসারণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। বিএমইটি তথ্য মতে, ২০২৪ সালে বাংলাদেশ থেকে ১০ লাখ ১১ হাজার ৮৬৯ জন কর্মী বিদেশে গেছে। এর মধ্যে ৯৫ শতাংশ গেছে মাত্র পাঁচটি দেশে। নারী শ্রমিক অভিবাসনের বিষয় নিয়ে অনেক সমালোচনা রয়েছে। এখনো পর্যন্ত বৈদেশিক শ্রমবাজারে নারী শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ কর্ম পরিবেশ গড়ে ওঠেনি। শারীরিকভাবে নারীশ্রমিক নির্যাতন, যৌন হয়রানি, নারী শ্রমিকদের কম মজুরি প্রদান নিয়মিত ঘটনা। ওকাপের এক গবেষণায় উঠে এসেছে যে, ৯৪ শতাংশ নারী কর্মী নিয়মিত শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। যৌন হয়রানির শিকার ৪৭ শতাংশ নারী। এ কারণে এখন নারী কর্মী বিদেশ যেতে ইচ্ছুক নয়। বিএমইটি তথ্য বলেছে যে, ২০১৬ সালে ১ লাখ ১৮ হাজার ৮৮ নারী কর্মী বিদেশ যান। এরপর এ বছর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নারী কর্মী গেছেন মাত্র ৪০ হাজার ৮৮ জন। অর্থাৎ, ২০১৬ সালের পর থেকে নারী কর্মী বিদেশ যাওয়া কমে গেছে ৬৬ শতাংশ। এটা বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত উদ্বেগজনক। দুঃখজনক যে, গত ১৪ বছরে অবৈধভাবে ৭০ হাজার বাংলাদেশি ইউরোপে প্রবেশ করেছে। অবৈধভাবে যাওয়ার বেশির ভাগ মানুষ ক্যাম্পে বন্দি হয়ে পড়েন। যার ফলে বিশ্বের শ্রমবাজারে বাংলাদেশিদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হচ্ছে।

সত্য যে, কিছু কিছু দেশে বাংলাদেশের কর্মীদের নেওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে। কিন্তু ভাষাগত দক্ষতা এবং চাহিদা মোতাবেক দক্ষতার দিক দিয়ে বাংলাদেশ প্রয়োজনীয়সংখ্যক জনশক্তি রপ্তানি করতে ব্যর্থ হচ্ছে। এমপ্লয়মেন্ট পারমিট সিস্টেমের (ইপিএস) মাধ্যমে দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশসহ ১৬টি দেশের কর্মীদের নিয়োগ দিয়ে থাকে। ২০০৮ সালে এই প্রক্রিয়া শুরু হলেও বাংলাদেশ এই সুযোগ কাজে লাগাতে পারছে না। দক্ষিণ কোরিয়ার এই সুযোগ নেপাল, ভিয়েতনাম, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া বৃহৎভাবে কাজে লাগিয়েছে। বিগত পাঁচ বছরে ৪০ হাজার কোটার বিপরীতে বাংলাদেশ থেকে দক্ষিণ কোরিয়ায় কর্মী গেছেন প্রায় ১৫ হাজার। অথচ, ২০২৪ সালে ১৬ হাজার ৪০০ কোটার বিপরীতে নেপাল থেকে কর্মী গেছেন ১৬ হাজার ৩০০ জন। ২০২৫ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার শ্রমবাজারে বাংলাদেশিদের জন্য কোটা নির্ধারিত আছে ১০ হাজার ৩০০ জন। অথচ এ কোটার বিপরীতে এ বছর সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত গেছেন মাত্র ১ হাজার ২৪৪ জন। জাপান টাইমসের প্রতিবেদন বলছে—২০৪০ সালের মধ্যে জাপানে কর্মক্ষম জনসংখ্যার ঘাটতি ১ কোটি ১০ লাখ পৌঁছাতে পারে। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ সরকার জাপানের শ্রমবাজারে দক্ষ জনশক্তি পাঠাতে পারে। নেপালিরা জাপানের শ্রমবাজারে প্রশংসা অর্জন করেছে তাদের দক্ষতা দিয়ে। এছাড়াও, নেপালের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিদেশ গমনে ইচ্ছুদের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স এসেছে ৩০ দশমিক ৩৩ বিলিয়ন ডলার, যা আগের অর্থবছর থেকে প্রায় ২৭ শতাংশ বেশি। যেখানে রপ্তানি আয় এসেছে ৪৮ বিলিয়ন ডলার। রপ্তানি আয়ের মধ্যে কাঁচামাল, মেশিনারিজ, মধ্যবর্তী পণ্য আমদানিতে চলে গেছে প্রায় ১০ থেকে ১৫ বিলিয়ন ডলার। এ ব্যাখ্যা থেকে বলা প্রয়োজন যে, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য রেমিট্যান্সের বিকল্প অন্য টেকসই পন্থা নেই। দরকার শুধু শ্রমবাজার সম্প্রসারণ এবং দক্ষ কর্মী সৃষ্টি করা। বাংলাদেশের রপ্তানি আয় একক পণ্যনির্ভর এবং রপ্তানি বাজার কয়েকটি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বাংলাদেশ এখন বৈদেশিক ঋণনির্ভর দেশে পরিণত হয়েছে। কারণ, বাংলাদেশে কর-জিডিপি অনুপাত বিশ্বের সর্বনিম্ন। সামনের দিনে বৈদেশিক ঋণের পরিশোধ বেড়ে যাবে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের তথ্য মোতাবেক, চলতি অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে বৈদেশিক ঋণ এসেছে ১১৫ কোটি ডলার, আর আগে নেওয়া ঋণের জন্য পরিশোধ করতে হয়েছে ১২৮ কোটি ডলার। বাংলাদেশ বিশ্বের দেড় শতাধিক দেশে পণ্য রপ্তানি করে থাকে। এর মধ্যে ১০টি দেশ থেকে আসে মোট রপ্তানি আয়ের ৮০ শতাংশের কাছাকাছি। আবার এর মধ্যে একক পণ্য তৈরি পোশাক থেকে আসে ৮৪ শতাংশ। একটা অর্থনীতিতে পণ্য রপ্তানি এবং জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের আরো কিছু কিছু দিক রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ পণ্য রপ্তানি এবং জনশক্তি রপ্তানির বিষয়ে বাজার সম্প্রসারণ করতে পারেনি। অপ্রচলিত বাজারে পণ্য রপ্তানির প্রণোদনা দিলেও রপ্তানি বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে না। আবার কিছু শ্রমবাজারে সুযোগ সৃষ্টি হলেও চাহিদা মোতাবেক কর্মী পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না। ঋণ প্রদানকারী সংস্থাগুলো সাধারণত বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করে থাকে। রিজার্ভ কমে গেলে অর্থনৈতিক আত্মবিশ্বাস কমে যায়। তখন দুর্বল অর্থনীতি হিসেবে প্রকাশ পায়। এজন্য প্রয়োজন টেকসই বৈদেশিক শ্রমবাজার এবং দক্ষ শ্রমিক প্রেরণ। যে শ্রম বাজারগুলো বন্ধ হয়ে গেছে সেগুলো পুনরায় চালু করার জন্য প্রয়োজন কূটনৈতিক তৎপরতা। টেকসই শ্রমবাজার স্থাপন করতে না পারলে কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

● লেখক : অর্থনীতিবিদ এবং চেয়ারম্যান, পলিসি থিংক অ্যান্ড ইকোনমিক রিসার্চ সেন্টার

**দেশ রূপান্তর** রবিবার, ২৩ নভেম্বর ২০২৫,

# মানা হবে না কর্মসংস্থান ঝুঁকির নীতিমালা

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশের মানুষের কর্মসংস্থান ঝুঁকিতে ফেলে এমন নীতিমালা মানা হবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিশিষ্টজনরা। গতকাল শনিবার ঢাকার এক হোটেলে টিআরএনবি আয়োজিত 'আগামীর বাংলাদেশ বিনির্মাণের চ্যালেঞ্জ : টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতের দেশীয় উদ্যোক্তাদের ভবিষ্যৎ' শীর্ষক সেমিনারে বক্তারা এমন মন্তব্য করেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। তিনি বলেছেন, অনির্বাচিত সরকার যে নীতিমালা করল, টেলিকমসহ সব নীতিমালা নির্বাচিত সরকার রিভিউ (পুনর্বিবেচনা) করবে।

সেমিনারে অতিথি হিসেবে ছিলেন গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব আব্দুর নূর তুষার, সিনিয়র সাংবাদিক মাসুদ কামাল, টেলিকম পলিসি রিসার্চার আবু নজম তানভীর। দেশীয় শীর্ষ ছয় টেলকম খাতসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ফাইবার অ্যাট হোমের সুমন আহমেদ সাবির।

আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, টেলিকম নীতিমালা ক্রিটিক্যাল। স্টেকহোল্ডারদের মতামত নিয়ে এসব নীতিমালা করতে হবে। গত ১৫ বছরে এই সেক্টরে যে ধরনের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে, বিটিআরসির স্বাধীনতা ধ্বংস করা হয়েছে। এখানে একটা বড় ধরনের পরিবর্তন দরকার। যে পরিবর্তনের ফলে দেশীয় উদ্যোক্তা এবং ডিজিটাল সিকিউরিটিকে সুরক্ষা দিতে হবে। যে খাতে এত প্রফিট, সেখানে দেশীয় বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগ করতে পারবে না কেন? নীতিমালা করার সময় এগুলো মাথায় রাখতে হবে।

**সেমিনারে বক্তারা**

তিনি বলেন, আপনাদের আশ্বস্ত করতে চাই, টেলিকম সেক্টরকে সুরক্ষা করা আগামী দিনে যারা নির্বাচিত হবে সেই দায়িত্ব তাদের। অনির্বাচিত সরকার যে নীতিমালা করল, টেলিকমসহ সব নীতিমালা নির্বাচিত সরকার রিভিউ করবে।

বেস্ট, ফাস্ট ও সিকিউরড নেটওয়ার্ক তৈরিতে নতুন টেলিকম নীতিমালায় স্পেকট্রাম ও ব্রডব্যান্ডের বিকাশে দেশি-বিদেশি উদ্যোক্তাদের মধ্যে কোনো বৈষম্য রাখা যাবে না বলে মনে করেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির এ সদস্য।

বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য জহির উদ্দিন স্বপন বলেন, নীতিমালার ক্ষেত্রে ডিজিটাল সভরেন্টি (সার্বভৌমত্ব) নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে। নীতিমালায় ডিজিটাল সিকিউরিটিটি কনফার্ম হয় কি না, সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। জবাবদিহিবিহীন নীতিমালা হতে পারে না।'

গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি বলেন, আগামীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নীতিমালা দরকার। বিদেশি কোম্পানিগুলো কতটা জবাবদিহির মধ্যে আছে; আমাদের আইআইজি-আইএসপিগুলো দেশীয় কোম্পানি। নীতিমালায় দেখা যাচ্ছে দেশীয় কোম্পানির হাতে যাতে না থাকে, বিদেশি কোম্পানির হাতে চলে যায়– এমন নীতিমালা করা হয়েছে। আমরা দেখছি বন্দরের ক্ষেত্রে বিদেশিদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি নিজস্ব ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে চাই। এই খাতের পাঁচ-সাত লাখ লোকের কর্মসংস্থান ঝুঁকির মধ্যে ফেলে নীতিমালা মানা হবে না।

আব্দুর নূর তুষার বলেন, যদি ব্যবসায় বৈষম্য দূর করা না যায় তাহলে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা এসে ব্যবসা করবে। কিন্তু আমাদের দেশীয় ব্যবসায়ীদের ব্যবসার সুযোগ রাখতে হবে। আমাদের ব্যবসায়ীদের স্বাধীন রাখার চেষ্টা করেন।

ফাইবার অ্যাট হোমের চেয়ারম্যান মইনুল হক সিদ্দিকী বলেন, ঢাকার বাইরেও এনটিটিএনরা কাজ করেছে। তার প্রমাণ পাবেন আপনারা সেখানে গেলে। সেখানে ইন্টারনেটের স্পিড দেখে বুঝতে পারবেন। অথচ টেলিকম নীতিমালায় আমাদের দেশীয় উদ্যোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা হচ্ছে না। পাশাপাশি কর্মসংস্থানের বিষয়টি নিয়েও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

ইন্টারনেট সেবাদাতাদের সংগঠন আইএসপিএবি সভাপতি আমিনুল হাকিম বলেন, গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত আমাদের আইএসপিরা সেবা দেয়। এই খাতে আড়াই হাজার ব্যবসায়ী, আমাদের সাড়ে ৪ থেকে ৫ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ। টেলিকম নীতিমালার বিরুদ্ধে প্রধান রাজনৈতিক দল সংবাদ সম্মেলন করেছিল– আমরা আশাবাদী যে সরকার নীতিমালা বাতিল করবে। কিন্তু করা হয়নি। আপনারা (বিএনপি) আগামীতে সরকার গঠন করবেন, মানুষ মেরে ফেলার পলিসির বিষয়ে আপনারা ভাববেন বলে আমরা আশা করি।

এ ছাড়া বক্তব্য দেন এআইওবি সদস্য ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) মোস্তাফিজুর রহমান, বাহন লিমিটেডের রাশেদ আমিন বিদ্যুৎ, সাংবাদিক মাসুদ কামাল, শাহেদ আলম, টেলিযোগাযোগ পলিসি বিশ্লেষক আবু নাজম তানভীর হোসাইন, টিআরএনবি সভাপতি সমীর কুমার দে এবং সাধারণ সম্পাদক মাসদুজ্জামান রবিন।

---

**বণিক বার্তা** বৃহস্পতিবার, নভেম্বর ২৭, ২০২৫

### এসএমই ফাউন্ডেশনের সেমিনারে বিশেষজ্ঞরা

# সরকারি ক্রয়ে ক্ষুদ্র ও নারী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ বাড়লে ১০ লাখ নতুন কর্মসংস্থান হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

সরকারি কেনাকাটায় অতি ক্ষুদ্র, নারী ও নতুন উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ ১০ শতাংশ বাড়ানো গেলে দেশে প্রায় ১০ লাখ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে বলে মত দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। রাজধানীর বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্টের (বিআইএম) সম্মেলন কক্ষে গতকাল এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত এক সেমিনারে এ মতামত দেন উপস্থিত বিশেষজ্ঞরা। অনুষ্ঠানে সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অতি ক্ষুদ্র, নারী ও নতুন উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির দাবি জানানো হয়েছে।

এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন মো. মুসফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অথরিটির (বিপিপিএ) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এসএম মঈন উদ্দীন আহম্মেদ। প্যানেল আলোচক ছিলেন ইউএনডিপির রিজিওনাল হেড মমতা কোহলি এবং এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের (এডিবি) কান্ট্রি হেড নাশিবা সেলিম। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আনোয়ার হোসেন চৌধুরী। সেমিনার সঞ্চালনায় ছিলেন এসএমই ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন।

অনুষ্ঠানে আলোচকরা জানান, ইন্দোনেশিয়ায় এসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য সরকারি ক্রয়ে শতকরা ৪০ ভাগ কোটা নির্ধারিত আছে। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে ২৩ শতাংশ, ভারতে ২৫, ব্রাজিলে ২০, কেনিয়ায় ৩০ এবং যুক্তরাজ্যে ৩৩ শতাংশ কোটা সুবিধা রয়েছে। তারা বলেন, এসব দেশ এরই মধ্যে প্রমাণ করেছে, সরকারি ক্রয়ে এমএসএমই উদ্যোক্তাদের জোরালো অংশগ্রহণ অর্থনীতিকে গতিশীল করে। বাংলাদেশও সেই সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে।

তারা বলেন, বাংলাদেশে মোট জাতীয় বাজেটের ৪৫ শতাংশ এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ৮০ শতাংশ সরকারি ক্রয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। এ বিশাল বাজারে যদি এমএসএমই, নারী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ও নতুন উদ্যোক্তাদের কার্যকর প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা গেলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হবে, বৈচিত্র্যময় শিল্পায়ন ঘটবে, কর্মসংস্থান ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে এবং উদ্যোক্তাবান্ধব ও টেকসই অর্থনীতি গড়ে উঠবে।

সেমিনারে এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন বলেন, 'বিশ্বব্যাপী গবেষণা বলছে, সরকারি ক্রয়ে ১ শতাংশ অতিরিক্ত এসএমই অংশগ্রহণ হলে নতুন কর্মসংস্থান হয় প্রায় ৩০-৫০ হাজার। নারী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি হলে সমতাভিত্তিক অর্থনীতি ও পারিবারিক আয়ের প্রবৃদ্ধি হয় আর নতুন প্রতিষ্ঠানের জন্য বাজার উন্মুক্ত হলে উদ্ভাবন, নতুন প্রযুক্তি ও স্থানীয় শিল্প বিস্তার লাভ করে। তাই সব এসএমই উদ্যোক্তার তথ্য সংবলিত একটি রেজিস্ট্রেশন প্লাটফর্ম প্রস্তুত করা যায়, যা সারা দেশের সরকারি-বেসরকারি ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য একটি সোর্স হিসেবে বিবেচিত হবে। বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অথরিটির আর্থিক সহযোগিতায় এসএমই ফাউন্ডেশন এ প্লাটফর্ম তৈরি করতে পারে।'

সেমিনারে উপস্থাপিত তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে দেশের অর্থনীতিতে এসএমই খাতের অবদান প্রায় ৩০ শতাংশ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০২৪ সালের সমীক্ষা বলছে, দেশে প্রায় ১ কোটি ১৮ লাখ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৯৯ শতাংশ বেশি কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি (সিএমএসএমই)। শিল্প খাতের মোট কর্মসংস্থানের ৮৫ শতাংশ এ খাতে, যেখানে কর্মরত রয়েছেন তিন কোটিরও বেশি মানুষ।

# কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা

প্রথম আলো • রোববার, ২ নভেম্বর ২০২৫,

## সেতু থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

ফরিদপুরের ভাজনডাঙ্গায় নির্মাণাধীন সেতু থেকে পড়ে জহুরুল ইসলাম (৩২) নামের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। নিজস্ব প্রতিবেদক, ফরিদপুর

যুগান্তর | রোববার ২ নভেম্বর ২০২৫
১৭ কার্তিক ১৪৩২

### পানিতে ডুবে উল্লাপাড়া পেকুয়া ও নিয়ামতপুরে ৩ জনের মৃত্যু

## চাঁদপুরে তাবলিগ জামাতে এসে প্রাণ গেল যুবকের

### মাদারগঞ্জে নিখোঁজ আরেক শিশুর লাশ উদ্ধার

যুগান্তর ডেস্ক

চাঁদপুরে তাবলিগ জামাতে এসে পানিতে ডুবে প্রাণ হারিয়েছেন যুবক। মাদারগঞ্জে গোসলে গিয়ে নিখোঁজ আরও এক শিশুর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এ নিয়ে ওই দুর্ঘটনায় ৪ শিশুর লাশ উদ্ধার করা হলো। এখনও নিখোঁজ রয়েছে অপর এক শিশু। এছাড়া উল্লাপাড়া, পেকুয়া ও নিয়ামতপুরে পানিতে ডুবে শিশুসহ ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। যুগান্তর প্রতিনিধিরা জানান : **চাঁদপুরে** তাবলিগ জামাতে এসে পানিতে ডুবে যুবকের মৃত্যু হয়েছে। বাগাদি ইউনিয়নের মমিনপুর এলাকায় ডাকাতিয়া নদীতে গোসল করতে নেমে মো. প্রিন্স মাহমুদ (২০) নামে ওই যুবক মারা যান। শুক্রবার বিকালে মমিনপুর এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। তার লাশ উদ্ধার করেছে চাঁদপুর নদী ফায়ার স্টেশনের ডুবুরি দল। নিহত প্রিন্স মাহমুদ ঢাকার গেন্ডারিয়া এলাকার মো. রফিকুল ইসলামের ছেলে। তিনি তাবলিগ জামাতের সঙ্গে চাঁদপুরে এসেছিলেন। **সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায়** পঞ্চক্রোশী ইউনিয়নের মাটিকোড়া গ্রামে পানিতে ডুবে আবির হাসান (৫) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। সে ওই গ্রামের স্বপন হোসেনের ছেলে। আবিরের বাবা স্বপন হোসেন জানান, ভোর থেকে প্রবল বৃষ্টি হচ্ছিল। সকালে আবির সবার অগোচরে ঘর থেকে বের হয়ে বৃষ্টির মধ্যে বাড়ির পাশের খালে নেমে ডুবে যায়। **জামালপুরের মাদারগঞ্জে** চর ভাটিয়ানি গ্রামের ঝিনাই নদী থেকে কুলসুম নামে (৮) আরও এক শিশুর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এ নিয়ে নদী থেকে ৪ শিশুর লাশ উদ্ধার করা হলো। এখনো বৈশাখী নামে এক শিশু নিখোঁজ রয়েছে। শুক্রবার সন্ধ্যায় ওই গ্রামের দুদু মিয়ার দুই সন্তান পলি আক্তার ও আবু [illegible] রাউটি গ্রামের নুর ইসলামের মেয়ে [illegible] (৮) লাশ উদ্ধার করা হয়। তারা ঝিনাই নদীতে গোসলে গিয়ে ডুবে গিয়েছিল। **কক্সবাজারের পেকুয়ায়** পুকুরের পানিতে ডুবে জান্নাতুল নুর নামের দুই বছর বয়সের শিশুর মৃত্যু হয়েছে। শনিবার রাজাখালী ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের মাতবরপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত জান্নাতুল নুর ওই এলাকার হোসেন আলী প্রকাশ বাবুলের মেয়ে। **নওগাঁর নিয়ামতপুরে** খালে মাছ ধরতে গিয়ে পানিতে ডুবে সুজন কর্মকার (৫০) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার উপজেলার শ্রীমন্তপুর ইউনিয়নের চান্দইল খাল থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। সুজন কর্মকার শ্রীমন্তপুর ইউনিয়নের কামারপাড়া এলাকার মৃত অনুকূল কর্মকারের ছেলে। শনিবার সঙ্গীদের নিয়ে মাছ শিকারে গিয়ে তিনি মারা যান।

যুগান্তর
রোববার ২ নভেম্বর ২০২৫ •
E-mail : sportsjugantor@gm...

## জাবিতে নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে শ্রমিক নিহত

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) চতুর্থ শ্রেণির স্টাফ কোয়ার্টারের নির্মাণাধীন ১০ তলা ভবন থেকে পড়ে রাকিব (২৬) নামে শ্রমিক নিহত হয়েছেন। শুক্রবার সন্ধ্যায় তাকে সাভারের এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। নিহত রাকিবের বাড়ি চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুরে। জাবি প্রতিনিধি

## শরণখোলায় গাছচাপায় শ্রমিকের মৃত্যু

শরণখোলায় গাছচাপায় সুলতান হাওলাদার (৬০) নামে শ্রমিক নিহত হয়েছেন। শনিবার সাউথখালী ইউনিয়নের খুড়িয়াখালী গ্রামে পিলের রাস্তায় ওই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সুলতান ওই গ্রামের আনিস হাওলাদারের ছেলে। তিনি কাঠ ব্যবসায়ী শহিদুল ইসলামের শ্রমিক ছিলেন। বাগেরহাট প্রতিনিধি

যুগান্তর
মঙ্গলবার ৪ নভেম্বর ২০২৫
১৯ কার্তিক ...

## রাজধানীসহ চার জেলায় সড়কে ঝরল ৫ প্রাণ

যুগান্তর ডেস্ক

রাজধানীসহ দেশের চার জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় ৫ জন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে তেজগাঁওয়ে মোটরসাইকেল আরোহী, টাঙ্গাইলে দুজন, ভোলায় শিশু ও যশোরের কেশবপুরে পথচারী রয়েছেন। যুগান্তর প্রতিবেদন, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো সংবাদ—

**ঢাকা :** ট্রাকের ধাক্কায় নিহত মোটরসাইকেল আরোহী খন্দকার সাইদুর রহমান পেশায় মার্চেন্ডাইজার ছিলেন। তিনি রাজধানীর পল্লবী এলাকার খন্দকার মোফাজ্জল হায়দারের ছেলে। রোববার রাত পোয়া ১২টার দিকে তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে রাত পৌনে ২টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

**টাঙ্গাইল :** ট্রাকের সঙ্গে সিএনজিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষে নিহতরা হলেন—টাঙ্গাইলের কালিহাতীর আকুয়া এলাকার কাছিম উদ্দিনের ছেলে অটোরিকশাচালক সাহেব আলী এবং একই উপজেলার ভোক্তা এলাকার নূর মোহাম্মদ শেখের ছেলে অটোরিকশার যাত্রী আব্দুল আলীম। সোমবার ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের সদর উপজেলার ঘারিন্দা আন্ডারপাস এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

**ভোলা :** রাস্তা পারাপারের সময় ইজিবাইকের নিচে চাপা পড়ে নিহত হয় শিশু শ্রেণির শিক্ষার্থী সাহারা। সে ভোলা পৌর শহরের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ত। সোমবার দুর্ঘটনাটি ঘটে।

**কেশবপুর (যশোর) :** ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে নিহত গাব্রিয়েল বিশ্বাস যশোরের ঝিকরগাছা এলাকার বাসিন্দা। সোমবার যশোরের কেশবপুরে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

দেশ রূপান্তর
...র, ৫ নভেম্বর ২০২৫

## শরীয়তপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দুই যুবকের মৃত্যু

শরীয়তপুর প্রতিনিধি

শরীয়তপুরের গোসাইরহাটে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার ভোরে কোদালপুর ইউনিয়নের বকাউল পাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন ওই ইউনিয়নের ওহাব দেওয়ানপাড়া এলাকার কৃষক আলমগীর দপ্তরী (৫২) ও ট্রাক্টরচালক নুরে আলম মোল্লা (৪০)।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, ভোর ৫টার দিকে ওহাব দেওয়ানপাড়া এলাকার একটি পুকুরে মাছ ধরার জন্য বৈদ্যুতিক মোটরের সাহায্যে পানি সেচ দিতে যান আলমগীর ও নুরে আলম। এ সময় অসাবধানতাবশত তারা বিদ্যুতের তারের সঙ্গে জড়িয়ে যান। গুরুতর অবস্থায় স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে গোসাইরহাট স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত নুরে আলমের ছেলে নিরব মোল্লা বলেন, 'আমার বাবা আলমগীর কাকার সঙ্গে রাতে পাশের গ্রাম বকাউল পাড়ায় পুকুরে মাছ ধরতে যান। পরে সকালে আমি ফজর নামাজ পড়ে গিয়ে দেখি পুকুর পাড়ে আমার বাবা ও আলমগীর কাকা বিদ্যুতের তারে ঝুলে আছেন। স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতায় তাদের হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তাররা [illegible] ঘোষণা করেন।'

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ৩ নভেম্বর ২০২৫

## বজ্রপাতে মৎস্য খামারির মৃত্যু

বাগেরহাটের মোল্লাহাট উপজেলায় বজ্রপাতে আক্কাস শিকদার (৬০) নামের এক মৎস্য খামারির মৃত্যু হয়েছে। শনিবার দিবাগত মধ্যরাতে উপজেলার কাচনা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত আক্কাস শিকদার ওই গ্রামের মোজাম শিকদারের ছেলে। মোল্লাহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ফজলুল হক জানান, শনিবার মধ্যরাতে আক্কাস শিকদার তার মাছের ঘেরে কাজ করছিলেন। হঠাৎ ভারী বৃষ্টির মধ্যে বজ্রাঘাতে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান। –বাগেরহাট প্রতিনিধি

যুগান্তর
বুধবার ৫ নভেম্বর ২০২৫
২০ কার্তিক ১৪৩২

## উত্তরায় ভবন থেকে পড়ে নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর উত্তরায় নির্মাণাধীন একটি ভবনের ছাদ থেকে নিচে পড়ে এক নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। তার নাম হাবিবুর রহমান। তিনি পেশায় একজন রডমিস্ত্রির সহযোগী ছিলেন। মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উত্তরা ১৭ নম্বর সেক্টরের ৮-ডি রোডে এ দুর্ঘটনা ঘটে। সহকর্মীরা গুরুতর আহত অবস্থায় হাবিবুরকে প্রথমে উত্তরা আধুনিক হাসপাতালে নেন। অবস্থার অবনতি হলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে গেলে দায়িত্বরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

দেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার ॥ ২ নভেম্বর ২০২৫

# সড়কে প্রাণ গেল বাবা-মেয়ে ও পর্যটকের

## বিভিন্ন স্থানে আরও সাতজনের মৃত্যু

প্রতিদিন ডেস্ক

সিলেটে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় বাবা-মেয়ে ও এক পর্যটক নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া কক্সবাজার, রংপুর, চট্টগ্রাম, লালমনিরহাট, মুন্সীগঞ্জ ও ঠাকুরগাঁওয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন এক নারীসহ আরও সাতজন। শুক্রবার রাত থেকে শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত এসব দুর্ঘটনা ঘটে। নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের খবর–

**সিলেট :** গতকাল সকালে ওসমানীনগর থানার দয়ামীর এলাকায় বাস-প্রাইভেটকারের সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই প্রাইভেটকার চালক ওসমানীনগর থানার হারুন মিয়া ও তার মেয়ে আনিছা বেগম (১০) নিহত হন। আহত হন তার পরিবারের আরও ৪ সদস্য। এ ছাড়া দুপুরে ভোলাগঞ্জ পয়েন্টে ট্রাক্টর চাপায় এক পর্যটক নিহত ও পাঁচজন আহত হন। নিহত জিয়াউল হকের (৬৫) বাড়ি জামালপুর জেলায়। তিনি অটোরিকশায় করে পরিবার নিয়ে সাদাপাথর পর্যটনকেন্দ্রে বেড়াতে যাচ্ছিলেন। **কক্সবাজার :** টেকনাফে মিনিবাস ও মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে দুজন নিহত ও ২০ জন আহত হন। শুক্রবার রাতে হ্নীলা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন– মোটরসাইকেল চালক জাকির হোসাইন জেকি এবং মিনিবাসের হেলপার লেদা লামারপাড়ার নুরুল ইসলাম মুন্না। **রংপুর :** রংপুর নগরীতে শুক্রবার রাতে অজ্ঞাত গাড়ির চাপায় নুরুল ইসলাম (৫০) নামে এক পথচারীর মৃত্যু হয়েছে। **চট্টগ্রাম :** নগরের ফিরিঙ্গিবাজার এলাকায় শুক্রবার রাতে ট্রাকের ধাক্কায় মিনারা খাতুন (৪৫) নামে এক মাছ বিক্রেতা নিহত হয়েছেন। **লালমনিরহাট :** কালীগঞ্জ উপজেলার একতার বাজার এলাকায় গতকাল ট্রাকের ধাক্কায় নিহত হয়েছেন মজিবর রহমান (৪৫) নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী। **মুন্সীগঞ্জ :** শুক্রবার রাতে শ্রীনগর-দোহার আঞ্চলিক সড়কে দুটি মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে ওয়াসায় কর্মরত প্রকৌশলী শামীম রেজা ঘটনাস্থলেই মারা যান। একই প্রতিষ্ঠানের আরেক প্রকৌশলী গুরুতর আহত হন। **ঠাকুরগাঁও :** ঠাকুরগাঁও সার্কিট হাউস এলাকায় শুক্রবার সন্ধ্যায় ট্রাকচাপায় নিহত হয়েছেন শফিউল আলম (৫৭) নামে এক অধ্যক্ষ।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ৬ নভেম্বর ২০২৫
২১ কার্তিক ১৪৩২

### চকরিয়ায় বাস-মাইক্রো সংঘর্ষ

# ভার্সিটির দুই ছাত্রীসহ এক পরিবারের ৫ জন নিহত

যুগান্তর ডেস্ক

কক্সবাজারের চকরিয়ায় মাইক্রো ও যাত্রীবাহী বাস সংঘর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই ছাত্রীসহ একই পরিবারের পাঁচজন প্রাণ হারিয়েছেন। বুধবার সকালে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের ফাঁসিয়াখালী ফরেস্ট চেকপোস্ট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

## যশোরে ট্রলির ধাক্কায় দম্পতি নিহত

## আট স্থানে সড়কে ঝরল আরও ৮ প্রাণ

যশোরে ট্রলির ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী দম্পতি প্রাণ হারিয়েছেন। এছাড়া দুর্ঘটনায় আট স্থানে আরও আটজন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে চট্টগ্রামে বৃদ্ধ, গোপালগঞ্জ ও ভোলায় দুই শিশু, মাদারীপুরে ব্যবসায়ী, নেত্রকোনায় অটোরিকশাচালক, রাজধানীর কদমতলীতে পথচারী ও নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় স্বর্ণকার রয়েছেন। **ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—**

**চকরিয়া (কক্সবাজার) :** নিহতরা হলেন—কুমিল্লা চৌদ্দগ্রাম উপজেলার চান্দিশকরা এলাকার এনামুল হকের স্ত্রী রুমানা বেগম

**নেত্রকোনা :** সদরের ঠাকুরাকোনায় বাসচাপায় অটোচালক ইয়াসিন মিয়া প্রাণ হারিয়েছেন। বুধবার সন্ধ্যায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। ইয়াসিন মিয়া সদর উপজেলার ঠাকুরাকোনা গ্রামের ওয়ারেছ মিয়ার ছেলে।

যুগান্তর
রোববার ৯ নভেম্বর ২০২৫
২৪ কার্তিক ১৪৩২

# রাজধানীতে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ২

## আরও দুই জেলায় ২ প্রাণহানি

যুগান্তর ডেস্ক

রাজধানীতে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় ২ জন নিহত হয়েছেন। আরও দুই জেলায় সড়কে প্রাণ গেছে ২ জনের। তাদের মধ্যে গাজীপুরে যুবক ও নওগাঁর রাণীনগরে মোটরসাইকেল চালক রয়েছেন। যুগান্তর প্রতিবেদন ও প্রতিনিধিদের পাঠানো সংবাদ—

**ঢাকা :** রাস্তা পারাপারের সময় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় নিহত সৈয়দ হেলাল হোসেন পেশায় ইলেকট্রিক মিস্ত্রি ছিলেন। তিনি নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার চাটখিল গ্রামের মোকলেছুর রহমানের ছেলে। শনিবার রাজধানীর পল্লবীর কালশী এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হেলালকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে দুপুর দেড়টার দিকে তিনি মারা যান। একই দিন উত্তরার পশ্চিম থানাধীন আজমপুর এলাকায় গাড়ির ধাক্কায় নিহত হন মাছ ব্যবসায়ী ইউসুফ হোসেন। তিনি ময়মনসিংহ জেলার গৌরীপুরের নোয়াপাড়া গ্রামের বাসিন্দা।

সমকাল
■ বুধবার। ৫ নভেম্বর ২০২৫

# উল্টে যাওয়া অটোরিকশায় ট্রাকের ধাক্কা, নিহত ৬

- হবিগঞ্জে দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ গেল ৩ জনের
- মির্জাপুরে বাসচাপায় নিহত ২

সমকাল ডেস্ক

নোয়াখালীর কবিরহাটে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যাওয়া একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশায় ট্রাকের ধাক্কায় তিন নারীসহ ছয়জন নিহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে কবিরহাট-বসুরহাট সড়কের কবিরহাট ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসার সামনে এ ঘটনা ঘটে। অটোরিকশাটি মাইজদী শহর থেকে বসুরহাট যাচ্ছিল।

নিহতরা হলেন– অটোরিকশার যাত্রী মো. সুমন (৩০), তানিম হাসান (২২), মনিরা বেগম (২২), কুলছুম আক্তার (৪৫), ইসরাত জাহান (২২) ও অটোরিকশাচালক মো. শাহ আলম (৪৭)। কবিরহাট থানার ওসি শাহীন মিয়া বলেন, দুর্ঘটনার পরপরই চালক ঘাতক ট্রাকটি রেখে পালিয়ে গেছে।

**মির্জাপুরে বাসচাপায় অটোচালকসহ নিহত ২**

টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে যাত্রীবাহী বাসের চাপায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার চালক ও এক যাত্রী নিহত হয়েছেন। গতকাল দুপুর ১২টার দিকে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের দেওহাটা আন্ডারপাসের পশ্চিম পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন– মির্জাপুরের গোড়াই ইউনিয়নের রানাশাল গ্রামের অটোচালক রহিজ উদ্দিন সিকদার (৪৬) ও যাত্রী দেওহাটা গ্রামের আব্দুল হামিদ (৬০)।

সংবাদ
সোমবার ২৫ কার্তিক ১৪৩২
Monday 10 November 2025

# বাগেরহাটের ফকিরহাটে বাসচাপায় প্রাণ গেল শিশু শ্রমিকের

A

জেলা বার্তা পরিবেশক, বাগেরহাট

বাগেরহাটের ফকিরহাট উপজেলার রাস্তায় যাত্রীবাহি বাসের চাপায় প্রান হারিয়েছে মো. সামিরুল ইসলাম (১১) নামের একজন শিশু শ্রমিক। আর এ ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সকাল ৯ টার দিকে খুলনা মোংলা মহাসড়কের উপজেলায় কাটাখালী এলাকায়। নিহত সামিরুল কুমিল্লার হোমনা উপজেলার মো. সহিফুল ইসলামের ছেলে। সে বাবার সঙ্গে কাটাখালী এলাকার একটি ওয়েল্ডিং ওয়ার্কশপে কাজ করত এবং সেখানেই ভাড়া বাসায় বসবাস করত। হাইওয়ে পুলিশ জানায় সকালে সামিরুল বাসা থেকে কাজে যাওয়ার পথে মহাসড়ক পার হওয়ার সময় ঢাকাগামী 'সেতু পরিবহন' নামের একটি বাস তাকে চাপা দেয়। স্থানীয়রা আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ফকিরহাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা. উত্তম পাল বলেন, 'শিশুটিকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়েছে। কাটাখালী হাইওয়ে থানার ওসি মো. জাফর আহম্মেদ বলেন, 'দুর্ঘটনায় নিহত শিশুর মরদেহ উদ্ধারসহ ঘাতক বাসটি আটক করা হয়েছে। তবে চালক ও হেলপার পালিয়ে গেছে।

সংবাদ
সোমবার ২৫ কার্তিক ১৪৩২
Monday 10 November 2025

# কেশবপুরে বিদ্যুৎ স্পৃষ্টে শ্রমিকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, কেশবপুর (যশোর)

যশোরের কেশবপুর শহরের পুরাতন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় একটি বহুতল ভবনের জানালার থাইগ্লাসের কাজ করার সময় বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে এক গ্লাস শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এসময় আহত হয় আরও ২ জন। ঘটনাটি গত শনিবার দুপুরে ঘটেছে।

জানা গেছে, কেশবপুর শহরের পুরাতন বাসস্ট্যান্ড এলাকার উপজেলার বাউশলা গ্রামের প্রবাসী আনিছুর রহমানের বহুতল ভবনে থাইগ্লাসের জানালার কাজ করছিল ৪/৫ জন শ্রমিক। কাজ করার এক পর্যায়ে অসাবধানতাবশত: পার্শ্ববর্তী মনিরামপুর উপজেলার খানপুর গ্রামের থাইগ্লাস শ্রমিক তুহিন হোসেন (৪০) বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়। তাকে উদ্ধার করতে গেলে মারাত্মক আহত হয় সাইদ (৪২)ও সিয়াম (২৫)। খবর পেয়ে ফায়ারসার্ভিস ও সেনাবাহিনীর সদস্যারা নিহত তুহিন হোসেনের মরদেহ উদ্ধারসহ গুরুতর আহতদের কেশবপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে।

# কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা

প্রথম আলো
রোববার, ৯ নভেম্বর ২০২৫,

**বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু** | যশোরের কেশবপুরে গতকাল বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনে স্পৃষ্ট হয়ে তুহিন (৩০) নামের এক গ্লাসমিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে। প্রতিনিধি, কেশবপুর, যশোর

NEW AGE
THURSDAY, NOVEMBER 6, 2025,

## 12 killed in road accidents in six dists

*Six women, two children among dead*

**Staff Correspondent**

AT LEAST 12 people were killed and six others injured in road accidents in Cox's Bazar, Sylhet, Jashore, Tangail, Jhenaidah and Gopalganj districts on Wednesday.

Six of the deceased are women and two are children.

United News of Bangladesh reported that in Cox's Bazar, four women and a child of the same family were killed and two others injured in a head-on collision between a bus and a microbus in Chakaria upazila.

The identities of the deceased could not be known immediately, said the police.

Malumghat Highway Police officer-in-charge Mehedi Hasan said that the accident occurred around 9:00am on the busy Cox's Bazar-Chattogram highway to the southern end of Fashiakhali Hasher Dighi Army Camp in Malumghat area of Chakaria.

The Chattogram-bound bus of 'Marsa Paribahan' collided with the Cox's Bazar-bound microbus, leaving two dead on the spot and five others injured, he said.

The injured were taken to a nearby hospital where physicians declared three others dead, the OC said, adding that the rest injured were admitted to the hospital.

New Age staff correspondent in Sylhet reported that at the district's sadar upazila two men were killed and four others were injured when a sand-laden city-bound speeding truck collided head-on with the CNG-run auto-rickshaw on Sylhet-Tamabil highway.

The accident happened at Khadimnagar.

The deceased were identified as the auto-rickshaw driver Munna Miah, 20, son of Ataur Rahman of Umanpur village at Chiknagul union under Jaintapur upazila in Sylhet, and Tajul Islam, 40, of Bahubal area under the Shah Paran police in the city.

Shah Paran police officer-in-charge Monir Hossain said that the injured were taken to Sylhet Osmani Medical College Hospital in critical condition.

He said that they seized the sand-laden truck from the spot but its driver and his assistant fled.

New Age correspondent in Jashore reported that in the district, a couple were killed when their motorcycle collided head-on with a power tiller at Bakoshpole village under Monirampur upazila.

The victims were identified as Ranjit Kumar Das, lecturer of a local college, and his wife Papia Das, a technician at the Monirampur office of the department of Public Health, said Monirampur Fire Service station officer Shafayat Hossain.

Bangladesh Sangbad Sangstha reported that in Tangail, a woman was killed in a collision between a truck and a CNG-run auto-rickshaw on the Tangail-Mymensingh highway in Kalihati upazila.

The deceased was identified as Khaleda Akhter, 39, wife of Salam Mia of Rajfair village of Kalihati.

The police said that a speeding auto-rickshaw hit a stationary truck from behind, seriously injuring four passengers on board.

Locals took the injured to Tangail Sadar Hospital where the on-duty doctors declared Khaleda Akhter dead.

BSS reported that in Jhenaidah, a young driver of a makeshift motorised vehicle, locally known as Alam sadhu, was killed when a speeding pickup van hit his vehicle near Dakbangla Bazar on Jhenaidah-Chuadanga highway.

The deceased was identified as Abu Bakar Kallol, 30, son of Mir Abul Kashem of Jibne village under Chuadanga Sadar upazila.

BSS also reported that in Gopalganj, a five-year-old girl was killed when a speeding engine-run van hit her in Mansabari Bazar area of Amtoli union under Kotalipara upazila, while she was crossing the road.

The deceased was Saima Khanam, daughter of late Shahjalal Mia of the same area.

কালের কণ্ঠ শনিবার। ৮ নভেম্বর ২০২৫

পারভেজ মণ্ডল

ভিয়েতনামে সড়ক দুর্ঘটনায় রাজবাড়ীর কালুখালী উপজেলার এক প্রবাসী যুবকের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম পারভেজ মণ্ডল (২১)। তিনি কালুখালী উপজেলার মদাপুর গ্রামের কিয়ামদ্দিন মণ্ডলের ছেলে। ঘটনাটি ঘটেছে গত বৃহস্পতিবার ভিয়েতনামে। পরিবারের সদস্যরা জানান, পারভেজ মোটরসাইকেলযোগে কর্মস্থলে যাওয়ার পথে একটি ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে গুরুতর আহত হন এবং ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি প্রায় এক বছর আগে ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় ভিয়েতনাম পাড়ি জমিয়েছিলেন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ১০ নভেম্বর ২০২৫

## বিদ্যুৎস্পৃষ্টে দুজনের প্রাণহানি

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে গতকাল বরিশালে প্রবাসী ও নেত্রকোনায় এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। বরিশালে বৈদ্যুতিক পাম্প দিয়ে পুকুর সেচ দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মারা যান দুবাই প্রবাসী এক যুবক। গৌরনদী উপজেলায় এ ঘটনা ঘটে। মৃত রাজীব হোসেন (৩২) উপজেলার আশোকাঠী গ্রামের মালেক সরদারের ছেলে। নেত্রকোনার পূর্বধলায় পানির মটরে হাত ধোয়ার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তামিম মিয়া (১৫) নামে এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। তামিম নয়াপাড়ার সাইদুল ইসলামের ছেলে। -প্রতিদিন ডেস্ক

শনিবার, নভেম্বর ৮, ২০২৫ ■ কার্তিক ২৩, ১৪৩২ বণিকবার্তা

# সড়ক দুর্ঘটনায় নয় জেলায় ১৩ জনের প্রাণহানি

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

দেশের নয় জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় ১৩ জনের প্রাণহানি হয়েছে। এর মধ্যে বাগেরহাট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সিরাজগঞ্জ ও ঝালকাঠিতে দুজন করে আটজন নিহত হয়েছেন। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনায় বগুড়া, ঠাকুরগাঁও, নোয়াখালী, নীলফামারী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জে আরো পাঁচজন প্রাণ হারিয়েছেন। গতকাল দিনের বিভিন্ন সময় এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ২০ জন। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

**বাগেরহাট:** জেলার রামপালে মোটরসাইকেলের সঙ্গে ধাক্কা লেগে একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে পড়েছে। এতে বাসের দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো অন্তত সাত জন। গতকাল দুপুরে খুলনা-মোংলা মহাসড়কের তেঁতুলিয়া সেতু এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় মোটরসাইকেল আরোহীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তবে তাৎক্ষণিকভাবে নিহত ও আহতদের পরিচয় জানা যায়নি।

**ব্রাহ্মণবাড়িয়া:** সরাইলে ট্রাকচাপায় অটোরিকশাচালকসহ দুজন নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে উপজেলার বড্ডাপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন অটোরিকশাচালক মো. ইউসুফ (৫০) ও যাত্রী মুসলিম মিয়া (৫২)। তাদের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার মসলিসপুর ইউনিয়নের মৈন্দ গ্রামে।

**নীলফামারী:** বাসের ধাক্কায় রাশেদ পারভেজ (২৪) নামে এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। গতকাল সকাল ১০টার দিকে নীলফামারী সদর উপজেলার টেক্সটাইল মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রাশেদ পারভেজ কলেজপাড়ার মহর আলীর ছেলে ও উত্তরা ইপিজেডের ইপিএফ প্রিন্টিং লিমিটেড কোম্পানি প্যাকেজিং শাখার শ্রমিক ছিলেন।

প্রথম আলো
শনিবার, ৮ নভেম্বর ২০২৫,

# অ্যাম্বুলেন্স-মোটরসাইকেল সংঘর্ষ, তিন বন্ধু নিহত

সড়ক দুর্ঘটনা

রাজশাহীর চারঘাটে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এর বাইরে পাঁচ জেলায় নিহত হয়েছেন অন্তত ৯ জন।

**প্রথম আলো ডেস্ক**

রাজশাহীর চারঘাটে অ্যাম্বুলেন্সের সঙ্গে সংঘর্ষে মোটরসাইকেল আরোহী তিন বন্ধু নিহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা ছয়টার দিকে উপজেলার শিবপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার শলুয়া ইউনিয়নের চামটা এলাকার তুহিন আলী (২৫) ও মারুফ আলী (১৮) এবং এসকে বাদাল গ্রামের শিমুল আলী (২৫)। তাঁদের মধ্যে শিমুল মোটরসাইকেল চালাচ্ছিলেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, তিন বন্ধু পুঠিয়ার বানেশ্বর বাজার থেকে মোটরসাইকেলে চড়ে নিজ বাড়িতে ফিরছিলেন। এ সময় বিপরীত দিক থেকে একটি অ্যাম্বুলেন্স আসছিল। বেপরোয়া গতিতে চলতে থাকা মোটরসাইকেলটির সঙ্গে হঠাৎ অ্যাম্বুলেন্সটির সংঘর্ষ হয়। এতে তুহিন ও শিমুল ঘটনাস্থলেই মারা যান। মারুফকে উদ্ধার করে স্থানীয় ক্লিনিকে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

**পাঁচ জেলায় নিহত ৯**

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কে উপজেলার ঘুড়কা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার চান্দাইকোনা ইউনিয়নের ভুমরাই দক্ষিণপাড়া গ্রামের মৃত বিরু শেখের ছেলে ও ৭ নম্বর ওয়ার্ড কৃষক দলের দপ্তর সম্পাদক ওমর ফারুক (৩০) এবং আকবর আলীর ছেলে একই ওয়ার্ডের কৃষক দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফরিদুল ইসলাম (৩৬)।

বাগেরহাটের রামপালে যাত্রীবাহী বাস উল্টে দুই আরোহী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন বাস ও মোটরসাইকেলের অন্তত সাতজন। গতকাল দুপুরে খুলনা-মোংলা মহাসড়কের তেঁতুলিয়া সেতু এলাকায় ওই দুর্ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় মোটরসাইকেল আরোহীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

নীলফামারীতে ক্রিকেট খেলতে যাওয়ার পথে বাসের ধাক্কায় এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন মোটরসাইকেলে থাকা আরও দুজন। গতকাল সকালে নীলফামারী সদর উপজেলায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তির নাম রাশেদ পারভেজ (২৪)। তিনি জেলা শহরের কলেজপাড়া মহল্লার বাসিন্দা। তিনি নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেডের ইপিএফ প্রিন্টিং লিমিটেড কোম্পানির প্যাকেজিং শাখার কর্মী ছিলেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন নিহত হয়েছেন। গতকাল সকাল সোয়া ছয়টার দিকে উপজেলা সদরের বড্ডাপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তিরা হলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার মজলিশপুর ইউনিয়নের মৈন্দ গ্রামের মো. কাছম আলীর ছেলে অটোরিকশাচালক মো. ইউসুফ (৫৫) এবং যাত্রী একই গ্রামের আবদুল আলীমের ছেলে মুসলিম মিয়া (৪৫)।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, যশোর থেকে পণ্যবোঝাই একটি ট্রাক হবিগঞ্জের দিকে যাচ্ছিল। সকাল সোয়া ছয়টার দিকে উপজেলা সদরের বড্ডাপাড়া এলাকায় ট্রাক ও ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার চালক ও এক যাত্রী ঘটনাস্থলেই নিহত হন।

গতকাল দুপুরে ঝালকাঠির নলছিটিতে বাস ও অটোরিকশার সংঘর্ষে আনোয়ার নামের এক র‍্যাব সদস্য নিহত হন। এ ছাড়া গাড়ির ধাক্কায় আয়ফুল বেগম নামের আরেক নারী নিহত হন।

দৈনিক ইত্তেফাক
৯ নভেম্বর ২০২৫

# রাজধানীতে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ২

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

রাজধানীর উত্তরা ও মিরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই জন নিহত হয়েছেন। তারা হলেন মাছ ব্যবসায়ী ইউসুফ হোসেন (৩২) ও ইলেকট্রিক মিস্ত্রি সৈয়দ হেলাল উদ্দিন (৫৫)। শুক্রবার দিবাগত রাত সাড়ে ৩টায় ও শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে পৃথক ঘটনা দুটি ঘটে।

নিহত ইউসুফের বোনজামাই সাইদুল ইসলাম জানান, আজমপুর বিএনএস ফ্লাইওভারের নিচে রাস্তা পার হচ্ছিলেন ইউসুফ। এ সময় দ্রুতগামী একটি প্রাইভেট কার তাকে ধাক্কা দেয়। খবর পেয়ে গুরুতর আহতাবস্থায় ইউসুফকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে ঢাকা মেডিক্যালে নিলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তিনি জানান, তাদের বাড়ি ময়মনসিংহের গৌরিপুর উপজেলার নোয়াপাড়া গ্রামে। আজমপুর দেওয়ানবাড়ী এলাকায় পরিবার নিয়ে থাকতেন ইউসুফ। উত্তরা হাউজ বিল্ডিং এলাকায় মাছের ব্যবসা করতেন তিনি।

নিহত হেলাল হোসেনের মেয়েরজামাই রায়হান মিয়া জানান, তার শ্বশুরের বাড়ি নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলায়। মহাখালী কড়াইল আদর্শ নগর এলাকায় পরিবার নিয়ে ভাড়া থাকতেন। সেখানে ইলেকট্রিক মিস্ত্রির কাজ করতেন। শনিবার সকালে কড়াইল এলাকার বাসা থেকে কাজের উদ্দেশ্যে বের হন তার শ্বশুর। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ফোনের মাধ্যমে জানতে পারেন, কালশী এলাকায় রাস্তা পারাপারের সময় কোনো এক গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত হয়েছেন তিনি। তাকে পথচারীরা কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেছেন। পরবর্তী সময় সেখানে গিয়ে তার শ্বশুরকে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখতে পান। পরে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিক্যালে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত বলে জানান। তবে কোন যানবাহনের সঙ্গে দুর্ঘটনা ঘটেছে তা জানেন না তিনি।

দুটি ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে ঢাকা মেডিক্যাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, দুটি মরদেহ ময়নাতদন্ত শেষে স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শনিবার ॥ ১৫ নভেম্বর ২০২৫

# নিখোঁজ দুই শ্রমিকের লাশ উদ্ধার

সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

**মেঘনায় ট্রলারডুবি**

মেঘনা নদীতে সিমেন্টবাহী একটি ট্রলার ডুবে নিখোঁজ দুই যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস ও নৌপুলিশ। গতকাল বিকালে সোনারগাঁ উপজেলার সোনাময়ী এলাকায় মেঘনা নদী থেকে লাশ দুটি উদ্ধার করা হয়। এর আগে বৃহস্পতিবার বিকালে সোনাময়ী এলাকার মেঘনা নদীতে ২ হাজার ব্যাগ সিমেন্ট নিয়ে ট্রলারটি ডুবে যায়। নিহতরা হলেন- বরিশালের বিসারত গ্রামের রনি ও শুভ। বৈদ্যেরবাজার পুলিশ ফাঁড়ি ইনচার্জ (পরিদর্শক) মাহবুবুর রহমান জানান, সোনারগাঁ ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল রাতেই উদ্ধারের চেষ্টা করে। নদীতে তীব্র স্রোত থাকায় উদ্ধার কাজ রাতে বন্ধ রাখা হয়। পরদিন সকালে আবার উদ্ধার কাজ শুরু হয়। বিকালে লাশ দুটি উদ্ধার করা হয়। ময়নাতদন্ত ছাড়াই লাশ দুটি পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। সোনারগাঁ ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের সিনিয়র অফিসার জাহেদুল ইসলাম জানান, আমান সিমেন্ট ফ্যাক্টরির সামনে মেঘনা নদীর মাঝখানে ট্রলারটি দুই যুবকসহ তলিয়ে যায়।

যুগান্তর | শুক্রবার ১৪ নভেম্বর ২০২৫
২৯ কার্তিক ১৪৩২

# মাগুরায় গাছে বাইকের ধাক্কায় দুই বন্ধু নিহত

যুগান্তর ডেস্ক

মাগুরা সদর উপজেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় দুই বন্ধু শান্ত প্রতীম মন্ডল ও সাইফুল ইসলাম তামিম নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে চাঁদপুর সরকারি দাতব্য চিকিৎসালয়ের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া দুর্ঘটনায় ছয় স্থানে প্রাণ হারিয়েছেন আরও সাতজন। তাদের মধ্যে কুষ্টিয়ায় ও সিরাজগঞ্জে তিন নারী, জয়পুরহাট ও গাজীপুরে দুই আরোহী এবং ঝিনাইদহে শিক্ষার্থী ও নীলফামারীতে ভ্যানচালক রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

ভেড়ামারা (কুষ্টিয়া) : কাজে যাওয়ার সময় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় মিরপুর উপজেলার বারুইপাড়া ইউনিয়নের চুনিয়াপাড়া গ্রামের শাহাবুলের স্ত্রী বিউটি খাতুন ও একই উপজেলার যুগীপোল গ্রামের মৃত নান্নুর স্ত্রী লতিফা নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার ভোরে ও আগের দিন রাতে ওই দুই নারী শ্রমিক দুর্ঘটনার কবলে পড়েন।

সৈয়দপুর (নীলফামারী) : বাসের ধাক্কায় ভ্যানচালক আবুল হোসেনের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সৈয়দপুর-নীলফামারী সড়কের ওয়াপদা মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তিনি দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দর উপজেলার বিন্যাকুড়ি মীরধাপাড়ার বাসিন্দা।

মোটরসাইকেল আরোহী রাহুল মিয়ার প্রাণ গেছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে দুর্ঘটনায় নিহত রাহুল উপজেলার উত্তর গোপালপুর গ্রামের হযরত আলীর ছেলে। তিনি বাগজানা উত্তর কৃষ্ণপুর কালী মন্দির সংলগ্ন জয়পুরহাট-হিলি সড়কে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন।

প্রথম আলো
শনিবার, ১৫ নভেম্বর ২০২৫

# মেঘনায় সিমেন্টবোঝাই ট্রলারডুবি, নিখোঁজ দুই শ্রমিকের লাশ উদ্ধার

সংবাদদাতা, নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জে মেঘনা নদীতে সিমেন্টবোঝাই ট্রলারডুবির ঘটনায় নিখোঁজ দুই শ্রমিকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার দুপুরে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল তাঁদের লাশ উদ্ধার করে।

গত বৃহস্পতিবার ভোরে সোনারগাঁয়ের মেঘনা নদীতে সিমেন্টবোঝাই একটি ট্রলার ডুবে নিখোঁজ হন ট্রলারে থাকা দুই শ্রমিক রনি সরদার (২০) ও মো. শুভ (৩৫)। তাঁরা বরিশালের বন্দর থানা এলাকার বাসিন্দা। গতকাল দুপুরে উপজেলার বৈদ্যেরবাজার ইউনিয়নের সোনামথী এলাকা থেকে তাঁদের লাশ উদ্ধার করা হয়।

বৈদ্যেরবাজার নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মাহবুবুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, গত বৃহস্পতিবার রাতে বরিশালে নেওয়ার জন্য সোনারগাঁয়ের একটি সিমেন্ট কারখানা থেকে একটি ট্রলারে দুই হাজার ব্যাগ সিমেন্ট লোড করা হয়। এরপর ট্রলারটি নদীতীর থেকে কিছুটা দূরে নোঙর করে রেখে ট্রলারে থাকা তিনজন শ্রমিক ঘুমিয়ে পড়েন। ভোর সাড়ে তিনটার দিকে তাঁরা ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় ট্রলারটি ডুবে যায়।

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ২৩ কার্তিক ১৪৩২
Dhaka : Saturday 8 November 2025

# বাগেরহাটের ফকিরহাটে বিদ্যুৎ স্পৃষ্টে রাজমিস্ত্রীর নিহত ১

জেলা বার্তা পরিবেশক, বাগেরহাট

বাগেরহাটের ফকিরহাট উপজেলায় একটি ভবনের ছাদে কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে ছাদ থেকে ছিটকে পড়ে আলাউদ্দিন শেখ নামের একজন রাজমিস্ত্রী নিহত হয়েছেন। বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার জাড়িয়া বারুইভাংগা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত রাজমিস্ত্রী আলাউদ্দীন শেখ উপজেলার লখপুর ইউনিয়নের জাড়িয়া বারুইডাংগা গ্রামের হালিম শেখের ছেলে। স্থানীয়রা জানান, রাজমিস্ত্রী আলাউদ্দীন শেখ একই গ্রামের মো. শের আলীর বাড়িতে রাজমিস্ত্রী হিসেবে একটি ভবন নির্মাণ করছেন। বৃহস্পতিবার ওই ভবনের ছাদ ঢালাই কাজ কারার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। সে জন্য বুধবার সন্ধ্যায় ছাদে ঢালাই কাজের জন্য ভাইব্রেট মেশিন ও অন্যান্য কাজের জন্য বৈদ্যুতিক সংযোগের কাজ করছিলেন। এ সময় ছাদের পাশ থেকে যাওয়া বিদ্যুতের হাই-ভোল্টেজ লাইনের সাথে আলাউদ্দীনের হাতে থাকা তারের সংযোগ লেগে যায়। এতে মুহূর্তেই বৈদ্যুতিক শক লেগে বিকট শব্দে আগুণ ধরে যায় এবং রাজমিস্ত্রী আলাউদ্দীন শেখ ছিটকে ছাদ থেকে নিচে পড়ে যান। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়েছে বলে স্থানীয় লোকজন জানান। ফকিরহাট মডেল থানার ওসি আবদুর রাজ্জাক মীর বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় এবং মরদেহের প্রাথমিক সুরতহাল প্রতিবেদন করে মরদেহ উদ্ধার করা হয়। গত বৃহস্পতিবার সকালে আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মরদেহ হস্তান্তর করা হয়।

বণিক বার্তা
শনিবার, নভেম্বর ১৫, ২০২৫

# সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল ছয়জনের

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

দেশের পাঁচ জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় ছয়জনের প্রাণহানি হয়েছে। আহত হয়েছেন অন্তত ১০ জন। গতকাল ও আগের দিন রাতে চট্টগ্রাম, সিরাজগঞ্জ, মাদারীপুর, বান্দরবান ও বগুড়ায় এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

মাদারীপুর : একটি অটোভ্যানকে রক্ষা করতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কা লেগে একজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ১০ জন। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে মাদারীপুরের কালকিনী উপজেলার ভুরঘাটা কুণ্ডুবাড়ি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। তবে নিহতের নাম পরিচয় জানা যায়নি। নিহত ব্যক্তি বাসের হেলপার ছিলেন বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

মস্তফাপুর হাইওয়ে থানার ওসি মিজানুর রহমান জানান, বাস দুর্ঘটনায় এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। তবে তার নাম পরিচয় পাওয়া যায়নি। দুর্ঘটনাটি এক পাশে হওয়ায় যানবাহন চলাচলে বেশি সমস্যা হয়নি। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সিরাজগঞ্জ : বাসচাপায় রাজু মণ্ডল (৩৫) নামে এক পথচারী নিহত হয়েছেন। গতকাল দুপুর ১২টার দিকে সিরাজগঞ্জ-কড্ডা আঞ্চলিক সড়কের বনবাড়িয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রাজু মণ্ডল গাইবান্ধার সাদুল্যাপুর উপজেলার দক্ষিণ বামনী গ্রামের নুর হোসেন মণ্ডলের ছেলে।

সিরাজগঞ্জ সদর থানার এসআই সোহাগ হোসাইন জানান, রাজু বনবাড়িয়া এলাকার একটি মিলের কর্মচারী ছিলেন। মিলের সামনে রাস্তা অতিক্রম করার সময় ঢাকাগামী জেনিন পরিবহনের একটি বাস তাকে চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়। এতে

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার
১৫ নভেম্বর ২০২৫

# বিভিন্ন স্থানে সড়কে ঝরল ছয় প্রাণ

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় ছয় জনের মৃত্যু হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

**মাগুরা প্রতিনিধি :** মাগুরায় গত ২৪ ঘণ্টায় পৃথক দুটি সড়ক দুর্ঘটনায় তিন জন মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বৃহস্পতিবার রাতে মাগুরা-মহম্মদপুর সড়কের জেলার মহম্মদপুরের ধোয়াইল ফায়ার সার্ভিস অফিসের সামনে একটি মোটরসাইকেল অপর একটি মোটসাইকেলের ধাক্কায় দুর্ঘটনা ঘটে। এতে মোটসাইকেলে চালক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী মেহেদী হাসান সাগরের (২৪) মৃত্যু হয়। তার বাড়ি নড়াইল জেলার লোহাগাড়ায়। অপরদিকে মাগুরার বেরইল পলিতা থেকে গাবতলা সড়কের চাঁদপুর নামক স্থানে বৃহস্পতিবার দুপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় তামিম (১৮) ও শান্ত মন্ডল (১৮) নামের দুই মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু হয়েছে। তারা দুই জনই বুনাগাতি ডিগ্রি কলেজের ছাত্র।

**সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি :** সিরাজগঞ্জে বাসচাপায় এক পথচারীর মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম রাজু মন্ডল (৩৫)। শুক্রবার দুপুর ১২টার দিকে সিরাজগঞ্জ-কড্ডা আঞ্চলিক সড়কের বনবাড়িয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিরাজগঞ্জ সদর থানার এসআই সোহাগ হোসাইন।

**সৈয়দপুর (নীলফামারী) সংবাদদাতা :** সৈয়দপুর-নীলফামারী সড়কের ওয়াপদা মোড়ে বাসের ধাক্কায় এক ভ্যানচালকের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম আবুল হোসেন। গত বৃহস্পতিবার রাত ৮টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। সৈয়দপুর থানার ওসি আব্দুল ওয়াদুদ জানান, আইনি প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৪ নভেম্বর ২০২৫

# দুই জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় তিন জনের মৃত্যু

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

দুই জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনাগুলোতে আহত হয়েছেন চার জন। বুধবার ও বৃহস্পতিবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

মিরপুর (কুষ্টিয়া) সংবাদদাতা : কুষ্টিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় দুই নারী শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গত বুধবার রাত ৯টার দিকে কুষ্টিয়া-মেহেরপুর আঞ্চলিক সড়কের মিরপুর উপজেলার নওপাড়া ব্র্যাক অফিসের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় আরো চার জন আহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন লতিফা বেগম (৬৫) ও বিউটি বেগম (৪০)। মিরপুর থানার ওসি মমিনুল ইসলাম দুর্ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, মোটরসাইকেল চালককে আটকের চেষ্টা চলছে।

পাঁচবিবি (জয়পুরহাট) সংবাদদাতা : পাঁচবিবিতে মাছ বহনকারী পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক জনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম মো. রাহুল মিয়া (২১)। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার বাগজানা ইউনিয়নের পাঁচবিবি-হিলি সড়কের উত্তর কৃষ্ণপুর গ্রামের কালীমন্দিরসংলগ্ন স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। পাঁচবিবি থানার ওসি (তদন্ত) ইমায়েদুল জাহেদী দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৩ নভেম্বর ২০২৫

# মুন্সীগঞ্জে গাছচাপায় শ্রমিকের মৃত্যু

■ মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি

মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলার মিরকাদিম পৌরসভার পানাম এলাকায় গাছ কাটার সময় চাপা পড়ে ইসরাফিল (৩৫) নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সকাল সাড়ে ৮টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সড়কের পাশে একটি বড় গাছের গোড়া সারানোর কাজ করছিলেন ইসরাফিল। এ সময় অতিরিক্ত ওজনে গাছটি হেলে তার ওপর পড়ে। গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার আগেই তার মৃত্যু হয়।

নিহত ইসরাফিল টঙ্গিবাড়ী উপজেলার আবদুল্লাহপুর এলাকায় স্ত্রী ও এক কন্যাসন্তান নিয়ে ভাড়া বাসায় থাকতেন। তার গ্রামের বাড়ি পিরোজপুর জেলার স্বরূপকাঠি উপজেলায়। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে স্থানীয়রা জানান, দুর্ঘটনাস্থলে গাছ কাটার কাজে কোনো নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল না।

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার
২৩ কার্তিক ১৪৩২, ৮ নভেম্বর ২০২৫

# চট্টগ্রামে সাপের অতি উপদ্রব পাঁচ মাসে ১৫ মৃত্যু

## কামড়ের ১০০ মিনিটের মধ্যে আহতকে হাসপাতালে নিয়ে বাঁচানো সম্ভব : বলছেন বিশেষজ্ঞরা

■ সৈয়দ আবদুল ওয়াজেদ, চট্টগ্রাম অফিস

চট্টগ্রামের ৯ উপজেলায় গত পাঁচ মাসে বিষধর সাপের কামড়ে নারী-শিশুসহ ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। আগে জেলার তিনটি উপজেলাকে বিষধর সাপের অতিউপদ্রব আক্রান্ত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। গত পাঁচ মাসে তা বেড়ে ৯টি উপজেলায় উত্তীর্ণ হয়েছে। গত অক্টোবর মাসেই আনোয়ারা, বোয়ালখালী, বাঁশখালী ও সন্দ্বীপ এই চার উপজেলায় বিষধর সাপের ছোবলে প্রাণ হারিয়েছে চার জন। এদিকে বিশেষজ্ঞদের গবেষণা অনুসারে জানা যায়, সারা দেশের মধ্যে সাপের কামড়ের ঘটনা চট্টগ্রামেই সর্বোচ্চ। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে সিলেট।

আগে বিষধর সাপের অতিউপদ্রব আক্রান্ত এলাকাগুলোর মধ্যে ছিল বোয়ালখালী, আনোয়ারা ও বাঁশখালী। বর্তমানে এই তালিকায় যুক্ত আরো ছয় উপজেলা হচ্ছে—পটিয়া, সীতাকুণ্ড, মিরসরাই, চন্দনাইশ, লোহাগাড়া ও সন্দ্বীপ। সাপের কামড়ে আক্রান্তদের কেউ কেউ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে নিয়ে আসার সময় পথেই মারা গেছে। অনেকের মৃত্যু হয়েছে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোতে নেওয়ার পর। কেউ-বা ছোবল খাওয়ার চার ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যুবরণ করেছে। চিকিৎসকদের অভিযোগ, সাপের কামড় খাওয়ার ঘটনাটিকে গুরুত্ব না দিয়ে দেরিতে হাসপাতালে আসার কারণে অনেকে মৃত্যুবরণ করেছে।

প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, ১৩ অক্টোবর বোয়ালখালীর বিদ্যুৎমিস্ত্রি বাবুল (৪২), ১২ অক্টোবর সন্দ্বীপ মগধরা ইউনিয়নের পলি বেগম (২৮), ১০ অক্টোবর বাঁশখালীর বাহারছড়া গ্রামে শিক্ষিকা মুনতাহা বিনতে হাবিব (৩৩), ২ অক্টোবর আনোয়ারা লামার বাজারে শিশু জাহেদুল ইসলাম (১১), ২ সেপ্টেম্বর পটিয়ার বরলিয়ায় গৃহবধূ ফেরদৌস বেগম (৩৫), ৩ সেপ্টেম্বর সীতাকুণ্ডের পূর্ব সৈয়দপুর গ্রামের শিক্ষিকা গোপা ঘোষ (৪৫), ১ আগস্ট লোহাগাড়ার পুটিবিলা এলাকায় কিশোর মো. তওসিফ (১৬), একই দিন আনোয়ারা উপজেলার সারেঙ্গা গ্রামে কিশোরী নাঈমা আকতার (১৩), ২৮ আগস্ট মিরসরাই উপজেলার মঘাদিয়ায় শিশু মোছাম্মাৎ রাবিহা, ৩১ আগস্ট চন্দনাইশের বরকলে কিশোরী জোহরা আকতার (১৩), ৫ আগস্ট রাতে বোয়ালখালীতে পলিটেকনিক ছাত্র আরমান তালুকদার (১৮), ২০ জুলাই লোহাগাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মোহাম্মদ তারেক (৩৪); একই দিন আনোয়ারা উপজেলার ভিংরোল গ্রামে মুনতা মনসুর মাহি (১১), ২০ জুন মিরসরাইতে পোশাক শ্রমিক জাহাঙ্গীর আলম (৪৫) ও ২৮ মে চন্দনাইশ উপজেলার দোহাজারি ঈদপুকুরিয়া গ্রামে আবদুর মালেক (৫৫) সাপের কামড়ে প্রাণ হারান।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ইব্রাহিম হায়দার খলিল ইত্তেফাককে বলেন, সাপের কামড়ের পরিসংখ্যানে চট্টগ্রাম সর্বোচ্চ। তার মধ্যে সাপ নিয়ে কাজ করতে গিয়ে কিংবা সাপ ধরার সময় ছোবল খেয়েছে এরকম স্নেইক বাইটের রেকর্ডও আছে। চট্টগ্রামে যে সাপটির কামড়ে ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ মানুষ মারা যাচ্ছে, সেটির নাম 'পদ্ম গোখরা'। বিজ্ঞানীরা এই সাপটির নাম দিয়েছেন 'মনোক্লেট স্নেইক'।

এদিকে চট্টগ্রামের সিভিল সার্জন ডা. জাহাঙ্গীর আলম ইত্তেফাককে বলেন, 'চট্টগ্রাম জেলার ১৪টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের প্রতিটিতে অন্তত দুজন সাপের কামড়ে আহত মানুষকে চিকিৎসা করা যায়, এমন ২০ ভায়াল করে এন্টি-ভেনম মজুত রাখার নির্দেশ দেওয়া আছে। আর আমাদের কাছে মোট ৩০০ ভায়াল এন্টি-ভেনম মজুত রয়েছে।'

চট্টগ্রামে বন বিভাগের বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কর্মকর্তা নূরজাহান বেগম ইত্তেফাককে বলেন, যেভাবে চট্টগ্রামে পাহাড়-বনাঞ্চল ধ্বংস করা হচ্ছে, তাতে বিষধর সাপেরা তাদের আবাস হারিয়ে শহর- উপশহরে বাসাবাড়ি, গাড়ির গ্যারেজ, খড়ের গাদা, খামারসহ নানা স্থানে আশ্রয় নিচ্ছে। এতে সর্পদংশনের ঘটনা বাড়ছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
৮ নভেম্বর ২০২৫

# ফতুল্লায় নির্মাণাধীন উড়াল সড়কে বিদ্যুৎস্পর্শে নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু

## অপর তিন শ্রমিক দগ্ধ

■ নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় নির্মাণাধীন মুক্তারপুর-পঞ্চবটি উড়াল সড়কে কাজ করার সময় বিদ্যুৎস্পর্শে এক নির্মাণশ্রমিক নিহত হয়েছে। ঐ ঘটনায় অপর তিন শ্রমিক দগ্ধ হয়েছেন। নিহত শ্রমিকের নাম মো. ইয়াসিন আরাফাত বাবু (২৮)। তিনি ফতুল্লার পূর্ব ধর্মগঞ্জ এলাকার আবুল কালামের ছেলে।

আহতদের ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। বৃহস্পতিবার রাতে সংগঠিত ঐ ঘটনায় দগ্ধ অপর শ্রমিকরা হলেন, রবিউল (২২), জমির আলী (২৩) এবং ইমরান (২২)।

স্থানীয়রা জানান, বৃহস্পতিবার রাতে নির্মাণশ্রমিকরা নির্মাণাধীন উড়াল সড়কে রড উঠাচ্ছিলেন। ঐ সময় রড উড়াল সড়কের উপর দিয়ে যাওয়া বৈদ্যুতিক তারে লেগে চার শ্রমিক বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। ঘটনাস্থলেই ইয়াসিন আরাফাতের মৃত্যু হয়।

ফতুল্লা মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আনোয়ার হোসেন বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। সেখানে একজনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানতে পেরেছি। আহতদের ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ আল আরিফিন বলেন, ঘটনাটি সম্পর্কে আমাদের জানানো হয়নি। সাংবাদিকদের কাছ থেকে শুনেছি।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শনিবার ॥ ১৫ নভেম্বর ২০২৫।

# সড়কে ছয় জেলায় পর্যটকসহ নিহত ৮

প্রতিদিন ডেস্ক

দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় এক পর্যটকসহ আটজন নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত এসব দুর্ঘটনা ঘটে। নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের খবর–

**চট্টগ্রাম :** মিরসরাইয়ের ছড়ারকুল এলাকায় গতকাল সন্ধ্যায় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় নিহত হয়েছেন দুই শিক্ষার্থী। তারা হলেন ফখরুল ইসলাম (১৪) ও কাউছার হোসেন (১১)। **মাদারীপুর :** জেলার ভুরঘাটা এলাকায় বৃহস্পতিবার রাতে যাত্রীবাহী একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। তারা হলেন– ইসমাইল হোসেন মারুফ (২০) ও নুরুজ্জামান (৪৩)। **বান্দরবান :** আলীকদম-থানচি সড়কে গতকাল মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাঁদে পড়ে অজয় বড়ুয়া (২৮) নামে এক পর্যটকের মৃত্যু হয়েছে। **বগুড়া :** কাহালুতে গতকাল ট্রাকচাপায় আনোয়ারুল (৩৫) নামে এক ভ্যানযাত্রী নিহত হয়েছেন। **বাগেরহাট :** ফকিরহাটে গতকাল গাড়ির ধাক্কায় নিহত হন জমশেদ শেখ (৬৮) নামে মোটরসাইকেল আরোহী এক কৃষক। **সিরাজগঞ্জ :** সদর উপজেলার বনবাড়িয়ায় গতকাল বাসচাপায় রাজু মিয়া (৩১) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়।

যুগান্তর | শনিবার ১৫ নভেম্বর ২০২৫
৩০ কার্তিক ১৪৩২

# সড়কে ব্যাংক ম্যানেজার চিকিৎসকসহ নিহত ৯

যুগান্তর ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় নয়জন প্রাণ হারিয়েছেন। শুক্রবার ও আগের দিন এসব দুর্ঘটনা ঘটে। তাদের মধ্যে ময়মনসিংহে ব্যাংক ম্যানেজারসহ দুজন, বগুড়ায় ভ্যানযাত্রী, মাদারীপুরে বাসের হেলপার, সিরাজগঞ্জে পথচারী, বান্দরবানে পর্যটক ও ঝিনাইদহে যুবক এবং চট্টগ্রামে দুই মাদ্রাসা শিক্ষার্থী রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

**কালকিনি-ডাসার (মাদারীপুর) :** কালকিনিতে গাছে বাসের ধাক্কায় হেলপার প্রাণ হারিয়েছেন। তবে তার বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায়নি। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত আরও ১০ জন। বৃহস্পতিবার রাতে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের পৌর এলাকার ভূরঘাটা কুন্ডুবাড়ি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

যুগান্তর | মঙ্গলবার ১১ নভেম্বর ২০২৫
২৬ কার্তিক ১৪৩২

# দুই অটোরিকশার ওপর ট্রাক উলটে নিহত ৩

যুগান্তর ডেস্ক

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে মালবাহী ট্রাক উলটে পড়ে সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও ইজিবাইকের তিন যাত্রী নিহত হয়েছেন। এছাড়া রাজধানীসহ আরও ১০ জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ১৪ জন। তাদের মধ্যে রাজধানীর বাড্ডায় পথচারী, নোয়াখালীর সোনাইমুড়িতে তিনজন, গাজীপুরের টঙ্গীতে যুবক, ময়মনসিংহের ভালুকায় স্বামী-স্ত্রী, গোপালগঞ্জে দুজন, ফরিদপুরের ভাঙ্গায় শিশু, সাতক্ষীরায় ব্যবসায়ী, ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জে মোটরসাইকেল আরোহী, রাজশাহীতে অটোরিকশাচালক ও রংপুরের কাউনিয়ায় বৃদ্ধ রয়েছেন। যুগান্তর প্রতিবেদন, ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো সংবাদ—

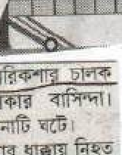

**রাজশাহী :** বাসের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত অটোরিকশার চালক ইদ্রিস আলী রাজশাহীর ছোটবনগ্রাম এলাকার বাসিন্দা। সোমবার মহানগরীর বারো রাস্তার মোড়ে দুর্ঘটনাটি ঘটে।
**কাউনিয়া (রংপুর) :** ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার ধাক্কায় নিহত আব্দুল মজিদ কাউনিয়ার নিজপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। সোমবার কাউনিয়া-মধুপুর সড়কের জমিরের মোড়ে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ২৯ কার্তিক ১৪৩২
Dhaka : Friday 14 November 2025

# গৌরীপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে দিনমজুরে মৃত্যু

প্রতিনিধি গৌরীপুর (ময়মনসিংহ)

খাবার খেয়ে হাত ধোয়া হলো না নয়নের, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে প্রাণ হারান তিনি। তার নাম নয়ন মিয়া (২৫)। ময়মনসিংহের গৌরীপুর উপজেলার বোকাইনগর ইউনিয়নের বেতান্দর বাসেড়া গ্রামের মৃত হেকমত আলীর পুত্র। গত বুধবার ভোরে এসএইচবি ইটভাটায় কাজ করতে গিয়ে তিনি এ দুর্ঘটনার শিকার হন। তার মৃত্যুর সংবাদে সজ্ঞাহীন অবস্থায় রয়েছেন স্ত্রী আল্পনা আক্তার। প্রতিবেশী যুবদল নেতা মোস্তফা কামাল জানান, তার দু'সন্তান। বড় ছেলে কাউসার আহমেদ ৫ম ও তাসফিয়া আক্তার বেতান্দর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত। ঘুমন্ত সন্তানদের আদর করে গেছেন। স্কুলে যেতে তাগিদও দিয়ে যান। বলে গেছে দুপুরেই চলে আসবে। তিনি আসলেন এখন নিজে ঘুমন্ত অবস্থায়।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. রাজেন্দ্র মজুমদার জানান, দুপুর ১টা ৩০মিনিটে নয়ন মিয়াকে হাসপাতালে নিয়ে আসে।

কালের কণ্ঠ
। রবিবার । ১৬ নভেম্বর ২০২৫ ।

# শ্রমিক ও শিক্ষার্থী সংঘর্ষে আহত ৩০, বাস ভাঙচুর

## বরিশাল

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল ▷

বরিশালের নথুল্লাবাদ বাস টার্মিনালে বাসভাড়া নিয়ে বিরোধের জেরে শ্রমিকদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষে অন্তত ৩০ জন আহত হয়েছে। গতকাল শনিবার সন্ধ্যার এ ঘটনায় অন্তত ১০টি বাস ভাঙচুর করা হয়।

শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, মুলাদী থেকে বরিশালে আসার পথে বিএম কলেজের দুই শিক্ষার্থী অর্ধেক ভাড়া দিতে চাইলে বাস শ্রমিকদের সঙ্গে কথা-কাটাকাটি ও ধাক্কাধাক্কি হয়। একপর্যায়ে ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন।

সরকারি ব্রজমোহন (বিএম) কলেজের শিক্ষার্থী রেজাউল ইসলাম রেজা বলেন, বাস টার্মিনালে ভাড়া নিয়ে কথা-কাটাকাটির জেরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। তিনি বলেন, 'আমরা যাওয়ার আগেই শ্রমিকরা কয়েকটি বাস ভাঙচুর করে। সেই দায় আমাদের ওপর চাপানোর চেষ্টা চলছে।'

বিএম কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. শেখ মো. তাজুল ইসলাম বলেন, বাস শ্রমিক ও শিক্ষার্থীদের ভুল-বোঝাবুঝি থেকেই অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশের বিমানবন্দর থানার ওসি আল মামুনুল ইসলাম বলেন, ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা কয়েকটি বাস ভাঙচুর করেন। রাত ৯টার দিকে সেনাবাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডা. এ কে এম মশিউল মুনীর বলেন, নথুল্লাবাদ বাস টার্মিনালের ঘটনায় রাত ৯টা পর্যন্ত কেউ হাসপাতালে ভর্তি হয়নি।

সোমবার, নভেম্বর ১৭, ২০২৫ ■ অগ্রহায়ণ ২, ১৪৩২ বণিকবার্তা

# চট্টগ্রামে বাস ও ট্রাকের সংঘর্ষে নিহত পাঁচ

## তিন জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত আরো ৪

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলায় নিয়ন্ত্রণ হারানো একটি বাস দাঁড়িয়ে থাকা মালবাহী ট্রাকে ধাক্কা দেয়ার ঘটনায় পাঁচজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ১৬ জন। এছাড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে এক নির্মাণ শ্রমিক, রংপুরে মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনায় এক যুবক এবং ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলার দোগাছি ও হাঁসাড়া এলাকায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুই পথচারী নিহত হয়েছেন। শনিবার রাত থেকে গতকাল রাত পর্যন্ত এসব দুর্ঘটনায় নয়জনের মৃত্যু হয়েছে, আহত হয়েছেন কয়েকজন। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

**ব্রাহ্মণবাড়িয়া:** ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের রামপুরে সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে মো. হাসান (২০) নামে এক নির্মাণ শ্রমিক নিহত হয়েছেন। শনিবার রাতে বিজয়নগর উপজেলার রামপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ সময় গুরুতর আহত হয়েছেন সিদ্দিক ও সোহাগ নামে দুজন। নিহত হাসান কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী উপজেলার বামনডাঙ্গা ইউনিয়নের কুটিবামনডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা।

খাঁটিহাতা হাইওয়ে থানার ওসি মো. জাহাঙ্গীর আলম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

খাঁটিহাতা হাইওয়ে থানার ওসি মো. জাহাঙ্গীর আলম জানান, হাসানসহ তিন শ্রমিক সাব-কন্ট্রাক্টর সাইদুল ইসলামের অধীনে শাহবাজপুর ফার্স্ট গেট এলাকায় ছয় লেন ব্রিজ নির্মাণের কাজ করছিলেন। শনিবার রাতে কাজ শেষে তারা মোটরসাইকেলে করে বুধন্তী এলাকায় ঘুরতে যান। ফেরার পথে রামপুরা এলাকায় তাদের মোটরসাইকেলটির সঙ্গে একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশার ধাক্কা লাগে। এতে তিনজনই গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। আশঙ্কাজনক অবস্থায় সিদ্দিককে ঢাকায় পাঠানো হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। সোমবার। ১৭ নভেম্বর ২০২৫।

# সীতাকুণ্ডে ৫ জনসহ ছয় জেলায় সড়কে ঝরল ১০ প্রাণ

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

দেশের ছয় জেলায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ১০ জন। এর মধ্যে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন পাঁচজন। ছয় দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ৩৫ জন। আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো প্রতিবেদন :

**সীতাকুণ্ড :** চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচজন নিহত ও আরো ৩০ জন আহত হয়েছেন। রবিবার সন্ধ্যায় উপজেলার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের নুনাছড়া বটতল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। হাইওয়ে পুলিশ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রবিবার সন্ধ্যা পৌনে ৬টার দিকে চট্টগ্রামমুখী সিডিএম পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস সীতাকুণ্ড পৌরসভার নুনাছড়া বটতল এলাকা অতিক্রম করার সময় হঠাৎ সামনে একটি মোটরসাইকেল চলে এলে গাড়িচালক সেটিকে বাঁচানোর চেষ্টাকালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটি কাভার্ড ভ্যানকে পেছন থেকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে সড়কের পাশের খাদে পড়ে যান। এতে ওই বাসে থাকা অনেকেই হতাহত হন। খবর পেয়ে সীতাকুণ্ড ফায়ার সার্ভিস ও কুমিরা হাইওয়ে পুলিশ সদস্যরা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে হতাহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করলে দেখা যায় চারজন ঘটনাস্থলেই মারা গেছেন। এ ছাড়া আরো

প্রথম আলো
সোমবার, ১৭ নভেম্বর ২০২৫

শ্রীপুর

# চালের বস্তার নিচে চাপা পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

গাজীপুরের শ্রীপুরে আল মদিনা ফুড ইন্ডাস্ট্রি নামের একটি মুড়ি কারখানায় চালের বস্তার নিচে চাপা পড়ে মো. নাঈম (২০) নামের এক তরুণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গত শনিবার দিবাগত রাত ২টার দিকে মাওনা চৌরাস্তা উড়ালসেতুর উত্তর পাশে অবস্থিত কারখানাটিতে এ ঘটনা ঘটে। নিহত নাঈম ময়মনসিংহের নান্দাইল থানার হারিয়াকান্দি গ্রামের খলিলের ছেলে। পরিবারের সদস্য রবিউল ও রেখা জানান, গভীর রাতে কারখানা কর্তৃপক্ষ ফোনে তাঁদের দুর্ঘটনার খবর দেয়। পরে শ্রীপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এবং মরদেহ উদ্ধার করে। কারখানা-সংশ্লিষ্ট কয়েকজন জানান, মুড়ি তৈরির জন্য ব্যবহৃত চালের বস্তা সরানোর সময় হঠাৎ একগাদা বস্তা নাঈমের ওপর পড়ে যায়। সহকর্মীরা দ্রুত বস্তা সরিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক নাঈমকে মৃত ঘোষণা করেন। শ্রীপুর থানার ওসি মহম্মদ আবদুল বারিক বলেন, নাঈমের লাশ উদ্ধার করে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে। নিহতের পরিবার বিনা ময়নাতদন্তে দাফনের আবেদন করেছে, যা আইন অনুযায়ী বিবেচনা করা হবে।

**প্রতিনিধি, শ্রীপুর, গাজীপুর**

# সীতাকুণ্ডে ৫ জনসহ ছয় জেলায় সড়কে

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

২১ জনকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে চিকিৎসকরা একজনকে মৃত ঘোষণা করেন। এ ছাড়া আহত ২০ জনের মধ্যে ১২ জনকে চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। নিহতদের মধ্যে দুজনের পরিচয় পাওয়া গেছে। তাঁরা হলেন চট্টগ্রাম ইয়াং ওয়ান গার্মেন্টসের কর্মী কুমিল্লার বাসিন্দা মো. শাহ আলম (৫৫) ও ফেনীর ছাগলনাইয়ার বাসিন্দা পুলিশ সদস্য মো. কামাল (৪৫)। তবে শাহ আলম চট্টগ্রামের পোর্ট কলোনিতে থাকতেন।

**চাঁপাইনবাবগঞ্জ :** চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলায় কংক্রিট ঢালাইকাজে ব্যবহৃত মিক্সচার মেশিনবাহী ট্রলির একটি যন্ত্রাংশ খুলে ট্রলিটি উল্টে গেলে এর নিচে চাপা পড়ে ট্রলির শ্রমিক মনিরুল ইসলাম মংলু (৫৬) নিহত হন। তিনি শিবগঞ্জ পৌর ৯ নম্বর ওয়ার্ডের মর্দানা নয়াপাড়া গ্রামের কসিমুদ্দিনের ছেলে। রবিবার (১৬ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ৭টার দিকে শিবগঞ্জ পৌর কারবালা মোড় এলাকার সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে। শিবগঞ্জ থানার ওসি গোলাম কিবরিয়া বলেন, সড়কে চলাচলকারী ছোট যানবাহনকে ওভারটেক করার সময় ট্রলিটি দুর্ঘটনায় পড়ে।

**গঙ্গাচড়া :** রংপুরের গঙ্গাচড়ায় মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাশেদ মিয়া (৪০) নামের এক ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে। রবিবার (১৬ নভেম্বর) ভোর সাড়ে ৫টার দিকে লক্ষ্মীটারী ইউনিয়নের এসকেএস বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। রাশেদ রংপুরের পাকপাড়া এলাকার আজিজুল ইসলামের ছেলে এবং ভাঙারির ব্যবসা করতেন। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ভোরে ব্যবসায়িক কাজে মোটরসাইকেলে করে লালমনিরহাটের কাকিনার দিকে যাচ্ছিলেন রাশেদ। পথিমধ্যে এসকেএস বাজার এলাকায় মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশের একটি গাছে সজোরে ধাক্কা লাগলে ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি।

**গুরুদাসপুর :** নাটোরের গুরুদাসপুরে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় খোদেজা বেগম নামের এক বৃদ্ধা নিহত হয়েছেন। আহত হন মোটরসাইকেলচালক ও পেছনে থাকা আরোহী। রবিবার সকালে বনপাড়া-হাটিকুমরুল মহাসড়কের নয়াবাজারে ওই দুর্ঘটনা ঘটে। তিন সন্তানের জননী দিনমজুর খোদেজা বেগম (৭০) পার্শ্ববর্তী সিরাজগঞ্জের তাড়াশ উপজেলার প্রতাপ গ্রামের মৃত শুকুর আলীর স্ত্রী। মোটরসাইকেলচালক আবু সামা (২৮) ও আরোহী ইসমাইল হোসেন সিরাজগঞ্জের এনায়েতপুরের গোপিনাথপুর গ্রামের বারেক মোল্লার ছেলে। তাঁরা নাটোরের দর্শনীয় স্থান উত্তরা গণভবন ও রাজবাড়ী দেখার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হন।

**নগরকান্দা :** ফরিদপুরের নগরকান্দায় বাবার মোটরসাইকেল থেকে পড়ে ট্রাকের চাকায় পিষ্টে চাপা পড়ে তাসমিয়া আক্তার (৮) নামের এক শিশুর মারা গেছে। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হন নিহত শিশুর বাবা মো. আতাউর রহমান। শনিবার (১৫ নভেম্বর) রাত ৯টার দিকে উপজেলার ভবুকদিয়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত তাসমিয়ার বাবা আতাউর রহমান খুলনার দাকোপ এলাকার বাসিন্দা। তিনি গোপালগঞ্জের মুকসেদপুর উপজেলার বাসুদেবপুর জামে মসজিদের ইমাম।

**ব্রাহ্মণবাড়িয়া :** ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগর উপজেলার রামপুরা এলাকায় শনিবার রাতে সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে মো. হাসান মিয়া (২০) নামের একজন নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় সোহাগ ও সিদ্দিক নামের আরো দুই মোটরসাইকেল আরোহী আহত হন। নিহত হাসান কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী উপজেলার বামনডাঙ্গা ইউনিয়নের কুটি বামনডাঙ্গা গ্রামের গফুর মিয়ার ছেলে।

বণিকবার্তা সোমবার, নভেম্বর ১৭, ২০২৫

# লিবিয়া উপকূলে নৌকাডুবিতে ৪ বাংলাদেশীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক

লিবিয়া উপকূলে অভিবাসী ও আশ্রয়প্রার্থীদের বহনকারী দুটি নৌকা ডুবে চারজনের মৃত্যু হয়েছে। লিবীয় রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এ তথ্য জানিয়েছে। শনিবার দেয়া এক বিবৃতিতে সংস্থাটি জানায়, গত বৃহস্পতিবার রাতে উপকূলীয় শহর আল-খুমসের কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে। প্রথম নৌকাটিতে বাংলাদেশ থেকে আসা ২৬ জন ছিলেন। তাদের মধ্যে চারজন মারা গেছেন।

রেড ক্রিসেন্ট জানায়, দ্বিতীয় নৌকায় ৬৯ জন ছিলেন। তাদের মধ্যে দুজন মিসরীয়। অনেক সুদানিও ছিলেন। তাদের ভাগ্যে কী ঘটেছে, তা স্পষ্ট নয়। বলা হয়, এ নৌকার যাত্রীদের মধ্যে আটটি শিশু ছিল।

আল-খুমস হলো রাজধানী ত্রিপোলি থেকে প্রায় ১১৮ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত একটি উপকূলীয় শহর। ২০১১ সালে পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটো সমর্থিত এক আন্দোলনে লিবিয়ায় মুয়াম্মার গাদ্দাফির পতন হয়। এর পর থেকে দেশটি যুদ্ধ ও দারিদ্র্য থেকে পালিয়ে ইউরোপমুখী অভিবাসী ও আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য প্রধান ট্রানজিট রুটে পরিণত হয়েছে।

লিবীয় রেড ক্রিসেন্টের প্রকাশ করা ছবিতে দেখা যায়, প্লাস্টিকের ব্যাগে মোড়ানো মরদেহগুলো সারিবদ্ধভাবে রাখা। অন্য ছবিতে দেখা যায়, স্বেচ্ছাসেবকরা উদ্ধার করা ব্যক্তিদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিচ্ছেন। আরেকটি ছবিতে দেখা যায়, উদ্ধার হওয়া লোকেরা কম্বল জড়িয়ে মাটিতে বসে আছেন।

বিবৃতিতে জানানো হয়, উদ্ধারকাজে উপকূলরক্ষী বাহিনী ও আল খুমস পোর্ট সিকিউরিটি এজেন্সি অংশ নেয়। শহরের সরকারি কৌঁসুলির নির্দেশে মরদেহগুলো সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম) গত বুধবার জানিয়েছে, আল বুরি তেলক্ষেত্রের কাছে একটি রাবারের নৌকা ডুবে কমপক্ষে ৪২ জন অভিবাসী নিখোঁজ হয়েছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক সোমবার ২ অগ্রহায়ণ ১৪৩২, ১৭ নভেম্বর ২০২৫

# ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে পড়ে ছিল অটোরিকশা চালকের লাশ

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা এলাকার অটোরিকশা চালক মো. ইউসুফের (২৮) লাশ পাশের যাত্রাবাড়ী থানার রায়েরবাগ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশের ধারণা—ইউসুফের অটোরিকশাটি ছিনতাইয়ের জন্য যাত্রীবেশে থাকা ছিনতাইকারীরা তাকে হত্যা করেছে। গতকাল রবিবার ভোরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের যাত্রাবাড়ী থানার রায়েরবাগস্থ এলাকা থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় ইউসুফকে উদ্ধার করে তার স্বজনরা নারায়ণগঞ্জ ১৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহতের শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক ডা. নাজমুল হাসান বিপুল।

নিহত ইউসুফের গ্রামের বাড়ি বরিশাল জেলার কলাপাড়া থানার দানখালী গ্রামে। পরিবার নিয়ে সে ফতুল্লা রেল স্টেশন এলাকায় ভাড়া থাকতেন। মা আলো বেগম জানান, তার ছেলে গত শনিবার দুপুর ৩টার দিকে অটোরিকশা নিয়ে বের হয়। রাত ১০টার দিকে বাসায় ফিরে আসার কথা থাকলেও ফিরে আসেনি। তার মোবাইল ফোনও বন্ধ পাওয়া যায়। পরবর্তী সময়ে রবিবার ভোরের দিকে জানতে পারেন ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ওপর ইউসুফকে কে বা কারা ফেলে রেখে গেছে।

ফতুল্লা থানার ওসি আনোয়ার হোসেন বলেন, ঘটনাটি যাত্রাবাড়ী থানা এলাকায় সংঘটিত হওয়ায় সেখানকার পুলিশ ঘটনাটি তদন্ত করছে।

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ২ অগ্রহায়ণ ১৪৩২
Dhaka : Monday 17 November 2025

# বাগেরহাটের বিদ্যুতায়িত হয়ে বিদ্যুৎ শ্রমিকের মৃত্যু

জেলা বার্তা পরিবেশক, বাগেরহাট

বাগেরহাটের ফকিরহাট উপজেলায় পল্লী বিদ্যুতের পুলে উঠে কাজ করার সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে সবুজ সরদার (২৬) নামের একজন বিদ্যুৎ শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার দুপুরের দিকে উপজেলার পিলজংগ সুকদাড়া এলাকায়। নিহত সবুজ সরদার বাগেরহাট সদরের কাড়াপাড়া সাবেক ডাঙ্গা গ্রামের ইসলাম সরদারের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, শনিবার দুপুরের দিকে বিদ্যুৎ শ্রমিক সবুজ সরদার উপজেলার সুকদাড়া এলাকায় বাগেরহাট সদর পল্লী বিদ্যুতের আওতাধিন চালু বিদ্যুতের একটি পুলে কাজ করছিলেন। এমন সময় তিনি বিদ্যুতাহিত হয়ে তারে আটকে পড়েন। খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে প্রায় দুইঘন্টা চেষ্টার পর তাকে নিচে নামাতে সক্ষম হলেও সে মারা যায়। ওই শ্রমিক সামি এন্টারপ্রাইজ ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মী ছিলেন। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ফকিরহাট জোনাল অফিসের উপ-মহাব্যবস্থাপক আনন্দ কুমার কুন্ডু জানান, এটি বাগেরহাট পল্লী বিদ্যুতের সদর দপ্তরের কাজ। বিষয়টি তাদের অবগত করা হয়েছে। ফকিরহাট ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর ভারপ্রাপ্ত স্টেশন কর্মকর্তা শাহজাহান মিয়া জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ফায়ার ফাইটার আব্দুল আলিম শেখ, সজিব শেখসহ ফায়ার সার্ভিসের চৌকস একটি দল প্রায় দুইঘন্টা চেষ্টায় বিদ্যুতের খুটির উপর থেকে মরদেহ নামানো হয়েছে। তবে কাজ করার সময় বিদ্যুতের সঞ্চালন লাইন চালু থাকায় এমন দুর্ঘটনা ঘটেছে।

ফকিরহাট মডেল থানার ওসি আবদুর রাজজাক মীর বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হবে। এ বিষয়ে বাগেরহাট পল্লী বিদ্যুতের জিএম সুশান্ত রায় বলেন, ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের কোন শ্রমিক বিদ্যুতের কাজ করার পূর্বে আমাদের অবগত করার কথা। কারন যে সময়টুকু সময় কাজ করবেন সে সময়টুকু ফিডার থেকে বিদ্যুৎ লাইন বন্ধ রাখা হয়। সেক্ষেত্রে এদিন আমাদের না জানিয়ে শ্রমিকরা কাজ করার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

NEW AGE
NOVEMBER 18, 2025

# 3 workers burnt in shoe factory fire at Bangshal

United News of Bangladesh · Dhaka

THREE workers suffered burn injuries after a fire broke out at a shoe factory at Bangshal in Dhaka early Monday.

The incident occurred around 1:40am at the factory located in Sikkatuli Mazar Goli under Bangshal.

The injured— Ainuddin, 45, Amir Uddin, 40, and Ruman, 16 —are undergoing treatment at the Burn unit of Dhaka Medical College Hospital.

Ruman told reporters at the hospital that they were working in the night shift when the fire suddenly erupted from adhesive solution used in the factory.

'The flames spread very quickly. We were all burnt. We somehow managed to reach Dhaka Medical ourselves,' he said.

Md Faruk, in-charge at the DMCH police outpost, said that the victims arrived at the emergency unit around 2:15am and were later admitted to the burn unit.

Ainuddin sustained 20 per cent of burns, Amir 10 per cent of burns and Ruman 45 per cent of burns, he added.

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার ॥ ১৬ নভেম্বর ২০২৫

# মেঘনা নদীতে নিখোঁজ শ্রমিকের লাশ উদ্ধার

সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

সোনারগাঁ উপজেলার মেঘনা নদী থেকে ইউনুস মিয়া (৩৫) নামে এক ড্রেজার শ্রমিকের লাশ উদ্ধার করেছে নৌ-পুলিশ। গতকাল দুপুরে উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়নের মেঘনা নদী থেকে ভাসমান অবস্থায় তার লাশটি উদ্ধার করা হয়। নিহত

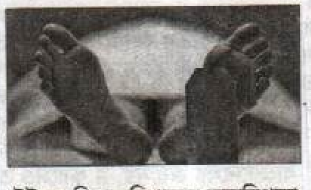

ইউনুস মিয়া বরিশালের বানারিপাড়া উপজেলার উমরেরপাড় এলাকার আবদুল মালেকের ছেলে। বৈদ্যেরবাজার নৌ-পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ (পরিদর্শক) মাহবুবুর রহমান জানান, ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে আসা একটি ড্রেজার বৃহস্পতিবার মেঘনা নদীতে তলিয়ে যায়। এ সময় ড্রেজারে থাকা তিন শ্রমিকের মধ্যে একজন নিখোঁজ হন। পরে গতকাল দুপুরে তার লাশটি উদ্ধার করে নৌ-পুলিশ। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

সংবাদ

ঢাকা : মঙ্গলবার ৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩২
Dhaka : Tuesday 18 November 2025

## বাগেরহাটে বিদ্যুতায়িত হয়ে শ্রমিক নিহত

প্রতিনিধি, বাগেরহাট।

বাগেরহাটের ফকিরহাট উপজেলায় পল্লী বিদ্যুতের পুলে উঠে কাজ করার সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে সবুজ সরদার (২৬) নামের একজন বিদ্যুৎ শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনাটি ঘটেছে গত শনিবার দুপুরের দিকে উপজেলার পিলজংগ সুকদাড়া এলাকায়। নিহত সবুজ সরদার বাগেরহাট সদরের কাড়াপাড়া সাবেক ডাঙ্গা গ্রামের ইসলাম সরদারের ছেলে। পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, শনিবার দুপুরের দিকে বিদ্যুৎ শ্রমিক সবুজ সরদার উপজেলার সুকদাড়া এলাকায় বাগেরহাট সদর পল্লী বিদ্যুতের আওতাধিন চালু বিদ্যুতের একটি পুলে কাজ করছিলেন। এমন সময় তিনি বিদ্যুতাহিত হয়ে তারে আটকে পড়েন। খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে প্রায় দুইঘন্টা চেষ্টার পর তাকে নিচে নামাতে সক্ষম হলেও সে মারা যায়। ওই শ্রমিক সামি এন্টারপ্রাইজ ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মী ছিলেন। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ফকিরহাট জোনাল অফিসের উপ-মহাব্যবস্থাপক আনন্দ কুমার কুন্ডু জানান, এটি বাগেরহাট পল্লী বিদ্যুতের সদর দপ্তরের কাজ। বিষয়টি তাদের অবগত করা হয়েছে। ফকিরহাট ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর ভারপ্রাপ্ত স্টেশন কর্মকর্তা শাহজাহান মিয়া জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ফায়ার ফাইটার আব্দুল আলিম শেখ, সজিব শেখসহ ফায়ার সার্ভিসের চৌকস একটি দল প্রায় দুইঘন্টা চেষ্টার পর বিদ্যুতের খুটির উপর থেকে মরদেহ নামানো হয়েছে। তবে কাজ করার সময় বিদ্যুতের সঞ্চালন লাইন চালু থাকায় এমন দুর্ঘটনা ঘটেছে। ফকিরহাট মডেল থানার ওসি আবদুর রাজজাক মীর বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আইনী প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হবে। এ বিষয়ে বাগেরহাট পল্লী বিদ্যুতের জিএম সুশান্ত রায় বলেন, ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের কোন শ্রমিক বিদ্যুতের কাজ করার পূর্বে আমাদের অবগত করার কথা। কারন যে সময়টুকু সময় কাজ করবেন সে সময়টুকু ফিডার থেকে বিদ্যুৎ লাইন বন্ধ রাখা হয়। সেক্ষেত্রে এদিন আমাদের না জানিয়ে শ্রমিকরা কাজ করার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ২০ নভেম্বর ২০২৫
৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

# সাইকেলে স্কুলে যাচ্ছিল ২ ভাই, ট্রাকে পিষ্ট ১

যুগান্তর ডেস্ক

বাইসাইকেলে স্কুল যাওয়ার পথে ট্রাকচাপায় শিশু ইয়াসির আরাফাত শিষ প্রাণ হারিয়েছে। বুধবার সকালে যশোর শহরের বাবলাতলায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। মাদারীপুরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কাভার্ডভ্যান দোকানে উঠে গেলে বাবা ইলিয়াচ নিহত ও আহত হন মেয়েসহ দুজন। এছাড়া দুর্ঘটনায় চার স্থানে আরও পাঁচজন প্রাণ হারিয়েছেন। তাদের মধ্যে ঢাকায় শিক্ষার্থী, গাজীপুরে নারীসহ দুজন, পিরোজপুরে ভ্যান এবং কুমিল্লায় ট্রাকচালক রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

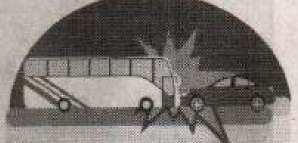

মাদারীপুরে বাবা নিহত, আহত মেয়ে

চার স্থানে ঝরল আরও ৫ প্রাণ

**যশোর :** শিষ শহরতলীর শেখহাটি দক্ষিণপাড়া এলাকার স্কুল শিক্ষক শাহাবুদ্দিনের ছেলে ও যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারের প্রিজনার্স পাবলিক স্কুলের শিশু শ্রেণির ছাত্র। শিষের বড়ভাই আরাফাত সাদ জানায়, বাইসাইকেলে শিষকে স্কুলে নিয়ে যাচ্ছিল। পথে বাবলাতলা এলাকায় ট্রাককে সাইড দিতে গেলে সাইকেলের পেছনের চাকা খাদে পড়ে। এ সময় শিষ ট্রাকের পেছনের চাকার তলে পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যায়। সৌভাগ্যক্রমে সাদ বেঁচে যায়। সাদ যশোর জিলা স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র।

**টেকেরহাট (মাদারীপুর) :** মাদারীপুরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কাভার্ডভ্যান দোকানে উঠে গেলে যুবক ইলিয়াচ সরদার নিহত হন। আহত হয়েছেন ইলিয়াচের মেয়ে লাবনী ও খদ্দের সওকত সরদার। বুধবার দুপুরে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের মাদারীপুর সদর উপজেলার সমাদ্দার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। দোকানি ইলিয়াচ নয়াকান্দি বাজিতপুর গ্রামের মন্নাত সরদারের ছেলে।

**টঙ্গী পূর্ব ও কালিয়াকৈর (গাজীপুর) :** টঙ্গীতে বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে অজ্ঞাতনামা নারীর মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকালে হোসেন মার্কেট এলাকার বিআরটি প্রকল্পের মাঝ লেনে। ওই নারী হোসেন মার্কেট এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক পার হচ্ছিলেন। এদিকে কালিয়াকৈরে বাসের ধাক্কায় হেলপার আরিফুল ইসলামের মৃত্যু হয়েছেন। তিনি গাইবান্ধা সদর উপজেলার শাপলা পাড়া এলাকার তহলিম উদ্দিন সরকারের ছেলে। বুধবার উপজেলার সফিপুর এলাকায় দুর্ঘটনার কবলে পড়েন তিনি। এদিকে উপজেলার চন্দ্রা হরতকি এলাকায় সড়ক পারের সময় বুধবার বাসের ধাক্কায় শহিদুল ইসলাম নামের গার্মেন্ট শ্রমিক আহত হয়েছেন। এ সময় ক্ষিপ্ত হয়ে মহাসড়ক অবরোধ করে অন্যান্য শ্রমিকরা। ভাঙচুর করা হয় দুটি বাস। পরে শ্রমিকরা ক্ষিপ্ত হয়ে অপর একটি বাসের চালক ও হেলপারকে পিটিয়ে আহত করেন।

**নাজিরপুর (পিরোজপুর) :** নাজিরপুরে মোটরসাইকেলচাপায় ভ্যানচালক বৃদ্ধ নুর আলমের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে খুলনায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। এর আগে বিকালে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে দুর্ঘটনাটি ঘটে। নুর আলমের বাড়ি ভোলায়। তিনি উপজেলার কালিবাড়ি এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন।

**চান্দিনা (কুমিল্লা) :** চান্দিনা উপজেলার কুটুম্বপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় রাস্তা পারের সময় বাসের ধাক্কায় ট্রাকচালক কবির হোসেন নিহত হয়েছেন। বুধবার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। কবির কুটুম্বপুর গ্রামের মৃত আব্দুল কাদেরের ছেলে।

**নবাবগঞ্জ (ঢাকা) :** নবাবগঞ্জ উপজেলার দিঘীরপাড় এলাকায় স্কুলছাত্র মঈনের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার উপজেলার দিঘীরপাড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। সে উপজেলার বক্সনগর ইউনিয়নের দিঘীরপাড় গ্রামের টিটু মিয়ার ছেলে এবং নবাবগঞ্জ পাইলট উচ্চবিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী।

বণিক বার্তা
শনিবার, নভেম্বর ১, ২০২৫

# সড়ক দুর্ঘটনায় চার জেলায় পাঁচজনের প্রাণহানি

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

দেশের চার জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচজনের প্রাণহানি হয়েছে। এর মধ্যে নেত্রকোনায় ট্রাকের পেছনে ধাক্কা লেগে অটোরিকশার দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। সিরাজগঞ্জ, গাজীপুর ও খাগড়াছড়িতে আরো তিনজন প্রাণ হারিয়েছেন। এছাড়া চট্টগ্রামে পুলিশ সদস্যদের বহনকারী একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। গতকাল ও আগের দিন রাতে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

**সিরাজগঞ্জ :** জেলার উল্লাপাড়ায় ট্রাকের ধাক্কায় রঞ্জু আহমেদ (৩৫) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। তিনি ব্যাটারিচালিত ভ্যানচালক ছিলেন। গতকাল সকালে উপজেলার হাটিকুমরুল ঢাকা-পাবনা মহাসড়কের ধোপাকান্দি ব্রিজ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রঞ্জু আহমেদ একই উপজেলার চরিয়াশিকা দক্ষিণ পাড়া গ্রামের ইয়াসিন আলীর ছেলে।

হাটিকুমরুল হাইওয়ে থানার ওসি ইসমাইল হোসেন জানান, রঞ্জু আহমেদ নিজের অটোভ্যানে করে মাছ নিয়ে উল্টো পথে সড়ক পার হচ্ছিলেন। এ সময় একটি ট্রাক এসে ধাক্কা দিলে ভ্যানটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান।

**গাজীপুর :** কালিয়াকৈরে কয়লাভর্তি পিকআপের ধাক্কায় মুনছের হোসেন মঞ্জু (২০) নামে অটোরিকশার এক চালক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো দুজন। গতকাল সকালে ধামরাই-কালিয়াকৈর আঞ্চলিক সড়কের কান্দাপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মুনছের হোসেন মঞ্জু ঢাকার ধামরাই উপজেলার বাগমারা এলাকার মোস্তফা মিয়ার ছেলে।

কালিয়াকৈর থানার ওসি আব্দুল মান্নান জানান, মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তবে স্বজনদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ময়নাতদন্ত ছাড়াই মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
২০ নভেম্বর ২০২৫

## নাইক্ষ্যংছড়িতে বন্য হাতির আক্রমণে রাবার শ্রমিকের মৃত্যু

■ নাইক্ষ্যংছড়ি (বান্দরবান) সংবাদদাতা

নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার সোনাইছড়ি ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের পাইয়াঝিড়ি রাবারবাগানে বন্য হাতির আক্রমণে এক রাবার শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার ভোররাতে এ ঘটনা ঘটে। নিহত শ্রমিকের নাম আব্দুল হক (৪০)। তিনি মৃত মিনাজ উদ্দিনের ছেলে এবং বাইশারী ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের পুনর্বাসনপাড়ার বাসিন্দা।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভোর ৫টার দিকে পাইয়াঝিড়ি রাবারবাগানে রাবারের কষ সংগ্রহ করছিলেন আব্দুল হক। এসময় হঠাৎ একটি বন্য হাতি তাকে আক্রমণ করলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে নিহতের ভাই আবদুল হাকিম এবং সোনাইছড়ি পুলিশ ফাঁড়ির এসআই লোকমানসহ পুলিশ সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করেন।

নাইক্ষ্যংছড়ি থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি মাসরুরুল হক জানান, ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় অপমৃত্যুর মামলা দায়ের করা হয়েছে। বিষয়টি গুরুত্বসহকারে তদন্ত করা হচ্ছে। নাইক্ষ্যংছড়ি থানা পুলিশ ও সোনাইছড়ি পুলিশ ফাঁড়ির টিম ঘটনার বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে।

প্রথম আলো
মঙ্গলবার, ১৮ নভেম্বর ২০২৫,

## বংশালে জুতার কারখানায় আগুন, দগ্ধ ৪

রাজধানীর বংশালের সিক্কাটুলী এলাকায় একটি জুতার কারখানায় কাজ করার সময় আগুনে দগ্ধ হয়েছেন চার শ্রমিক। গত রোববার দিবাগত রাত পৌনে দুইটার দিকে সিক্কাটুলী মাজার গলির সজীব মিয়ার ছয়তলা ভবনের নিচতলায় থাকা কারখানায় এ ঘটনা ঘটে। দগ্ধ ব্যক্তিরা হলেন আইনউদ্দিন (৪৫), তাঁর ভাই আমিরউদ্দিন (৪০), আইনউদ্দিনের ছেলে রুমান (১৬) ও রবিন (১৮)। দগ্ধ অবস্থায় তাঁদের রাতেই ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের (ঢামেক) বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হয়েছে। বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধীন দগ্ধ শ্রমিকেরা জানান, কারখানায় কাজ করার সময় হঠাৎ জুতা তৈরির আঠায় আগুন ধরে যায়। মুহূর্তেই আগুন ছড়িয়ে পড়লে তাঁরা চারজনই দগ্ধ হন। শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে বলেও প্রাথমিকভাবে তাঁদের ধারণা। কারখানাটি আইনউদ্দিন পরিচালনা করতেন। তাঁর দুই ছেলে রুমান ও রবিন সেখানে কাজ করতেন। কয়েক দিন আগে গ্রামের বাড়ি কিশোরগঞ্জের কুলিয়ারচর উপজেলার লক্ষ্মীপুর বাটিয়াপাড়া থেকে বেড়াতে এসেছিলেন ছোট ভাই আমিরউদ্দিন; তিনিও দগ্ধ হন। ঢামেক পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক চিকিৎসকের বরাত দিয়ে জানান, আমিরউদ্দিনের শরীরের ৭ শতাংশ, আইনউদ্দিনের ২০ শতাংশ এবং রুমানের শরীরের ৪৫ শতাংশ পুড়ে গেছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

DHAKA MONDAY NOVEMBER 17, 2025
AGRAHAYAN 2, 1432 BS
The Daily Star

LIBYA'S COAST

## Four Bangladeshi migrants dead as 2 boats capsize

REUTERS

At least four Bangladeshi nationals died after two boats carrying 95 irregular migrants capsized off the Libyan coastal city of Al Khums on Thursday, the Libyan Red Crescent said on Saturday.

The first boat was carrying 26 migrants from Bangladesh, four of whom died, the Red Crescent said in a statement on its verified Facebook page.

The second boat carried 69 migrants, including two Egyptians and dozens of Sudanese, the Red Crescent added without specifying their fate.

Khums is a coastal city, some 118 km east of the capital, Tripoli. On Wednesday, the International Organization for Migration said that at least 42 migrants went missing and presumed dead after a rubber boat sank near the Al Buri oilfield, an offshore facility north-northwest of the Libyan coast.

Libya has become a transit route for migrants fleeing conflict and poverty to Europe across the Mediterranean since the fall in 2011 of dictator Muammar Gaddafi during a Nato-backed uprising.

Pictures released by the Khums Red Crescent showed a line of bodies in black plastic bags laid out on the floor, while the volunteers are seen providing first aid to the survivors. Other pictures show the rescued migrants wrapped in thermal blankets sitting on the floor.

The statement added that Coast Guards and Khums Port Security Agency participated in the rescue operation. Adding that the bodies were handed over to the relevant authorities based on instructions by the city's public prosecution.

In mid-October, a group of 61 bodies of migrants were recovered on the coast west of the capital Tripoli. In September, IOM said at least 50 people had died after a vessel carrying 75 Sudanese refugees caught fire off Libya's coast.

রবিবার
২৩ নভেম্বর ২০২৫ | দৈনিক ইত্তেফাক

## পৃথক স্থানে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে দুই ভাইসহ তিন জনের মৃত্যু

■ হোসেনপুর (কিশোরগঞ্জ) সংবাদদাতা

হোসেনপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে আপন দুই ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে। নিহতরা হলেন নুরু খান (৬০) ও ফজলু খান (৫৫)। গতকাল শনিবার সকালে উপজেলার শাহেদল ইউনিয়নের গলাচিপা গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত দুই ভাই একই গ্রামের বাসিন্দা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে বাড়ির পাশে গরুর জন্য খড় আনতে যান নুরু খান। এ সময় আগে থেকে ছিঁড়ে পড়ে থাকা বিদ্যুতের তারে অসাবধানতাবশত স্পৃষ্ট হয়ে তিনি ঘটনাস্থলেই পড়ে যান। তাকে বাঁচাতে এগিয়ে গেলে তার ছোট ভাই ফজলু খানও একই তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। এতে ঘটনাস্থলেই দুজনের মৃত্যু হয়। হোসেনপুর উপজেলার শাহেদল ইউপি চেয়ারম্যান মো. ফিরুজ উদ্দিন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

কলাপাড়া (পটুয়াখালী) সংবাদদাতা জানান, কলাপাড়ার বালিয়াতলী ইউনিয়নের কোম্পানিপাড়া গ্রামে গাছ কাটতে উঠে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে কৃষক হৃদয় হাওলাদারের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার দুপুর ১২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। নিহতের চাচা লিটন হাওলাদার জানান, সকালে নিজ বাড়ির সামনে রাস্তার পাশে রেইনট্রি গাছের ডাল কাটতে ওঠেন হৃদয়। গাছের সঙ্গে সংযুক্ত ৩৩ কেভি বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন ছিল। এ সময় গাছের ডাল কাটতে গেলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ছিটকে গাছের সঙ্গে ঝুলে পড়েন। ঐ সময় প্রতিবেশীসহ স্বজনরা তাৎক্ষণিক তাকে গাছ থেকে নামিয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থায় কলাপাড়া হাসপাতালে নিলে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। কলাপাড়া থানার ওসি জুয়েল ইসলাম বলেন, নিহতের পরিবারের সঙ্গে কথা বলে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

যুগান্তর | বুধবার ১৯ নভেম্বর ২০২৫
৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

## সড়কে মোটরসাইকেল আরোহীসহ নিহত ৫

যুগান্তর ডেস্ক

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা, যশোরের অভয়নগর, বরগুনা সদর, কুমিল্লার লাকসাম ও নাটোরের সিংড়ায় মঙ্গলবার সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচজন নিহত হয়েছে। দামুড়হুদা উপজেলায় স্বামীর মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে গৃহবধূ, অভয়নগরে লাকড়ি বহনকারী ট্রলি উলটে যুবক, বরগুনায় রাস্তা পার হওয়ার সময় এক নরসুন্দর, লাকসামে ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী এবং নাটোরের সিংড়ায় মোটরসাইকেল আরোহী স্কুলছাত্র নিহত হয়েছে। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

**অভয়নগর (যশোর) :** অভয়নগর উপজেলার গোপীনাথপুরে লাকড়ি বহনকারী ট্রলি উলটে ছোট ভাই নিহত ও বড়ভাই আহত হয়েছেন। হিদিয়া থেকে সিদ্ধিপাশা যাওয়ার পথে হঠাৎ ট্রলিটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার খাদে পড়ে উলটে যায়। এতে সিদ্ধিপাশা এলাকার লিয়াকত ফকিরের ছোট ছেলে জুয়েল ফকির (২৫) নিহত ও বড় ছেলে সোহেল ফকির (৩০) আহত হন। সোহেলকে উন্নত চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

**বরগুনা :** সদরের টাউন হল গোলচত্বর এলাকায় রাস্তা পার হওয়ার সময় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় নরসুন্দর শ্যামল চন্দ্র শীল (৫৪) নিহত হয়েছেন। শ্যামল বরগুনা শহরের একটি সেলুনে নরসুন্দরের কাজ করতেন। পাথরঘাটা উপজেলার কাঁঠালতলী ইউনিয়নের কালিপুর গ্রামের মনোরঞ্জন শীলের ছেলে তিনি।

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার
৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩২, ২২ নভেম্বর ২০২৫

গাজীপুরে ভূমিকম্পে হেলে পড়েছে ভবন

# কারখানায় পদদলিত হয়ে আহত সাড়ে সাত শতাধিক শ্রমিক

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরে ভূমিকম্পের সময় আতঙ্কিত হয়ে কারখানা থেকে নামতে গিয়ে টঙ্গী, বোর্ড বাজার, চান্দনা চৌরাস্তা, বাঘের বাজার ও শ্রীপুরে সাড়ে সাত শতাধিক শ্রমিক আহত হয়েছে। তাদের অনেককে হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা দেওয়া হয়। টঙ্গীতে হেলে পড়েছে একটি বহুতল ভবন। দ্রুত নিচে নামতে গিয়ে টঙ্গী শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের ৩০ জনের মতো শিশু আহত হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বেশ কয়েকটি কারখানায় ছুটি ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার সকালে ভূমিকম্পের সময় আতঙ্কিত হয়ে টঙ্গীর বিসিকের ফ্যাশন পালস গার্মেন্টসসহ কয়েকটি গার্মেন্টস থেকে শত শত শ্রমিক একসঙ্গে নিচে নামতে গিয়ে পদদলিত হয়ে তিন শতাধিক শ্রমিক-কর্মচারী আহত হয়েছেন। আহতরা বলেন, ৯তলা কারখানাটিতে কয়েক হাজার শ্রমিক কাজ করেন। ভূমিকম্পের সময় জরুরি নিরাপত্তা গেট বন্ধ থাকায় সেখানে প্রচণ্ড ভিড় লেগে যায়। হুড়োহুড়ি করে নামতে গিয়ে শ্রমিকরা আহত হয়। তাদের উদ্ধার করে দ্রুত টঙ্গী হাসপাতালসহ আশপাশের বিভিন্ন বেসরকারি ক্লিনিক ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। টঙ্গী হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ইসরাত জাহান এনি জানান, আহতদের বেশির ভাগই হাত-পা ও কোমরে আঘাত পেয়েছেন। আহত এক শ্রমিকের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে ঢাকা মেডিক্যালে পাঠানো হয়েছে।

টঙ্গীর কিশোর উন্নয়নকেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়ক মো. এমরান হোসেন জানান, আহত শিশুদের কেন্দ্রের চিকিৎসাকেন্দ্রে রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

এদিকে ভূমিকম্পের সময় টঙ্গীর স্টেশন রোডে ছয় তলা একটি ভবন পাশের ১২ তলা ভবনের উপর হেলে পড়েছে। তাছাড়া গাজীপুর টঙ্গীসহ গাজীপুর মহানগরীর অনেক ভবনে ফাটল দেখা দিয়েছে।

গাজীপুর ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক মো. মামুন জানান, চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় তাড়াহুড়ো করে নামার সময় হাসান-তানভীর ফ্যাশনের ছয় শ্রমিক এবং নাওজোড় এলাকার কোস্ট টু কোস্টে গার্মেন্টের ৩০ জনের বেশি শ্রমিক আহত হয়েছেন।

অপরদিকে, ফায়ার এলার্ম শুনে জেলার শ্রীপুর পৌর এলাকার গড়গড়িয়া মাস্টারবাড়ী এলাকার ডেনিমেক গার্মেন্টের সাত তলা ভবন থেকে নামতে গিয়ে হুড়োহুড়িতে ৩০০-র মতো শ্রমিক আহত হয়েছে। আহতদের স্থানীয় বিভিন্ন ক্লিনিক ও শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসার জন্য আনা হয়।

ঐ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক সাইয়িদা আফরোজ ইমা জানান, ৭০-৮০ জন শ্রমিককে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হাসপাতালে বিছানা না থাকায় অন্য হাসপাতালে নিয়ে গেছেন স্বজনরা। দুপুরে আহত শ্রমিকদের দেখতে শ্রীপুর হাসপাতালে যান বিএনপির কেন্দ্রীয় সহ-স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক ডা. রফিকুল ইসলাম বাচ্চু।

শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ হাসপাতালের সহকারী পরিচালক ডা. আবদুস সালাম সরকার বলেন, ছয় জন পুরুষ, ৪৯ জন নারী ও এক শিশুসহ আহত ৫৬ জন ভর্তি আছেন। ২৯ জনকে চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

জেলা প্রশাসক মোহম্মদ আলম হোসেন বলেন, গাজীপুরে বড় ধরনের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। হুড়োহুড়ি করে নামতে গিয়ে কয়েকটি কারখানায় বেশ কিছু শ্রমিক আহত হয়েছেন।

গাজীপুর : গতকাল ভূমিকম্পে আতঙ্কিত হয়ে কারখানা থেকে নামার সময় আহত এক নারীকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নেওয়া হয় —ইত্তেফাক

যুগান্তর
রোববার ২৩ নভেম্বর ২০২৫
৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

# বন্দরে বসুন্ধরা সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে বয়লার বিস্ফোরণে ৬ শ্রমিক দগ্ধ

বন্দর (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

বন্দরে বসুন্ধরা সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে বয়লার বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে ৬ জন দগ্ধ হয়েছেন। শনিবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের ১৯নং ওয়ার্ড বন্দরের মদনগঞ্জে এ ঘটনা ঘটে। দগ্ধদের জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে নেওয়া হয়েছে। দগ্ধরা হলেন ফেনির নাহিদ হাসান (২২), পাবনার কামাল হোসেন (৪৫), নোয়াখালীর তাইজুল ইসলাম (৩৫), জামালপুরের ফেরদৌস (৩৫), কুষ্টিয়ার তোরাব আলী (৫৫) ও নারায়ণগঞ্জের আতিকুর রহমান (৪২)। তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া মোহাম্মদ রহিম জানান, গতকাল শনিবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে কারখানার বয়লার থেকে বিস্ফোরণ হলে পাশে থাকা ওই ৬ জন শ্রমিক দগ্ধ হন। সঙ্গে সঙ্গে তাদের ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক নয় বলে জানা গেছে।

বন্দর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোস্তাফিজুর রহমান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন।

বসুন্ধরা সিমেন্ট ফ্যাক্টরির ম্যানেজার আশরাফুল ইসলাম জানান, শনিবার ফ্যাক্টরিতে কাজ করছিল শ্রমিকরা। সন্ধ্যা ৭টার দিকে হঠাৎ বয়লারে বিস্ফোরণ ঘটে। এতে ৬ শ্রমিক দগ্ধ হন। তাদের বার্ন ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে। তবে তারা আশঙ্কামুক্ত বলে তিনি জানান। নারায়ণগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ আল আরেফিন জানান, 'কারখানা থেকে শুরুতে আমাদের কিছু জানানো হয়নি। পরে খোঁজ পেয়ে যোগাযোগ করা হলে কারখানা কর্তৃপক্ষ জানায় যে, বয়লার রুমের চুল্লিতে কয়লা দেওয়ার সময় উত্তপ্ত কয়লা ছিটকে কয়েকজন শ্রমিকের গায়ে পড়ে। এতে ছয়জন দগ্ধ হয়েছে।'

বণিকবার্তা
শুক্রবার, নভেম্বর ২১, ২০২৫

# চট্টগ্রামে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে থেকে প্রাইভেট কার ছিটকে পড়ে প্রাণহানি

## বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত আরো ১১ জন

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

চট্টগ্রাম নগরে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে থেকে একটি প্রাইভেট কার ছিটকে নিচে পড়ে এক পথচারী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত চারজন। গতকাল ভোর ৫টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া দেশের আরো নয় স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় ১১ জন নিহত হয়েছেন। গতকাল ও আগের দিন রাতে রাজধানীর ডেমরা, নীলফামারী, সিরাজগঞ্জ, ময়মনসিংহ, গাইবান্ধা, ঝিনাইদহ, বান্দরবান, পাবনা ও গোপালগঞ্জে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

**পাবনা :** ঈশ্বরদীতে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন নিহত হয়েছেন। বুধবার রাতে ঈশ্বরদী-লালপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের আরামবাড়িয়া এলাকায় এবং দাশুড়িয়া ইউনিয়নের শামিলপুর জমসেদ মার্কেটের কাছে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও নাটোরের লালপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তারা মারা যান।

নিহতদের মধ্যে মোঙলা মণ্ডল (৫৫) রিকশাচালক। অন্যজন পথচারী মুজাহার প্রামাণিক (৭০)। মোঙলা মণ্ডল ঈশ্বরদী পৌরসভার সাঁড়া গোপালপুর গ্রামের মৃত হাশেম মণ্ডলের ছেলে এবং মুজাহার প্রামাণিক উপজেলার দাশুড়িয়া ইউনিয়ন শামিলপুর গ্রামের মৃত মহিন প্রামাণিকের ছেলে।

যুগান্তর
শনিবার ২২ নভেম্বর ২০২৫
৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

# বোনের বিদায়ের আগেই চলে গেলেন ভাই

যুগান্তর ডেস্ক

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে বোনের বিয়ে উপলক্ষ্যে বাড়িতে চলছিল উৎসবের আমেজ। লাল শাড়ি পরিয়ে বোনকে পাঠানো হবে শ্বশুড়বাড়িতে। কিন্তু বোনের বিদায়ের আগেই সাদা কাফনে জড়িয়ে চিরবিদায় নিয়েছেন ভাই রোহেল। শুক্রবার সকালে নরসিংদী-মদনগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কের নোয়াপাড়া এলাকায় পিকআপ-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে তিনি প্রাণ হারান। পটুয়াখালীতে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় এক বিশ্ববিদ্যালয়ছাত্র নিহত হয়েছেন। এছাড়া দুর্ঘটনায় দুই স্থানে আরও দুজনের মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে সিরাজগঞ্জে ভ্যানচালক ও ভোলায় অটোযাত্রী রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

পটুয়াখালীতে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র নিহত

**উল্লাপাড়া (সিরাজগঞ্জ) :** মাইক্রোবাসের ধাক্কায় ভ্যানচালক হেলাল উদ্দিন নিহত হয়েছেন। শুক্রবার বগুড়া-পাবনা মহাসড়কের উল্লাপাড়া পূর্বদেলুয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে দুর্ঘটনাটি ঘটে। তিনি পূর্বদেলুয়া গ্রামের ছামাদ শেখের ছেলে।

**ভোলা :** ভোলা-চরফ্যাশন আঞ্চলিক মহাসড়কে সিএনজিচালিত অটোরিকশা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যাত্রী জাহানারা নিহত হয়েছেন। এছাড়া গাড়িতে থাকা আরও তিন যাত্রী আহত হয়েছেন। তার বাড়ি ভোলার লালমোহন উপজেলার চতলা গ্রামে। তিনি ওই গ্রামের আক্তারুজ্জামানের স্ত্রী। শুক্রবার ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলার টবগী উদয়পুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

বণিকবার্তা ■ রোববার, নভেম্বর ২৩, ২০২৫ ■

# দিনাজপুরে বাসের ধাক্কায় ইজিবাইকের পাঁচ যাত্রী নিহত

## গাইবান্ধা ও বগুড়ায় আরো দুজনের প্রাণহানি

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

দিনাজপুরে বাসের ধাক্কায় ব্যাটারিচালিত ইজিবাইকের পাঁচ যাত্রী নিহত হয়েছেন। গুরুতর আহত হয়েছেন ইজিবাইকের চালকসহ আরো তিনজন। গতকাল বেলা আড়াইটার দিকে দিনাজপুর-দশমাইল মহাসড়কের গম গবেষণা ইনস্টিটিউটের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনায় গাইবান্ধা ও বগুড়ায় আরো দুজনের প্রাণহানি হয়েছে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

**দিনাজপুর :** ঠাকুরগাঁও থেকে দিনাজপুরে আসছিল ওয়াকা পরিবহনের একটি বাস। বেলা আড়াইটার দিকে দিনাজপুর-দশমাইল মহাসড়কের গম গবেষণা ইনস্টিটিউটের সামনে দশমাইলগামী একটি ব্যাটারিচালিত ইজিবাইককে ধাক্কা দেয় বাসটি। এতে ইজিবাইকের তিন যাত্রী ঘটনাস্থলেই মারা যান। গুরুতর আহত অবস্থায় চালকসহ পাঁচজনকে দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পথে আরো দুজন মারা যান।

দিনাজপুর হাইওয়ে পুলিশের উপপরিদর্শক মো. রেজাউল ইসলাম জানান, চালকসহ ইজিবাইকে থাকা যাত্রীরা দিনাজপুর থেকে কাহারোল উপজেলার কান্তজিউ মন্দিরে রাস মেলায় যাচ্ছিলেন। দুর্ঘটনার পর থেকে আড়াই ঘণ্টা ধরে দিনাজপুর থেকে রংপুর, নীলফামার, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড় রুটে বাস চলাচল বন্ধ ছিল। নিহত পাঁচ যাত্রীর মধ্যে তিনজনের পরিচয় পাওয়া গেছে। তারা হলেন দিনাজপুর সদর উপজেলার কমলপুর ইউনিয়নের কুতোড় গ্রামের ইয়াকুব আলীর স্ত্রী মর্জিনা খাতুন (৫৫), তার নাতনি চিরিরবন্দর উপজেলার মাঝিরা গ্রামের আব্দুস সালামের মেয়ে সাদিয়া বেগম (১৫), দিনাজপুর উপশহরের আট নম্বর ব্লকের বাসিন্দা শিমু আকতার (৩৮)। বাকি দুজনের পরিচয় পাওয়া যায়নি।

দিনাজপুর হাইওয়ে পুলিশের উপপরিদর্শক মো. রেজাউল ইসলাম জানান, ঘটনাস্থলে তিনজনের মরদেহ পেয়েছেন তারা। পরে হাসপাতালে নেয়ার পথে আরো দুজনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া ইজিবাইকের আরো দুই যাত্রীসহ চালক গুরুতর আহত অবস্থায় দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তাদের অবস্থাও আশঙ্কাজনক। বাসটি আটক করা হয়েছে।

**গাইবান্ধা :** সুন্দরগঞ্জে গাড়ির নিচে চাপা পড়ে সাইফুল ইসলাম (৩৮) নামে মানসিক ভারসাম্যহীন এক যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল ভোর ৪টার দিকে সুন্দরগঞ্জ-গাইবান্ধা আঞ্চলিক মহাসড়কের হুড়াভায়া খাঁ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সাইফুল ইসলাম সুন্দরগঞ্জ পৌরসভার সাত নম্বর ওয়ার্ডের রামডাকুয়া গ্রামের সাত্তার মিয়ার ছেলে।

সুন্দরগঞ্জ থানার ওসি আব্দুল হাকিম আজাদ জানান, নিহত যুবকের পরিচয় শনাক্ত হয়েছে। প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

**বগুড়া :** ঢাকা-রংপুর মহাসড়কে গাড়ি চাপায় অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। তার মুখের ডান পাশ ছাড়া শরীরের প্রায় সব অংশই ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। গতকাল ভোর ৪টার দিকে বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলার বেতগাড়ী এলাকার এ আর কে সিএনজি পাম্পের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ২৫ নভেম্বর ২০২৫

# চিংড়ি ঘেরে বৈদ্যুতিক ফাঁদ, কৃষকের মৃত্যু

বাগেরহাটের চিতলমারীতে চিংড়ি মাছের ঘেরে ইঁদুর মারার বৈদ্যুতিক ফাঁদে স্পৃষ্ট হয়ে দাউদ মাঝি (৫০) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সকালে উপজেলার উত্তর লড়ারকুল এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। চিতলমারী থানার ওসি রোকেয়া খানম জানান, গতকাল ভোরে তিনি মাছের ঘেরে কাজ করতে যান। ১১টার দিকে স্থানীয়রা তার নিথরদেহ মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থল গিয়ে লাশ উদ্ধার করেছে। –বাগেরহাট প্রতিনিধি

দৈনিক ইত্তেফাক
২৩ নভেম্বর ২০২৫

## বন্দরে বসুন্ধরা সিমেন্ট কারখানায় বয়লার বিস্ফোরণে ছয় শ্রমিক দগ্ধ

■ বন্দর (নারায়ণগঞ্জ) সংবাদদাতা

নারায়ণগঞ্জের বন্দরে বসুন্ধরা সিমেন্ট কারখানায় বয়লার বিস্ফোরণে ছয় শ্রমিক দগ্ধ হয়েছেন। তাদের ঢাকার জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটে পাঠানো হয়েছে। দগ্ধরা হলেন—ফেনীর নাহিদ হাসান, পাবনার কামাল হোসেন, নোয়াখালীর তাইজুল ইসলাম, জামালপুরের ফেরদৌস, কুষ্টিয়ার তোরাব আলী ও নারায়ণগঞ্জের আতিকুর রহমান। জানা গেছে, গতকাল শনিবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে কারখানায় বয়লার থেকে বিস্ফোরণ হলে পাশে থাকা ঐ ছয় শ্রমিক দগ্ধ হন। সঙ্গে সঙ্গে তাদের ঢাকায় পাঠানো হয়। তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। এ ব্যাপারে বসুন্ধরা কর্তৃপক্ষ গণমাধ্যমে কোনো কথা বলেনি। বন্দর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মোস্তাফিজুর রহমান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন। নারায়ণগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ আল আরেফিন জানান, 'কারখানা থেকে শুরুতে আমাদের কিছু জানানো হয়নি। পরে খোঁজ পেয়ে যোগাযোগ করা হলে কারখানা কর্তৃপক্ষ জানায় যে, বয়লার রুমে চুল্লিতে কয়লা দেবার সময় উত্তপ্ত কয়লা ছিটকে কয়েক জন শ্রমিকের গায়ে পড়ে। এতে ছয় জন দগ্ধ হয়েছেন বলে জানিয়েছেন তারা।' এদিকে, বার্ন ইনস্টিটিউটের আবাসিক সার্জন ডা. শাওন বিন রহমান গতকাল রাত ৯টায় জানান, ছয় জনের শরীরেই দগ্ধ হয়েছে।

বণিক বার্তা • শনিবার, অক্টোবর ২৫, ২০২৫

## সাত জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় ১২ জনের প্রাণহানি

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

দেশের সাত জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় ১২ জন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে নরসিংদীতে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় ইজিবাইকের চালকসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। সুনামগঞ্জে বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে প্রাণ হারিয়েছে মা-মেয়ে। এছাড়া ফরিদপুর, যশোর, বাগেরহাট, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামে সড়ক দুর্ঘটনায় আরো সাতজন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। গতকাল ও আগের দিন রাতে এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ১৭ জন। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

**নরসিংদী :** মাধবদীতে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় ব্যাটারিচালিত ইজিবাইকচালকসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের রাইনাদী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন সদর উপজেলার নুরালাপুর ইউনিয়নের রাইনাদী গ্রামের আজিজুল ইসলামে ছেলে সিয়াম মিয়া (২২), আলতাফ হোসেনের ছেলে সাব্বির হোসেন (২৮) ও রবিউল ইসলামের ছেলে অটোরিকশাচালক ফাহিম মিয়া (৩০)।

ইটাখোলা হাইওয়ে পুলিশের ওসি মনির হোসেন জানান, বাসের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই অটোরিকশার দুই যাত্রী মারা যান। হাসপাতালে নেয়ার পর আরো একজনের মৃত্যু হয়। পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেছে। দুর্ঘটনাকবলিত বাসটি জব্দ করা হলেও পালিয়ে গেছেন চালক ও তার সহযোগী।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ২৭ নভেম্বর ২০২৫
১২ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

## সিদ্ধিরগঞ্জে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শ্রমিকের মৃত্যু

সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে ডিপিডিসি'র লাইনে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার মেরামত কাজ করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে নজরুল ইসলাম (৪৫) নামে এক বিদ্যুৎ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় কাজ করতে থাকা আরও দুই শ্রমিক মো. রাজ্জাক ও মো. করিম গুরুতর আহত হয়েছেন। স্থানীয়রা তাদের তাৎক্ষণিকভাবে খানপুর ৩০০ শয্যা হাসপাতালে নিয়ে যান। বুধবার বেলা ১১টায় এ ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিদ্ধিরগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোহাম্মদ শাহিনুর আলম। স্থানীয়রা ও পুলিশ জানায়, বুধবার গার্মেন্টস সংলগ্ন রাস্তায় বিদ্যুতের লাইন বন্ধ রেখে ঠিকাদার আব্দুর রহমানের অধীনে ১২ থেকে ১৩ জন শ্রমিক ট্রান্সফরমার মেরামত কাজ করছিলেন। কাজ চলাকালীন হঠাৎ করে লাইন চালু হয়ে গেলে নজরুল ইসলামসহ তিনজন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন।

সময়ের আলো
বুধবার। ১৯ নভেম্বর ২০২৫।

## রাজধানীতে ১০ তলা থেকে পড়ে গৃহকর্মীর মৃত্যু

● নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর মালিবাগে ১০ তলা ভবন থেকে পড়ে আনোয়ারা বেগম (৪০) নামে এক গৃহকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। তিনি ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিবি) সহকারী কমিশনার তরিকুল ইসলামের বাসায় কাজ করতেন। শাহজাহানপুর থানার ওসি সুজিত কুমার সাহা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, ১০ তলা ভবনের ছাদ থেকে পড়ে ওই গৃহকর্মী আহত হন। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

পুলিশ জানায়, ছাদের সিসি ক্যামেরায় দেখা গেছে, আনোয়ারা ছাদের কার্নিশ দিয়ে একা একা হাঁটছিলেন।

তারপর ছাদ থেকে পড়ে যান। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে রাখা হয়েছে। এ সম্পর্কে সহকারী কমিশনার তরিকুল ইসলাম বলেন, আনোয়ারা বেগম আমার বাসায় ১৬ মাস ধরে কাজ করতেন। আমরা সিসি ক্যামেরা ফুটেজে দেখতে পাই, সকালের দিকে ১০ তলা ভবনের ছাদের ওপর হাঁটাহাঁটি করছিলেন তিনি। কিছুক্ষণ পর আর তাকে দেখা যায়নি। ধারণা করছি, অসাবধানতাবশত তিনি নিচে পড়ে যান। তার বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার মৌহার্দ গ্রামে।

কালের কণ্ঠ । শনিবার । ২৫ অক্টোবর ২০২৫

## পল্লবীতে পোশাক কারখানায় আগুন, পুড়েছে মালপত্র

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

রাজধানীর পল্লবী থানাধীন কালশী রোডে একটি বহুতল ভবনের ছয়তলায় পোশাক কারখানায় আগুন লেগে মালপত্র পুড়েছে। গতকাল শুক্রবার রাত ১০টার পর বিবাহবাড়ি কমিউনিটি সেন্টার ভবনে ওই অগ্নিকাণ্ড ঘটে।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মিডিয়া শাখার স্টেশন অফিসার তালহা বিন জসিম এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, ১০টা ১২ মিনিটে আগুন লাগার সংবাদ পায় ফায়ার সার্ভিস। ১৫ মিনিটের মধ্যে পল্লবী ফায়ার স্টেশনের প্রথম ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। এরপর মোট সাতটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। রাত ১২টা ৫ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

তালহা বিন জসিম বলেন, প্রাথমিকভাবে আগুন লাগার কারণ জানা যায়নি। আগুন পুরোপুরি নেভানোর পর ক্ষয়ক্ষতির হিসাব বলা যাবে। তবে অগ্নিকাণ্ডে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাত ১০টার দিকে হঠাৎ করে ভবনটির ছয়তলায় বিস্ফোরণের শব্দ হয়। এরপর ফ্লোরটির বিভিন্ন জানালা থেকে আগুনের লাভা বের হতে থাকে। ঘটনাস্থলের আশপাশে

**খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে হাজির হন। রাত সোয়া ১১টার দিকে আগুন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে চলে আসে**

লোকজনের ভিড় জমে যায়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে হাজির হন। রাত সোয়া ১১টার দিকে আগুন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

স্থানীয় বাসিন্দা মো. বিপ্লব কালের কণ্ঠকে বলেন, ভবনটির নিচতলা ও দোতলায় কমিউনিটি সেন্টার। ওপরের ফ্লোরগুলো পোশাক কারখানা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। শুক্রবার ওই কারখানাগুলো বন্ধ থাকে।

কারখানাটির দুজন অংশীদারের মধ্যে একজন মো. সাইফুল। কালের কণ্ঠকে তিনি বলেন, কিভাবে আগুন লেগেছে, তা বলতে পারছি না। আজ কারখানা বন্ধ ছিল। কারখানাটিতে প্রায় ১০ লাখ টাকার যন্ত্রপাতি আছে। এ ছাড়া কিছু কাজের অর্ডার ছিল। ধারণা করছি, সব মিলিয়ে ১৫ লাখ টাকার ক্ষতি হতে পারে।

যুগান্তর | সোমবার ২৪ নভেম্বর ২০২৫
৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

# হাসপাতাল থেকে ফেরার পথে চাচা-ভাতিজা নিহত

যুগান্তর ডেস্ক

চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে সড়ক দুর্ঘটনায় চাচা-ভাতিজা প্রাণ হারিয়েছেন। শনিবার রাতে চট্টগ্রাম-খাগড়াছড়ি-রাঙামাটি মহাসড়কের লালিয়ারহাট মিস্ত্রিঘাটা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। টাঙ্গাইলে ভ্রমণে বেরিয়ে মোটরসাইকেলে রেস করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় দুই বন্ধু নিহত হয়েছেন। এছাড়া দুর্ঘটনায় পাঁচ স্থানে আরও ছয়জন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ঢাকার ধামরাইয়ে শিক্ষক, মাদারীপুরে শিক্ষার্থী, চুয়াডাঙ্গায় নারী, নারায়ণগঞ্জে আরোহী, বগুড়ায় অটোচালক এবং বাগেরহাটে দুই পথচারী রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

**নারায়ণগঞ্জ :** আড়াইহাজারে ড্রাম ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী কবির মোল্লার মৃত্যু হয়েছে। শ?নিবার রাতে ফতেপুর ইউনিয়নের বগাদী সিডি বাজার এলাকায় আড়াইহাজার-বিশনন্দী ফেরিঘাট সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। কবির মোল্লা আড়াইহাজারের বগাদী নোয়াপাড়া এলাকার মৃত মজিবুর রহমান মোল্লার ছেলে।

**বগুড়া :** ধুনটে দুই ট্রাকের চাপায় অটোচালক শাহীন আলম প্রামাণিকের মৃত্যু হয়েছে। রোববার ধুনট-সোনামুখী সড়কে উপজেলার পূর্বভরনশাহী প্রিয়াঙ্গন পার্ক এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। অটোচালক শাহীন ধুনট উপজেলার নিমগাছি ইউনিয়নের বেড়েরবাড়ী গ্রামের দেলোয়ার হোসেন প্রামাণিকের ছেলে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
২৭ নভেম্বর ২০২৫

# পৃথক স্থানে সড়কে ঝরল চার প্রাণ

রাঙ্গামাটি (দক্ষিণ) প্রতিনিধি : চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি সড়কের বেতবুনিয়া চেয়ারম্যানঘাটা এলাকায় কাভার্ড ভ্যান-সিএনজি মুখোমুখি সংঘর্ষে এক জন নিহত ও অপর এক জন গুরুতর আহত হয়েছেন। বুধবার দুপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। কাউখালীর পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মো. ইসহাক এর সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। নিহত সিএনজি চালকের নাম হাসান মিয়া (২২)। তার গ্রামের বাড়ি ভোলার লালমোহন। সে রাঙ্গামাটি থেকে কাঁচামাল নিয়ে চট্টগ্রাম যাচ্ছিল। আহত সিএনজি যাত্রীর নাম গিয়াস উদ্দিন। বেতবুনিয়া পুলিশ ফাঁড়ির এসআই মো. ইসহাক দুর্ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৫ অক্টোবর ২০২৫

# এবার মিরপুরে পোশাক কারখানায় আগুন

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

রাজধানীর মিরপুর ১১ নম্বর কালশী রোডের বিবাহ বাড়ি কমিউনিটি সেন্টারের ৬ তলা ভবনে আগুনের ঘটনা ঘটেছে। ঐ ভবনের ৬ তলায় পোশাকের একটি কারখানা রয়েছে। গতকাল শুক্রবার রাত ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। ফায়ার সার্ভিসের ১২টি ইউনিট আগুন নেভানোর কাজ করে রাত ১২টা ৫ মিনিটের দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। প্রাথমিকভাবে আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি। এছাড়া আগুনে কেউ হতাহত হয়েছে এমন কোনো সংবাদ পাওয়া যায়নি।

ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের কর্তব্যরত কর্মকর্তা রাকিব আল হাসান বলেন, শুক্রবার রাত ১০টা ১৪ মিনিটের দিকে আমাদের কাছে সংবাদ আসে রাজধানীর মিরপুরের কালশীতে বিবাহ বাড়ি কমিউনিটি সেন্টার ৬ তলা ভবনের ছয়তলায় আগুন লেগেছে। সংবাদ পেয়ে প্রথমে আমাদের ৬টি ইউনিট ঘটনাস্থলে যায়। পরবর্তীকালে আরো ছয়টি ইউনিট যোগ দেয়। বর্তমানে মোট ১২টি ইউনিট আগুন নির্বাপনে কাজ করছে। এছাড়া ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তরের মিডিয়া সেলের কর্মকর্তা তালহা বিন জসিম বলেছেন, ভবনটির দ্বিতীয় তলায় কমিউনিটি সেন্টার ও ষষ্ঠ তালায় গার্মেন্টস রয়েছে বলে জানা গেছে। সেখানেই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৭ নভেম্বর ২০২৫

# ট্রান্সফরমার স্থাপনের সময় সিদ্ধিরগঞ্জে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে শ্রমিকের মৃত্যু, আহত ২

■ নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি ও সিদ্ধিরগঞ্জ সংবাদদাতা

সিদ্ধিরগঞ্জে ট্রান্সফরমারের কাজ করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে নজরুল ইসলাম (৪৫) নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর আহত হয়েছেন তার দুই সহকর্মী রাজ্জাক ও করিম। গতকাল বুধবার বেলা ১১টার দিকে নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের মুনলাইট এলাকাসংলগ্ন সড়কে বিদ্যুৎ-লাইনের কাজ চলাকালে এ ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঠিকাদার আব্দুর রহমানের অধীনে ১২-১৩ জন শ্রমিক ট্রান্সফরমার স্থাপনের কাজ করছিলেন। এ সময় লাইন বন্ধ থাকলেও আকস্মিকভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ চালু হয়ে যায়। এতে নজরুল ইসলাম ঘটনাস্থলেই মারা যান এবং অন্য দুই শ্রমিক গুরুতর আহত হন।

সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ শাহিনুর আলম বলেন, আহত দুই জনকে মুমূর্ষু অবস্থায় নারায়ণগঞ্জ ৩০০ শয্যা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কী কারণে এমন ঘটনা ঘটেছে, বিদ্যুৎ অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করে তা জানার চেষ্টা চলছে।

শনিবার
২৫ অক্টোবর ২০২৫ | দৈনিক ইত্তেফাক

# সড়ক দুর্ঘটনায় ৯ জন নিহত

## গোবিন্দগঞ্জ, ঈশ্বরগঞ্জ, চৌগাছা ও নরসিংদী

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

গোবিন্দগঞ্জ, ঈশ্বরগঞ্জ, চৌগাছা ও নরসিংদীতে সড়ক দুর্ঘটনায় ৯ জন নিহত হয়েছেন।

নরসিংদী প্রতিনিধি জানান, নরসিংদীর মাধবদীতে বাসচাপায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার চালকসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের মাধবদীর রাইনাদি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন—মাধবদীর রাইনাদি এলাকার রবিউল্লাহর ছেলে অটোরিকশাচালক ফাহিম মিয়া (২৮) এবং অটোরিকশার যাত্রী একই এলাকার আলতাফ হোসেনের ছেলে সাব্বির (২৫) এবং অজিবর মিয়ার ছেলে সিয়াম (২২)।

ঈশ্বরগঞ্জ (ময়মনসিংহ) সংবাদদাতা জানান, ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে পিকআপ ভ্যান ও সিএনজি অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই জন নিহত ও এক জন আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল উপজেলার রাজিবপুর ইউনিয়নের হরিপুর বেপারীপাড়া এলাকায়। নিহতরা হলেন উচাখিলা ইউনিয়নের চর আলগী গ্রামের মৃত ওয়াহেদ আলীর পুত্র এবাদুল হক (৫৫) এবং তার স্ত্রী সাজেদা খাতুন (৪৫)। নিহতদের নাতি নাঈম (৫) এবং অটোরিকশা চালক বাদল মিয়াকে (৪০) গুরুতর আহত অবস্থায় ময়মনসিংহ মেডিক্যালে ভর্তি করা হয়েছে।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ২৫ নভেম্বর ২০২৫
১০ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

# আড়াইহাজারে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মিস্ত্রির মৃত্যু

যুগান্তর প্রতিবেদন, *নারায়ণগঞ্জ*

আড়াইহাজারে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের পাশে পাঁচরুখী এলাকায় মহাড়কে অধিগ্রহণকৃত জায়গায় মার্কেট নির্মাণের সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে সজল (৩৫) নামে এক রাজমিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে। এ সময় আরও তিন শ্রমিক আহত হয়েছে। নিহত রাজমিস্ত্রি সজল পাবনার সাঁথিয়ার আশাইখোলা এলাকার বাতেন মিয়ার ছেলে। রোববার রাতে পাঁচরুখী হাজী আব্দুল মালেক প্রধান মর্ডান হাসপাতাল ও এমপি টাওয়ারের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা

যুগান্তর | মঙ্গলবার ২৫ নভেম্বর ২০২৫
১০ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

# জানাজা থেকে ফেরার পথে বাবা-মেয়ে নিহত

যুগান্তর ডেস্ক

পাবনায় আত্মীয়ের জানাজা থেকে ফেরার পথে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় বাবা ও মেয়ে নিহত হয়েছেন। রাজধানীসহ আরও ৬ জেলায় সড়কে প্রাণ গেছে ৯ জনের। তাদের মধ্যে রাজধানীর বনশ্রীতে নারী, ঢাকার ধামরাইয়ে ভেকুচালক, বগুড়ার শেরপুরে দুই বন্ধু, কুমিল্লার চান্দিনায় যুবক, চুয়াডাঙ্গা ও দামুড়হুদায় দুই যুবক, কুড়িগ্রামের চিলমারীতে বৃদ্ধ এবং মাদারীপুরের কালকিনিতে স্কুলছাত্র রয়েছে। যুগান্তর প্রতিবেদন ও প্রতিনিধিদের পাঠানো সংবাদ—

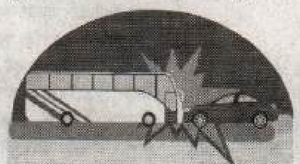


**ঢাকা :** রামপুরার বনশ্রীতে ফরাজী হাসপাতালের সামনে রাস্তা পারাপারের সময় দ্রুতগামী পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় অজ্ঞাত এক নারী নিহত হয়েছেন। তার আনুমানিক বয়স ৬০ বছরের বেশি। রোববার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

**সাঁথিয়া (পাবনা) :** নিহতরা হলেন—বেড়া উপজেলার নান্দিয়ারা গ্রামের মৃত মোজাহার আলীর ছেলে জবদুল ও জবদুলের মেয়ে জুবাইয়া খাতুন। সোমবার পাবনা-নগরবাড়ী মহাসড়কের ২৪মাইল দুর্গাপুরে দুর্ঘটনাটি ঘটে। জবদুল সাঁথিয়ার সৈয়দপুর গ্রামে তার আত্মীয়ের জানাজা নামাজ পড়তে যান। জানাজা শেষে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে মোটরসাইকেলযোগে বাড়িতে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে মালবাহী ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই বাবা ও মেয়ে নিহত হয়।

**ধামরাই (ঢাকা) :** ট্রাককে ওভারটেকিং করতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট ভেকু মেশিন চালক ফরহাদ আলী স্মৃতি আলাদিন পার্ক অ্যান্ড রিসোর্ট এলাকার বাসিন্দা। সোমবার দুর্ঘটনাটি ঘটে।

**শেরপুর (বগুড়া) :** নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোটরসাইকেল সড়কের পাশে দোকানের শাটারে ধাক্কা লেগে নিহতরা হলেন—গাড়িদহ ইউনিয়নের রামেশ্বরপুর গ্রামের মেহেদী হাসান ও শেরপুর পৌর শহরের গোসাইপাড়া মহল্লার শাহাবুল হাসান। রোববার রাতে উপজেলার গাড়িদহ ইউনিয়নের ফুলবাড়ী বাজার এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

**চুয়াডাঙ্গা ও দামুড়হুদা :** দামুড়হুদা উপজেলায় মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা লেগে নিহত সেলিম লোকনাথপুর পশ্চিমপাড়ার এনামূল হকের ছেলে। সোমবার উপজেলার কাদিপুর স্কুল মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। চুয়াডাঙ্গায় বাসচাপায় নিহত ভ্যানচালক রমজান আলী সদর উপজেলার মনিরামপুর গ্রামের আবদুর রহমানের ছেলে। রোববার দুর্ঘটনা ঘটে।

**কালকিনি-ডাসার (মাদারীপুর) :** মাদারীপুরের কালকিনিতে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় নিহত মোটরসাইকেল আরোহী রাব্বি মোল্লা উত্তর রমজানপুর গ্রামের সাহাবুদ্দিন মোল্লার ছেলে। রোববার বিকালে উপজেলার শিকারমঙ্গল এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। এ ঘটনায় ওইদিন রাতে উপজেলা বাজারে সার্বিক পরিবহণের টিকিট কাউন্টারসহ দুটি মুদি দোকান ভাঙচুর করেন বিক্ষুব্ধরা। সোমবার ওই স্কুলছাত্র নিহতের প্রতিবাদে ও ঘাতক বাসচালকের বিচার দাবিতে বিক্ষোভ করেন স্থানীয়রা।

**চিলমারী (কুড়িগ্রাম) :** ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার ধাক্কায় নিহত নজির হোসেন রাজারভিটা এলাকার মৃত জহুরুল হকের ছেলে। সোমবার উপজেলার পোস্ট অফিস মোড় এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

**চান্দিনা (কুমিল্লা) :** মহাসড়ক পারাপারের সময় দ্রুতগামী বাসের ধাক্কায় নিহত শিপন চান্দিনা উপজেলা সদরের রূপনগর ঈমান বাড়ির শহিদুল ইসলামের ছেলে। রোববার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চান্দিনা উপজেলা গেট এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

যুগান্তর
বুধবার ২৬ নভেম্বর ২০২৫
১১ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

# ট্রাকচাপায় সিলেটে কারযাত্রী ও ত্রিশালে ভ্যানচালক নিহত

যুগান্তর ডেস্ক

সিলেট ও ময়মনসিংহে মঙ্গলবার ট্রাকের চাপায় দুইজন নিহত হয়েছেন। সিলেটের মালনিছড়ায় প্রাইভেটকার আরোহী এবং ত্রিশালে ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। এ সম্পর্কে ব্যুরো ও প্রতিনিধির পাঠানো খবর :

**সিলেট :** সকাল ৭টার দিকে সিলেট বিমানবন্দর সড়কের মালনিছড়া চা বাগান এলাকায় ট্রাক চাপায় প্রাইভেটকারের যাত্রী মাহফুজ মিয়া গুরুতর আহত হন। সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় আরও পাঁচজন আহত হন। জানা যায়, সিলেট নগরমুখী ট্রাকটি মালনিছড়া চা বাগান এলাকায় বিমানবন্দরমুখী প্রাইভেটকারটিকে চাপা দেয়। এতে কারটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। সড়কে ছিটকে পড়েন যাত্রীরা। নিহত মাহফুজ সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর থানার পেছি শেওরা গ্রামের বকুল মিয়ার ছেলে।

**ত্রিশাল (ময়মনসিংহ) :** ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের বৈলরে ময়মনসিংহগামী ট্রাক চাপায় ভ্যানচালক নাবু মিয়ার (৪০) নিহত হয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠিয়েছে।

৫ ঘণ্টা পর আগুন নিয়ন্ত্রণে

# কড়াইলের বাসিন্দাদের অনেকে খোলা আকাশের নিচে

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ফায়ার সার্ভিসের ১৯টি ইউনিটের চেষ্টায় পাঁচ ঘণ্টার বেশি সময় পর নিয়ন্ত্রণে এসেছে রাজধানীর মহাখালীর কড়াইল বস্তির আগুন। গতকাল মঙ্গলবার রাত ১০টা ৩৫ মিনিটের দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ফায়ার সার্ভিসের ওয়্যারহাউস ইন্সপেক্টর আনোয়ারুল ইসলাম এক খুদে বার্তায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার কথা জানান।

এর আগে বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে ফায়ার সার্ভিসের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে কড়াইল বস্তিতে আগুন লাগার তথ্য জানানো হয়। আগুন নেভাতে তাৎক্ষণিক ফায়ার সার্ভিসের ১১টি ইউনিট কাজ শুরু করে। পরে আরও ৮টি ইউনিট গিয়ে যোগ দেয়। তাদের সঙ্গে যুক্ত হন স্থানীয় বাসিন্দারাও। তবে পানির পাইপ কেটে যাওয়া এবং পানির কিছুটা সংকট থাকায় আগুন নিয়ন্ত্রণে বেগ পেতে হয় ফায়ার সার্ভিসকে। আগুনে তাৎক্ষণিকভাবে কেউ হতাহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি। কীভাবে আগুন লেগেছে, সে বিষয়েও ধারণা পাওয়া যায়নি।

কড়াইল বস্তির মূল বউবাজার এলাকার বাসিন্দা মো. আব্বাস আলী *প্রথম আলোকে* বলেন, বউবাজারের কুমিল্লা পট্টি, বরিশাল পট্টি ও 'ক' ব্লক এলাকায় আগুন লাগে। ওই অংশে হাজারখানেক ঘর ছিল। আগুন লাগার পর তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

আগুনের কারণে বায়তুল আমান এলাকায় ভিড়

রা

প্রথম আলো
বুধবার, ২৬ নভেম্বর ২০২৫, ১১ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

# অনেকে খোলা আকাশের নিচে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নিয়ন্ত্রণের কাজ করছিলেন আবদুর রহিম। তিনি যেই অংশে ভিড় নিয়ন্ত্রণের কাজ করছিলেন, সেটি আগুন লাগা অংশের কাছাকাছি। সেখানে পুলিশ ও আনসার সদস্যরাও ভিড় নিয়ন্ত্রণে কাজ করছিলেন। তাঁরা আগুন লাগার অংশে বহিরাগত কাউকে যেতে দিচ্ছেন না।

রাত নয়টায় আবদুর রহিম *প্রথম আলোকে* বলেন, অনেক পরিবার আগুন লাগার পর আতঙ্কিত হয়ে নিরাপদ জায়গায় চলে গেছে। তাঁদের ঘরগুলো ফাঁকা পড়ে আছে। এই সুযোগে কেউ যাতে মালামাল চুরি করতে না পারে, তাই তাঁরা ভিড় নিয়ন্ত্রণ করছেন। কাউকে ভেতরে যেতে দিচ্ছেন না।

## খোলা আকাশের নিচে বাসিন্দারা

স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বউবাজারের কুমিল্লা পট্টি, বরিশাল পট্টি ও 'ক' ব্লকের বাসিন্দারা কেউ কাছের খামারবাড়ি (ঈদগাহ) মাঠে, অনেকে এরশাদ স্কুলমাঠ কিংবা মহাখালী টিঅ্যান্ডটি মাঠে আশ্রয় নিয়েছেন। খামারবাড়ি মাঠে গিয়ে শতাধিক পরিবারের সদস্যদের মালপত্র নিয়ে খোলা আকাশের নিচে অবস্থান করতে দেখা গেছে।

পরে টিঅ্যান্ডটি মাঠে গিয়ে দেখা যায়, শত শত মানুষ খোলা আকাশের নিচে অবস্থান করছেন। তাঁদের সঙ্গে ছিল ঘর থেকে আনা কিছু মালপত্র ও আসবাব। মশার কামড়ের পাশাপাশি হালকা শীত থেকে বাঁচতে কাঠ, প্লাস্টিক পুড়িয়ে তাঁরা মাঠে বসে আছেন।

খামারবাড়ি মাঠে কথা হয় অটোরিকশাচালক রবিন শেখের সঙ্গে। তিনি বলেন, তাঁদের ঘরটা কুমিল্লা পট্টির মায়ের দোয়া স্কুলের পাশে। সাড়ে পাঁচটার দিকে তাঁদের ঘরের কাছেই আগুন ছিল। রাত নয়টার দিকে কথা বলার সময় জানালেন, ঘর এতক্ষণে পুড়ে গেছে হয়তো। কারণ, যখন ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন, তখনই আগুনের তাপে ঘরে থাকা যাচ্ছিল না। সেখানে তাঁদের ভাড়া করা তিনটি ঘর একসঙ্গে ছিল বলেও জানান তিনি।

এ সময় রবিনের স্ত্রী নুরেনা বেগম বলেন, আগুন লাগে বরিশাল পট্টি থেকে। আগুন দ্রুত চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। তাই ঘর থেকে দুটি র‍্যাক ছাড়া কিছুই আনতে পারেননি।

সংবাদপত্রে দুর্ঘটনা

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার
১১ অগ্রহায়ণ ১৪৩২, ২৬ নভেম্বর ২০২৫

# রাজধানীতে ছাত্রলীগ নেতাসহ তিন জনের মরদেহ উদ্ধার

## রমনায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ইন্টারনেট সংযোগকারীর মৃত্যু

■ বিশেষ প্রতিনিধি

রাজধানীতে পৃথক স্থান থেকে সাবেক ছাত্রলীগ নেতাসহ তিন জনের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ভাটারা, সবুজবাগ ও দক্ষিণগাঁও এলাকায় গত সোমবার গভীর রাত থেকে গতকাল মঙ্গলবার ভোর পর্যন্ত তিনটি মরদেহ উদ্ধার করে সংশ্লিষ্ট থানা-পুলিশ। এরপর ময়নাতদন্তের জন্য লাশগুলো ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। নিহত ব্যক্তিরা হলেন—ভাটারা থেকে উদ্ধার হওয়া কুমিল্লার লাকসাম থানার সাবেক ছাত্রলীগ নেতা আল-আমিন হোসেন রায়হান (৩২), সবুজবাগ থেকে উদ্ধার হওয়া গৃহিণী সিমি আক্তার (২০) ও গাড়িচালক ইপু (২৫)।

আল-আমিনের গ্রামের বাড়ি কুমিল্লার লাকসাম উপজেলার নাগরীপাড়া গ্রামে। বাবার নাম মো. তাজুল ইসলাম। বর্তমানে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার ই-ব্লকের ১৮ নম্বর রোডে একটি বাড়ির ছাদে চিলেকোঠার রুমে থাকতেন। তিনি লাকসাম থানা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। লাশ উদ্ধারের সময় সেখান থেকে একটি চিরকুট পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

ভাটারা থানার এসআই সৈয়দ আসাদুজ্জামান জানান, সোমবার রাত ১টার দিকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। তিনি বলেন, মৃত আল-আমিন লাকসাম থানার সাবেক ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক। দুইটি বিয়ে করেছিলেন। তার রুম থেকে একটি চিরকুট উদ্ধার করা হয়েছে। যাতে লেখা ছিল—'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়'।

এদিকে সবুজবাগের আহমদবাগ এলাকার ৩৩/ডি নম্বর বাড়িটির তৃতীয় তলায় থাকতেন গৃহিণী সিমি আক্তার। তার সুরতহাল প্রতিবেদনে সবুজবাগ থানার উপপরিদর্শক মো. আরিফুর রহমান উল্লেখ করেন, তার স্বামীর নাম মুরাদ হোসেন। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্যের কারণে ফ্যানের সঙ্গে ওড়না পেঁচিয়ে গলায় ফাঁস দেন তিনি। খবর পেয়ে রাত ১টার দিকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

অন্য দিকে, সবুজবাগের দক্ষিণগাঁও এলাকার ৬ নম্বর রোডের আবু সাইদের টিনশেড বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয় গাড়িচালক ইপুর লাশ। তার সুরতহাল প্রতিবেদনে সবুজবাগ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. জাহাঙ্গীর আলম উল্লেখ করেন; ভোর ৪টার দিকে খবর পেয়ে দক্ষিণগাঁওয়ের বাসা থেকে ইপুর মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। তার গ্রামের বাড়ি গাইবান্ধার সদর উপজেলায়। তার বাবার নাম মো. রবিউল ইসলাম। দক্ষিণগাঁওয়ের বাড়িটিতে স্ত্রীকে নিয়ে থাকতেন তিনি। সোমবার রাতে সিগারেট খাওয়াকে কেন্দ্র করে স্ত্রী কুলসুমের সঙ্গে ঝগড়া হয় তার। এক পর্যায়ে স্ত্রীকে মারধর করে বাসা থেকে বের করে দেন তিনি। এরপর নিজেই রুমের দরজা বন্ধ করে ফ্যানের সঙ্গে গায়ের চাদর পেঁচিয়ে গলায় ফাঁস দেন।

এদিকে রমনার নিউ ইস্কাটন রোডে ইন্টারনেটের কাজ করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গতকাল আনোয়ার হোসেন নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। তিনি ইন্টারনেট লাইনম্যানের কর্মী ছিলেন। তাকে অচেতন অবস্থায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে এলে জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহত আনোয়ার হোসেন বরিশালের কোতোয়ালি থানার দক্ষিণ গরাপুর গ্রামের মৃত কাশেম আলীর ছেলে। তিনি মোহাম্মদপুর এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন।

বণিক বার্তা
বৃহস্পতিবার, নভেম্বর ২৭, ২০২৫

# সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল তিনজনের

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

দেশের কয়েকটি স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো কয়েকজন। গতকাল দিনের বিভিন্ন সময় রাঙ্গামাটি, চট্টগ্রাম ও মেহেরপুরে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

**রাঙ্গামাটি :** কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় অটোরিকশার এক যাত্রী আহত হয়েছেন। গতকাল সকাল ১০টার দিকে রাঙ্গামাটি-চট্টগ্রাম মহাসড়কের বেতবুনিয়ায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত হাসান মিয়া (২২) ভোলার লালমোহন থানার মো. জাহাঙ্গীর হোসেনের ছেলে। আহত অটোরিকশার যাত্রী গিয়াস কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার আব্দুল কাদেরের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, চট্টগ্রাম থেকে রাঙ্গামাটিগামী এসিআই গ্রুপের মালিকানাধীন ওষুধ বহনকারী একটি কাভার্ড ভ্যান বেতবুনিয়া চেয়ারম্যান ঘাটা অতিক্রম করছিল। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা সিএনজিচালিত অটোরিকশার সঙ্গে ধাক্কা লাগে। এতে অটোরিকশাচালক হাসান মিয়া ও যাত্রী গিয়াস উদ্দিন গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাদের দুজনকে উদ্ধার করে রাউজান জে. কে. মেমোরিয়াল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক হাসানকে মৃত ঘোষণা করেন। গিয়াস উদ্দিন ওই হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

রাঙ্গামাটির কাউখালী থানার ওসি মো. সাইফুল ইসলাম সোহাগ জানান, কাভার্ড ভ্যানটি জব্দ করা হয়েছে। তবে চালক পলাতক রয়েছেন। এ ব্যাপারে আইনি ব্যবস্থা নেয়া হবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার
১৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩২, ২৯ নভেম্বর ২০২৫

# সড়কে ঝরল পাঁচ প্রাণ

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতি ও শুক্রবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

**দাউদকান্দি (কুমিল্লা) সংবাদদাতা :** ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের দাউদকান্দিতে বাসের ধাক্কায় ইটবাহী ট্রলির দুই আরোহী নিহত হয়েছেন এবং অপর দুজন গুরুতর আহত হয়েছেন। শুক্রবার বেলা ৩টার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের হুগুলিয়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন- তাফাজ্জল হোসেন ও খোরশিদ। বিষয়টি নিশ্চিত করেন দাউদকান্দি হাইওয়ে থানার এসআই জাকির হোসেন।

**রাঙ্গামাটি (উত্তর) প্রতিনিধি :** রাঙ্গামাটির কাপ্তাই এবং লংগদু উপজেলায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুই জনের মৃত্যু হয়েছে। দিবাগত রাত এবং সন্ধ্যায় এসব দুর্ঘটনা ঘটে। কাপ্তাই থানার ওসি মোহাম্মদ কায় কিসলু বলেন, রাতে মো. ইলিয়াছ কাপ্তাই সড়ক ধরে হেঁটে যাচ্ছিলেন। এ সময় কাপ্তাই জেটিঘাট থেকে ছেড়ে যাওয়া ঢাকাগামী একটি গাড়ির খোলা লকারের ধাক্কায় মারা যান। অপরদিকে সন্ধ্যায় জেলার লংগদু উপজেলার সদর ইউনিয়নের পশ্চিম বাইট্টাপাড়া এলাকায় ট্রাকের চাপায় এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। নিহত হলো অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী বাইসাইকেল চালক মাসুম আল হাছান (১৫)।

**পাঁচবিবি (জয়পুরহাট) সংবাদদাতা :** পাঁচবিবিতে ট্রাক চাপায় এক ভ্যানচালকের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম জবাইদুল ইসলাম (৩৭)। রাত সাড়ে ১১টায় পাঁচবিবি-জয়পুরহাট সড়কের গতন শহর নামক এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ১৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩২
Dhaka : Saturday 29 November 2025

# ভোলায় গাছ থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

জেলা বার্তা পরিবেশক, ভোলা

ভোলায় গাছ থেকে পড়ে বাদশা হাওলাদার নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গত বুধবার ভোলা সদর উপজেলার ভেদুরিয়া ইউনিয়নে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা জানান,এক ব্যক্তির কাছ থেকে একটি গাছ ক্রয় করেন বাদশা মিয়া। গাছে উঠে নিজে গাছ কাটতে থাকেন।এসময় অসাবধানতাবশত গাছের ডাল ভেঙে ছিটকে নিচে পড়ে গুরুতর আহত হন।পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ভোলা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি আবু শাহাদাৎ হাচনাইন পারভেজ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন।

প্রথম আলো
শনিবার, ২৯ নভেম্বর ২০২৫,

কালিয়াকৈর

## প্লাস্টিকের কারখানায় বিস্ফোরণ, দগ্ধ ২

গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার বোর্ডমিল এলাকায় একটি কারখানায় মেশিন অতিরিক্ত গরম হয়ে বিস্ফোরণ থেকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে এ ঘটনায় দুই শ্রমিক দগ্ধ হয়েছেন। তাঁরা হলেন উপজেলার মাটিকাটা এলাকার মো. বাবুল হোসেন (১৮) ও পূর্ব চান্দরা এলাকার মো. রবিউল ইসলাম (২৩)। মদিনা পলিমার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড কারখানাটির প্রশাসনিক কর্মকর্তা আরিফুল ইসলাম জানান, পানির ট্যাংক তৈরির একটি মেশিন অতিরিক্ত গরম হয়ে বিস্ফোরণ হয়। এতে আগুন ধরে গেলে দুই শ্রমিক দগ্ধ হন। তাঁদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কারখানার শ্রমিকেরা জানান, দগ্ধ দুজনকে দ্রুত উদ্ধার করে সফিপুর এলাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালের চিকিৎসক তানিয়া আক্তার জানান, আগুনে বাবুলের প্রায় ৪৫ শতাংশ এবং রবিউলের ১৫ শতাংশ পুড়ে গেছে। তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। কালিয়াকৈর ফায়ার সার্ভিসের ফাইটার মনির হোসেন জানান, ফায়ার সার্ভিস আসার আগেই আগুন নিয়ন্ত্রণ হয়ে যায়। তবে আগুনে দুজন শ্রমিক দগ্ধ হয়েছেন।

প্রতিনিধি, *গাজীপুর*

বণিক বার্তা শনিবার, নভেম্বর ২৯, ২০২৫।

## সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল আটজনের

বণিক বার্তা ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় দেশের বিভিন্ন স্থানে আটজন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে কুমিল্লা, লক্ষ্মীপুর ও চাঁদপুরে ছয়জন প্রাণ হারিয়েছেন। এছাড়া ঝিনাইদহ ও মেহেরপুরে আরো দুজন নিহত হয়েছেন। গতকাল ও আগের দিন রাতে এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

কুমিল্লা: জেলার দাউদকান্দিতে বাসের ধাক্কায় ইটবাহী ট্রলির দুই আরোহী নিহত হয়েছেন। গতকাল বেলা ৩টার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের হুগুলিয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে আহত হয়েছেন ট্রলির আরো দুই আরোহী। তাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

নিহতরা হলেন চান্দিনা উপজেলার বকরীকান্দী গ্রামের মৃত ফজলুল হকের ছেলে তাফাজ্জল হোসেন (৪৫)। অন্যজনের নাম-পরিচয় পাওয়া যায়নি। হতাহত ব্যক্তিরা নির্মাণশ্রমিক বলে জানা গেছে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, ঢাকা থেকে স্টারলাইন পরিবহনের একটি বাস ফেনীতে যাচ্ছিল। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের হুগুলিয়া এলাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রলিকে সামনে থেকে ধাক্কা দেয় বাসটি। এতে ঘটনাস্থলেই ট্রলির দুই আরোহী নিহত হন। গুরুতর আহত দুজনকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

দাউদকান্দি হাইওয়ে থানার এসআই জাকির হোসেন জানান, মরদেহ দুটি দাউদকান্দি হাইওয়ে থানার হেফাজতে রয়েছে। এ ব্যাপারে সড়ক দুর্ঘটনা আইনে মামলা করা হবে।

কালের ক
রবিবার। ৩০ নভেম্বর ২০২৫।

## চকবাজারে নির্মীয়মাণ ভবন থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

রাজধানীর চকবাজার থানাধীন উর্দু রোড এলাকার একটি নির্মীয়মাণ ভবনের তৃতীয় তলা থেকে পড়ে মো. জুয়েল (৪৬) নামের এক নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল দুপুরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। জুয়েলের সহকর্মী মো. মানিক বলেন, 'জুয়েল ওই ভবনে রড দিয়ে রিং বানানোর সময় অসাবধানতাবশত নিচে পড়ে যান। পরে আমরা গুরুতর আহত অবস্থায় মেডিক্যালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।' তিনি আরো জানান, জুয়েল বগুড়ার আদমদীঘি উপজেলার নরশেদপুর গ্রামের মোহাম্মদ ইউনুস মিয়ার ছেলে।

যুগান্তর
রোববার ৩০ নভেম্বর ২০২৫
১৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

## টঙ্গীতে শ্রমিক মৃত্যুর ঘটনায় আতঙ্কিত ২৫ শ্রমিক অসুস্থ

টঙ্গী পূর্ব ও শিল্পাঞ্চল (গাজীপুর) প্রতিনিধি

টঙ্গীতে হামিম গ্রুপের প্রতিষ্ঠান ক্রিয়েটিভ কালেকশন লিমিটেড নামের পোশাক কারখানায় এক শ্রমিক মৃত্যুর ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে কমপক্ষে ২৫ শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। অসুস্থদের টঙ্গী জেনারেল হাসপাতালসহ বিভিন্ন হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। শনিবার বেলা ৩টার দিকে টঙ্গীর মিলগেট এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। টঙ্গী শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালে অসুস্থ শ্রমিকরা জানান, কয়েক দিন আগে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে আমাদের এক শ্রমিক মারা যান। আজকেও (শনিবার) একজন মারা গেছেন। এই খবরে আতঙ্কিত হয়ে অনেকেই অজ্ঞান হয়ে পড়েন।

হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মেডিকেল অফিসার ডা. রোমানা হক বলেন, এখন পর্যন্ত হামিম গ্রুপের ১২ জন শ্রমিক হাসপাতালে এসেছে। আরও শ্রমিক অসুস্থ হয়ে আসছে। তাদের মধ্যে ৪ জনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। ২৪ নভেম্বর মো. আতিকুল ইসলাম নামে ক্রিয়েটিভ কালেকশনের এক শ্রমিক অজ্ঞান হয়ে মারা যান। এই ঘটনায় থানায় কোনো মামলা বা অভিযোগ করা হয়নি। আজও (শনিবার) মারা যায় এক শ্রমিক। টঙ্গী পশ্চিম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হারুন অর রশিদ বলেন, ওই শ্রমিক মৃত্যুর ঘটনায় কেউ থানায় অভিযোগ করেনি। লাশও আনেনি। আজকের (শনিবারের) ঘটনায় কয়েকজন শ্রমিক অসুস্থ হয়েছেন। পুলিশ সেখানে গেছে। ঘটনার কারণ তদন্ত করে বলতে হবে।

দেশ রূপান্তর
বৃহস্পতিবার, ২৭ নভেম্বর ২০২৫,

## অটোরিকশা-কাভার্ড ভ্যান সংঘর্ষে চালক নিহত

রাঙ্গামাটি প্রতিনিধি

রাঙ্গামাটি-চট্টগ্রাম মহাসড়কে কাভার্ড ভ্যান-অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে অটোরিকশার চালক হাসান (২২) নিহত ও গিয়াস উদ্দিন নামের আরও একজন গুরুতর আহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার দুপুরে বেতবুনিয়া চেয়ারম্যানঘাটা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহতকে চিকিৎসার জন্য রাউজান নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে আসা এসিআই গ্রুপের মালিকানাধীন ওষুধ বহনকারী কাভার্ড ভ্যান দ্রুতগতিতে বেতবুনিয়া চেয়ারম্যানঘাটা অতিক্রম করছিল। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। মুহূর্তেই সিএনজি অটোরিকশাটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়।

কাউখালীর পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মো. ইসহাক ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, অটোরিকশার চালক রাঙ্গামাটি থেকে কাঁচামাল নিয়ে চট্টগ্রাম যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে দুর্ঘটনায় অটোরিকশার চালক হাসান নিহত হন। দুর্ঘটনার পর কাভার্ড ভ্যানচালক পালিয়ে যান, তবে ভ্যানটি জব্দ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে থানায় মামলার প্রক্রিয়া চলছে।

বণিক বার্তা শুক্রবার, নভেম্বর ২৮, ২০২৫

## বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মৃত্যু

গোপালগঞ্জে বোরো ধানের বীজতলায় সেচ দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে লিটন বালা (২৪) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল কোটালীপাড়া উপজেলার পিঞ্জুরী ইউনিয়নের দেওপুরা গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। লিটন বালা ওই গ্রামের সুধীর বালার ছেলে। সকালে প্রতিবেশী আব্দুল কুদ্দুস সিকদারের জমিতে পানি দেয়ার জন্য বৈদ্যুতিক লাইন এনে মোটর স্থাপন করছিলেন লিটন বালা। এ সময় অসাবধানতাবশত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তিনি ছিটকে পানিতে পড়ে যান।

বণিক বার্তা প্রতিনিধি, গোপালগঞ্জ

যুগান্তর
শনিবার ২৯ নভেম্বর ২০২৫

## বয়লার বিস্ফোরণে শ্রমিকের মৃত্যু

বন্দর (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

বন্দরে বসুন্ধরা সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে বয়লার বিস্ফোরণে দগ্ধ ৬ শ্রমিকের মধ্যে একজন মারা গেছেন। শুক্রবার জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে তিনি মারা যান। বন্দর থানার ওসি লিয়াকত আলী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। মারা যাওয়া শ্রমিকের নাম নাহিদ হাসান। তিনি ফেনী জেলার বাসিন্দা। বন্দরের মদনগঞ্জে বসুন্ধরা সিমেন্ট কারখানায় তিনি শ্রমিকের কাজ করতেন।

সময়ের আলো
রোববার। ৩০ নভেম্বর ২০২৫

# কীটনাশক দিতে গিয়ে বিষক্রিয়ায় কৃষকের মৃত্যু

● তাড়াশ (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি

সিরাজগঞ্জের তাড়াশে ধানের জমিতে কীটনাশক স্প্রে করার সময় বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে জয়দেব সরকার (৪২) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। তিনি কুসুম্বী গ্রামের মৃত অনঙ্গ মোহন সরকারের ছেলে। শনিবার সকালে উপজেলার বারুহাস ইউনিয়নের কুসুম্বী মাঠে এ ঘটনা ঘটে। তাড়াশ উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা হযরত আলী বলেন, আমরা বিভিন্ন প্রশিক্ষণে ও মাঠ দিবসে প্রত্যক্ষভাবে কৃষককে সচেতন করে থাকি। তাদের সতর্ক করে বলা হয়, মুখে মাস্ক ও চোখে চশমা পড়ে সকালে কিংবা পড়ন্ত বিকালে বাতাসের বিপরীতে কীটনাশক প্রয়োগ করতে। কিন্তু অনেক কৃষক এসব নিয়ম মানতে চান না। স্থানীয়রা জানান, জয়দেব গ্রামের মাঠে তার নিজের রোপা আমন ধানের জমিতে স্প্রে মেশিন দিয়ে কীটনাশক ছিটাতে যান। এ সময় তিনি মুখে কোনো প্রকার প্রতিরোধক ছাড়াই কীটনাশক ছিটাতে থাকলে বিষক্রিয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। বাড়ি ফেরার পথে অচেতন হয়ে যান তিনি। পরে স্থানীয় লোকজন তাকে অচেতন অবস্থায় গ্রাম্য ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলে মৃত ঘোষণা করা হয়।

যুগান্তর | শনিবার ২৯ নভেম্বর ২০২৫
১৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

# বাসচাপায় নাতনির মৃত্যু হাসপাতালে নানি

যুগান্তর ডেস্ক

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে বাস চাপায় নাতনি মারজিয়া আক্তারের মৃত্যু হয়েছে। নানি নাজমা বেগম দুই পা হারিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বৃহস্পতিবার রাতে হাজীগঞ্জ পশ্চিম বাজারে এ দুর্ঘটনা ঘটে। লক্ষ্মীপুরে রামগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই বন্ধু প্রাণ হারিয়েছেন। এছাড়া দুর্ঘটনায় পাঁচ স্থানে আরও সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে ফরিদপুরে ট্রাকচালক, কুমিল্লায় দুই যুবক, রাঙামাটিতে কিশোরসহ দুজন, নীলফামারীতে শিক্ষার্থী এবং পাবনায় বৃদ্ধ রয়েছেন। **ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—**

**নগরকান্দা (ফরিদপুর) :** নগরকান্দায় সড়ক দুর্ঘটনায় ট্রাকচালক রুবেল চৌধুরীর মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার উপজেলার ডাঙ্গী ইউনিয়নের মাশাউজান এলাকায় ফরিদপুর-ভাঙ্গা মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। রুবেল তালমা ইউনিয়নের ঝাউডাঙ্গী গ্রামের মৃত ইদ্রিস চৌধুরীর ছেলে।

যুগান্তর
রোববার ৩০ নভেম্বর ২০২৫

# বাসচাপায় কলেজছাত্রী নিহত সড়ক অবরোধ, গাড়ি ভাঙচুর

যুগান্তর ডেস্ক

ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলায় বাসচাপায় এক কলেজছাত্রী নিহত হয়েছেন। শনিবার সকালে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের সুয়াদী বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় উত্তেজিত জনতা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। এ সময় পাঁচটি গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনায় সাত জেলায় আরও ৮ জন প্রাণ হারিয়েছেন। তাদের মধ্যে ফরিদপুরে স্কুলছাত্র, নরসিংদীতে অ্যাম্বুলেন্স চালক, হবিগঞ্জে ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা, জামালপুরে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, চট্টগ্রামে চালকের সহকারী, সাতক্ষীরায় প্রভাষক এবং কিশোরগঞ্জের কটিয়াদীতে শিশু রয়েছে। **ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—**

সাত জেলায় আরও ৮ প্রাণহানি

**ভাঙ্গা ও ফরিদপুর :** নিহত সাহিদা সুয়াদী গ্রামের শাহাদাৎ শেখের মেয়ে। সে ভাঙ্গা মহিলা ডিগ্রি কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ছিল। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকালে সাহিদা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। বিকট শব্দ ও চিৎকার শুনতে পেয়ে তারা গিয়ে দেখেন সাহিদার ছিন্নভিন্ন দেহ পড়ে আছে। এ ঘটনার পর বিক্ষুব্ধ জনতা সড়ক অবরোধ করলে ঘণ্টাব্যাপী যান চলাচল বন্ধ থাকে এবং মহাসড়কের উভয়পাশে প্রায় ২০ কিলোমিটার যানজটের সৃষ্টি হয়। ভোগান্তিতে পড়েন কয়েক হাজার যাত্রী। পুলিশ ও সেনাবাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। সদরপুর উপজেলায় মোটরসাইকেল-নসিমন সংঘর্ষে স্কুলছাত্র হামজা মোল্যার মৃত্যু হয়েছে। শনিবার উপজেলার পূর্বশ্যামপুর বাসস্টেশন মোড় এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। হামজা বিশ্ব জাকের মঞ্জিল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র ও পূর্ব শ্যামপুর গ্রামের প্রবাসী সহিদ মোল্যার ছেলে।

**রায়পুরা (নরসিংদী) :** রায়পুরায় বাসের সঙ্গে সংঘর্ষে অ্যাম্বুলেন্স চালক মোজাম্মেল নিহত হয়েছেন। শনিবার সকালে মাহমুদাবাদ এলাকায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মোজাম্মেলের বাড়ি সিলেটে।

**নবীগঞ্জ (হবিগঞ্জ) :** নবীগঞ্জ উপজেলার দেওপাড়া এলাকায় ট্রাক্টরচাপায় গজনাইপুর ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক হোসাইন আহমদের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার রাতে সিলেটে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। হোসাইন আহমদ দক্ষিণ গজনাইপুর গ্রামের মৃত তহুবির উল্লাহর ছেলে।

**ইসলামপুর (জামালপুর) :** ইসলামপুরে শুক্রবার সড়ক দুর্ঘটনায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। উপজেলার নোয়ারপাড়া ইউনিয়নের বীর মাইজবাড়ী বালিকা দাখিল মাদ্রাসার সুপার মাওলানা হালিম মোটরসাইকেলে জামালপুর যাওয়ার পথে চরপলিশা এলাকায় দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। দেওয়ানগঞ্জ বাইপাস সড়কে ইসলামপুর পৌর শহরের পাটনীপাড়া ব্রিজ এলাকায় মোটরসাইকেল-ট্রাক সংঘর্ষে নিহত হন নটারকান্দা গ্রামের সুলতান শেখের ছেলে কলেজপড়ুয়া মাসুম বিল্লাহ।

**চট্টগ্রাম :** এক্সপ্রেসওয়ের টোল প্লাজার পিলারের সঙ্গে আঘাত পেয়ে নিহত চালকের সহকারী শাহেদ চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলার বিবিরহাট এলাকার বাসিন্দা। শনিবার বিকালে নগরীর পতেঙ্গা থানাধীন এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে ওঠার সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

**কটিয়াদী (কিশোরগঞ্জ) :** ধান কাটার হারভেস্টার মেশিনের নিচে চাপা পড়ে নিহত সাজ্জাদ হোসেন চর আলগী গ্রামের শাহজাহান মিয়ার ছেলে। শনিবার কটিয়াদী উপজেলার মসূয়া ইউনিয়নের চর আলগী গ্রামে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

**সাতক্ষীরা :** মোটরসাইকেলের সঙ্গে ধাক্কা লেগে সড়কে ছিটকে পড়ার পর আরেকটি মোটরসাইকেল শরীরের ওপর দিয়ে যাওয়ায় নিহত হয়েছেন প্রভাষক গোলাম আজম। তিনি সাতক্ষীরা সীমান্ত আদর্শ কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি ও পাইকগাছা ফসিয়ার রহমান মহিলা কলেজে কর্মরত ছিলেন। শনিবার আশাশুনি উপজেলার কাদাকাটি বাজারে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

কালের কণ্ঠ ঢাকা। রবিবার। ২ নভেম্বর ২০২৫।

# নরসিংদীতে জমির বিরোধে ২ ভাই খুন

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

নরসিংদীর রায়পুরায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে দুই ভাইকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। রংপুরের তারাগঞ্জে প্রতিপক্ষের হামলায় এক ব্যক্তি নিহত হয়েছে। তা ছাড়া রাজশাহী, চট্টগ্রাম, গাইবান্ধা, গোপালগঞ্জে তিন ব্যক্তি হত্যার শিকার হয়েছে। কালের কণ্ঠের নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

**১ শতাংশ জমি নিয়ে বিরোধে দুই ভাই খুন**

নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার চরসুবুদ্ধি এলাকায় মাত্র ১ শতাংশ জমি নিয়ে বিরোধের জেরে দুই ভাইকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল শনিবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। নিহত দুজন হলেন ওই এলাকার মৃত আবু তাহেরের ছেলে রাজমিস্ত্রি হুরা মিয়া (৪০) ও শাকিল মিয়া (২৫)।

■ আরো পাঁচ জেলায় পাঁচজনকে হত্যা

নিহতদের বোন মোছলেমা আক্তার বলেন, 'চাচা আউয়াল মিয়ার নেতৃত্বে শরীফ, শিপন, আছমা, সুমাইয়া, শরীফাসহ সাতজন মিলে আমার দুই ভাইকে হত্যা করেছে।'

নিহত একজনের শাশুড়ি হেনা বেগম বলেন, 'এক হাজার ৮০০ টাকা ধার নিয়েছিলেন আবু তাহের। সেই টাকার অজুহাতে জাল দলিল তৈরি করে ১ শতাংশ জমি দাবি করেন আউয়াল। সালিসেও সমাধান হয়নি। জমি দখলের চেষ্টা করলে বাধা দেন হুরা ও শাকিল। এরপর তাঁদের কুপিয়ে মারা হয়।'

এ বিষয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুজন চন্দ্র সরকার বলেন, 'জমি নিয়ে বিরোধের জেরে দুই ভাইকে হত্যা করা হয়েছে। মরদেহ মর্গে পাঠানো হয়েছে।'

রায়পুরা থানার ওসি আদিল মাহমুদ বলেন, 'ঘটনায় জড়িত সন্দেহে তিনজনকে আটক করা হয়েছে। ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন ও অভিযোগের ভিত্তিতে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

**গোপালগঞ্জে বিল থেকে কৃষকের মরদেহ উদ্ধার :** গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার গুরগ্রাম ডালিমভিটা বিলে কচুরিপানার ভেতর থেকে প্রদীপ বিশ্বাস (৪৫) নামে এক কৃষকের গলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল দুপুরে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

প্রদীপ ১২ দিন আগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হন। বৌলতলী পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) ইমানুল হোসেন বলেন, 'মরদেহ উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।'

দেশ রূপান্তর বৃহস্পতিবার, ৬ নভেম্বর ২০২৫,

# বাগেরহাট কালিহাতী শাজাহানপুরে ৩ খুন

কালিহাতী (টাঙ্গাইল) সংবাদদাতা
বগুড়া ও বাগেরহাট প্রতিনিধি

টাঙ্গাইলের কালিহাতী উপজেলা শওকত কামাল খান (৬৩) নামে এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার সকালে উপজেলার কোকডহরা ইউনিয়নের পাছ-চারান গ্রামের উত্তর পাড়ার মৃত ওয়াজেদ আলী খানের ছেলে শওকত কামাল খানের লাশ তার নিজ বাড়ির পেছনের বাগান থেকে উদ্ধার করা হয়। স্থানীয়রা জানান, তিনি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছিলেন। মাঝেমধ্যে এলাকায় এসে বাড়িঘর ও আবাদি জমি দেখাশোনা করতেন।

নিহত শওকত কামাল খানের বোন জামাই ছবুর বলেন, দীর্ঘদিন ধরে সপরিবারে ঢাকায় বসবাস করেন। মাসে দুই-একবার তিনি নিজ গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে আসতেন এবং আবাদি জমি দেখাশোনা করেন। গ্রামে আসার পর তিনি সাধারণত পরিত্যক্ত পুরনো বাড়িতেই একা থাকতেন। তাকে দেখাশোনার জন্য একজন লোক রাখা আছে। কালিহাতী থানার ওসি মাহবুবুর রহমান বলেন, তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

এদিকে, বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলায় মহাসড়কের পাশ থেকে মোফাজ্জল হোসেন মোফা (৫২) নামে এক অটোচালকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সকাল সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার বনানী এলাকার ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের সুলতানগঞ্জ হাইস্কুলের পেছনে পুরনো রাস্তার ধারে লাশটি পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা ৯৯৯-এ কল দিলে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে। নিহত মোফা বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলার খালিশাকান্দি গ্রামের মোবারক আলীর ছেলে। তিনি পেশায় একজন অটোরিকশাচালক ছিলেন। শাজাহানপুর থানার ওসি শফিকুল ইসলাম বলেন, মৃত্যুর রহস্য উদঘাটনে আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হচ্ছে।

অন্যদিকে, বাগেরহাটে সাদিয়া আক্তার (২৯) নামে এক গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গত মঙ্গলবার রাত ১০টার দিকে বাগেরহাট সদর উপজেলার রণবিজয়পুর গ্রামের একটি ভাড়া বাসা থেকে ওই গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। সাদিয়ার শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তাকে শারীরিক নির্যাতনের পর হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ স্বজনদের। নিহতের স্বামী পারভেজ শেখ ঘটনার পর থেকে পলাতক রয়েছে। গতকাল বেলা ১১টার দিকে বাগেরহাট ২৫০ শয্যার জেলা হাসপাতাল মর্গে সাদিয়ার ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়েছে। সাদিয়া আক্তার বাগেরহাটের চিতলমারী উপজেলার চরবানিয়ারি গ্রামের মোস্তফা শেখের মেয়ে। সাদিয়া পুলিশ লাইনসের সামনের একটি পুতুল তৈরির কারখানার শ্রমিক ছিলেন। বাগেরহাট মডেল থানার ওসি মাহামুদ-উল-হাসান বলেন, গত মঙ্গলবার রাতে স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে যায়। অন্তত তিন দিন আগে তার মৃত্যু হয়েছে। তাকে শারীরিক নির্যাতনের পর শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়ে থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সময়ের আলো মঙ্গলবার। ৪ নভেম্বর ২০২৫।

# নামাজরত অবস্থায় বাবাকে কুপিয়ে হত্যা

## ধরতে গিয়ে ৩ পুলিশ আহত

● পাবনা প্রতিনিধি

পাবনা সদরের চরতারাপুর ইউনিয়নে নামাজরত অবস্থায় নিজাম প্রামাণিক (৬০) নামের এক বৃদ্ধকে কুপিয়ে হত্যা করেছে তারই মাদকাসক্ত ছেলে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত ছেলেকে আটক করা হয়েছে। তবে আটকের সময় তার হাতে থাকা ছুরির আঘাতে পুলিশের তিনজন এসআই আহত হয়েছেন। রোববার রাত ৮টার দিকে চরতারাপুর ইউনিয়নের পুরোনো ভাদুরডাঙ্গীতে এ ঘটনা ঘটে।

পাবনা সদর থানার ওসি আব্দুস সালাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। অভিযুক্তকে আটক করা হয়েছে। পরে বিস্তারিত জানাতে পারব।

নিহত নিজাম প্রামাণিক কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। অভিযুক্ত ছেলে মোস্তফা প্রামাণিকও বাবাকে কৃষিকাজে সহযোগিতা করত। তবে সে মাদকাসক্ত ছিল বলে জানা গেছে।

আটকের সময় অভিযুক্তের ছুরিকাঘাতে পাবনা সদর থানার এসআই আবু বকর সিদ্দিক, এসআই জিয়াউর রহমান ও এসআই আবু রায়হান আহত হন। এসআই জিয়াউর রহমানকে সুজানগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। বাকি দুজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

পুলিশ ও নিহতের পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, নিজাম প্রামাণিক নতুন বাজারে দুধ বিক্রি করে রোববার সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরেন। রাতের খাওয়া-দাওয়া শেষে বাড়িতে এশার নামাজ পড়ছিলেন তিনি। এমন সময় সুযোগ বুঝে দরজা আটকে হাঁসুয়া দিয়ে কুপিয়ে নিজের বাবাকে হত্যা করে ঘাতক ছেলে। সে মৃত্যু নিশ্চিত করে ঘর থেকে বের হয়ে পাশের ঘরে বসে থাকে। বাড়ির লোকজন ঘরে গিয়ে দেখে মরদেহ পড়ে আছে। এ সময় পরিবারের সদস্যরা ঘাতক ছেলেকে ঘরের ভেতরে তালাবদ্ধ করে রাখেন। পরে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেন। পুলিশ এসে মরদেহ উদ্ধার করে। এরপর অভিযুক্তকে আটক করে থানায় নেওয়া হয়। নিহতের আরেক ছেলে মিজানুর রহমান বলেন, আমার বাবাকে নামাজরত অবস্থায় কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। আমরা খাওয়া-দাওয়া শেষে ঘরে শুয়ে ছিলাম। এমন সময় আমার বাবাকে কুপিয়ে হত্যা নিশ্চিত করে আমার ভাই। এর আগে সে আমাকেও লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মারাত্মকভাবে আহত করেছিল।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ৩ নভেম্বর ২০২৫

## রাজধানীতে চালককে কুপিয়ে হত্যা

**কবজি কাটা গ্রুপের দুজন গ্রেপ্তার**

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে রাসেল (৩৪) নামে এক মাইক্রোচালককে দুষ্কৃতকারীরা কুপিয়ে হত্যা করেছে। গত শনিবার রাতে নবীনগর হাউজিংয়ের চার নম্বর রোডে তাকে কোপানো হয়। এ সময় তাকে বাঁচাতে গিয়ে রিয়াদ ও বিপ্লব নামে দুজন আহত হন। পরে সেখানে গুরুতর আহত রাসেলের মৃত্যু হয়। জানা গেছে, মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলার রুদ্রপাড়া গ্রামের আফছার আলমের ছেলে রাসেল। বর্তমানে চন্দ্রিমা মডেল টাউনের ৫ নম্বর রোডের ২০ নম্বর বাসায় পরিবারের সঙ্গে থাকতেন। এ ঘটনায় নিহত রাসেলের বাবা সাতজনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাত ১৫-২০ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেন। মামলার আসামিরা কব্জিকাটা গ্রুপের সদস্য বলে জানিয়েছে পুলিশ। এদিকে পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার পরে মেহেদী হাসান বাবু ও মোবারক নামে কব্জিকাটা গ্রুপের তিন সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ৪ নভেম্বর ২০২৫

## দুর্বৃত্তের হামলায় অটোরিকশা চালকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর ডেমরায় দুর্বৃত্তদের মারধরে আহত অটোরিকশাচালক মোহাম্মদ সাঈদের (৩০) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে। রবিবার রাত ১১টায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। গত শুক্রবার রাত সাড়ে ৯টায় ডেমরার রাসেল ব্রিজ এলাকায় দুর্বৃত্তরা তাকে পিটিয়ে গুরুতর জখম করে। গতকাল ঢামেকে সাঈদের স্ত্রী রত্না আক্তার বলেন, আমার স্বামী পেশায় অটোরিকশাচালক। শুক্রবার রাত সাড়ে ৯টায় ডেমরার রাসেল ব্রিজ এলাকায় কে বা কারা তাকে পিটিয়ে জখম করে। পরে আমরা ... খবর পেয়ে তাকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে ঢামেকে নিয়ে আসি।

প্রথম আলো
মঙ্গলবার, ৪ নভেম্বর ২০২৫,

## অটোচালকের হাত-পা বাঁধা লাশ উদ্ধার

প্রতিনিধি, মুন্সিগঞ্জ

মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলায় নিখোঁজ হওয়ার তিন দিন পর স্থানীয় একটি ডোবা থেকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় এক অটোরিকশাচালকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার সকাল ১০টার দিকে উপজেলার পূর্ব রতনপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এর আগে গত শুক্রবার বিকেলে গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হন তিনি।

নিহত মুজিবুর মাঝি (৪৫) মুন্সিগঞ্জের রামপাল ইউনিয়নের শান্তিনগর এলাকার বাঁধন সরকারের গ্যারেজে থাকতেন। তিনি ওই গ্যারেজের অটোরিকশা চালাতেন। তাঁর গ্রামের বাড়ি বরিশালের হিজলা উপজেলার চরকুশিয়া এলাকায়।

পুলিশ জানায়, রতনপুরে সকাল থেকে একটি ডোবায় কাঁথা-কম্বল প্যাঁচানো কিছু একটা পানিতে ভাসছিল। সেখান থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল। স্থানীয় লোকজন কাঁথা ও কম্বল খুলে ভেতরে হাত-পা বাঁধা এক ব্যক্তির লাশ দেখতে পান। খবর পেয়ে পুলিশ এসে লাশ উদ্ধার করে। পরে নিহত ব্যক্তির ছেলে রাসেল সরকার ও গ্যারেজের মালিক লাশটি মুজিবুরের বলে শনাক্ত করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
১৮ কার্তিক ১৪৩২, ৩ নভেম্বর ২০২৫

## দুর্গন্ধের উৎস খুঁজতে গিয়ে মিলল জোড়া মরদেহ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

দুর্গন্ধের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে রাজধানীর উত্তর বাড্ডা এলাকার একটি বাড়ির নিচতলার গুদাম থেকে গতকাল রবিবার দুটি গলিত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তাদের পরিচয় জানা গেছে, একজন সাইফুল ইসলাম (৩০), অন্যজন শাকিলা বেগম (২৫)। পুলিশ বলছে, ঐ ভবনের তিন তলায় একটি মাদ্রাসা রয়েছে। সেখানেই সাইফুল ইসলাম দারোয়ানের কাজ করতেন। আর শাকিলা কাজ করতেন এলাকার বাসা-বাড়িতে। বাড্ডা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাবিবুর রহমান বলেন, রাজধানীর উত্তর বাড্ডার পূর্বাঞ্চল ৩ নম্বর রোডের ২ নম্বর গলির একটি বাসা থেকে মরদেহ দুটি উদ্ধার করা হয়। ধারণা করা হচ্ছে সাত-আট দিন আগে তাদের মৃত্যু হয়েছে। তবে মৃত্যুর কারণ বিষয়ে এখনই বলা যাচ্ছে না। ময়নাতদন্তের পর এ বিষয়ে জানা যাবে। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ ঢামেক হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ব্যাপারে পুলিশ বাদী মামলা হচ্ছে। বাড়িওয়ালা আতিক জানান, বেশ কিছু দিন আগে স্ত্রী মারা যাওয়ায় তিনি গ্রামের বাড়িতে যান। সেখান থেকে ফিরে বাসাবাড়ি পরিষ্কার করতে গিয়ে পচা গন্ধ পান। পরে খুঁজে বেশ কয়েকটি মরা ইঁদুর দেখে তা ফেলে দেন। সকালে উঠে আবারও গন্ধ পেয়ে খোঁজ করতে গিয়ে নিচতলার গুদামে মরদেহ দুটি দেখতে পান।

**লেক থেকে আরেক মরদেহ উদ্ধার :** খিলগাঁও থানার ৬ নম্বর শান্তিপুর কালভার্ট এলাকার লেক থেকে মোজাফফর হোসেন নামে এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ভাসমান অবস্থায় মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। ঐ ব্যক্তির বয়স আনুমানিক ৫১ বছর। গতকাল রবিবার দুপুরের দিকে মরদেহটি উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ মর্গে পাঠায় পুলিশ।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার ॥ ৯ নভেম্বর ২০২৫

## ইজিবাইক চালক হত্যা দুই যুবক গ্রেপ্তার

বগুড়ার শাজাহানপুরে ইজিবাইকচালক মোফাজ্জল হোসেন (৫২) হত্যার ঘটনায় জড়িত অভিযোগে দুই যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ সময় তাদের কাছ থেকে ছিনতাই করা ইজিবাইকসহ পাঁচটি অটোরিকশা, হত্যায় ব্যবহৃত চাকু, রশি ও রক্তমাখা হাফপ্যান্ট উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল দুপুরে শাজাহানপুর থানায় সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোস্তফা মঞ্জুর। গ্রেপ্তাররা হলেন– ফিরোজুর রহমান টিটুর ছেলে সজীব ওরফে ছোট সজীব (১৯), মাসসুদ হক মন্ডলের ছেলে সজীব ওরফে বড় সজীব (২১)। পুলিশ জানায়, তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় পুলিশ প্রথমে নিহতের লুণ্ঠিত মোবাইল ফোন উদ্ধার করে সাক্ষী সোহেল রানার কাছ থেকে। তিনি ফোনটি ছোট সজীবের কাছ থেকে ৬০০ টাকায় কিনেছিলেন। এ সূত্র ধরে গতকাল ধুনট উপজেলার জয়শিং পশ্চিমপাড়া গ্রাম থেকে তাদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ। –নিজস্ব প্রতিবেদক, বগুড়া

প্রথম আলো
র ২০২৫, ২০ কার্তিক ১৪৩২

## পোশাকশ্রমিকের বস্তাবন্দী মরদেহ

রাজধানীর শাহজাহানপুর থানাধীন মালিবাগ এলাকার একটি বাসা থেকে সুরভী আক্তার মাহফুজা (২১) নামের এক নারীর বস্তাবন্দী মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি পেশায় একজন পোশাককর্মী। এই হত্যাকাণ্ডের জন্য তাঁর স্বামীকে সন্দেহ করছে পুলিশ। গত সোমবার দিবাগত রাতে সুরভীর মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে। শাহজাহানপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মহসিন তালুকদার প্রথম আলোকে বলেন, গত রোববার দিবাগত রাত থেকে সোমবার দুপুরের মধ্যে সুরভীকে হত্যা করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, পারিবারিক কলহের জের ধরে সুরভীর স্বামী আশিক মোল্লাহ তাঁকে শ্বাসরোধে হত্যা করে প্লাস্টিকের বস্তায় ভরে পালিয়ে যান। সুরভীর বড় ভাই হৃদয় খান জানিয়েছেন, তাঁরা পুলিশের মাধ্যমে জানতে পারেন যে তাঁর বোনকে হত্যা করা হয়েছে। ছয় বছর আগে আশিকের সঙ্গে সুরভীর বিয়ে হয়। তাঁদের ৪ বছর বয়সী এক ছেলে রয়েছে। তবে সুরভীর সঙ্গে তাঁদের পরিবারের কারও সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না বলে জানান তাঁর ভাই হৃদয়।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

যুগান্তর | রোববার ৯ নভেম্বর ২০২৫
২৪ কার্তিক ১৪৩২

# চট্টগ্রামে চাঁদা না দেওয়ায় ছুরিকাঘাতে দিনমজুরকে খুন

চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রামে এবার চাঁদা না দেওয়ায় এক দিনমজুরকে ছুরিকাঘাতে খুন করেছে সন্ত্রাসীরা। শুক্রবার রাতে নগরীর হালিশহর থানার চুনা ফ্যাক্টরির মোড়ের মাইজপাড়ায় নিজের বাসার সামনেই মো. আকবরকে (৩৫) ছুরিকাঘাত করা হয়। পরে তাকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। নিহত আকবরের স্ত্রী ও তিন সন্তান রয়েছে। শনিবার সন্ধ্যায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত খুনের সঙ্গে জড়িত দুইজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

নিহতের বড় বোন জোসনা বেগম বলেন, 'আকবর দিনমজুরের কাজ করত, পাশাপাশি এলাকায় একটি ক্ষুদ্র সমবায় সমিতি পরিচালনা করত। সেখানে এলাকার লোকজন টাকা জমা রাখতেন, আবার ক্ষুদ্রঋণও দেওয়া হতো। শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে সোহেল নামে এক ছেলে আমার ভাইয়ের কাছে চাঁদা দাবি করে। এ নিয়ে আমাদের বাসার সামনে তারা

## চট্টগ্রামে চাঁদা না দেওয়ায়

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বাগ্‌বিতণ্ডায় জড়ায়। বাগ্‌বিতণ্ডা শুনে আমি ঘর থেকে বের হয়ে তাদের থামানোর চেষ্টা করি। এরই মধ্যে সোহেল মোবাইল ফোনে তার চাচা মীর কাশেমকে খবর দেয়। খবর পেয়ে মোটরসাইকেলে এসে বি-ব্লকের মীর কাশেম ও সালমানসহ বেশ কয়েকজন আমার ভাইয়ের ওপর হামলা করে। বুকে ছুরিকাঘাত করার পরপর ঘটনাস্থলেই আমার ভাই ছটফট করে শেষ হয়ে যায়।'

আকবরের বড় ভাই মো. ইয়াছিন (মুন্সি) বলেন, 'এ ঘটনায় আকবরের স্ত্রী বাদী হয়ে থানায় এজাহার দিয়েছে। এজাহারে মীর কাশেমকে প্রধান করে চারজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য আসামিদের মধ্যে রয়েছেন কাশেমের ভাতিজা সোহেল, সোহেলের ভাই সালমান, সোহেলের বন্ধু সুজনসহ অজ্ঞাত আরও ৫-৬ জন।'

জানা যায়, মীর কাশেম চট্টগ্রাম মহানগর স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য। তার নেতৃত্বে ছুরিকাঘাতের ঘটনাটি ঘটেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। এরই মধ্যে হত্যাকাণ্ডে জড়িত দুইজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তারা হলেন আরমান ও সোহেল ওরফে দাঁতভাঙা সোহেল।

চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের উপকমিশনার (পশ্চিম) হোসাইন মোহাম্মদ কবির ভূইয়া যুগান্তরকে বলেন, 'ছুরিকাঘাতে খুনের ঘটনায় সরাসরি ৫-৬ জন অংশ নিয়েছে। বাকিরা আশপাশে ছিল। এদের নেপথ্যে রয়েছে মীর কাশেম নামে এক ব্যক্তি। আমরা ফুটেজ সংগ্রহ করে প্রাথমিকভাবে খুনিদের শনাক্ত করেছি। এখন গ্রেফতারের পালা। এরই মধ্যে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলমান রয়েছে।'

কালের কণ্ঠ | শনিবার । ৮ নভেম্বর ২০২৫ ।

# হবিগঞ্জে মসজিদের ভেতর ছুরিকাঘাতে যুবক খুন

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

দেশের তিন জেলায় আলাদা ঘটনায় তিনজন নিহত হয়েছেন। হবিগঞ্জে মসজিদের ভেতর ছুরিকাঘাতে, কুষ্টিয়ায় মেয়েকে হত্যার পর মায়ের আত্মহত্যা এবং সিরাজগঞ্জে জেলেদের সংঘর্ষে একজন নিহত হয়েছেন। কালের কণ্ঠের নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর:

হবিগঞ্জের নবীগঞ্জে জুমার নামাজ চলাকালে এক মুসল্লিকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার দুপুরে উপজেলার আউশকান্দি ইউনিয়নের বনগাঁও নতুন জামে মসজিদে এ ঘটনা ঘটে। নিহত ইমরুল মিয়া (৪০) ওই গ্রামের মো. সুনাহর মিয়ার ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নামাজ চলাকালে একই গ্রামের রুশেল মিয়া (২২) ধারালো চাকু দিয়ে ইমরুলের ওপর হামলা চালান। গুরুতর অবস্থায় তাঁকে সিলেট ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

নবীগঞ্জ থানার ওসি শেখ কামরুজ্জামান বলেন, 'আগের জাবেদ হত্যাকাণ্ডের জেরে এ ঘটনা ঘটেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।' এখনো মামলা হয়নি, অভিযুক্তদের ধরতে অভিযান চলছে।

**জাল ফেলা নিয়ে দ্বন্দ্বে জেলেদের মারধরে আরেক জেলে নিহত :** সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে নদীতে জাল ফেলা নিয়ে দুই নৌকার জেলেদের মধ্যে সংঘর্ষে বিমল ওরফে তেঁতুল হাওলাদার (৬০) নামের এক জেলে নিহত হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটে বৃহস্পতিবার রাত ৩টার দিকে উপজেলার পোতাজিয়া ইউনিয়নের গোহালা নদীতে।

নিহতের ছেলে আকাশ হাওলাদার বলেন, একই স্থানে জাল ফেলা নিয়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গে বিবাদের জেরে সংঘর্ষে তাঁর বাবার মাথায় আঘাত লাগে। হাসপাতালে নেওয়ার পথে দুপুর ১২টার দিকে তিনি মারা যান।

শাহজাদপুর থানার ওসি আছলাম আলী বলেন, 'সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। নিহতের এক ভাতিজা আহত হয়েছেন। ঘটনা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

কালের কণ্ঠ
শুক্রবার । ৭ নভেম্বর ২০২৫ ।

# খুলনায় প্রবাসীকে গুলি করে হত্যা

খুলনা অফিস ▷

খুলনায় দুর্বৃত্তদের গুলিতে সোহেল হাওলাদার (৪৫) নামের এক সৌদিপ্রবাসী নিহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে রূপসা উপজেলার রামনগর মানিক সর্দারের মাঠের পাশে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত সোহেল হাওলাদার রূপসা রহিমনগর গ্রামের রুস্তম হাওলাদারের ছেলে। তিনি সম্প্রতি সৌদি আরব থেকে দেশে ফেরেন।

পুলিশ জানায়, বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে জেলার রূপসা থানার রহিমনগর গ্রামের মানিক সরদারের বালুর মাঠে অজ্ঞাতপরিচয় দুর্বৃত্তরা সোহেলকে লক্ষ্য গুলি করে। গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই সোহেল হাওলাদারের মৃত্যু হয়।

রূপসা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) সবুর খান সাংবাদিকদের জানান, পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। ঘটনার প্রকৃত রহস্য উদঘাটন এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার
২৭ কার্তিক ১৪৩২, ১২ নভেম্বর ২০২৫

# কালিয়াকৈরে যুবকের রহস্যজনক মৃত্যু

## পরিবারের অভিযোগ হত্যা

■ কালিয়াকৈর (গাজীপুর) সংবাদদাতা

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে খোকন (২৮) নামে এক যুবকের রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয়েছে। পরিবারের অভিযোগ পরকীয়ার জেরে তাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। সোমবার রাত দেড়টার দিকে উপজেলার কালামপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত খোকন উপজেলার পাইকপাড়া এলাকার শাহজাহানের ছেলে এবং স্থানীয় ইকোটেক্স কারখানার কর্মচারী ছিলেন। পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, খোকনের স্ত্রী তাজিনের বাড়ি কালিয়াকৈর পৌরসভার কালামপুর এলাকায়। তিনি মোস্তফার মেয়ে।

পরিবার জানায়, প্রায় ১০ বছর আগে খোকন ও তাজিনের বিয়ে হয়। তাদের এক পুত্রসন্তান রয়েছে। তবে বিয়ের পর থেকেই দাম্পত্য জীবনে কলহ চলছিল। সম্প্রতি খোকন স্ত্রীর পরকীয়া সম্পর্কের বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করলে সম্পর্ক আরো অবনতি ঘটে।

খোকনের পরিবারের অভিযোগ, তাজিন 'উৎস' নামে এক যুবকের সঙ্গে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া হতো। পরকীয়াকে কেন্দ্র করে সোমবার রাতেও তাদের মধ্যে ঝগড়া ও হাতাহাতির ঘটনা ঘটে বলে জানা যায়।

একপর্যায়ে খোকনের শারীরিক অবস্থা খারাপ হলে প্রথমে তাকে কালিয়াকৈর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে গাজীপুর শহিদ তাজউদ্দিন আহমেদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পরামর্শ দেন; কিন্তু পরিবারের সদস্যরা তাকে মির্জাপুর কুমুদিনী হাসপাতালে নেওয়ার পথে খোকনের মৃত্যু হয়। কুমুদিনী হাসপাতালে পৌঁছালে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষানিরীক্ষার পর তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

কালিয়াকৈর থানার ওসি (অপারেশন) জুবায়ের আহমেদ বলেন, ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে বোঝা যাবে এটি স্বাভাবিক মৃত্যু, নাকি অপমৃত্যু।

যুগান্তর | সোমবার ১০ নভেম্বর ২০২৫
২৫ কার্তিক ১৪৩২

# ছাত্রীসহ ৬ লাশ উদ্ধার

যুগান্তর ডেস্ক

বাবুগঞ্জে পূর্ব পাংশা গ্রাম থেকে রোববার এক মানসিক ভারসাম্যহীন নারীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এছাড়া হরিণাকুণ্ডু ও হিলিতে গৃহবধূ, বাঘায় কলেজছাত্রী, চাঁদপুরে পরিচ্ছন্নতা কর্মী এবং চুয়াডাঙ্গায় যুবকের লাশ উদ্ধার হয়েছে। যুগান্তর প্রতিনিধিরা জানান : **বরিশালের বাবুগঞ্জে** মাধবপাশা ইউনিয়নের পূর্ব পাংশা গ্রাম থেকে রোববার আঁখি আক্তার নামে এক মানসিক ভারসাম্যহীন নারীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি গ্রামের দিলু মীরার মেয়ে। জানা গেছে, আঁখি আক্তার দীর্ঘদিন ধরে মানসিক সমস্যায় ভুগছেন। তিনি পরিবার থেকে আলাদা বসবাস করে আসছেন। রোববার তার সাড়াশব্দ না পেয়ে এগিয়ে গিয়ে ঘরে তার ঝুলন্ত লাশ দেখতে পান। খবর পেয়ে তার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। এয়ারপোর্ট থানার ওসি মামুন-উল ইসলাম বলেন, ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। **ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে** হরিঘাটা গ্রামে পানের বরজ থেকে শনিবার রাতে জরিনা খাতুন নামে এক নিখোঁজ গৃহবধূর অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি ওই গ্রামের অশির উদ্দিনের স্ত্রী। শনিবার গভীর রাতে পানের বরজ পাহারা দেওয়ার সময় কৃষকরা তার লাশ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেন। পুলিশ জানায়, জরিনা তিন দিন নিখোঁজ থাকলেও থানায় কোনো জিডি করা হয়নি। **রাজশাহীর বাঘায়** আড়ানী পৌরসভার নুরনগর গ্রামে নিজ ঘর থেকে শনিবার সন্ধ্যায় কারিমা খাতুন নামে এক কলেজছাত্রীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি ওই গ্রামের কামরুল ইসলামের মেয়ে ও এরশাদ আলী মহিলা ডিগ্রি কলেজের ছাত্রী। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, মোবাইল গেম খেলার সময় ফোন কেড়ে নেওয়ায় অভিমানে আত্মহত্যা করেছে কারিমা। **চাঁদপুরে** শহরের পুরাতন বাসস্ট্যান্ডে ভাই ভাই আবাসিক হোটেলের পরিচ্ছন্নতা কর্মী সালাহউদ্দিনের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার রাতে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। জানা গেছে, সালাহউদ্দিন কয়েকদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। শনিবার বিকালে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ঘরে ফিরে দরজা বন্ধ করে দেন। রাতে ডিউটিতে না আসায় খোঁজ নিতে গিয়ে তার ঝুলন্ত লাশ দেখতে পান সহকর্মীরা। খবর পেয়ে তার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। **দিনাজপুরের হিলিতে** সাতকুড়ি এলাকা থেকে রোববার সিমা আক্তার নামে এক নারীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি সাতকুড়ি গ্রামের রবিন ইসলামের স্ত্রী। হাকিমপুর থানার ওসি নাজমুল হক বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে তিনি আত্মহত্যা করেছেন। ময়নাতদন্ত শেষে মৃত্যুর বিষয়ে জানা যাবে। **চুয়াডাঙ্গা** সদরের দীননাথপুর গ্রামের ফতুরগাড়ি বিলের মাঠ থেকে রোববার মোজাম্মেল হক নামে এক নিখোঁজ যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি ওই গ্রামের সাইফুল ইসলামের ছেলে। পরিবারের দাবি, মোজাম্মেল মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন। জানা গেছে, রোববার বিলের মাঠে মোজাম্মেলের লাশ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেয় স্থানীয়রা। শনিবার সন্ধ্যা থেকে নিখোঁজ ছিলেন তিনি। ওসি খালেদুর রহমান বলেন, ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।

দেশ রূপান্তর
বুধবার, ১২ নভেম্বর ২০২৫,

# পোশাক শ্রমিকের রহস্যজনক মৃত্যু

**কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি**

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে গভীর রাতে এক পোশাক শ্রমিকের রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। গতকাল একটি হাসপাতাল থেকে নিহতের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। নিহত ব্যক্তি কালিয়াকৈর উপজেলার চাপাইর ইউনিয়নের পাইকপাড়া এলাকার খোকন মিয়া (২৮)। তিনি স্থানীয় ইকোটেক্স লিমিটেড নামে কারখানায় চাকরি করতেন। জানা গেছে, প্রতিদিনের মতো গত সোমবার রাতেও স্বামী-স্ত্রী দুজনের মধ্যে ঝগড়া হয়। গভীর রাতে খোকনকে গুরুতর অবস্থায় মির্জাপুর কুমুদিনী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

যুগান্তর | সোমবার ১০ নভেম্বর ২০২৫
২৫ কার্তিক ১৪৩২

যাত্রীবেশে ছিনতাইকারীদের ছুরিকাঘাত

# কাটা গলা নিয়ে রিকশা চালিয়ে ৩ কিমি. হাসপাতালে মৃত্যু

রাজশাহী ব্যুরো

রিকশাচালক ফজলুর রহমানের গলা কেটে দেওয়া হয়েছিল। তারপরও রিকশা চালিয়ে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে তিনি বাজারে আসেন। এরপর হাসপাতালে পাঠানো হলে তিনি মারা যান। শনিবার রাতে রাজশাহীর মোহনপুর উপজেলায় মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে। নিহত ফজলুর তানোর উপজেলার কলমা ইউনিয়নের অমৃতপুর গ্রামের ইব্রাহিম হোসেনের ছেলে।

পরিবার ও পুলিশ জানায়, শনিবার রাতে মোহনপুর উপজেলার কেশরহাট শিয়ালকোলা এলাকায় যাত্রীবেশে ছিনতাইকারীরা তার অটোরিকশাটি ছিনতাইয়ের চেষ্টা করে। এক পর্যায়ে তারা ফজলুর গলায় ছুরিকাঘাত করে। রাত সাড়ে ৮টার দিকে গুরুতর অবস্থায় তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

মোহনপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতাউর রহমান জানান, আহত হওয়ার পর ফজলুর রিকশাটি নিজেই চালিয়ে নিয়ে কেশরহাট পর্যন্ত আসেন। তখন তিনি কথা বলতে পারছিলেন। স্থানীয়দের তিনি জানান, তার রিকশা ছিনতাইয়ের চেষ্টা করা হয়। বাধা দিলে তাকে গলায় ছুরিকাঘাত করা হয়। ধারণা করা হচ্ছে, যাত্রীবেশি ছিনতাইকারীরা তাকে হত্যা করে রিকশাটি ছিনতাই করতে চেয়েছিল। ময়নাতদন্ত শেষে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। হত্যা মামলা প্রক্রিয়াধীন। মোহনপুর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মোদাশ্বের হোসেন খান জানান, ফজলুর রহমান রাজশাহী নগরীর আসাম কলোনিতে ভাড়া বাসায় পরিবার নিয়ে বসবাস করতেন। অটোরিকশা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। যাত্রীবেশি ছিনতাইকারীরা নগরী থেকে কেশরহাট যাওয়ার কথা বলে রিকশাটি ভাড়া নেয়। তারা রিকশাটি কেশরহাট থেকে কিছুটা দূরে শিয়ালকোলার দিকে নিয়ে যায়। এখানেই তারা রিকশাটি ছিনতাইয়ের চেষ্টা করে।

কালের কণ্ঠ
বৃহস্পতিবার। ১৩ নভেম্বর ২০২৫।

# বাড্ডায় বাসায় ঢুকে যুবককে গুলি করে হত্যা

## 4 জেলায় 4 খুন, ২ লাশ উদ্ধার

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

রাজধানীর বাড্ডায় মেস বাসায় ঢুকে এক যুবককে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। ময়মনসিংহে শ্বশুরবাড়ি থেকে বাবা ও মেয়ের গলা কাটা লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। দিনাজপুরে জমি নিয়ে বিরোধের সংঘর্ষে একজন নিহত হয়েছেন।

অন্যদিকে সিরাজগঞ্জের দুই উপজেলায় নদী থেকে উদ্ধার করা হয়েছে দুজনের লাশ। কালের কণ্ঠের নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

**ঢাকা** : বাড্ডায় একটি মেস বাসায় মামুন শিকদার (৩৯) নামের এক যুবককে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল বুধবার ভোরে স্থানীয় কমিশনার গলিতে বিকাশের মেস থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ।

স্থানীয় লোকজনের দাবি, এই মেসে প্রতিদিন রাতে মাদক বিক্রি ও সেবনের আড্ডা চলত। নিহত মামুন পটুয়াখালীর দুমকি উপজেলার আব্দুল খালেক শিকদারের ছেলে। পেশায় শ্রমজীবী, তিনি ওই মেসে ভাড়া থাকতেন।

বাড্ডা থানার ওসি সাইফুল ইসলাম কালের কণ্ঠকে বলেন, আগের দিন রাত পৌনে ৩টার দিকে এই ঘটনা ঘটেছে। নিহতের গলার নিচে গুলির চিহ্ন পাওয়া গেছে। আসামিদের শনাক্ত করতে ঘটনাস্থলের আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হচ্ছে।

স্থানীয় লোকজন জানায়, ওই রাতে মেসে অন্তত আটজন মাদক বিক্রেতা ছিলেন, মাদক সেবনের আসর চলছিল। মধ্যরাতে একটি মোটরসাইকেলে দুই ব্যক্তি এসে মামুনকে গুলি করে হত্যা করে পালিয়ে যায়।

**হালুয়াঘাট (ময়মনসিংহ)** : ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে শ্বশুরবাড়ি থেকে বাবা ও মেয়ের গলা কাটা লাশ উদ্ধার করেছে থানার পুলিশ। নিহত ব্যক্তির স্ত্রী জুলেখা খাতুনকে গুরুতর আহত অবস্থায় ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

গতকাল আনুমানিক রাত ৩টার দিকে উপজেলার পলাশতলা গ্রামে ঘটনাটি ঘটে। নিহতরা হলো রতন মিয়া (৩৫) এবং তাঁর মেয়ে নুরিয়া খাতুন (৭)। শ্বশুরের পরিবারের দাবি, রাত ৩টার দিকে চিৎকার শুনে তারা ঘরের দরজা ভেঙে ভেতরে রতন এবং তাঁর মেয়ের ক্ষতবিক্ষত লাশ দেখতে পায়। পাশাপাশি জুলেখাকে গুরুতর আহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে।

দৈনিক ইত্তেফাক
১২ নভেম্বর ২০২৫

# ময়মনসিংহে অগ্নিসংযোগে বাসেই পুড়ে অঙ্গার ঘুমন্ত চালক

## রাজধানীতে আরো চার বাস ও প্রাইভেট কারে আগুন, উচ্চতর সতর্কতা জারি, ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় ১৭ মামলা, গ্রেফতার ৫০

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

ময়মনসিংহের ফুলবাড়ীয়া উপজেলা সদরের ভালুকজান বাজারে সোমবার রাতে দুর্বৃত্তদের দেওয়া আগুনে বাসের মধ্যে পুড়ে মারা গেছেন ঘুমন্ত চালক জুলহাস মিয়া। অন্যদিকে রাজধানীতে সোমবার মধ্যরাত থেকে গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত আরো চারটি বাস ও একটি প্রাইভেট কারে আগুন দেওয়া হয়েছে। এতে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। এর আগে সোমবার ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আরো তিনটি বাসে আগুন দেওয়া হয়। এদিকে সোমবার রাতেও রাজধারীর কয়েকটি জায়গায় ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ কমিশনার জানিয়েছেন, ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় রাজধানীতে ১৭টি মামলা হয়েছে, গ্রেফতার করা হয়েছে ৫০ জনকে।

আমাদের ফুলবাড়ীয়া (ময়মনসিংহ) সংবাদদাতা জানিয়েছেন, সোমবার দিবাগত রাত সোয়া ৩টার দিকে ফুলবাড়ীয়া উপজেলা সদেরর ভালুকজান বাজারের পেট্রোল পাম্পের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বাসে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। ঐ ঘটনায় বাসের চালক জুলহাস মিয়া আগুনে পুড়ে মারা গেছেন। তার বাড়ি ভালুকজান মাছের আড়তের সঙ্গে বলে জানা গেছে। ঢাকা থেকে ঐ বাসটি ছেড়ে ফুলবাড়ীয়া গিয়েছিল বলে জানিয়েছে শ্রমিকরা।

ফুলবাড়ীয়া ফায়ার স্টেশনের অতিরিক্ত ইন্সপেক্টর ইয়াসিন ইকবার বলেন, ভোররাত সোয়া ৩টার দিকে খবর আসে ফুলবাড়ীয়া পৌরসভার ভালুকজান বাজারের পেট্রোল পাম্পের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বাসে আগুন লেগেছে। সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে বাসে তল্লাশি চালিয়ে সিটে এক জনের লাশ উদ্ধার করে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। কীভাবে আগুন লেগেছে তা পুলিশ তদন্ত করছে।

ফুলবাড়ীয়া থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. রুকনুজ্জামান বলেন, কে বা কারা বাসে আগুন দিয়েছে তা বের করার চেষ্টা চলছে। লাশটি এমনভাবে পুড়েছে যে, তাকে চেনা যাচ্ছে না। তবে ধারণা করা হচ্ছে, মৃত ব্যক্তি বাসের সিটে ঘুমাচ্ছিলেন। তিনি বাসের চালক। তার নাম জুলহাস মিয়া। এ ঘটনায় তদন্ত চলছে।

**ঢাকায় ১৭ মামলা, গ্রেফতার ৫০ :** গত কয়েক দিনে রাজধানীর ঢাকার বিভিন্ন স্থানে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় ১৭টি মামলা করেছে পুলিশ। এসব মামলায় ৫০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বিকালে ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী এসব তথ্য জানান। নাশকতার জন্য কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের দিকে ইঙ্গিত করে ডিএমপি কমিশনার বলেন, একটি দল ১ থেকে ১১ নভেম্বর পর্যন্ত রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ১৭টি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। এছাড়া গত দুই দিনে রাজধানীতে ৯টি গাড়িতে আগুন লাগানো হয়েছে। এসব ঘটনায় গত দুই দিনে ৫০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এসব ঘটনায় এখন পর্যন্ত ১৭টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

এর আগে গতকাল সন্ধ্যায় সূত্রাপুরে ফায়ার সার্ভিস অফিসের সামনে একটি বাসে আগুন দেওয়া হয়েছে। তবে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। এর আগে সোমবার মধ্যরাতে রাজধানীতে তিনটি বাস ও একটি প্রাইভেট কারে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। এর মধ্যে যাত্রাবাড়ীতে রাইদা পরিবহনের একটি বাসে, রায়েরবাগে রাজধানী পরিবহনের একটি বাসে এবং উত্তরা খালপাড়ে রাইদা পরিবহনের আরেকটি বাসে আগুন দেওয়া হয়। একই সঙ্গে ১০০ ফিট রোডসংলগ্ন বসুন্ধরা গেট এলাকায় একটি প্রাইভেট কারে আগুনে দেওয়া হয়েছে। সোমবার দিবাগত মধ্যরাত ১২টা থেকে ভোররাতের মধ্যে এসব ঘটনা ঘটে বলে ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে।

ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার মো. শাজাহান হোসেন বলেন, রায়েরবাগে রাজধানী পরিবহনের একটি বাসে মধ্যরাত ১২টা ৫৪ মিনিটে আগুনের খবর আসে। পরে ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এরপর রাত ২টা ৮ মিনিটে যাত্রাবাড়ীতে রাইদা পরিবহনে আগুনের সংবাদ আসে। দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আড়াইটার মধ্যে আগুন নির্বাপণ করে। এতে প্রাথমিকভাবে বাসটির প্রায় ৫ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এরপর রাত ২টা ৩৫ মিনিটে ১০০ ফিট রোডসংলগ্ন বসুন্ধরা গেট এলাকায় একটি প্রাইভেট কারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। সর্বশেষ গতকাল ভোর ৪টায় উত্তরা সোনারগাঁও জনপদের খালপার এলাকায় রাইদা পরিবহনের আরেকটি বাসে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছে ৪টা ২০ মিনিটে আগুন নির্বাপণ করে ফায়ার সার্ভিস। আগুনে পোড়া তিনটি বাসই সড়কের পাশে পার্কিং করা ছিল।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বলছে, আগামীকাল বৃহস্পতিবার আওয়ামী লীগের 'ঢাকা লকডাউন' কর্মসূচি ঘিরে সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের উপকমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান বলেন, বিশেষ কোনো দিন টার্গেট করে এসব অপতৎপরতা চালানো হচ্ছে কি না, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। জড়িতদের আইনের আওতায় আনতে কাজ করছে পুলিশ।

**রাজশাহীতে পরিত্যক্ত আ'লীগ কার্যালয়ের সামনে ককটেল বিস্ফোরণ : স্টাফ রিপোর্টার, রাজশাহী** জানান, রাজশাহী মহানগরীর সিটিহাট এলাকায় জেলা আওয়ামী লীগের পরিত্যক্ত কার্যালয়ের সামনের সড়কে দুটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। গত সোমবার দিবাগত রাত সাড়ে ১০টার দিকে কে বা কারা এ ঘটনা ঘটিয়ে পালিয়ে যায়।

এদিকে রাতের আঁধারে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে বলে জানিয়েছেন নগরীর শাহ মখদুম থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মাছুমা মুক্তারী। তিনি বলেন, 'রাতে জেলা আওয়ামী লীগের পরিত্যক্ত অফিসের সামনের সড়কে দুর্বৃত্তরা দুটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পালিয়ে যায়।' তিনি জানান, খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে বিস্ফোরিত ককটেলের আলামত উদ্ধার করেছে। খবর পেয়ে স্থানীয় বিএনপির নেতারাও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

সমকাল
বৃহস্পতিবার | ২০ নভেম্বর ২০২৫

# গোপালগঞ্জে তুচ্ছ ঘটনায় স্কুলছাত্রকে পিটিয়ে হত্যা

- কুষ্টিয়ায় কিলঘুসিতে গাড়িচালক নিহত
- নেত্রকোনায় চালককে হত্যা করে মোটরসাইকেল ছিনতাই

■ সমকাল ডেস্ক

গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে পঞ্চম শ্রেণির এক ছাত্রকে ব্যাডমিন্টন খেলার র‍্যাকেট দিয়ে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গত মঙ্গলবার রাতে উপজেলার দিগনগর ইউনিয়নের বরইহাটি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত ছাত্রের নাম ইয়াছিন শেখ (১২)। সে বরইহাটি গ্রামের আশরাফ আলী শেখের ছেলে এবং বরইহাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, মঙ্গলবার রাতে গ্রামের বালুর মাঠে ব্যাডমিন্টন খেলছিল চারজন। পাশে বসে খেলা দেখছিল ইয়াছিনসহ তিন থেকে চার শিশু-কিশোর। খেলায় বরইহাটি আইডিয়াল হাইস্কুলের দশম শ্রেণির এক ছাত্র হেরে যায়। রাত সাড়ে ৮টার দিকে ওই কিশোর ইয়াছিনের নতুন জুতায় ধুলাবালি ছিটিয়ে দেয়। এতে ইয়াছিন ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে ঘুসি মারে। এক পর্যায়ে ওই কিশোর র‍্যাকেট দিয়ে ইয়াছিনকে আঘাত করতে থাকে।

মুকসুদপুরের সিন্ধয়াঘাট পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ আলমগীর হোসেন বলেন, এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।

**কিল-ঘুসিতে চালক নিহতের অভিযোগ**

কুষ্টিয়ার কুমারখালী পৌরসভায় সার্ভেয়ারের কিল-ঘুসিতে শহিদুল ইসলাম (৫৭) নামের এক গাড়িচালকের মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। বুধবার পৌর ভবনের ১১৫ নম্বর কক্ষে এ ঘটনা ঘটে।

শহিদুল পৌরসভার শেরকান্দি এলাকার প্রয়াত গঞ্জের আলীর ছেলে। নিহতের মেয়ে সুবর্ণা খাতুন অভিযোগ করে বলেন, 'পৌরসভায় বড় কর্মচারীদের বেতন হয়। আমার বাবা ছোট কর্মচারী। পৌরসভা তাঁর বেতন দেয় না। সকালে বেতন চাইতে গেলে পৌরসভার সার্ভেয়ার ফিরোজুল ইসলাম বাবাকে হত্যা করে একটি কক্ষে আটকে রাখেন।'

ঘটনার পর পৌরসভার শেরকান্দি এলাকার অভিযুক্ত ফিরোজুলের ভবনে ভাঙচুর চালিয়েছে নিহতের স্বজন ও এলাকাবাসী। ঘটনার পর থেকে ফিরোজুল পলাতক।

**মোটরসাইকেলের চালককে হত্যা**

নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ উপজেলায় সোহাগ মিয়া (৪৫) নামের এক ব্যক্তিকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে তার মোটরসাইকেল নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে সুয়াইর থেকে আটপাড়া সড়কের বাউশা নামক স্থানে এ ঘটনা ঘটে। নিহত সোহাগ খালিয়াজুরী উপজেলার মেন্দিপুর গ্রামের প্রয়াত মতিউর রহমানের ছেলে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩২, ২০ নভেম্বর ২০২৫

# ভাটারা থেকে রিকশাচালকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

## ঢামেকে এক হাজতির মৃত্যু

■ বিশেষ প্রতিনিধি

রাজধানীর ভাটারা থানার ছোলমাইদ এলাকায় জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ফোন পেয়ে মধু মিয়া (৫৫) নামে এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি পেশায় একজন রিকশাচালক ছিলেন। গতকাল বুধবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে তার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পরে তার মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য দুপুরে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়। মৃত মধু শেরপুর জেলার সদর থানার ছনকান্দা মিয়াবাড়ীর মৃত আফসার মিয়ার ছেলে। বর্তমানে ভাটারা থানার ছোলমাইদ পূর্ব পাড়া কাজিবাড়ী এলাকায় ভাড়া থাকতেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ভাটারা থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. বোরহান উদ্দিন। তিনি বলেন, সকালের দিকে ৯৯৯ নম্বরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যাই। সেখান থেকে তৃতীয় তলার বাসার সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় মধু নামে এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করি। পরে দুপুরের দিকে তার মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিক্যালের মর্গে পাঠানো হয়। তিনি আরো বলেন, তার স্ত্রী বাসাবাড়িতে কাজ করেন। রাতে খেয়ে বাসায় এসে দরজা ধাক্কাধাক্কি করলেও দরজা খোলেননি। তার স্ত্রী মনে করেছিলেন, তিনি বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছেন। পরে সকালে দরজার ফাঁক দিয়ে দেখেন, তিনি ফ্যানের সঙ্গে গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলে আছেন। তবে কী কারণে তিনি গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন, সে বিষয়টি এখনো জানা যায়নি। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।

হাজতির মৃত্যু : ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অসুস্থ আবু বক্কর (৪৮) নামে এক হাজতির চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যাকেন্দ্রে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। আবু বক্করের বাবার নাম ইসমাইল হোসেন। তার হাজতি নম্বর ৪৬৫৩১/২৫। তবে তিনি কোন মামলায় কারাগারে ছিলেন সে বিষয়ে কিছু জানা যায়নি। কারারক্ষী মো. সুজন জানান, হাজতি আবু বক্কর কেন্দ্রীয় কারাগারে গত ১১ নভেম্বর রাতের দিকে অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে কারা কর্তৃপক্ষের নির্দেশে কয়েক জন কারারক্ষী তাকে হাসপাতালে নিয়ে এলে ভর্তি দেন জরুরি বিভাগের চিকিৎসক। গতরাতে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তার।

ঢামেক হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢামেক হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে তার মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করা হবে।

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ৩০ কার্তিক ১৪৩২
Dhaka : Saturday 15 November 2025

# মানিকগঞ্জে স্কুল বাসে আগুন, দগ্ধ চালক

প্রতিনিধি, মানিকগঞ্জ

মানিকগঞ্জের শিবালয়ে রাস্তার পাশে পার্কিং করে রাখা একটি স্কুলবাসে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। বাসের ভেতরে ঘুমিয়ে থাকা চালক দগ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হয়ে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে উপজেলার ফলসাটিয়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। দগ্ধ চালক তাবেজ খান (৪৫) বাড়ি মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার বাড়াইভিকরা গ্রামে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, 'দি হলি চাইল্ড স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীদের বহনকারী বাসটি প্রতিদিনের মতো ঢাকা আরিচা মহাসড়কের পাশে পার্ক করে রাতে ফলসাটিয়া এলাকায় চালক তাবেজ খান বাসের ভেতরেই ঘুমিয়ে ছিলেন। হঠাৎ দুর্বৃত্তরা বাসটিতে আগুন ধরিয়ে দিলে মুহূর্তেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে।

মানিকগঞ্জ : রাস্তার পাশে পার্কিং করে রাখা একটি স্কুলবাসে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা —সংবাদ

খবর পেয়ে শিবালয় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দগ্ধ অবস্থায় চালককে উদ্ধার করে প্রথমে মানিকগঞ্জ জেলা সদর হাসপাতালে পাঠায়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে স্থানান্তর করা হয়।

শিবালয় থানার এসআই সুমন চক্রবর্তী জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্য মিলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে এবং দগ্ধ বাসচালককে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠান। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলে জানান তিনি।

সংবাদ
ঢাকা : মঙ্গলবার ৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩২
Dhaka : Tuesday 18 November 2025

# মানিকগঞ্জে ঘণ্টায় চার ককটেল বিস্ফোরণ, আহত ২

প্রতিনিধি, মানিকগঞ্জ

মানিকগঞ্জে মাত্র এক ঘণ্টার ব্যবধানে চারটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে দুই রিকশাচালক আহত হয়েছেন। পুলিশ সন্দেহভাজন হিসেবে তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মানিকগঞ্জ সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সালাউদ্দিন রাব্বি।

গত রোববার রাত ৯টা ৫৫ মিনিট থেকে ১১টার মধ্যে শহরের বাসস্ট্যান্ড, ইউনাইটেড হাসপাতাল এলাকা ও সাটুরিয়ার গোলড়া হাইওয়ে থানা এলাকায় এসব বিস্ফোরণ ঘটে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রথমে রাত ৯টা ৫৫ মিনিটে মানিকগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড এলাকায় পরপর দুটি ককটেল বিস্ফোরণ হয়। হঠাৎ বিস্ফোরণের শব্দে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে, পথচারীদের মধ্যে দেখা দেয় আতঙ্ক। এরপর রাত ১০টা ২০ মিনিটে শহরের ইউনাইটেড হাসপাতালের সামনে আরও একটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটে। এর কিছুক্ষণ পর সাটুরিয়ার গোলড়া হাইওয়ে থানার সামনে আরও একটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন দুই রিকশা চালক সাগর (১৭)ও নবীর হোসেন (৫২)। সাগরের বাড়ি মানিকগঞ্জের পৌরসভার বান্দুটিয়া এলাকায় আর নবীর হোসেনের বাড়ি গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায়।

ঘটনার পরপরই পুলিশ বাসস্ট্যান্ড, হাসপাতাল এলাকা ও সংশ্লিষ্ট সড়কগুলোতে অতিরিক্ত ফোর্স মোতায়েন করে টহল জোরদার করে। এ সময় সন্দেহভাজন হিসেবে একটি পিকআপ ভ্যানের চালক, তার সহযোগী এবং পরে পিকআপের মালিককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়।

এদিকে চলতি মাসে জেলার বিভিন্ন স্থানে বিস্ফোরণ ও অগ্নিসংযোগের বেশ কয়েকটি ঘটনার পর নতুন করে এই সিরিজ বিস্ফোরণে উদ্বেগ বেড়েছে।

গত ১৩ নভেম্বর গভীর রাতে শিবালয়ের ফলসাটিয়া এলাকায় ঢাকা আরিচা মহাসড়কের পাশে পার্কিং করা দি হলি চাইল্ড স্কুল অ্যান্ড কলেজের একটি বাসে অগ্নিসংযোগ করা হয় এতে বাসচালক তাজেস খান দগ্ধ হন। এর আগের দিন ১২ নভেম্বর রাত সাড়ে ৮টায় মানিকগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডে চলন্ত পিকআপ ভ্যান থেকে ককটেল নিক্ষেপ করা হয়।

এ ছাড়া ৮ নভেম্বর রাতে শিবালয়ের উথুলী মোড়ে সারমানো সিএনজি স্টেশনে পার্কিং করা মুন্নু ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের একটি বাসে আগুন দেওয়া হয়। একই রাতে সাটুরিয়ার দরগ্রাম গ্রামীণ ব্যাংক কার্যালয়ের সামনেও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে।

মানিকগঞ্জ সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সালাউদ্দিন রাব্বি বলেন, ঘটনাটি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে। এ ঘটনায় জড়িত থাকার সন্দেহে তিনজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় অতিরিক্ত ফোর্স মোতায়েন করা হয়েছে।

যুগান্তর
শুক্রবার ১৪ নভেম্বর ২০২৫

# টঙ্গীতে ছুরিকাঘাতে পোশাক কর্মীর মৃত্যু

টঙ্গী পূর্ব (গাজীপুর) প্রতিনিধি

টঙ্গীতে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে এক পোশাককর্মীর মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার ভোর পাঁচটার দিকে টঙ্গীর মধুমিতা রোড এলাকার বিআরটি উড়াল সড়কের ঢালে। খবর পেয়ে টঙ্গী পূর্ব থানা পুলিশ লাশ উদ্ধার করে গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। নিহত মশিউর রহমান নীলফামারী জেলার কিশোরগঞ্জ থানার রনচন্ডি গ্রামের মবিন চৌকিদারের ছেলে।

যুগান্তর
শনিবার ১৫ নভেম্বর ২০২৫

বিজয়নগর উপজেলা

## বাইকে ধাক্কা লাগায় অটোরিকশা চালককে পিটিয়ে হত্যা

বিজয়নগর (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) প্রতিনিধি

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগর উপজেলায় মোটরসাইকেলে ধাক্কা লাগা কেন্দ্র করে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চালক দেলোয়ার হোসেনকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। শুক্রবার দুপুরে উপজেলার পাহাড়পুর ইউনিয়নের আউলিয়া বাজারে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত দেলোয়ারের বাড়ি পাহাড়পুর ইউনিয়নের চাঁদপুর গ্রামে। তিনি গ্রামপুলিশ কাজল বেগমের স্বামী। অভিযুক্ত বিল্লাল মিয়া আউলিয়া বাজারের কনফেকশনারি ব্যবসায়ী। পাহাড়পুর ইউনিয়নের শান্তামুড়া গ্রামের আটলাবাড়ীর মোহাম্মদ আলীর ছেলে বিল্লাল। বিল্লালের কনফেকশনারি দোকানের সামনে রাখা মোটরসাইকেলের সঙ্গে দেলোয়ারের অটোরিকশার ধাক্কা লাগে। বিষয়টি দেখতে পেয়ে বিল্লাল দোকান থেকে লাঠি নিয়ে দেলোয়ারকে এলোপাতাড়ি আঘাত করে। এতে দেলোয়ার গুরুতর আহত হয়। বিজয়নগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ১৮ নভেম্বর ২০২৫

## পল্লবীতে দোকানে ঢুকে যুবদল নেতাকে গুলি করে হত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর মিরপুরে দোকানে ঢুকে পল্লবী থানা যুবদলের সদস্যসচিব গোলাম কিবরিয়াকে (৪৭) গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল সন্ধ্যায় মিরপুর ১২ নম্বর সেকশনের সি ব্লকে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানায়, সন্ধ্যা পৌনে ৭টায় মিরপুর ১২ নম্বর সেকশনের সি ব্লকে বিক্রমপুর হার্ডওয়্যার অ্যান্ড স্যানিটারি দোকানে ঢোকেন গোলাম কিবরিয়া। এ সময় মোটরসাইকেলযোগে আসা তিন দুর্বৃত্ত ওই দোকানে ঢুকে তাঁর মাথা, বুক ও পিঠে ৭ রাউন্ড গুলি করে পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থল থেকে ৭ রাউন্ড গুলির খোসা উদ্ধার করা হয়। এদিকে সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া দোকানের সিসি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা যায়, কিবরিয়া দোকানে ঢোকার দুই-তিন সেকেন্ডের মধ্যে কয়েক দুর্বৃত্ত ঢুকে তাঁকে গুলি করতে শুরু করে। কিবরিয়া দোকানে চেয়ার ধরে লুকানোর চেষ্টা করেন। পাশে অন্যরা থাকলেও অস্ত্রধারীদের কিছুই করতে পারেননি। মাত্র ১০ সেকেন্ডের মধ্যেই হত্যা করে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। দুর্বৃত্তদের একজনের পরনে পাঞ্জাবি, একজনের গায়ে শার্ট ও আরেকজনের গায়ে শার্টের ওপর শীতের

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

দিয়াবাড়ীতে গলা কাটা লাশ

### পল্লবীতে দোকানে ঢুকে

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] চাদর জড়ানো ছিল। প্রত্যেকের মাথায় হেলমেট ও মুখে মুখোশ ছিল। এ সময় দোকানে নয়জন ছিলেন। দুর্বৃত্তদের একজন কিবরিয়াকে গুলি করতে শুরু করলে ভয়ে দোকান থেকে আগের লোকজন বেরিয়ে যান। আর দুজন লুকিয়ে পড়েন। কিবরিয়াকে দুজন এলোপাতাড়ি গুলি করে। কিবরিয়া মাটিতে লুটিয়ে পড়লে তাঁকে আরও তিনটি গুলি করে দুর্বৃত্তরা দ্রুত বেরিয়ে যায়। মাটিতে লুটিয়ে পড়ার পরও গোলাম কিবরিয়াকে গুলি করা হয়। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে শেরেবাংলানগরে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়। হাসপাতালের ওয়ার্ড মাস্টার আবুল বাশার জানান, গোলাম কিবরিয়াকে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা করে মৃত ঘোষণা করেন। ঢাকা মহানগরী উত্তর বিএনপির আহ্বায়ক আমিনুল হক বলেন, গোলাম কিবরিয়া পল্লবী থানা যুবদলের সদস্যসচিব। তিনি রাজনীতির পাশাপাশি ছোটখাটো ব্যবসা করতেন। তাঁর গায়ে ৯টি গুলি লেগেছে। তিনি স্ত্রী ও দুই মেয়েকে নিয়ে মিরপুর সাড়ে ১১-তে ফলপট্টিসংলগ্ন ভাড়া বাসায় থাকতেন। তাঁর গ্রামের বাড়ি চাঁদপুরের মতলবে।

এ বিষয়ে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) মিরপুর বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মোহাম্মদ মাকছুদের রহমান বলেন, কিবরিয়াকে গুলি করার ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়েছে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

এদিকে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যাওয়ার সময় ব্যাটারিচালিত এক অটোরিকশাচালককেও গুলি করে। চালকের নাম আরিফ হোসেন (১৮)। ঢামেক হাসপাতালে আরিফ বলেন, দুই যুবক হেলমেট পরা অবস্থায় দৌড়ে তার রিকশায় উঠে পিস্তল ঠেকিয়ে দ্রুত চালাতে বলে। দেরি হওয়ায় তারা তাকে গুলি করে। পরে এক পথচারী তাকে ঢামেকে নিয়ে আসেন। আরিফ পল্লবীতে থাকেন বলে জানান। ঢামেক পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মোহাম্মদ ফারুক বলেন, গুলিবিদ্ধ আরিফের চিকিৎসা চলছে। তবে সে শঙ্কামুক্ত বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন।

**গলা কাটা লাশ উদ্ধার :** এদিকে গতকাল সন্ধ্যায় উত্তরা দিয়াবাড়ীতে খালি প্লটের ছনের খেত থেকে অজ্ঞাত এক তরুণের গলা কাটা লাশ উদ্ধার হয়েছে। বয়স আনুমানিক ২০। তাৎক্ষণিক পরিচয় জানাতে পারেনি পুলিশ। তুরাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম জানান, দুষ্কৃতকারীরা তাকে হত্যা করে ওই স্থানে ফেলে রেখে যায়। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়েছে। লাশের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে।

কালের কণ্ঠ
। মঙ্গলবার । ১৮ নভেম্বর ২০২৫

## ১৩ গাড়িতে আগুন অবরোধ আতঙ্ক

**উত্তরায় সাবেক এমপির ভাইয়ের বাড়িতে আগুন :** রাজধানীর উত্তরায় সাবেক এমপি হাবিব হাসানের ছোট ভাই নাদিম হাসানের বাড়িতে গতকাল সন্ধ্যায় আগুন দেয় উত্তেজিত জনতা। সেখানে আগুনে একটি প্রাইভেট কার পুড়ে গেছে। ফায়ার সার্ভিস নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার রোজিনা আক্তার জানান, সাবেক এমপি হাবিব হাসানের ছোট ভাই নাদিম হাসানের বাড়িতে আগুন ছিল। এ সময় পাশের দোকানেও আগুন ছিল। আমাদের দুটি ইউনিট দোকানে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছে।

এদিকে গতকাল রাতে রাজধানীর নিউমার্কেট, ধানমণ্ডি ২৭ ও মিরপুর এলাকায় একাধিক ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এতে একজন রিকশাচালক আহত হন।

ইত্তেফাক
রবিবার
৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩২, ২৩ নভে

## আড়াইহাজারে অপহৃত ট্রলার চালকের মরদেহ উদ্ধার

### মুক্তিপণ না দেওয়ায় হত্যা!

■ আড়াইহাজার (নারায়ণগঞ্জ) সংবাদদাতা

আড়াইহাজার উপজেলার খাগকান্দা খেয়াঘাট থেকে অপহরণের তিন দিন পর, মুক্তিপণ না দেওয়ায় আরিফ হোসেন সরকার (২৫) নামে এক ট্রলারচালকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল শনিবার বিকালে মুন্সীগঞ্জের গজারিয়া উপজেলার রায়পুরা এলাকার মেঘনা নদী থেকে আরিফের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। আরিফ উপজেলার খাগকান্দা ইউনিয়নের খাগকান্দা সরকার বাড়ির মৃত সাইজুদ্দিন সরকারের ছেলে।

পরিবারের দাবি, গত বুধবার রাতে অপহরণের শিকার হন আরিফুল। পরে তার পরিবারের কাছে অপহরণকারীরা সর্বশেষ ৪০ হাজার টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। টাকা না দেওয়ায় আরিফুলকে হত্যা করা হয়েছে।

আড়াইহাজার থানার ওসি সাঈফ উদ্দিন বলেন, 'প্রাথমিক তদন্তে তাকে হত্যা করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।'

রবিবার
২৩ নভেম্বর ২০২৫
ইত্তেফাক

## ভেড়ামারায় কৃষককে গুলি করে হত্যা

■ ভেড়ামারা (কুষ্টিয়া) সংবাদদাতা

ভেড়ামারার বাহাদুরপুর ইউনিয়নের রায়টা নতুনপাড়া এলাকার এক কৃষককে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। নিহতের নাম রেফাজুল ইসলাম (৫২)। এ ঘটনায় গুলিবিদ্ধ লালন মন্ডল নামের আরো একজন আহত হয়েছেন। গুলিবিদ্ধ লালন মন্ডলকে ভেড়ামারা হাসপাতালে ভর্তি করলে তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হলে কুষ্টিয়ার ২৫০ শয্যার হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টায় উপজেলার বাহাদুরপুর ইউনিয়নের রায়টাঘাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার বাহাদুরপুর ইউনিয়নের রায়টা নতুনপাড়া এলাকার কৃষক রেফাজুল ইসলাম ও লালন মন্ডল দোকানে কেনাকাটা করছিলেন। এ সময় কয়েক জন অস্ত্রধারী দুর্বৃত্ত হঠাৎ খুব কাছ থেকে তাদের উদ্দেশে গুলি ছোড়ে। এতে ঘটনাস্থলেই রেফাজুল ইসলাম নিহত হন। গুলিবিদ্ধ হন লালন মন্ডল। ভেড়ামারা থানার ওসি আব্দুর রউফ তালুকদার বলেন, ভেড়ামারার রায়টা ঘাট এলাকায় রেফাজুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তি গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন। আহত হয়েছেন লালন মন্ডল নামের আরো একজন। তাদের উদ্ধার করে কুষ্টিয়ার ২৫০ শয্যার হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। তবে কারা এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। দোষীদের চিহ্নিত করতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ২০ নভেম্বর ২০২৫
৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

# তুরাগে চালককে খুন করে অটোরিকশা ছিনতাই

যুগান্তর প্রতিবেদন

অটোরিকশা ছিনতাইয়ের পরিকল্পনাতেই কিশোর শান্তকে গলা কেটে হত্যা করে আসামিরা—এমন চাঞ্চল্যকর তথ্য জানিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। ঘটনাটি প্রথমে 'ক্লুলেস' মনে হলেও তুরাগ থানা পুলিশের তথ্য-প্রযুক্তিনির্ভর তৎপরতায় মাত্র ৩০ ঘণ্টায় বেরিয়ে আসে হত্যার নেপথ্যের পৈশাচিক কাহিনী, গ্রেফতার হয় চারজন।

রাজধানীর মিন্টো রোডে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে বুধবার অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য তুলে ধরেন ডিএমপির উত্তরা বিভাগের উপকমিশনার মো. মুহিদুল ইসলাম। তিনি জানান, অর্থের সংকটে থাকা রবিউল ইসলাম রানা ও সামিদুল হক মনা আগেই ঠিক করে রেখেছিল কারও একটি অটোরিকশা ছিনিয়ে নিয়ে বিক্রি করবে। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী সোমবার সন্ধ্যায় পরিচিত অটোরিকশাচালক, ১৬ বছরের কিশোর শান্তর অটোরিকশা ভাড়া করে ঘুরতে যাওয়ার কথা বলে তুরাগ এলাকায় নিয়ে যায় তারা। সুযোগ বুঝে ফাঁকা জায়গায় নিয়ে রানা প্রথমে নাইলনের রশি দিয়ে শান্তের গলা চেপে ধরে, পরে মনা ধারালো ছুরি দিয়ে গলা কেটে হত্যা করে। হত্যার পর অটোরিকশা নিয়ে পালিয়ে যায় দুজন। পরে হজরত আলীর যোগসাজশে ছিনতাইকৃত অটোরিকশাটি নেত্রকোনার দুর্গাপুরে নয়ন মিয়ার কাছে ৫০ হাজার টাকায় বিক্রি করা হয়। সোমবার বিকালে তুরাগের শ্যামপুর রেললাইনের পাশে জঙ্গলের ভেতর ছনের ঘরে গলাকাটা অবস্থায় অজ্ঞাতনামা এক কিশোরের লাশ দেখতে পায় স্থানীয়রা। ৯৯৯-এ ফোন পেয়ে পুলিশের উপস্থিতিতে লাশটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে।

দেশ রূপান্তর | শনিবার, ১ নভেম্বর ২০২৫

## সোনারগাঁয়ে অটোরিকশা চালকের মরদেহ উদ্ধার

# গাজীপুরে যুবককে কুপিয়ে হত্যা

গাজীপুর প্রতিনিধি ও বারদী (সোনারগাঁ) সংবাদদাতা

গাজীপুরে এক যুবককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গত বৃহস্পতিবার রাতে মহানগরের শিমুলতলী চত্বর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত যুবক দিনাজপুরের বীরগঞ্জ থানার শাহাড়ুবি এলাকার শাহজাহান মিয়ার ছেলে মফিজুল ইসলাম (২৬)।

পুলিশ ও এলাকাবাসী জানায়, শিমুলতলী এলাকায় বাসা ভাড়া থেকে দিনমজুরের কাজ করতেন মফিজুল ইসলাম। রাতে চালচত্বর এলাকায় এটিআই গেটের পাশে দুর্বৃত্তরা তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর জখম করে। এতে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে নিহতের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠায়।

গাজীপুর মেট্রোপলিটন সদর থানার এসআই কায়সার হাসান ফারুক বলেন, নিহতের শরীরের বিভিন্ন স্থানে গুরুতর জখমের চিহ্ন রয়েছে। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

এদিকে, নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে রিজওয়ান (১৯) নামের এক অটোরিকশা চালকের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার সকালে উপজেলার নোয়াগাঁও ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বিজয়নগরের নতুন সড়কের পাশের ঝোপ থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। নিহত রিজওয়ান বারদী ইউনিয়নের ভটেরপাড়া গ্রামের মনির হোসেনের ছেলে। তালতলা ফাঁড়ির এসআই সেলিম বলেন, 'আমরা মরদেহ উদ্ধার করেছি। অটোতে তিনটি জুতা পাওয়া গেছে। বিস্তারিত তদন্ত শেষে বলা যাবে।'

সংবাদ | মঙ্গলবার ৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩২
Tuesday 18 November 2025

# মানিকগঞ্জে স্কুলবাসে দগ্ধ সেই চালকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, মানিকগঞ্জ

মানিকগঞ্জের শিবালয়ের ফলসাটিয়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় থেমে থাকা বাসে দুর্বৃত্তদের দেওয়া আগুনে দগ্ধ হওয়া স্কুলবাসের সেই চালক পারভেজ খান তাজেস জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন শিবালয় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আমান উল্লাহ।

গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে আটটার দিকে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে তার মৃত্যু হয়। নিহত পারভেজ মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার বাড়াইভিকরা গ্রামের বাসিন্দা।

গত বৃহস্পতিবার রাত দেড়টার দিকে শিবালয়ের ফলসাটিয়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের পাশে পার্ক করে রাখা দি হলি চাইল্ড স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী বহনকারী বাসটিতে দুর্বৃত্তরা আগুন ধরিয়ে দেয়। সে সময় বাসের ভেতরে ঘুমিয়ে থাকা চালক পারভেজ গুরুতরভাবে দগ্ধ হন।

স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে চালককে উদ্ধার করে প্রথমে মানিকগঞ্জ সদর হাসপাতালে পাঠায়, পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি।

শিবালয় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আমান উল্লাহ বলেন, বাস চালক আজ সকালে মারা গেছে। বাসে অগ্নিসংযোগের কারণ উদঘাটনে তদন্ত চলছে।

যুগান্তর | ১৯ নভেম্বর ২০২৫
৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

# গাজীপুরে স্বামীর হাতে পোশাক শ্রমিক খুন

যুগান্তর ডেস্ক

গাজীপুরের বড়বাড়ি এলাকার ভাড়া বাসা থেকে বকশীগঞ্জের পোশাক শ্রমিকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পরিবারের দাবি স্বামীর হাতেই খুন হয়েছেন তিনি। এছাড়া মঙ্গলবার আখাউড়ায় মানসিক প্রতিবন্ধী, তারাগঞ্জ ও মাধবপুরে যুবক, রাঙ্গাবালীতে দম্পতি এবং শাজাহানপুরে কলেজছাত্রের লাশ উদ্ধার হয়েছে। যুগান্তর ব্যুরো ও প্রতিনিধিরা জানান : **গাজীপুরে** বড়বাড়ি এলাকার একটি ভাড়া বাসা থেকে সোমবার বীনা আক্তার নামে এক পোশাক শ্রমিকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি **জামালপুরের বকশীগঞ্জে** বাট্টাজোড় ইউনিয়নের বীরগাঁও গ্রামের সুলতান মাহমুদের মেয়ে। তার মৃত্যু নিয়ে রহস্য তৈরি হয়েছে। জানা গেছে, বীণা তার স্বামী জুয়েল মিয়ার সঙ্গে গাজীপুরে পোশাক কারখানায় চাকরি করতেন। রোববার রাতে তাদের মধ্যে ঝগড়া হয়। সোমবার তার মৃত্যুর সংবাদ পায় পরিবার। বাবা সুলতান মাহমুদের দাবি, জুয়েল প্রায়ই বীণাকে মারধর করত। সে বীণাকে হত্যা করেছে। আমরা লাশ বাড়ি আনতে গেলে জুয়েলের পরিবার গোপনে দাফনের প্রস্তুতি নেয়। বকশীগঞ্জ থানার ওসি খন্দকার শাকের আহম্মদ জানান, এ ঘটনায় আইনি প্রক্রিয়া চলমান। **ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ায়** পৌরশহরের রূপনগর এলাকায় তিতাস নদী থেকে মঙ্গলবার তৌহিদ আহমদ খান নামে এক মানসিক প্রতিবন্ধীর অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি পৌরশহরের দেবগ্রাম পূর্বপাড়ার মৃত ফরিদ আহাম্মদ খানের ছেলে। পরিবার জানায়, তৌহিদ মানসিক প্রতিবন্ধী ছিলেন। কয়েকদিন ধরে তার খোঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মঙ্গলবার তিতাস নদীতে তার লাশ ভাসতে দেখে পুলিশে খবর দেয় স্থানীয়রা। **হবিগঞ্জের মাধবপুরে** বাঘাসুরা গ্রাম থেকে মঙ্গলবার রনি মিয়া নামে এক যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি ওই গ্রামের কুতুব মিয়ার ছেলে। মা রেজিনা বেগম বলেন, সোমবার রাতে রাতে রনি ঘর থেকে বের হয়ে আর ফেরেনি। সকালে বাড়ির পাশের একটি গাছে তার ঝুলন্ত লাশ দেখতে পাই। ওসি সহিদ উল্যা জানান, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। **পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালীতে** উত্তর চালিতাবুনিয়া গ্রামে নিজ বসতঘর থেকে মঙ্গলবার এক দম্পতির ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তারা হলেন ওই গ্রামের রাকিব প্যাদা ও তার স্ত্রী সোহাগী বেগম। এ সময় স্বামী-স্ত্রী স্বাক্ষরিত চিরকুটে লেখা ছিল 'মানসম্মান সব গেছে। বাঁচ্ছা (বেঁচে) থাইকা কি হবে?' ওসি শামীম হাওলাদার বলেন, 'চিরকুটসহ সব আলামত জব্দ করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। **রংপুরের তারাগঞ্জে** নিখোঁজের ৮ ঘণ্টা পর সোমবার রাতে পুকুর থেকে নাঈম হোসেন নামে এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি উপজেলার ইকরচালি ইউনিয়নের মাঝেরহাট গ্রামের ছকমল হোসেনের ছেলে। স্বজনরা জানায়, সোমবার গোসল করার জন্য বাড়ি থেকে বের হয়ে নিখোঁজ হন নাঈম। পরে রাতে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল তার লাশ উদ্ধার করে। **বগুড়ার শাজাহানপুরে** রহিমাবাদ বি-ব্লক এলাকার ভাড়া বাসা থেকে মঙ্গলবার তুষার কুমার নামে এক কলেজছাত্রের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পাশে চিরকুটে লেখা ছিল, 'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়'। তিনি নাটোরের নলডাঙ্গার পূর্বমাধবনগর গ্রামের কৃষ্ণ চন্দ্র বাঁশফোরের ছেলে ও বগুড়া সরকারি আজিজুল হক কলেজে স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। বাবার চাকরির সুবাদে শাহাজাদপুরে থাকে তার পরিবার।

**আখাউড়া তারাগঞ্জ মাধবপুর রাঙ্গাবালী ও শাজাহানপুরে ৬ লাশ উদ্ধার**

যুগান্তর | বুধবার ২৬ নভেম্বর ২০২৫
১১ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

# সিংগাইরে মাছ বিক্রেতাকে মাথা থেঁতলে হত্যা

সিংগাইর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি

মানিকগঞ্জের সিংগাইর উপজেলায় মাছ বিক্রেতা জাকির হোসেনকে (৪২) পিটিয়ে হত্যা করেছে অজ্ঞাতনামা দুর্বৃত্তরা। মঙ্গলবার ভোরে মাথা থেঁতলা অবস্থায় তার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। নিহত জাকির উপজেলার চান্দহর ইউনিয়নের চরচামটা গ্রামের বুদ্দু মিয়ার ছেলে। শান্তিপুর পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক ফজলুল হক জানান, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মানিকগঞ্জ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩
Dhaka : Friday 21 November 2025

# কুমারখালী পৌরসভায় সার্ভেয়ারের কিলঘুষিতে চালকের মৃত্যু

জেলা বার্তা পরিবেশক, কুষ্টিয়া

কুষ্টিয়ার কুমারখালী পৌরসভায় বকেয়া বেতন নিয়ে তর্কাতর্কির একপর্যায়ে সার্ভেয়ারের কিলঘুষিতে গাড়ি চালক শহিদুল ইসলামের (৫৭) মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। গত বুধবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে পৌর ভবনের ১১৫ নম্বর কক্ষে এ ঘটনা ঘটে। তিনি পৌরসভার শেরকান্দি এলাকার মৃত গঞ্জের আলীর ছেলে। নিহত শহিদুলের মেয়ে সুবর্ণা খাতুন বলেন, পৌরসভায় বড় কর্মচারীদের বেতন হয়। আমার বাবা ছোট কর্মচারী। পৌরসভা তার বেতন দেয়না। সকালে বেতন চাইতে গেলে পৌরসভার সার্ভেয়ার মো. ফিরোজুল ইসলাম বাবাকে ব্যাপক কিলঘুষি, লাথি মারে হত্যা করে ১০১ নম্বর কক্ষে আটকে রেখেছিল। আমি থানায় মামলা করব। আসামিদের ফাঁসি চাই।

এদিকে পৌরসভায় বেতন নিয়ে এমন ঘটনায় ফুঁসে উঠেছেন নিহত শহিদুলের স্বজনা ও এলাকাবাসী। তারা ক্ষুব্ধ হয়ে পৌরসভায় শেরকান্দি এলাকার অভিযুক্ত ফিরোজুলের বহুতল ভবনে হামলা ও ভাঙচুর চালিয়েছে। পরে সুষ্ঠু বিচারের দাবিতে কুমারখালী পৌর ভবনের প্রধান ফটক আটকে রেখে বিক্ষোভ করেন তারা।

পুলিশ, পৌরসভা ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ১৮৬৯ সালে নির্মিত প্রথম শ্রেণির কুমারখালী পৌরসভায় প্রায় ৫৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছেন। তারা প্রায় ৪২ মাসের ১০ কোটি টাকা বেতন পাবেন পৌর কর্তৃপক্ষের নিকট। সকালে বকেয়া বেতনের দাবিতে গাড়ি চালক শহিদুল ইসলাম বিভিন্ন কক্ষের দরজা বন্ধ করে দেন। সেসময় ১১৫ নম্বর কক্ষের সার্ভেয়ার ফিরোজুলের কক্ষটি বন্ধ করতে যান। তখন ফিরোজুলের সঙ্গে শহিদুলের তর্কাতর্কির একপর্যায়ে কিলঘুষি ও হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। পরে পৌরসভায় কর্মরত অন্যান্যরা ফিরোজুলকে ১১৫ নম্বর এবং শহিদুলকে ১০১ নম্বর কক্ষে আটকে রাখেন। কিছুক্ষণ পরে ১০১ নম্বর কক্ষে গিয়ে পৌরসভায় কর্মকর্তারা দেখেন শহিদুল পাকা মেঝেতে পড়ে আছেন। পরে তারা তাকে উদ্ধার করে সকাল ১০টার দিকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানকার চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী পৌরসভার বাজার পরিদর্শক নুর ইসলাম বলেন, ফিরোজ কাজ করছিল কার্যালয়ে। তখন শহিদুল বেতন না পেয়ে দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছিল। সেসময় ফিরোজের সঙ্গে তর্কাতর্কি ও ধস্তাধস্তি হয়। তার ভাষ্য, শহিদুল হার্টের রোগী ছিল। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে যায়। তবে কোনো মারামারির ঘটনা ঘটেনি।

সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সরেজমিন গিয়ে দেখা যায়, উৎসুক জনতার ভিড়। নিহত শহিদুলের মুখে আঘাতের ক্ষত। স্বজনারা আহাজারি করছেন।

এ সময় শহিদুলের ভাগ্নি রূপালী খাতুন বলেন, পৌর ভবনের পিছনে আমার বাড়ি। মারামারির খবর শুনে দ্রুত ছুটে গিয়ে দেখি ১০১ নম্বর কক্ষে তালাবদ্ধ মামা। খুলে দেখি মুখে দাঁতে আঘাতের চিহ্ন-রক্ত। তাঁর ভাষ্য, মামাকে পৌরসভার লোকজন বেতনের জন্য হত্যা করেছে। সঠিক বিচার চাই।

সরেজমিন গিয়ে দেখা যায় শেরকান্দি এলাকায় অবস্থিত সার্ভেয়ার ফিরোজুলের বহুতল বাড়ির কাঁচের জানালা, বৈদ্যুতিক মিটারে ভাঙচুরের ক্ষত। সেখানে উৎসুক জনতার ভিড়। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করছে পুলিশ। আর পৌরসভায় গিয়ে দেখা যায়, বিচারের দাবিতে বিক্ষিপ্ত জনতার ভিড়। প্রধান প্রবেশপথের কেচি গেইট লাগানো।

এ সময় নিহত শহিদুলের ভাই মনিরুল ইসলাম বলেন, হিসাবরক্ষক রফিকুল এবং সার্ভেয়ার ফিরোজুল মিলে ভাইকে হত্যা করেছে। সঠিক বিচার না পেলে কঠোর আন্দোলন করা হবে। এদিকে ঘটনার পর থেকেই পলাতক রয়েছেন পৌরসভার সার্ভেয়ার ফিরোজুল ইসলাম। তার মুঠোফোনটিও বন্ধ থাকায় বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

অভিযোগ অস্বীকার করে কুমারখালী পৌরসভার হিসাবরক্ষক রফিকুল ইসলাম বলেন, সকালে কার্যালয়ে আয় ব্যয়ের হিসাব করছিলাম। হঠাৎ চিৎকার চেঁচামিচি শুনে গিয়ে দেখি শহিদুল জোড়ে জোড়ে কথা বলছেন। তখন নিষেধ করে চলে আসি। কিছুক্ষণ পরে শুনি শহিদুল স্ট্রোক করেছে। তার ভাষ্য, কোনো মারামারির ঘটনা ঘটেনি। প্রায় ৪২ মাসের ১০ কোটি টাকা বেতন বাকী আছে।

প্রকৃত ঘটনা এখনও জানা যায়নি বলে জানিয়েছেন কুমারখালী থানার ওসি খন্দকার জিয়াউর রহমান। তিনি বলেন, ময়নাতদন্তে রিপোর্ট আসলে প্রকৃত ঘটনা জানা যাবে। তবে বকেয়া বেতন নিয়ে ঘটনার সূত্রপাত। তিনি আরো বলেন, উত্তেজিত জনতা সার্ভেয়ারের বাড়ি ভাঙতে গেলে পুলিশ তা ঠেকিয়ে দিয়েছে।

সরকারি প্রশিক্ষণের কাজে জেলার বাইরে থাকায় বক্তব্য পাওয়া যায়নি কুমারখালী পৌর প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এম এম মিকাইল ইসলামের। তবে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) বিজয় কুমার জোয়ার্দার বলেন, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে।

কালের কণ্ঠ
শুক্রবার। ২৪ অক্টোবর ২০২৫

# সাভারে কৃষকসহ ছয় জেলায় ৬ খুন

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

সাভারে পূর্বশত্রুতা ও আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে এক কৃষককে কুপিয়ে হত্যা করেছে সন্ত্রাসীরা। পারিবারিক কলহের জেরে খুলনায় স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা করেছেন তাঁর স্বামী। তা ছাড়া কয়েক জেলায় জমি নিয়ে বিরোধ, পারিবারিক কলহ, আধিপত্য বিস্তার কিংবা তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আরো ছয়জনকে হত্যা করা হয়েছে। কালের কণ্ঠের নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

**সাভারে কৃষককে কুপিয়ে হত্যা :** সাভারে পূর্বশত্রুতা ও আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে আবু সাইদ (৫০) নামের এক কৃষককে কুপিয়ে হত্যা করেছে সন্ত্রাসীরা। বুধবার রাতে বনগাঁও ইউনিয়নের বেড়াইদ গ্রামে ওই হামলায় অন্তত ১০ জন আহত হন। নিহত আবু সাইদ বনগাঁও ইউনিয়নের মৃত মুনতাজ আলীর ছেলে। আহতদের মধ্যে আছেন জাবেদ, হিরু, সলিমুল্লা, বাবুল, আলিফ, আরাফাত, নজুমদ্দিনসহ কয়েকজন।

আহত জাবেদ জানান, রাত ৮টার দিকে জাকির ও তাঁর বাহিনীর ৩০-৪০ জন সদস্য হামলা চালায়। এ সময় ধারালো অস্ত্রের আঘাতে আবু সাইদের মৃত্যু হয়।

এনাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসক রাকিব আল মাহমুদ শুভ বলেন, আবু সাইদের লাশসহ ১০ জনকে হাসপাতালে আনা

যুগান্তর
শনিবার ২৫ অক্টোবর ২০২৫
৯ কার্তিক ১৪৩২

# না.গঞ্জে নিরাপত্তারক্ষীকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় গ্রেফতার আরও ১

যুগান্তর প্রতিবেদন, *নারায়ণগঞ্জ*

নারায়ণগঞ্জ শহরের খানপুর জোড়া ট্যাংকি এলাকায় নিরাপত্তারক্ষী আবু হানিফকে ইট দিয়ে থেতলে হত্যার ঘটনায় অপু নামের আরেকজনকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব। এ নিয়ে এই ঘটনায় গ্রেফতারের সংখ্যা চারে দাঁড়াল।

র‍্যাব জানায়, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় র‍্যাব-৮ এর পটুয়াখালীর একটি দল কলাপাড়া উপজেলার বলিপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে অপুকে গ্রেফতার করে। অপু নগরীর খানপুরের মহসিন ক্লাব গলির বাসিন্দা হিরার ছেলে। র‍্যাব-৮ এর সিনিয়র সহকারী পরিচালক অমিত হাসান বলেন, গ্রেফতার অপু প্রাথমিকভাবে হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে।

নারায়ণগঞ্জ সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শাখাওয়াৎ হোসেন মৃধা জানান, শুক্রবার সন্ধ্যায় গ্রেফতার অপুকে র‍্যাব সদর থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছে। তাকে আবু হানিফ হত্যা মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে আগামীকাল (আজ) আদালতে পাঠানো হবে।

ইত্তেফাক
১৯ নভেম্বর ২০২৫

# দোহারে নেশা করিয়ে অটোরিকশা চালককে হত্যা করল বন্ধু

■ দোহার-নবাবগঞ্জ (ঢাকা) সংবাদদাতা

ঢাকার দোহারে নেশা পান করিয়ে ইয়াছিন (২২) নামে এক অটোরিকশা চালককে হত্যা করেছে তার বন্ধু। এ ঘটনায় পুলিশ ঘটনার মূল হোতা সোহাগকে গ্রেফতার করেছে। গত সোমবার রাত ৮টার দিকে উপজেলার নিকড়া বিল এলাকায় ছুরিকাঘাত করা হয় ইয়াছিনকে। পরে দোহার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে তার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

নিহত ইয়াছিন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর থানার বিল্লাল হোসেনের ছেলে। জানা গেছে, সোহাগ ও ইয়াছিন জুরাইনে এক সঙ্গে থাকত। সোহাগ কিছু দিন আগে দোহারের খাড়াকান্দায় এক গ্যারেজে কাজ নেয়। গত রবিবার সোহাগ জুরাইনে বন্ধু ইয়াছিনের বাসায় বেড়াতে গিয়ে রাতযাপন করে। এরপর সোমবার দুপুরে ইয়াছিনের নতুন অটোরিকশা নিয়ে দোহারের উদ্দেশে বের হয়। সঙ্গে ইয়াছিনও ছিল। সন্ধ্যার সময় নিকরা এলাকার বিলের কাছে রাস্তার পাশে অটোরিকশা রেখে সোহাগ ইয়াছিনকে নেশা পান করায়। এরপর গলায় ও মুখে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করে। হত্যার পর বন্ধুকে সেই অটোরিকশায় তুলে দোহার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। এ সময় কর্তব্যরত চিকিৎসক ইয়াছিনকে মৃত ঘোষণা করেন।

খবর পেয়ে দোহার থানা পুলিশ হাসপাতালে গিয়ে সোহাগের কাছে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করে। সোহাগ পুলিশকে জানায়, তিনি রিকশা নিয়ে জয়পাড়া আসার পথে একজন লোককে রক্তাক্ত অবস্থায় কাতরাতে দেখে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। পরে তিনি মারা যান। এ সময় সোহাগের কথাবার্তায় সন্দেহ হলে পুলিশ তাকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। এদিকে লাশের সুরতহাল শেষে গতকাল ময়নাতদন্তের জন্য মিটফোর্ড হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ। গতকাল পুলিশ সোহাগকে আদালতে পাঠিয়েছে। এ ঘটনায় নিহত ইয়াছিনের বাবা বিল্লাল হোসেন বাদী হয়ে দোহার থানায় একটি হত্যা মামলা করেছেন।

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩২
Dhaka : Saturday 22 November 2025

# রিকশা চালককে থানায় আটকে নির্যাতন, এসআইয়ের বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি গঠন

জেলা বার্তা পরিবেশক, সিরাজগঞ্জ

চুরির অভিযোগে আনোয়ার হোসেন নামের এক রিকশাচালককে বাড়ি থেকে ধরে থানায় নিয়ে আটকে রেখে নির্যাতন ও ঘুষ গ্রহণের অভিযোগে সিরাজগঞ্জের সলঙ্গা থানার এক এসআইয়ের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অভিযুক্ত এসআই মাইনুল হোসেন সলঙ্গা থানায় সেকেন্ড অফিসার হিসেবে কর্মরত। ভুক্তভোগী আনোয়ার হোসেন থানার দেওভোগ গ্রামের মৃত জিহাদ হোসেনের ছেলে।

অভিযোগ সূত্র জানায়, গত ১০ জুলাই রাতে এসআই মাইনুল হোসেন সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে ধুবিল কাটারমহল গ্রামের একটি বাড়িতে চুরির মামলায় সন্দেহভাজন আসামি হিসেবে আনোয়ারকে আটক করে থানায় নিয়ে যান। তাকে রাতভর থানার হাজতে আটকে রাখা হয়। পরদিন সকালে তাকে থানার দ্বিতীয় তলার একটি কক্ষে নিয়ে মারধর করে চুরির ঘটনায় স্বীকারোক্তি নেওয়ার চেষ্টা করেন এসআই মাইনুল। স্বীকার না করায় হাটিকুমরুল হাইওয়ে থানায় জুলাই আন্দোলনে হামলা ও অস্ত্র লুটের মামলায় গ্রেপ্তার করার ভয় দেখানো হয়। কোন তথ্য না পেয়ে ২০ হাজার টাকা ঘুষ দাবি করেন মাইনুল। পরে ১৬ হাজার টাকা ঘুষ নিয়ে রিকশাচালক আনোয়ারকে মুচলেকায় ছেড়ে দেওয়া হয়। এ ঘটনায় পুলিশ কোন নির্যাতন করেনি এবং ঘুষ নেয়নি মর্মে আনোয়ারের কাছ থেকে ভিডিও রেকর্ড করে রাখেন এসআই মাইনুল। ভুক্তভোগী আনোয়ার ভয়ে এতোদিন বিষয়টি গোপন রাখলেও ১১ নভেম্বর তিনি এ বিষয়ে সিরাজগঞ্জ পুলিশ সুপারসহ বিভিন্ন দপ্তরে লিখিত অভিযোগ করেন। পুলিশ সুপার বিষয়টি সাত দিনের মধ্যে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

ভুক্তভোগী রিকশাচালক আনোয়ার হোসেন বলেন, মিথ্যা অভিযোগে এসআই মাইনুল আমাকে থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে মারধর করার পর ১৬ হাজার টাকা নিয়ে মুচলেকায় ছেড়ে দেন। আমি গরীব মানুষ ধারদেনা করে আমি এসআই মাইনুলকে ঘুষ দিয়েছি। ন্যায় বিচারের আশায় পুলিশ সুপারের কাছে লিখিত অভিযোগ করি। অভিযোগ অস্বীকার করে সলঙ্গা থানার অভিযুক্ত এসআই মাইনুল হোসেন বলেন, রিকশাচালক আনোয়ার হোসেনকে একটি চুরির মামলায় সন্দেহভাজন আসামি হিসেবে থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তার কাছ থেকে ঘুষ গ্রহণ বা তাকে কোনো নির্যাতন করা হয়নি।

এ বিষয়ে রায়গঞ্জ সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সাইফুল ইসলাম বলেন, সলঙ্গা থানার এসআই মাইনুল হোসেনের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ তদন্তের জন্য এসপি স্যার আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন। ৭ দিনের মধ্যে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়েছে।

ইত্তেফাক
২৭ নভেম্বর ২০২৫

# জুরাইনে গুলিতে আহত দোকান কর্মচারীর মৃত্যু

## শান্তিনগরে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে ব্যবসায়ী আহত

■ বিশেষ প্রতিনিধি

রাজধানীর জুরাইনে দুর্বৃত্তের গুলিতে আহত ফার্নিচার দোকানের কর্মচারী শাহিন বেপারী (৩০) মারা গেছেন। গত মঙ্গলবার রাতে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের ৩ নম্বর ওয়ার্ডে তার মৃত্যু হয়। নিহত শাহিন শরিয়তপুর সদর উপজেলার দক্ষিণ কেশবপুর গ্রামের সিরাজ বেপারীর ছেলে।

শাহিনের মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, লাশ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় অবগত করা হয়েছে।

এর আগে গত শনিবার সন্ধ্যায় জুরাইন চেয়ারম্যান বাড়ি ডলফিন স্কুলের সামনের রাস্তায় দুর্বৃত্তের গুলিতে আহত হন শাহিন। তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসা পথচারী রাহাতুল ইসলাম হিরা ও মো. খোরশেদ আলম জানান, শনিবার সন্ধ্যায় জুরাইন ডলফিন স্কুলের সামনে রাস্তায় পড়েছিলেন ঐ ব্যক্তি। তার মাথা থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। তখন তারা কয়েক জন পথচারী মিলে ঐ যুবককে একটি অটোরিকশায় করে হাসপাতালে নিয়ে আসেন।

এ ব্যাপারে কদমতলী থানার ওসি মোহাম্মদ আইয়ুব জানিয়েছেন, এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় তিন জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মাদক ব্যবসার বিরোধের জেরে এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।

**ব্যবসায়ী আহত :** রাজধানীতে হেঁটে বাসায় ফেরার পথে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে বিল্লাল হোসেন (৪০) নামে এক কাপড়ের ব্যবসায়ী গুরুতর আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে শান্তিনগর বাজারের সামনে এ ঘটনাটি ঘটে। পরে রাত ১২টার দিকে আহত অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়। আহত বিল্লাল কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলার পাঁচগাছিয়া গ্রামের আব্দুল আজিজের ছেলে ও বর্তমানে পরিবারের সঙ্গে মগবাজার এলাকায় ভাড়া থাকেন।

ভুক্তভোগী ব্যবসায়ীর ভাই ফজলুর রহমান বলেন, আমার ভাই গাউছিয়া, মৌচাক মার্কেটসহ বিভিন্ন মার্কেটে পাইকারি কাপড় সরবরাহ করতেন। গত রাতে শান্তিনগর বাজার এলাকা দিয়ে হেঁটে বাসায় ফিরছিলেন। এ সময় অজ্ঞাতনামা তিন জন ছিনতাইকারী আমার ভাইয়ের পথরোধ করে দাঁড়ায়। কোনো কিছু বোঝার আগেই তারা আমার ভাইয়ের বুকে ও বাম পায়ে ছুরিকাঘাত করে ৫ হাজার টাকা ও একটি মোবাইল ফোন নিয়ে পালিয়ে যায়।

**অজ্ঞান পার্টির কবলে অটোচালক :** রাজধানীতে অজ্ঞান পার্টির কবলে পড়ে জনি দাস নামের এক অটোচালক নিজের অটোরিকশা খুঁইয়েছেন। মঙ্গলবার রাত ১০টার দিকে লালবাগের ছোট বাটা মসজিদ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। জনি দাস লালবাগের বেলতলি শেখ সাহেব বাজার এলাকার হরি জীবন দাসের ছেলে বলে জানিয়েছেন স্বজনরা।

জনি দাসের ভাই রকি দাস বলেন, অচেতন অবস্থায় আমার ভাইকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে গেলে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক মেডিসিন বিভাগের ৬০১ নম্বর ওয়ার্ডে ভর্তি নেন।

প্রথম আলো
সোমবার, ২৪ নভেম্বর ২০২৫

সাতক্ষীরার সুন্দরবন

# ৪ জেলে অপহরণের পর মুক্তিপণ দিয়ে ফিরলেন একজন

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাতক্ষীরা

সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার সুন্দরবনের সাতক্ষীরা রেঞ্জের আঠারবেকি এলাকা থেকে গত শুক্রবার সন্ধ্যায় চার জেলে অপহৃত হওয়ার পর গতকাল রোববার একজন বাড়িতে ফিরেছেন। এর আগে সুন্দরবনে কাঁকড়া ধরতে যাওয়ার সময় মাথাপিছু ৫০ হাজার টাকা মুক্তিপণের দাবিতে ওই ৪ জেলেকে আলিম বাহিনীর সদস্যরা অপহরণ করেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

শ্যামনগর উপজেলার বড়ভেটখালী গ্রামের ইউসুফ গাজী জানান, ২০ নভেম্বর কৈখালী স্টেশন থেকে অনুমতিপত্র নিয়ে তাঁর নৌকায় করে মরগাং গ্রামের ইব্রাহিম শেখ ও আনিস শেখ কাঁকড়া ধরতে সুন্দরবনে যান। একইভাবে পাস নিয়ে মরগাং গ্রামের হাসান শেখ ও বড়ভেটখালী গ্রামের আবদুল গাজীও কাঁকড়া ধরতে যান। শুক্রবার সন্ধ্যায় আঠারবেকি এলাকার ভাইজো খালে কাঁকড়া ধরার সময় আলিম বাহিনীর সদস্যরা তাঁদের তিনটি নৌকা থেকে চারজনকে অপহরণ করেন।

ইউসুফ গাজী জানান, গতকাল ভোরে ৫০ হাজার টাকা মুক্তিপণ পরিশোধের পর বনদস্যুরা হাসান শেখকে একটি নৌকায় তুলে দেন। সকাল নয়টার দিকে তিনি বাড়িতে ফিরে আসেন।

সুন্দরবনের সাতক্ষীরা রেঞ্জ কর্মকর্তা হক বলেন, 'জেলেরা অপহরণের মতো ঘটনা আমাদের জানায় না। মহাজন বা পরিবারের লোকজন মুক্তিপণ দিয়ে তাদের ছাড়িয়ে আনে, এটাই আমরা পরে শুনি। দুর্গম এলাকার কারণে দ্রুত অভিযান পরিচালনা করাও কঠিন। বনদস্যুদের তৎপরতা ঠেকাতে স্মার্ট প্যাট্রল টিম ও দুটি বিশেষ টহল দল মাঠে রয়েছে।'

যুগান্তর
শুক্রবার ২৪ অক্টোবর ২০২৫
৮ কার্তিক ১৪৩২

নারী যাত্রীর সঙ্গে বাগবিতণ্ডা

# শ্রীনগরে অটোচালককে পিটিয়ে হত্যা, আটক ৩

শ্রীনগর (মুন্সীগঞ্জ) প্রতিনিধি

শ্রীনগরে অটোচালক ইয়াসিনকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার ভোরে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। তিনি শ্রীনগর উপজেলার আরধীপাড়া গ্রামের ইউসুফ আলির ছেলে।

জানা যায়, বুধবার সকালে উপজেলার দয়াহাটা নাপিতবাড়ি এলাকায় স্থানীয় খালেদা আক্তার নামে নারী যাত্রীর সঙ্গে ইয়াসিনের বাগবিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে ওই নারী ইয়াসিনকে শায়েস্তা করার জন্য মোবাইল ফোনে তার স্বজনদের ডাকেন। তাৎক্ষণিক স্বজনরাসহ হৃদয় মোড়ল, মোয়াজ্জেম, স্থানীয় ইউপি সদস্য সোহাগ মেম্বারের নেতৃত্বে ১০ থেকে ১২ জন মিলে তাকে তিন দফায় বেদম মারধর করেন। গুরুতর আহত অবস্থায় ইয়াসিনকে স্বজনরা উদ্ধার করে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক তাকে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন। সেখানে বৃহস্পতিবার ভোরে ইয়াসিনের মৃত্যু হয়। ইয়াসিনের বাবা অভিযোগ করে বলেন, সন্ত্রাসীরা আমার ছেলেকে আটকে রেখে তিন দফায় মারধর ও পিটিয়ে গুরুতর আহত করে। এ সময় আমার ছেলে পানি খেতে চাইলে তারা পানির সঙ্গে কিছু মিশিয়ে আমার ছেলেকে খেতে দেয়। এরপর আমার ছেলে আরও বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ে। হামলাকারীরা পরিকল্পিতভাবে আমার ছেলেকে হত্যা করেছে। শ্রীনগর সার্কেল অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আনিসুর রহমান বলেন, মামলা প্রক্রিয়াধীন। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিনজনকে আটক করা হয়েছে। আসামিদের গ্রেফতারের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ১৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩২
Dhaka : Friday 28 November 2025

# আরাকান আর্মির হাতে আটক ১২ জেলে

প্রতিনিধি, টেকনাফ (কক্সবাজার)

কক্সবাজারের টেকনাফ সেন্টমার্টিনের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে মাছ শিকার করতে গিয়ে মৌলইর শীল নামক এলাকায় ইঞ্জিন বিকল হয়ে ভাসমান অবস্থায় থাকা দুটি ট্রলারসহ ১২ জন জেলেকে আটক করে নিয়ে গেছে মায়ানমারের সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মি।

গতকাল সকালে সেন্টমার্টিন দ্বীপের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের মৌলইর শীল নামক এলাকায় তাদের আটক করা হয়। এর আগে গত ২৬ নভেম্বর সেন্টমার্টিনের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের বাংলাদেশ জলসীমায় মাছ শিকারের সময় মায়ানমার নৌবাহিনীর একটি জাহাজ এসে জেলেদেরকে আটক করে মারধর করে লুটপাট করেছে। এ সময় ট্রলারের ইঞ্জিন, জালসহ মূল্যবান সরঞ্জাম লুট করে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ তুলেছেন ভুক্তভোগী জেলেরা।

আরাকান আর্মির হাতে আটক জেলেরা সেন্টমার্টিনের বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা বলে নিশ্চিত করেছেন সেন্টমার্টিন বোট মালিক সমিতির সভাপতি মো. আজিম। তিনি বলেন, সেন্টমার্টিন দ্বীপের পশ্চিমপাড়া এলাকার বাসিন্দা ইলিয়াছের ট্রলারে ৬ জন এবং বাজারপাড়া এলাকার নুর আহমদের ট্রলারে ৬ জন জেলে ছিল। এ দুইটি ইঞ্জিন বিকল হয়ে ভাসমানরত থাকা অবস্থায় আরাকান আর্মি এসে তাদের আটক করে নিয়ে যায়।

এ বিষয়ে সেন্টমার্টিন ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ফয়েজুল ইসলাম জানান, ভোরে সেন্টমার্টিন দ্বীপের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে মাছ শিকারের সময় আরাকান আর্মি দুটি ট্রলারসহ ১২ জন জেলেকে আটক করেছে। বিষয়টি প্রশাসনকে জানানো হয়েছে।

তিনি আরও জানান, এর আগে গত ১ সেপ্টেম্বর সেন্টমার্টিন বঙ্গোপসাগরে মাছ শিকারের সময় ১৮ জন বাংলাদেশি জেলেকে আটক করা হয়েছিল। আটক জেলেরা সবাই সেন্টমার্টিনের গলাচিপা এলাকার বাসিন্দা।

উল্লেখ্য, সর্বশেষ গত ১৮ নভেম্বর টেকনাফ পৌরসভা বোট ঘাটের দুটি ট্রলারসহ ১৬ জন রোহিঙ্গা জেলেকে বঙ্গোপসাগরের অদূরে মাছ শিকারের সময় আটক করেছে মায়ানমার আরাকান আর্মি।

### বাংলাদেশি জেলেদের মারধর ও লুটপাট করার অভিযোগ মায়ানমারের নৌবাহিনীর

সেন্টমার্টিনের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের বাংলাদেশ জলসীমায় মাছ শিকারের সময় মায়ানমার নৌবাহিনীর একটি জাহাজ এসে জেলেদের আটক করে মারধর ও লুটপাট করেছে। এ সময় তাদের ট্রলারের ইঞ্জিন, জালসহ মূল্যবান সরঞ্জাম লুট করে নেয়া হয়।

আহত জেলেরা হলেন সৈয়দ আলম, মাঝি মুজিব, হাফেজ উল্লাহ, মো. আয়াছ, শাহ আলম, হামিদ হোসেন ও আব্দু মজিদ সবাই সেন্টমার্টিনের কোনাপাড়া এলাকার বাসিন্দা। এর মধ্যে আহত সৈয়দ আলম ও আব্দু মজিদকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় টেকনাফ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অন্যদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে সেন্টমার্টিনে।

আহত জেলে সৈয়দ আলম জানান, গতকাল সন্ধ্যায় বাংলাদেশের জলসীমায় মাছ শিকারের সময় হঠাৎ মায়ানমার নৌবাহিনীর একটি জাহাজ তাদের ট্রলার থামিয়ে জাহাজে তুলে নিয়ে যায় এবং ব্যাপক মারধর করে। পরে তাদের মালামাল লুট করে অন্য একটি ট্রলারের মাধ্যমে সেন্টমার্টিন ঘাটে পৌঁছে দেয়।

সেন্টমার্টিনের নজরুল পাড়া এলাকার আব্দুর রহিম বলেন, মোট ৭ জন জেলে এ সময় আটক হয়ে নির্যাতিত হন। তাদের মধ্যে ৬ জনের অবস্থা খারাপ হয়। গুরুতর আহত সৈয়দ আলমকে উন্নত চিকিৎসার জন্য টেকনাফ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ২৫ নভেম্বর ২০২৫
E-mail : sportsjugantor@gma

# বন্দরে চোর আখ্যা দিয়ে যুবককে পিটিয়ে হত্যা

বন্দর (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

বন্দরের সোনাচোরা এলাকায় রাজমিস্ত্রীকে চোর আখ্যা দিয়ে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। নিহতের নাম পারভেজ। সোমবার ভোরে ২৬ নং ওয়ার্ড বন্দরের সোনাচোরা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করেছে। নিহত পারভেজ সিদ্ধিরগঞ্জের এসও এলাকার তারা মিয়ার ছেলে। তিনি স্ত্রীকে নিয়ে বন্দরের সোনাচোরা এলাকায় শ্বশুরবাড়িতে বসবাস করতেন। নিহত পারভেজের স্ত্রী খাদিজা বেগম জানান, তার স্বামী পারভেজকে বন্দর থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি এম এ রশিদের ভাই মেছের আলী রাতে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যান। এরপর তাদের নির্মাণাধীন ভবনের পিলারের সঙ্গে বেঁধে মেছের, তার ছেলে মাহিন, স্ত্রী হাজেরাসহ ৫-৬ জন মিলে চোর আখ্যা দিয়ে হাতুড়ি ও লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করে। পিটানো অবস্থায় পারভেজ পানি চাইলে তার ওপর মারধরের মাত্রা আরও বেড়ে যায়। একপর্যায়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তিনি। আমরা অনেক আকুতি মিনতি করেও তাদের হাত থেকে স্বামীকে রক্ষা করতে পারিনি।

অভিযুক্ত মেছের আলীর বাড়িতে গিয়ে কাউকে পাওয়া যায়নি। তারা পালিয়ে গেছে। বন্দর থানার ওসি লিয়াকত আলী ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, পারভেজ নামে এক যুবককে চোর আখ্যা দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করেছে স্থানীয়রা। পুলিশ লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠিয়েছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার ॥ ৩০ নভেম্বর ২০২৫

চলছেই খুন পৈশাচিকতা

# ঝিনাইদহে ইলেকট্রিক মিস্ত্রিকে কুপিয়ে হত্যা

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি

ঝিনাইদহ শহরের পবহাটি সিটি মোড়ে চাচা মুরাদ হোসেনকে (৪০) কুপিয়ে হত্যা করেছে ভাতিজার নেতৃত্বে সন্ত্রাসীরা। মুরাদ পবহাটি গ্রামের মণ্ডলপাড়ার মৃত আবজালের ছেলে এবং পেশায় ইলেকট্রিক মিস্ত্রি ছিলেন। গতকাল বেলা ১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। ভাতিজা ও তার সহযোগীরা পলাতক।

প্রতিবেশী ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে পবহাটি গ্রামের মৃত আবজাল মণ্ডলের জমিজমা নিয়ে ছেলেদের মধ্যে বিরোধ চলছিল। এর জের ধরে আলম মণ্ডলের ছেলে সৌরভ গতকাল দুপুরে সঙ্গীদের নিয়ে চাচা মুরাদের ওপর হামলা চালান। তারা চাচাকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে চলে যান। স্থানীয় লোকজন মুরাদকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আবদুল্লাহ আল মামুন জানান, পারিবারিক বিরোধেই এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ঘাতক ভাতিজা ও তার সঙ্গীদের ধরতে পুলিশি তৎপরতা চলছে।

সময়ের আলো
শনিবার। ২৯ নভেম্বর ২০২৫।

# ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে চা বিক্রেতার মৃত্যু

চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রাম নগরীর কোতোয়ালি থানার প্রায় ১০০ গজের মধ্যে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে খুন হয়েছেন চা বিক্রেতা। বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে নগরীর লালদীঘির পাড়ে জেলা পরিষদ ভবনের বিপরীতে খুনের ঘটনা ঘটে। এটি পুরোনো সিএমপি কমিশনারের কার্যালয়ের সামনের এলাকা। নিহত চা বিক্রেতার নাম মো. ইসমাইল, বাড়ি লক্ষ্মীপুর জেলায়। থাকতেন কোতোয়ালি থানার কাছে নগরীর ফিরিঙ্গিবাজার এলাকায় ভাড়া বাসায়। কোতোয়ালি থানার ওসি আবদুল করিম বলেন, ইসমাইল মূলত ভ্রাম্যমাণ চা বিক্রেতা। লালদীঘির পাড় পুরোনো গির্জাসহ আশপাশের এলাকায় চা বিক্রি করতেন। বৃহস্পতিবার রাত আড়াইটার দিকে সাইকেল চালিয়ে লালদীঘির পাড় থেকে ফিরিঙ্গিবাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। জেলা পরিষদ ভবনের বিপরীতে পৌঁছলে তিন ছিনতাইকারী ছোরা উঁচিয়ে পথরোধ করে। বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে তাকে ছুরিকাঘাত করে। এতে গুরুতর আহত হয় ইসমাইল। পথচারীরা এগিয়ে এলে ছিনতাইকারীরা পালিয়ে যায়। পরে তাকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে পরীক্ষার পর চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

কালের কণ্ঠ | মঙ্গলবার। ২৫ নভেম্বর ২০২৫

# বাবা-ছেলেকে কুপিয়েছে সন্ত্রাসীরা, ছেলের মৃত্যু

## ৫ জেলায় ৩ খুন, ২ লাশ

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

বিচার পছন্দ না হওয়ায় ঢাকার মোহাম্মদপুরে সন্ত্রাসীরা বাবা-ছেলেকে কুপিয়ে জখম করার পর ছেলে মারা গেছেন। নারায়ণগঞ্জে চোর সন্দেহে এবং কুমিল্লায় ছিনতাইকারী সন্দেহে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে দুই যুবককে। এ ছাড়া ঝিনাইদহ ও বগুড়ায় উদ্ধার করা হয়েছে দুই বৃদ্ধের লাশ। কালের কণ্ঠের নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

**ঢাকা :** বিচার পছন্দ না হওয়ায় গতকাল রাতে মোহাম্মদপুর এলাকায় বাবু (২৬) নামের এক যুবককে কুপিয়ে হত্যা করেছে সন্ত্রাসীরা। তাঁর বাবা আবুল কাশেমও গুরুতর আহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে মোহাম্মদপুর থানাধীন ঢাকা উদ্যান তিন নম্বর রোডের ডি ব্লকে এ ঘটনা ঘটে।

সূত্র জানায়, আবুল কাশেম বিচার সালিস করেন। টাকার লেনদেনের একটি বিচার তিনি করেছিলেন। সেই বিচার যাদের বিরুদ্ধে গেছে তারা আবুল কাশেম ও তাঁর ছেলেকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপায়। এতেই ছেলে নিহত ও বাবা গুরুতর আহত হন।

**নারায়ণগঞ্জ :** চোর সন্দেহে পারভেজ (৩০) নামের এক নির্মাণ শ্রমিককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল সোমবার ভোরে বন্দর উপজেলার সোনাচড়া এলাকার মেসবাহউদ্দিনের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত পারভেজ সিদ্ধিরগঞ্জের বার্মাশীল এলাকার মৃত তারা মিয়ার ছেলে। তিনি বন্দরের ঢাকেশ্বরী এলাকায় বুলবুল মিশার বাসায় ভাড়া থাকতেন। নিহতের স্ত্রী খাদিজা বেগম বলেন, 'পারভেজ চোর না। রাতে তাঁকে ধরে এনে বৈদ্যুতিক তার চুরি করার অভিযোগ দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হয়।'

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে বন্দর থানার ওসি লিয়াকত আলী জানান, শনিবার রাতে মেসবাহউদ্দিন তাঁর দুই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে চুরির অভিযোগে পারভেজকে আটকের পর মারধর করেন। সকালে তার মৃত্যু হয়।

**চান্দিনা (কুমিল্লা) :** ছিনতাইকারী সন্দেহে বাড়ি থেকে ধরে এনে মো. মুসা (২৬) নামের এক যুবককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল দুপুরে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ এর আগে রবিবার মধ্যরাতে চান্দিনা উপজেলার বরকরই ইউনিয়নের চাঁদসার গ্রামে ওই পিটুনির ঘটনা ঘটে। নিহত মুসা ওই ইউনিয়নের কাদুটি গ্রামের আলাউদ্দিনের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, চাঁদসার গ্রামের ব্যবসায়ী ময়নাল হোসেন প্রায় ১০ দিন আগে বাজার থেকে বাড়ি ফেরার সময় ছিনতাইকারীরা তাঁর সাড়ে তিন লাখ টাকা এবং কয়েকটি মোবাইল ফোনসেট কেড়ে নেয়। ময়নাল ওই ঘটনায় মুসাকে সন্দেহ করে। রবিবার রাতে ময়নাল, তোফাজ্জলসহ আরো কয়েকজন এসে মুসাকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে পিটুনি দেয়। ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি।

**ঝিনাইদহ :** শৈলকুপায় একটি পানক্ষেত থেকে আতিয়ার শেখ (৫৬) নামের এক শ্রমিকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার রাতে বারইহুদা গ্রামের পানক্ষেত থেকে মরদেহটি উদ্ধার হয়।

নিহত আতিয়ার উপজেলার কুমিড়াদহ গ্রামের মৃত সমছের শেখের ছেলে। তিনি শ্রমিকের কাজ করতেন।

দৈনিক ইত্তেফাক | ৩০ নভেম্বর ২০২৫

# পাঁচ জেলায় পাঁচ জনকে পিটিয়ে, কুপিয়ে হত্যা

## ঝিনাইদহে ব্যবসায়ী, নরসিংদীতে অটোচালক, কুষ্টিয়ায় মাদক ব্যবসায়ী, টাঙ্গাইলে ব্যাংক কর্মকর্তা, বগুড়ায় গৃহবধূ

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

দেশের পাঁচ জেলায় ব্যবসায়ী, ব্যাংক কর্মকর্তা ও গৃহবধূসহ পাঁচ জনকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যার খবর পাওয়া গেছে। এর মধ্যে চারটি হত্যাকাণ্ড ঘটে গতকাল শনিবার। আর একটি ঘটে গত বৃহস্পতিবার রাতে। আমাদের প্রতিনিধি ও সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর—

**ঝিনাইদহে ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যা**

**ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি :** ঝিনাইদহ শহরের পবহাটিতে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে গতকাল শনিবার দুপুরে মুরাদ হোসেন নামের এক ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। নিহত মুরাদ হোসেন পবহাটি মণ্ডলপাড়ার মৃত আফজাল হোসেনের ছেলে। স্থানীয়রা জানায়, গত শনিবার মুরাদ হোসেনের পিতা আফজাল হোসেন মারা যান। বাবার মৃত্যুর পর কুলখানি না করায় তার চাচাতো ভাই আলম মণ্ডল তাকে ব্যঙ্গ ও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে। এ নিয়ে গত শুক্রবার সন্ধ্যায় মুরাদ হোসেন ও আলম মণ্ডলের কথা কাটাকাটি ও হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। এরই জের ধরে গতকাল শনিবার দুপুরে আলম মণ্ডলের ছেলে সৌরভ কয়েক জনকে সঙ্গে নিয়ে মুরাদের ওপর হামলা করে। তাকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে ও পিটিয়ে গুরুতর জখম করে। এতে মুরাদের মৃত্যু হয়।

**নরসিংদীতে কিশোর অটোরিকশা চালককে গলা কেটে হত্যা**

**নরসিংদী প্রতিনিধি :** গতকাল শনিবার দুপুরে নরসিংদীর রায়পুরায় এক অটোরিকশা চালককে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। উপজেলার আমীরগঞ্জ ইউনিয়নের গাবতলী-আমীরগঞ্জ সড়কের বদরপুর ব্রিজের কাছে এ ঘটনা ঘটে। নিহত অটোরিকশা চালকের নাম শাহাদাত হোসেন (১৪)। সে রায়পুরা উপজেলার আদিয়াবাদ ইউনিয়নের আদিয়াবাদ দক্ষিণ পূর্বপাড়া গ্রামের ইব্রাহিম মিয়ার ছেলে।

জানা গেছে, চলতি ধানকাটার মৌসুম বড় ভাই ধান কাটায় ব্যস্ত থাকায় কিশোর শাহাদাত হোসেন তার বড় ভাইয়ের অটোরিকশা নিয়ে রোজগারের উদ্দেশ্যে সকালে বাড়ি থেকে বের হয়। কিন্তু পরে রাস্তার পাশে তার গলাকাটা লাশ পাওয়া যায়। পুলিশ ও স্থানীয়দের ধারণা, অটোরিকশা ছিনতাই করতে না পেরে গলা কেটে চালককে হত্যা করা হয়েছে।

**দৌলতপুরে প্রতিপক্ষের হাতে মাদক ব্যবসায়ী খুন**

**দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) সংবাদদাতা :** কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে মাদক সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে জনি ইসলাম নামে এক মাদক ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা করেছে তার প্রতিপক্ষ। গতকাল শনিবার দুপুরে উপজেলার প্রাগপুর ইউনিয়নের মহিষকুণ্ডি মাঠপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত জনি প্রাগপুর ইউনিয়নের জামালপুর গ্রামের জাকির হোসেনের ছেলে। নিহত জনি সীমান্ত এলাকার কুখ্যাত মাদক ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত। তার বিরুদ্ধে হত্যা ও মাদকের ছয়-সাতটি মামলা রয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়,

যুগান্তর | শনিবার ২৯ নভেম্বর ২০২৫ | ১৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

# ধামরাইয়ে নিখোঁজের ৪ দিন পর রাজমিস্ত্রির লাশ উদ্ধার

ধামরাই (ঢাকা) প্রতিনিধি

ধামরাইয়ে চার দিন নিখোঁজের পর রাজমিস্ত্রির লাশ মিলল একটি মৎস্য খামারে। ধামরাই থানা পুলিশ শুক্রবার সকালে লাশটি উদ্ধার করেছে। রাজমিস্ত্রির নাম হৃদয় হাসান (২২)। তিনি পৌর শহরের ৯নং ওয়ার্ডের ছোট চন্দ্রাইল মহল্লার সোলায়মান হোসেনের বাসার ভাড়াটিয়া। তার পিতার নাম মোহাম্মদ চান মণ্ডল। গ্রামের বাড়ি ফরিদপুর জেলা সদরে। পরিবারের দাবি, তাকে হত্যার পর অজ্ঞাত খুনিরা এ মৎস্য খামারে লাশ ফেলে রেখে যায়।

স্থানীয়রা শুক্রবার সকাল সাতটার দিকে ওই মৎস্য খামারের পানিতে লাশ ভাসতে দেখেন। খবরটি এলাকায় জানাজানি হলে উৎসুক জনতার ভিড় জমে মৎস্য খামারে। খবর পেয়ে আসেন তার স্বজনরাও। ধামরাই থানা পুলিশকে খবর দেওয়া হলে উপ-পুলিশ পরিদর্শক মোহাম্মদ ফারুক হোসেন ঘটনাস্থলে গিয়ে রাজমিস্ত্রির লাশটি উদ্ধারের পর সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে। শহরের ৯নং ওয়ার্ডের ছোট চন্দ্রাইলের ত্রিরত্ন মৎস্য খামারে নিখোঁজ রাজমিস্ত্রির লাশটি পাওয়া যায়। জানা যায়, রাজমিস্ত্রি হৃদয় হাসান কাজের কথা বলে চার দিন আগে বাড়ি থেকে বের হন। এরপর আর বাড়ি ফেরেননি। চারদিন কোথাও খুঁজে তার সন্ধান পাওয়া যায়নি। তার ব্যবহৃত মুঠোফোনটিও বন্ধ ছিল। ফলে পরিবারের লোকজন ধামরাই থানায় একটি নিখোঁজ ডায়রি করেন।

এ ব্যাপারে ধামরাই থানার উপ-পুলিশ পরিদর্শক ফারুক হোসেন বলেন, পরিবারের ভাষ্য অনুযায়ী রাজমিস্ত্রি হৃদয় হাসান চারদিন নিখোঁজ ছিল। লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। ময়না তদন্তের রিপোর্টে প্রকৃত মৃত্যু রহস্য উদঘাটিত হবে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদনের পর পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

সময়ের আলো | বুধবার। ২৬ নভেম্বর ২০২৫।

# ইটভাটায় নারীশ্রমিক ধর্ষণের অভিযোগ

## আটক ২

● সন্দ্বীপ সংবাদদাতা

সন্দ্বীপের একটি ব্যক্তি মালিকানাধীন ইটভাটায় এক নারীশ্রমিককে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। ওই ইটভাটার মালিকের নাম মো. নিজাম বলে জানা গেছে। সোমবার আনুমানিক রাত সাড়ে ৮টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে সন্দ্বীপ থানা পুলিশের পক্ষ থেকে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এ ঘটনায় একটি ধর্ষণ মামলা প্রক্রিয়াধীন। আটক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে এবং পলাতক দুজনকে গ্রেফতারের জন্য পুলিশ অভিযান চালাচ্ছে। ব্রিকফিল্ড-সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, ইটভাটায় কর্মরত চারজন পুরুষশ্রমিক ওই নারীশ্রমিককে সুযোগ বুঝে ধর্ষণ করে। ঘটনার পরপরই অভিযুক্তদের মধ্যে দুজন পালিয়ে গেলেও বাকি দুজনকে সন্দ্বীপ থানা পুলিশ আটক করে নিয়ে যায়। ভুক্তভোগী নারী শ্রমিকসহ অভিযুক্ত চারজনই সিরাজগঞ্জ জেলার বাসিন্দা।

সমকাল
বুধবার । ২৬ নভেম্বর ২০২৫

নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ দিবস উপলক্ষে গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে জাতীয় সংসদ ভবনের সামনে প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মশাল মিছিলের আয়োজন করে ৬১টি নারী সংগঠন। এর আগে ড্রাম বাজিয়ে প্রতিবাদের সূচনা করেন অংশগ্রহণকারীরা ● খবর পৃষ্ঠা-৩ সমকাল

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার
১১ অগ্রহায়ণ ১৪৩২, ২৬ নভেম্বর ২০২৫

আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পালন উপলক্ষ্যে গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে সংবাদ সম্মেলন করে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

—সামসুদ্দিন আহমেদ চারু

সমকাল
বুধবার । ২৬ নভেম্বর ২০২৫ ।

কথায় কথায় 'দক্ষ কর্মীদের' চাকরিচ্যুতি বন্ধের এক দফা দাবিতে গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মহাসমাবেশ করে বাংলাদেশ দৈনিক মজুরিভিত্তিক কর্মচারী সমিতি

সমকাল

: এনসিসি ব্যাংক ও ট্রেডিং ইকোনমিকস

কালের কণ্ঠ

বৃহস্পতিবার । ২৭ নভেম্বর ২০২৫ । ১২ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ । ৫ জ

দুই টার্মিনাল বিদেশিদের কাছে ইজারা দেওয়ার প্রতিবাদে গতকাল চট্টগ্রাম নগরীর মাইলের মাথা, বড়পোল ও বন্দরের টোল প্লাজা গেট এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে স্কপভুক্ত শ্রমিক সংগঠনসহ বেশ কয়েকটি সংগঠন। ছবি : কালের কণ্ঠ

# বন্দর রক্ষায় চট্টগ্রামে প্রতীকী অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম ▷

- ৫ ডিসেম্বর সারা দেশে সমাবেশ-মশাল মিছিল স্কপের
- বন্দর রক্ষা পরিষদের মশাল মিছিল

চট্টগ্রাম বন্দরের টার্মিনাল বিদেশিদের হাতে ইজারা দেওয়ার প্রক্রিয়া বাতিলের দাবিতে শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ) গতকাল বুধবার বন্দরমুখী তিনটি সড়কে প্রতীকী অবরোধ কর্মসূচি পালন করেছে। এই কর্মসূচি থেকে আগামী ৫ ডিসেম্বর সারা দেশে সমাবেশ ও মশাল মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছে।

গতকাল মহানগরের বড়পোলে অবরোধ কর্মসূচির সমাপনী সমাবেশে নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেন স্কপ নেতা ও চট্টগ্রাম জেলা ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সভাপতি তপন দত্ত। গতকাল সকাল ১০টা থেকে মাইলের মাথা, বড়পোল ও বন্দরের টোল প্লাজা গেট এলাকায় স্কপভুক্ত শ্রমিক সংগঠন, বাম গণতান্ত্রিক জোট ও সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের নেতাকর্মীরা অবস্থান নেন। দুপুর ১টা পর্যন্ত চলে কর্মসূচি। প্রতীকী অবরোধের কারণে বন্দরমুখী টোল রোডে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। পণ্যবাহী শত শত ভারী যানবাহন সড়কে আটকা পড়ে। প্রায় দেড় ঘণ্টা টোল রোড অচল থাকে। এরপর পুলিশ গিয়ে অবরোধকারীদের সড়ক থেকে সরিয়ে দেয়।

অবরোধকারীদের ব্যানারে লেখা ছিল, 'চট্টগ্রাম

দৈনিক ইত্তেফাক ৩০ নভেম্বর ২০২৫

## নাটোর চিনিকলে চার দফা দাবিতে শ্রমিক কর্মচারীদের মানববন্ধন

■ নাটোর প্রতিনিধি

নাটোর চিনিকলের মৌসুমি শ্রমিক-কর্মচারীদের স্থায়ী পদে সমন্বয় ও কাজ নেই মজুরি নেই ভিত্তিতে নেওয়া শ্রমিক-কর্মচারীদের স্ব স্ব পদে নিয়োগ, শুক্রবার ও ছুটির দিনের আট ঘণ্টার পারিশ্রমিক প্রদান এবং শূন্য পদে উপযুক্ত বেতনে দৈনিক হাজিরা ভিত্তিতে কর্মরত জনবল থেকে নিয়োগসহ চার দফা দাবিতে মানববন্ধন করেছে। নাটোর চিনিকলের মূল ফটকের সামনে শনিবার সকালে এই মানববন্ধন করেন শ্রমিক-কর্মচারীরা।

নাটোর চিনিকলের শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মো. আইয়ুব আলীর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ, সাবেক সভাপতি ফিরোজ আলী ও আতাউর রহমান, শ্রমিক ইউনিয়নের যুগ্ম সম্পাদক শিশির, প্রচার সম্পাদক সাইফুল ইসলাম প্রমুখ।

# বন্দর রক্ষায় চট্টগ্রামে প্রতীকী অবরোধ

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

বন্দরের লাভজনক এনসিটি ডিপি ওয়ার্ল্ডকে ইজারা দেওয়ার পাঁয়তারার প্রতিবাদে এবং লালদিয়ার চর ও পানগাঁও ইজারা চুক্তি বাতিলের দাবিতে বন্দর অবরোধ কর্মসূচি'। সমাবেশে শ্রমিক নেতারা বিদেশি ইজারা চুক্তির তীব্র বিরোধিতা করে বক্তব্য দেন এবং এই সিদ্ধান্তকে 'রাষ্ট্রের স্বার্থবিরোধী' আখ্যা দেন।

বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি এস কে খোদা তোতন বলেন, 'আমরা চাইলেই বন্দর অচল করে দিতে পারি। কিন্তু আমরা সময় দিচ্ছি। বিদেশিদের টার্মিনাল দেওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসুন।'

শ্রম অধিকারকর্মী ফজলুল কবির বলেন, বন্দর কোনোভাবেই বিদেশিদের হাতে দেওয়া যাবে না। স্কপ নেতা তপন দত্ত বলেন, বন্দর ইজারা দেওয়ার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে দেশের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন হবে এবং শ্রমিকদের জীবিকার ওপর সরাসরি আঘাত আসবে। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

স্কপের যুগ্ম আহ্বায়ক ও শ্রমিক নেতা কাজী নুরুল্লাহ বাহার বলেন, 'বন্দর ইজারা দেওয়া মানে দেশের অর্থনীতিকে বিদেশি স্বার্থের হাতে তুলে দেওয়া। আমরা স্পষ্টভাবে জানাতে চাই, এই সিদ্ধান্ত জনগণ মেনে নেবে না।' অবরোধ কর্মসূচির প্রতি সমর্থন জানিয়ে সমাবেশে উপস্থিত হন বাম গণতান্ত্রিক জোটের নেতাকর্মীরা।

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সাবেক সভাপতি কমরেড মোহাম্মদ শাহ আলম বলেন, বন্দর রক্ষার আন্দোলন শুধু চট্টগ্রামবাসীর নয়, এটি সারা দেশের মানুষের উদ্বেগের বিষয়। নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনালসহ বন্দরের যেকোনো অংশ ইজারা দেওয়া হলে জাতীয় অর্থনীতি, নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব হুমকির মুখে পড়বে। পরিকল্পিতভাবে বাংলাদেশকে ভূ-রাজনীতির অংশ করে ফেলা হচ্ছে।

এদিকে নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) পরিচালনায় বিদেশি কম্পানি ডিপি ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে চুক্তি সম্পর্কিত প্রক্রিয়া নিয়ে করা রিট আবেদনের ওপর রায় ঘোষণার দিন ধার্য করেছেন হাইকোর্ট। গত মঙ্গলবার হাইকোর্ট বেঞ্চ আগামী ৪ ডিসেম্বর রায় ঘোষণার দিন ধার্য করেন। দুই হাজার ৭১২ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এনসিটির পরিচালন বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে বাংলাদেশ যুব অর্থনীতিবিদ ফোরামের সভাপতি মির্জা ওয়ালিদ হোসাইন হাইকোর্টে রিট আবেদন করেন। বর্তমানে নৌবাহিনীর প্রতিষ্ঠান চিটাগং ড্রাইডক লিমিটেড এটি পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে।

অন্যদিকে সম্প্রতি লালদিয়ার চরে কনটেইনার টার্মিনাল নির্মাণ ও ৩০ বছরের পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে ডেনমার্কের এপিএম টার্মিনালস এবং পানগাঁও নৌ টার্মিনাল ২২ বছরের জন্য পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে সুইজারল্যান্ডের প্রতিষ্ঠান মেডলগ এসএ।

**বন্দর রক্ষা পরিষদের মশাল মিছিল :** চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের টার্মিনাল (এনসিটি) বিদেশি প্রতিষ্ঠানের কাছে ইজারা না দেওয়ার দাবিতে গতকাল সন্ধ্যায় মশাল মিছিল করেছে বন্দর রক্ষা পরিষদ। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় নগরের আগ্রাবাদ থেকে মশাল মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি বারেক বিল্ডিং মোড়ের আগে যমুনা ভবনের সামনে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে বন্দর রক্ষা পরিষদের নেতারা সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করেন। সংগঠনের আহ্বায়ক হাসান মারুফ রুমি বলেন, 'বন্দর নিয়ে শেখ হাসিনা (সরকার) অনেক ষড়যন্ত্র করেছিলেন, আমরা সফল হতে দিইনি। প্রয়োজনে এই সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করব।'

তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন, 'আমরা চট্টগ্রাম বন্দর রক্ষা করতে চাই। বন্দরকে বিদেশিদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র চলছে। সব ষড়যন্ত্র উড়িয়ে দিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরকে রক্ষা করব।'

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার
১৭ কার্তিক ১৪৩২, ২ নভেম্বর ২০২৫

বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সাংবাদিকদের অধিকার রক্ষায় ৩৯ দফা দাবি উপস্থাপন করে —ইত্তেফাক

যুগান্তর
রোববার ২ নভেম্বর ২০২৫
১৭ কার্তিক ১৪৩২

বেতন বৃদ্ধিসহ চার দফা দাবিতে শনিবার যশোরে গ্রামীণ ডাক কর্মচারী ইউনিয়নের মানববন্ধন যুগান্তর

## যশোরে গ্রামীণ ডাক কর্মচারীদের মানববন্ধন

যশোর ব্যুরো

বেতনভাতা বৃদ্ধিসহ চার দফা দাবিতে শনিবার মানববন্ধন করেছে যশোর গ্রামীণ ডাক কর্মচারী ইউনিয়নের সদস্যরা। বক্তারা বলেন, যশোরে গ্রামীণ ডাক বিভাগে ৫৫৩ জন কর্মচারী রয়েছে। বেতন কাঠামো এখনো বিট্রিশ আমলের। পোস্ট মাস্টারের বেতন চার হাজার ৪৬০ টাকা, পিয়নের বেতন চার হাজার ৩৫৪ টাকা, রানারের বেতন চার হাজার ১৭৭ টাকা, আয়ার বেতন চার হাজার ৬০ টাকা। তারা ২০ হাজার টাকার উপরে পে-স্কেলের দাবি জানান। এতে বক্তব্য দেন গ্রামীণ ডাক কর্মচারী ইউনিয়ন যশোরের সম্পাদক আকাশ খান।

যুগান্তর
শুক্রবার ৭ নভেম্বর ২০২৫
২২ কার্তিক ১৪৩২

## বন্দরে ৯ মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ

বন্দর (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

৯ মাসের বকেয়া বেতন ও দুই ঈদের বোনাস পরিশোধের দাবিতে কারখানার গেটের সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে শ্রমিকরা। বৃহস্পতিবার নারায়ণগঞ্জের বন্দরের মুরাদপুর বন্দর স্টিল মিলে বিক্ষোভে অংশ নেয় দুই শতাধিক শ্রমিক। বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা জানান, নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন ২৭নং ওয়ার্ডের বন্দরের মুরাদপুরের 'বন্দর স্টিল মিলে'র দুই শতাধিক শ্রমিকের ৯ মাসের বেতন এবং দুটি ঈদ বোনাস দীর্ঘ দিন ধরে আটকে রেখেছে কর্তৃপক্ষ। এতে তারা পরিবার-পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। মিল কর্তৃপক্ষ বার বার বকেয়া বেতন পরিশোধের আশ্বাস দিয়েও পরিশোধ করেনি।

এ ব্যাপারে বন্দর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোস্তাফিজুর রহমান জানান, বকেয়া বেতন ও ঈদ বোনাসের দাবিতে বন্দর স্টিল মিলের শ্রমিকরা আন্দোলন করছে। মালিক পক্ষ এর আগে তিনবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কিন্তু এখনও পরিশোধ করেনি। মালিকপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে বিষয়টি মীমাংসার চেষ্টা চলছে।

যুগান্তর | মঙ্গলবার ৪ নভেম্বর ২০২৫
১৯ কার্তিক ১৪৩২

নারী শ্রমিকের মৃত্যুর প্রতিবাদে সোমবার নারায়ণগঞ্জের মদনপুরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ

### পোশাক শ্রমিকের মৃত্যু

# ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ, যানজট

যুগান্তর প্রতিবেদন, *নারায়ণগঞ্জ ও বন্দর প্রতিনিধি*

নারায়ণগঞ্জের বন্দরে একটি পোশাক কারখানায় এক অসুস্থ নারী শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন সহকর্মীরা। সোমবার সকাল ১০টা থেকে প্রায় চার ঘণ্টা বন্দর উপজেলার মদনপুর এলাকায় লারিজ ফ্যাশন লিমিটেড কারখানাটির সামনে সড়ক অবরোধ করে রাখেন বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা। এতে ব্যস্ততম মহাসড়কটিতে প্রায় ২০ কিলোমিটার যানজট দেখা দেয়। পরে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে শ্রমিকরা অবরোধ তুলে নিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

শ্রমিক ও পুলিশের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, রোববার রাতে কাজ করার সময় কারখানাটির সুইং সেকশনের অপারেটর রিনা (৩০) অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে তাকে একটি স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে সেখানে তিনি মারা যান। রিনা কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়ার বাসিন্দা দুলালের মেয়ে।

কারখানাটির শ্রমিকদের অভিযোগ, অসুস্থ ওই নারী কর্মী কারখানা কর্তৃপক্ষের কাছে ছুটি চেয়েও পাননি। বাধ্য হয়ে কারখানায় কাজ করতে থাকায় তার শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। তার মৃত্যুর জন্য কারখানা কর্তৃপক্ষকে দায়ী করে জড়িত কর্মকর্তাদের চাকরিচ্যুতির দাবি তোলেন শ্রমিকরা। তারা সোমবার সকালে কাজে যোগ না দিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। সকাল থেকে কারখানাটির সামনে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক বন্ধ করে রাখেন তারা।

বন্দর থানার ওসি লিয়াকত আলী বলেন, আমরা শান্তিপূর্ণভাবে তাদের নানাভাবে মহাসড়কটি ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ জানাই। বেলা সাড়ে ১২টার দিকে তারা কিছুটা শান্ত হন এবং রাস্তা ছেড়ে দেন। এতে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হতে শুরু করে। এদিকে শ্রমিকের মৃত্যুর পেছনে কারখানা কর্তৃপক্ষের কোনো গাফিলতি ছিল না দাবি করে লারিজ ফ্যাশনের এক কর্মকর্তা বলেন, অসুস্থতার কথা জানানোর পরই তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। এ নারী শ্রমিকের পরিবারের সঙ্গে কথা বলে তার দাফন-কাফনের সব দায়িত্বও কারখানার পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জ শিল্প পুলিশের এসপি আসাদুজ্জামান জানান, শিল্প পুলিশের সদস্যরা শ্রমিক ও মালিকপক্ষকে নিয়ে আলোচনায় বসেছেন। এ বিষয়ে আইনগত সমাধান দেওয়া হবে বলে জানান বন্দর থানার ওসি লিয়াকত আলী।

বন্দর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মোস্তাফিজুর রহমান জানান, এ ব্যাপারে মালিক-শ্রমিকদের নিয়ে একটি সমঝোতা হয়েছে। মালিকপক্ষ শ্রমিকদের সব দাবি মেনে নিয়েছে।

বুধবার ৫ নভেম্বর ২০২৫
২০ কার্তিক ১৪৩২ | যুগান্তর

# রূপগঞ্জে বকেয়া বেতনের দাবিতে অবরোধ

যুগান্তর প্রতিবেদন, *নারায়ণগঞ্জ*

রূপগঞ্জে চার মাসের বকেয়া বেতন প্রদানের দাবিতে একটি স্টিল মিলের শ্রমিকরা ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে। মঙ্গলবার সকালে তারাব পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বরপা এলাকায় কারখানার সামনে এএসবিআরএম স্টিল মিল কারখানার শ্রমিকরা এ বিক্ষোভ করেন। শ্রমিকরা ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে টায়ার জ্বালিয়ে ও বিদ্যুতের খুঁটি ফেলে অবরোধ ও বিক্ষোভ করেন। সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত প্রায় ১ ঘণ্টা ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক অবরোধ করলে সড়কের দুই পাশে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। বিক্ষুব্ধ শ্রমিক আলমাছ, সোহেল রানা জানান, এএসবিআরএম-এর মালিকপক্ষের শ্রমিকদের বেতন দেওয়ার কথা থাকলেও বেতন দেই-দিচ্ছি বলে টালবাহানা করছেন। মঙ্গলবার শ্রমিকদের বেতন দেওয়ার কথা থাকলেও শ্রমিকদের বেতন পরিশোধ করেনি। গত চার মাস বেতন-ভাতা না পাওয়ায় শ্রমিকদের মানবেতর জীবনযাপন করতে হচ্ছে। এ অবস্থায় শ্রমিকরা বাধ্য হয়েই বেতন-ভাতার জন্য রাস্তায় নেমেছেন। পরে মালিক আবুল কালাম বকেয়া বেতন পরিশোধের আশ্বাস দিলে শ্রমিকরা অবরোধ তুলে নেয়। রূপগঞ্জ থানার ওসি তরিকুল ইসলাম জানান, একই মালিকের তিনটি স্টিল মিলের শ্রমিকদের বেতন-ভাতা নিয়ে ঝামেলা হচ্ছে। মিল বন্ধ থাকার পরও মিলের শ্রমিকদের ধরে রেখেছে। কিন্তু বকেয়া বেতনের দাবিতে কয়েকদিন পরপরই শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ করে মানুষের ভোগান্তি সৃষ্টি করছে।

THE BUSINESS STANDARD
SUNDAY 02.11.2025

# Ctg port workers stage mass hunger strike to protest NCT, Laldiya Char lease plan

PORT – CHATTOGRAM

**TBS REPORT**

Hundreds of port workers and trade union leaders staged a mass hunger strike outside the Chattogram Press Club yesterday in a protest against the interim government's decision to lease the New Mooring Container Terminal (NCT) and Laldiya Char.

The hunger strike, organised by the Chattogram Sramik Karmachari Oikya Parishad (SKOP), began at 9am and drew activists from various affiliated unions, who vowed to maintain pressure until the lease decision is revoked. The protest continued until the afternoon.

In his opening address, SKOP central leader Md Anwar Hossain condemned the move to hand over the NCT to the UAE-based DP World "against the national interest".

He said the NCT was built with domestic funds and modern technology, and described it as the country's most successful container terminal. "This decision will not be accepted under any circumstances," he asserted.

Kazi Sheikh Nurullah Bahar, SKOP's event chair and former general secretary of the Port CBA, argued the state must protect public assets rather than lease or sell them. He urged the interim government to ensure a free and fair transfer of power through elections and warned against the continued harassment of port workers with arbitrary notices.

Speakers at the protest included leaders from major labour bodies and port unions, such as TUC Chattogram district president and Labour Reform Commission member Tapan Dutta; Bangladesh Workers' Federation President SK Khoda Toton; Khorshedul Alam of the Trade Union Federation; Aamra's Jamal Uddin; dock workers' leader Taslim Hossain Selim; and SKOP Joint Convener Rizwanur Rahman Khan.

All condemned the Chattogram Metropolitan Police's recent public order notice that restricts gatherings and warned that such administrative bans cannot suppress a legitimate movement.

Tapan Dutta said the unilateral decision inherited from the previous administration and maintained by the interim government is unacceptable. He warned that unless the government revokes the lease decision immediately, workers will escalate with a general strike, port blockade and other tougher actions that could paralyse Chattogram.

Organisers demanded an immediate cancellation of the lease process for NCT and Laldiya Char and called for meaningful consultation with port workers and stakeholders.

দৈনিক ইত্তেফাক
১১ নভেম্বর ২০২৫

# আশুলিয়ায় বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিক বিক্ষোভ

## পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে আহত ২০

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভারের আশুলিয়ায় লে অফ ঘোষণাকে কেন্দ্র করে বকেয়া বেতনের দাবিতে নবীনগর-চন্দ্রা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন তৈরি পোশাকশ্রমিকরা। গতকাল সকালে আশুলিয়ার ডিইপিজেডে বিদেশি মালিকানাধীন অ্যাক্টর স্পোর্টিং লিমিটেড, সাউথ চায়না ও গোল্ড টেক্স কারখানার শ্রমিকরা এ বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছে। এসময় পুলিশের সঙ্গে গার্মেন্টস শ্রমিকদের সংঘর্ষ ও ধাওয়া পালটা ধাওয়ার ঘটনায় অন্তত ২০ জন শ্রমিক আহত হন। আহতদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

শিল্প পুলিশ জানায়, গত কয়েক দিন ধরে অ্যাক্টর এক্সপোর্টিং লিমিটেড, সাউথ চায়না ও গোল্ড টেক্স কারখানার শ্রমিকরা তিন মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে আন্দোলন করে আসছিলেন। গতকাল সকালে শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে নবীনগর-চন্দ্রা মহাসড়কে অবস্থান নেন। এসময় পুলিশ শ্রমিকদেরকে রাস্তা থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশের সঙ্গে শ্রমিকদের বাগ্‌-বিতণ্ডা শুরু হয়। এসময় শিল্প পুলিশ শ্রমিকদেরকে রাস্তা থেকে সরিয়ে দিতে লাঠিচার্জসহ জলকামান ব্যবহার করে ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

পরবর্তী সময় শ্রমিকরা আবারও জড়ো হয়ে ডিইপিজেড গেটে আগুন জ্বালিয়ে রাস্তা অবরোধ করেন। প্রায় ঘণ্টাব্যাপী সড়ক অবরোধের কারণে নবীনগর-চন্দ্রা মহাসড়কে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হলে চরম দুর্ভোগে পড়ে সাধারণ মানুষ। এক পর্যায়ে শ্রমিকদের দমাতে পুলিশ টিয়ারশেল নিক্ষেপ, জলকামান ব্যবহার, লাঠিচার্জ ও রাবার বুলেট ছুড়লে শ্রমিকরাও পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করেন। এসময় উভয় পক্ষের মধ্যে দফায় দফায় চলা সংঘর্ষে শ্রমিক ও পথচারীসহ অন্তত ২০ জন আহত হন।

শ্রমিকরা বলেন, 'গত তিন মাস ধরে কারখানা কর্তৃপক্ষ আমাদের বকেয়া বেতন পরিশোধ না করে বিভিন্ন ধরনের টালবাহানা করছে। এই অবস্থায় সকালে আমরা বকেয়া বেতনের দাবিতে শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান কর্মসূচি পালন করি। তবে পুলিশ আমাদের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে বাধা দিয়েছে এবং আমাদের ওপর টিয়ারশেল ও রাবার বুলেট ছুড়েছে।'

আশুলিয়া শিল্প পুলিশ-১ এর পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মোমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া বলেন, 'শ্রমিকরা মহাসড়ক অবরোধ করলে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হয়েছে। যে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ ও আনসার সদস্য মোতায়েন রয়েছে।'

ঢাকা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের (ডিইপিজেড) নির্বাহী পরিচালক শরীফুল ইসলাম বলেন, 'তিনটি কারখানার শ্রমিকদের আড়াই মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে। বন্ধ কারখানাগুলো চালুর চেষ্টা করছেন কারখানার কর্তৃপক্ষ। যদি তারা ব্যর্থ হন, তাহলে নির্দিষ্ট সময় পর সরকারি নিয়ম অনুসারে কারখানা বিক্রি করে শ্রমিকদের বকেয়া পরিশোধ করা হবে।'

বণিক বার্তা শনিবার, নভেম্বর ৮, ২০২৫

প্রভিডেন্ট ফান্ডের বকেয়া পরিশোধের দাবিতে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে গতকাল দ্বিতীয় দিনের মতো কর্মবিরতি পালন করেন তিনটি চা বাগানের শ্রমিকরা ছবি : নিজস্ব আলোকচিত্রী

### প্রভিডেন্ট ফান্ডের বকেয়া পরিশোধের দাবি

# শ্রীমঙ্গলে তিন চা বাগানে শ্রমিকদের কর্মবিরতি

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ মৌলভীবাজার

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে ১৭ মাসের প্রভিডেন্ট ফান্ডের বকেয়া পরিশোধের দাবিতে কর্মবিরতি পালন করেছেন তিনটি চা বাগানের শ্রমিকরা। সাতগাঁও টি কোম্পানির আওতাধীন সাতগাঁও, মাকড়িছড়া ও ইছামতী চা বাগানের শ্রমিক গতকাল দ্বিতীয় দিনের মতো ২ ঘণ্টা কর্মবিরতি পালন করেন। ঢাকা-সিলেট আঞ্চলিক মহাসড়কের সাতগাঁও চা কারখানার সামনে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

শ্রমিকদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে নিয়মিতভাবে তাদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা ভবিষ্যৎ তহবিলে জমা দেয়া হচ্ছে না। উপপরিচালক (ডিডিএল) কার্যালয়ে একাধিকবার আলোচনা হলেও মালিকপক্ষ আশ্বাস দিয়ে সময়ক্ষেপণ করে যাচ্ছে।

সাতগাঁও চা বাগান পঞ্চায়েত কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুদীপ কৈরী জানান, ১৭ মাস ধরে প্রভিডেন্ট ফান্ডে টাকা জমা হয়নি। এর আগেও ৯ মাসের বকেয়া পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দিয়ে কাগজপত্রে স্বাক্ষর করা হলেও তা বাস্তবায়ন করা হয়নি। শ্রমিকদের সীমিত আয়ের এ প্রভিডেন্ট ফান্ডই তাদের একমাত্র সঞ্চয়। দ্রুত এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়া জরুরি বলে তিনি মন্তব্য করেন এবং এ বিষয়ে সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের বালিশিরা ভ্যালি সভাপতি বিজয় হাজরা বলেন, 'নয় মাস বকেয়ার সময় ব্যবস্থাপক তিন মাসের মধ্যে টাকা পরিশোধের লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন প্রায় ১৭ মাস পার হয়ে গেছে, তবুও বকেয়া রয়ে গেছে। মালিকপক্ষের টালবাহানা বন্ধ না হলে শ্রমিকরা আরো কঠোর আন্দোলনের পথে যেতে বাধ্য হবেন।'

এ বিষয়ে সাতগাঁও চা বাগানের ব্যবস্থাপক রফিকুল ইসলাম বলেন, 'ধাপে ধাপে প্রভিডেন্ট ফান্ডে টাকা পাঠানো হচ্ছে এবং জানুয়ারির মধ্যে সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে।'

The Daily Star NOVEMBER 2, 2025

# Implement 9th wage board, ensure fair pay

## Journos place 39 demands

PHOTO: UNB

UNB, *Dhaka*

Journalists across the country staged protest rallies yesterday to press home 39-point demand, including the immediate implementation of the ninth wage board, formulation of a journalist protection law, and introduction of two weekly holidays.

The protests were organised under the banner of the Bangladesh Federal Union of Journalists (BFUJ) to ensure press freedom and journalists' welfare.

At a rally in front of the Jatiya Press Club in Dhaka, BFUJ Secretary General Kader Gani Chowdhury presented the demands.

Other demands include the formation of the tenth wage board for journalists, along with a unified wage board for print, electronic, online, and multimedia journalists; enforcement of the "No Wage Board, No Media" policy to ensure fair pay and benefits; establishment of a separate labour court for journalists; and speedy trials for all journalist murder cases, including that of Sagar and Runi.

যুগান্তর | মঙ্গলবার ৪ নভেম্বর ২০২৫ | ১৯ কার্তিক ১৪৩২

# টঙ্গীতে পোশাক কারখানা বন্ধ ঘোষণায় শ্রমিকদের বিক্ষোভ

**টঙ্গী পূর্ব (গাজীপুর) প্রতিনিধি**

গাজীপুরের টঙ্গীতে গুজব ছড়ানোর অভিযোগে একটি পোশাক কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। সোমবার সকালে টঙ্গীর সাতাইশ রোডের খৈরতল এলাকার ভিয়েলাটেক্স লিমিটেড নামক কারখানায় কাজে যোগ দিতে এসে প্রধান ফটকে বন্ধের এ নোটিশ দেখতে পায় শ্রমিকরা। পরে বেলা সাড়ে দশটার দিকে কারখানার প্রধান ফটকের সামনে শ্রমিকরা বিক্ষোভ শুরু করে। পরে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের ধাওয়া-পালটা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। তবে এ ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

জানা যায়, গত কয়েক দিন যাবৎ কারখানাটির ২ হাজার ৬৫০ জন শ্রমিক কর্তৃপক্ষের কাছে বিদেশি বায়ারদের (ক্রেতা) কাছ থেকে পাওনা শ্রমিকদের জন্য দেওয়া বরাদ্দ লভ্যাংশের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ তোলেন। বিষয়টি গুজব দাবি করে শ্রমিকদের জানিয়ে দেন কারখানা কর্তৃপক্ষ। এতে শ্রমিকরা গত রোববার কারখানার ভেতরে কাজ বন্ধ রেখে বিক্ষোভ করে। পরদিন সোমবার সকালে ফের কাজে যোগ দিতে এসে কারখানার প্রধান ফটকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধের নোটিশ দেখতে পেয়ে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন শ্রমিকরা। এ সময় শ্রমিকরা পার্শ্ববর্তী দেউটি ফ্যাশন লিমিটেড ও মাস্কো গ্রুপের একটি কারখানায় ইট পাটকেল ছোড়ে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ শ্রমিকদের ধাওয়া দেয়।

এ বিষয়ে জানতে ভিয়েলাটেক্স লিমিটেড কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও কেউই গণমাধ্যমে কথা বলতে রাজি হয়নি। গাজীপুর শিল্প পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সেলিম রেজা বলেন, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছি। কারখানা ও আশপাশে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক | ৮ নভেম্বর ২০২৫

১০৮তম অক্টোবর বিপ্লব বার্ষিকী উপলক্ষ্যে শ্রমিকদের আইনি সুরক্ষা ও ন্যূনতম মজুরি ৩০ হাজার টাকাসহ ১০ দাবিতে গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন করে বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সংঘ —ইত্তেফাক

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার ॥ ৯ নভেম্বর ২০২৫

# শ্রমিকদের মানববন্ধন প্রেস ক্লাবের সামনে

**নিজস্ব প্রতিবেদক**

সরকারি মালিকানাধীন ওষুধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এসেনশিয়াল ড্রাগস কোম্পানি লিমিটেডের (ইডিসিএল) বিনা অপরাধে চাকরিচ্যুত প্রায় ৭০০ শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তার পুনর্বহালের দাবি জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) আবদুস সামাদ মৃধার পদত্যাগ ও গ্রেপ্তারের দাবিও জানানো হয়েছে।

গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে ইডিসিএলের চাকরিচ্যুত শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তা কর্তৃক আয়োজিত এক মানববন্ধনে এ দাবি জানানো হয়। মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন চাকরিচ্যুত কর্মী রানা, কাউসার মিয়া, জামিল, কাউসার আহমেদ, সজীব, মাসুদ প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, এসেনশিয়াল ড্রাগস কোম্পানি লিমিটেড শতভাগ সরকারি মালিকানাধীন ওষুধ উৎপাদনকারী একটি প্রতিষ্ঠান। কিন্তু বর্তমান এমডি আবদুস সামাদ মৃধা যোগদানের পর থেকেই কোম্পানিতে নানাবিধ অনিয়ম, দুর্নীতি, নিয়োগ বাণিজ্য ও যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটিয়ে যাচ্ছেন। চাকরিচ্যুত কর্মকর্তারা আরও বলেন, ২০২৫ সালের ১ জানুয়ারি কোম্পানিতে যোগদানের পর এমডি আবদুস সামাদ মৃধা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গোপন করে দ্রুত পুলিশ ভেরিফিকেশন সম্পন্ন করেন। যোগদানের পরপরই তিনি তার ব্যক্তিগত পিএস নাজমুল হুদা, ভাগিনা শওকত ও জিএম (চলতি দায়িত্ব) মনিরুল ইসলামের সহযোগিতায় নিয়োগ ও স্থায়ীকরণে ব্যাপক অর্থ লেনদেনের মাধ্যমে নিয়োগ বাণিজ্য চালু করেন।

মানববন্ধনে আব্দুস সামাদ মৃধার দুর্নীতি, অনৈতিক কর্মকাণ্ড ও নিয়োগ বাণিজ্যের পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে তাকে দ্রুত গ্রেপ্তার ও অপসারণের দাবি জানানো হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক | ১৬ নভেম্বর ২০২৫

# ঈশ্বরদী ইপিজেডে ৩৫ নারী শ্রমিক অসুস্থ

অক্সিজেন-সংকট

**ঈশ্বরদী (পাবনা) সংবাদদাতা**

ঈশ্বরদী ইপিজেডে হাইজিংটন চায়না চুল কোম্পানিতে অক্সিজেনসংকটে ৩৫ জন নারী শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। গতকাল শনিবার বেলা ১২টার দিকে হাইজিংটন কোম্পানির চতুর্থ তলায় দীর্ঘ সময় এসি বন্ধ থাকার কারণে অক্সিজেন লেভেল অনেক নেমে যায়। এতে অক্সিজেনের অভাবে বেশ ঐ নারী শ্রমিকরা অসুস্থ হয়ে পড়েন। জানা গেছে, এর মধ্যে ৩৫ জন গুরুতর অসুস্থ হলে প্রথমে ১৫ জনকে বেপজা হাসপাতালে এবং অন্যদের ঈশ্বরদী সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বেপজা হাসপাতাল থেকে পরে ১৫ জনকেও সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। এ ব্যাপারে হাইজিংটন চায়না চুল কোম্পানির এডমিন রাশিদুজ্জামান বলেন, এসি বন্ধ থাকার কারণে অক্সিজেন লেভেল নেমে গিয়েছিল। এজন্য কয়েক জন অসুস্থ হয়েছেন। তবে এদের মধ্যে কয়েক জনকে অসুস্থ হয়ে পড়তে দেখে আতঙ্কিত হয়ে বাকিরা অসুস্থ হয়ে যান। ঈশ্বরদী হাসপাতালের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আলী এহসান বললেন, ইপিজেডের ৩৪ জন রোগী ভর্তি রয়েছে। তাদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। আশা করি বড় ধরনের কোনো সমস্যা হবে না।

সংবাদ | শুক্রবার ২৯ কার্তিক ১৪৩২ | Friday 14 November 2025

# কালিয়াকৈরে শ্রমিক হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ

**প্রতিনিধি, কালিয়াকৈর (গাজীপুর)**

দেশব্যাপী পরিবহনে অগ্নিসংযোগ ও শ্রমিক হত্যার প্রতিবাদে গাজীপুর জেলা বাস, মিনিবাস মালিক সমিতি এবং জেলা সড়ক পরিবহণ শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ মিছিলটি ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের কালিয়াকৈর বাসস্ট্যান্ড ও বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে কালিয়াকৈর বাস টার্মিনালে এসে শেষ হয়। এতে হাজারো পরিবহণ শ্রমিক ও মালিকগণ অংশ নেন।

সভায় বক্তারা বলেন, সম্প্রতি সারাদেশে সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের নামে সাধারণ মানুষের যানবাহনে আগুন দেওয়া এবং নিরীহ শ্রমিকদের ওপর হামলা ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনা উদ্বেগজনক। এসব ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান তারা।

বিক্ষোভ মিছিল শেষে এক প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন, বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির শ্রম বিষয়কসহ সম্পাদক ও বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মো. হুমায়ুন কবির খান, গাজীপুর জেলা শ্রমিক দলের আহ্বায়ক ও জেলা সড়ক পরিবহণ শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মো. মিনার উদ্দিন, গাজীপুর জেলা বাস মিনিবাস মালিক সমিতির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আখতার উজ জামান, কার্যকরী সভাপতি মো. রিয়াজ উদ্দিন, জেলা সড়ক পরিবহণ শ্রমিক ইউনিয়নের কার্যকরী সভাপতি মো. রমজান আলী খান, জেলা ট্রাক মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো. হযরত আলী মিলনসহ বিভিন্ন শ্রমিক ও মালিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ১০ নভেম্বর ২০২৫ ।

## শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জের গোদনাইলে চাকরিতে পুনর্বহালের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। গতকাল সকালে শিমরাইল-চাষাড়া সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করা হয়। আন্দোলনকারীরা জানান, ১ নভেম্বর পিএম নিটেক্স পোশাক কারখানার শ্রমিক আমিন একটি গেঞ্জি নিয়ে কারখানায় ঢুকে ছোট করেন। কাজ শেষে বাসায় যাওয়ার পথে কর্তৃপক্ষ তাকে আটকের পর চুরির অভিযোগে বরখাস্ত করে। তার চাকরি পুনর্বহালের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন শ্রমিকরা। পুলিশ এবং শ্রমিক নেতারা বিষয়টি সমাধানের আশ্বাস দিলে শ্রমিকরা অবরোধ তুলে নেন।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ২০ নভেম্বর ২০২৫
৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

চট্টগ্রাম বন্দর গেটে চাঁদাবাজি

## সড়ক অবরোধ করে শ্রমিকদের প্রতিবাদ

চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রাম বন্দরের বিভিন্ন গেটে বহিরাগতদের চাঁদাবাজি ও হামলা-মারধরের প্রতিবাদে এক ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন পণ্য পরিবহণকারী শ্রমিকরা। বুধবার বিকাল ৪টা থেকে নগরীর নিমতলা মোড়ে ট্রাক, কাভার্ডভ্যানসহ পণ্য পরিবহণকারী বিভিন্ন যানবাহন রেখে সড়কে ব্যারিকেড তৈরি করে তারা। পরে পুলিশ ও বন্দর কর্মকর্তাদের আশ্বাসের পর বিকাল ৫টার দিকে তারা সড়ক ছেড়ে যান। অবরোধের কারণে ব্যস্ততম নিমতলা মোড়সহ আশপাশের সড়কে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। অবরোধকারীদের অভিযোগ, বিএনপি কর্মী পরিচয় দিয়ে বন্দরের প্রতিটি গেটে থাকা কিছু বহিরাগত তরুণ-যুবক গাড়ি প্রবেশের সময় জোরপূর্বক চাঁদা আদায় করে। এর প্রতিবাদ করায় শ্রমিকদের ওপর দুই দফা হামলার ঘটনা ঘটেছে।

চট্টগ্রাম ট্রাক-কাভার্ডভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ওমর ফারুক বলেন, গত এক মাস ধরে বন্দরে ঢোকার সময় বিভিন্ন গেটে জোর করে ১০০, ১৫০ টাকা আদায় করা হচ্ছে। আমরা বন্দর কর্তৃপক্ষকে অভিযোগ করার পর সিকিউরিটি অফিসার মঙ্গলবার আমাদের ডেকেছিলেন। তারা বলেছেন, 'আমরা বন্দরের নির্ধারিত গেট ফি ৫৭ টাকা ৫০ পয়সার পর আর কাউকে যেন কোনো টাকা না দেই।'

বণিক বার্তা রোববার, নভেম্বর ১৬, ২০২৫

বরিশাল-ঢাকা মহাসড়কে গতকাল বিক্ষোভ করেন শ্রমিকরা ছবি: নিজস্ব আলোকচিত্রী

চাকরিতে পুনর্বহালসহ দুই দফা দাবি

## বরিশাল-ঢাকা মহাসড়ক অবরোধ করে শ্রমিকদের বিক্ষোভ

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ বরিশাল

চাকরিতে পুনর্বহালসহ দুই দফা দাবিতে বরিশাল-ঢাকা মহাসড়ক অবরোধ করেছেন অপসো স্যালাইন ফার্মাসিউটিক্যালসের ছাঁটাইকৃত শ্রমিকরা। গতকাল দুপুর ১২টা থেকে বরিশাল নগরীর চৌমাথা এলাকায় মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন তারা। এ সময় মহাসড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। সড়কের দুই প্রান্তে যানজটের কারণে ভোগান্তিতে পড়ে যাত্রীরা। সাড়ে ৩ ঘণ্টা পর শ্রমিকরা কারখানার সামনে ফিরে যান।

শ্রমিকরা জানান, প্রথমে প্রতিদিন ২২০ টাকার হাজিরায় কাজ করার পর প্রতিষ্ঠানটি তাদের মাস্টাররোলে অন্তর্ভুক্ত করে। কিন্তু মাত্র এক বছরের মাথায় হঠাৎ করেই ৫৭০ জন শ্রমিককে বিনা নোটিসে ছাঁটাই করা হয়।

ছাঁটাই করা শ্রমিকদের অভিযোগ, এ সিদ্ধান্ত পরিকল্পিত ও শ্রমিকবিরোধী। তাদের ছাঁটাই করে কোম্পানি নতুনভাবে ১ হাজার শ্রমিক নিয়োগের উদ্যোগ নিচ্ছে।

অপসো স্যালাইন দেশের অন্যতম বৃহৎ ওষুধ প্রস্তুতকারী অপসোনিন গ্রুপের একটি প্রতিষ্ঠান। এ কারখানায় প্রায় এক হাজার শ্রমিক কর্মরত ছিলেন। গত ২৯ অক্টোবর কারখানার স্টেরিপ্যাক (সিরিঞ্জ ও স্যালাইন সেট প্রস্তুতকারক) শাখার ৫৭০ জন শ্রমিককে চাকরিচ্যুতির চিঠি দেয়া হয়। এর প্রতিবাদে শ্রমিকরা ৩০ অক্টোবর কর্মবিরতি শুরু করেন।

বরিশাল কোতোয়ালি মডেল থানার ওসি মিজানুর রহমান জানান, চাকরিতে পুনর্বহালের দাবিতে অপসো স্যালাইন ফার্মা শ্রমিকরা মহাসড়ক অবরোধ করেন। এ কারণে মহাসড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল। ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

NEW AGE
TUESDAY, NOVEMBER 11, 2025,

ABUSE IN MALAYSIA

## Bangladeshi workers demand compensation

United News of Bangladesh · Dhaka

BANGLADESHI migrant rights groups have demanded immediate action to ensure justice, fair compensation and payment of overdue wages for Bangladeshi workers allegedly subjected to abuse by two Malaysian companies—Mediceram and Kawaguchi.

The call came during a human chain organised on Monday in front of the ministry of expatriates' welfare and overseas employment by the Migrant Welfare Network Malaysia and a Bangladesh-based expatriate rights platform.

Speakers at the programme compared the exploitation faced by workers at the two firms to modern-day slavery, blaming both the Bangladesh high commission in Malaysia and the expatriates' welfare ministry for failing to protect the victims.

Workers who had been employed at Mediceram alleged that they were subjected to delayed payments, threats, physical abuse, and inhumane living conditions for years. The company allegedly confiscated their passports, and many workers became undocumented as their work permits were not renewed.

NEW AGE MONDAY, NOVEMBER 17, 2025,

# Bus services halted as workers, students clash in Barishal

**Our Correspondent**
Barishal

BUS services on all routes, including Dhaka and North Bengal, remained suspended from Barishal Nathullabad Central Bus Terminal following a violent clash between transport workers and students over half fare on Saturday night.

The services remained suspended till filing of this report on Sunday evening, causing serious suffering to passengers.

Hossain Abdullah, a transport worker, said that no buses left the terminal for any destination since Sunday morning.

A few buses of the Bangladesh Road Transport Corporation, however, were seen operating on limited routes.

The clash erupted on Saturday night when a row broke out between students and bus staff over half fare for students.

At least 50 people from both sides were injured, according to those who clashed.

More than 50 buses along with several ticket counters were vandalised during the fight.

A visit to the Nathullabad bus terminal in city on Sunday afternoon found bus operation was entirely suspended from there, while tension hung in the air.

Students alleged that the clash broke out after a heated row had erupted with a bus supervisor over half fare for students.

'We did not torch or vandalise any buses,' they claimed, alleging that several students were injured in the clash.

Mir Mosharraf Hossain, president of the Bus Owners Group association, said that nearly 50 buses were damaged during the clash, causing losses of Tk 3–4 crore.

He added that at least 50 counters with laptops, computers and furniture were also destroyed at the time.

'Around 50 workers, including one bus owner, were injured,' Mosharraf said.

Bus Workers' Union president Shahadat Hossain Liton said, 'We will block vehicle movement indefinitely. Compensation must be paid for the vandalised buses.'

He also demanded arrangements for medical treatment of the 50 injured workers.

'It must be ensured that such incident will not happen again. Only then, the vehicle movement will resume,' Liton stated.

On the day, some Mahindras (three-wheeler human haulers) and CNG-run autorickshaws were seen operating on some of the nearby destinations lying along the routes where bus operation remained suspended.

Passengers travelling on those routes alleged that they were charged double the regular fare.

A passenger named Naznin Akhter said that the bus fare in Banaripara was Tk 60 but she had to pay Tk 120 for taking a CNG-run auto-rickshaw.

Another passenger named Atikul Islam said that the bus fare from Barishal to Gournadi was Tk 70 but he had to pay Tk 120 for going there on three-wheeler Mahindra.

দৈনিক ইত্তেফাক বৃহস্পতিবার ৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩২, ২০ নভেম্বর ২০২৫

সাভার : অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে চলমান অভিযানের প্রতিবাদে এবং ইটভাটা সচল রাখার দাবিতে গতকাল সাভারের ভাকুর্তা ভাঙা ব্রিজ সংলগ্ন অংশে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন মালিক-শ্রমিকরা —ইত্তেফাক

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

# আমিনবাজারে ইটভাটা শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ, যানজটে ভোগান্তি

## দুই ঘণ্টা পর পুলিশের ধাওয়ায় সড়ক ছেড়ে দেন তারা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভারের আমিনবাজারে ভাঙ্গা ব্রিজ এলাকায় ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন ইটভাটার মালিক ও শ্রমিকেরা। এতে মহাসড়কের উভয় পাশে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। দুই ঘণ্টা পর পুলিশের ধাওয়ায় সড়ক ছেড়ে দেন তারা।

বিক্ষোভকারী শ্রমিকেরা জানান, সাভারের বিভিন্ন ইটভাটায় অভিযান চালিয়ে জরিমানা, চিমনি গুঁড়িয়ে দেওয়াসহ ইটভাটা বন্ধ করে দিয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তর। ইটভাটা চালুসহ অভিযান বন্ধের দাবিতে গতকাল বুধবার সকাল ১০টার মহাসড়কের অবস্থান নেন তারা। পরে তারা মহাসড়কের উভয় পাশ অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন।

বেলা ১১টার দিকে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, সড়কের উভয় পাশে প্রায় দুই কিলোমিটার এলাকায় যানজটে আটকা পড়েন বিভিন্ন পরিবহনের যাত্রীরা। অনেকে বাস থেকে নেমে হেঁটে গন্তব্যের দিকে রওনা দেন। সেনাবাহিনী ও পুলিশ সদস্যরা বিক্ষোভকারীদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে সরে যাওয়ার অনুরোধ জানান। হ্যান্ড মাইক দিয়ে শ্রমিকেরা বলেন, 'ইট ভাটা চলবে, গাড়ির চাকা ঘুরবে'।

বিক্ষোভকারী শ্রমিক সফিউল্লাহ জানিয়েছেন, আমরা ছয় মাস ইটভাটায় কাজ করি বাকি ছয় মাস বাড়িতে কাজ করি। ভাটা বন্ধ করলে খাব কী? আমরা আজ সড়ক অবরোধ করেছি। ইটভাটা চালুর অনুমতি না দিলে আমরা সড়ক থেকে সরব না।

এবিএম ব্রিকসের মালিক মো. জাহাঙ্গীর বলেন, পরিবেশ অধিদপ্তর ঢালাওভাবে ইটভাটায় অভিযান চালিয়ে বন্ধ করে দিচ্ছে। আমাদের অন্তত ছয় মাস সময় দেওয়া হোক। আমাদের সময় না দিলে হাজার হাজার শ্রমিক না খেয়ে মারা যাবেন। আমরা সে জন্য সড়কে নেমে এসেছি আমাদের দাবি মানা হোক। দাবি না মানলে আমরা পরবর্তীকালে আবারও রাস্তায় নামব।

NEW AGE
SUNDAY, NOVEMBER 16, 2025,

The Bangladesh Khetmajur Samity brings out a procession with several demands, including the introduction of ration and pension for the workers over 60 years of age, on the Topkhana Road in Dhaka on Saturday. — New Age photo

# Overseas worker hacked dead

**Our Correspondent** · Kushtia

AN OVERSEAS worker, who returned from Cambodia recently, was hacked to death at Lakshmipur village under sadar upazila in Jhenaidah on Saturday.

The deceased was identified as Mahabul Hossain, 40, son of Sabdar Biswas, a resident of Lakshmipur in the upazila.

Quoting local people, Jhenaidah police station officer-in-charge Abdullah Al Mamun said that there had been a longstanding dispute between Mahabul and Robiul Islam Robi over taking lease of a piece of land.

As a consequence of the dispute, the supporters of Robi locked into an altercation with Mahabul over the issue while he was returning home from field.

They, at one point, attacked him and hacked him with a sharp weapon, leaving him critically injured on the spot, the police official said.

Hearing his screams, locals rescued him and took him to Jhenaidah Sadar Hospital where duty doctor pronounced him dead upon arrival.

The police sent the body to the hospital morgue for a post-mortem examination.

Additional police personnel were deployed in the area to avert any kind of untoward incident, the police official said, adding that legal action would be taken against those found involved in the incident.

বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ॥ ১৯ নভেম্বর ২০২৫ ।

# ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে শ্রমিক বিক্ষোভ, কারখানা বন্ধ ঘোষণা

নীলফামারী প্রতিনিধি

নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেডে খেলনা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান সনিক বাংলাদেশ লিমিটেড অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। শ্রমিকদের আন্দোলনের প্রেক্ষিতে গতকাল এ সিদ্ধান্ত নেয় কারখানা কর্তৃপক্ষ। সনিক বাংলাদেশের পরিচালক মি. সু ইয়ংবাও পোলো স্বাক্ষরিত নোটিসে এ তথ্য জানানো হয়। এর আগে শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ, টিফিন ভাতা প্রদান, পিসি কমিটি গঠনসহ ৯ দফা দাবিতে ১৬ নভেম্বর থেকে আন্দোলন শুরু করেন সনিক ফ্যাক্টরির শ্রমিকরা। বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে অবস্থান নেন শ্রমিকরা। পরে জেলা প্রশাসকের কাছে ৯ দফা দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান করেন তারা। শ্রমিকদের অভিযোগ, বিনা কারণে তাদের দুই সহকর্মীকে ছাঁটাই করা হয়েছে। বিক্ষোভে অংশ নেওয়া শ্রমিক আলামিন ইসলাম বলেন, যখন তখন শ্রমিক ছাঁটাই আর সহ্য করা হবে না। ইপিজেডের নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ আবদুল জব্বার বলেন, আলোচনা চলছে এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত জানানো হবে।

সমকাল ■ শুক্রবার ■ ২১ নভেম্বর ২০২৫ ।

চাকরির নিশ্চয়তাসহ কয়েকটি দাবিতে গতকাল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে শ্রমিক-কর্মচারী সমাবেশের আয়োজন করে বাংলাদেশ আউটসোর্সিং কর্মচারী ঐক্য পরিষদ ।
ছবি : কালের কণ্ঠ

কালের কণ্ঠ শুক্রবার । ২১ নভেম্বর ২০২৫ ।

বেআইনিভাবে চাকুরিচ্যুত ও চুক্তি ভঙ্গকারী এবং শ্রমিক নির্যাতন, ট্রেড ইউনিয়ন ধ্বংসের অভিযোগে জায়ান্ট স্টার ফ্যাশন লিমিটেডের মালিকের বিচার দাবিতে গতকাল বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন করে বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক ইউনিটি ● সমকাল

মঙ্গলবার
১৮ নভেম্বর ২০২৫
দৈনিক ইত্তেফাক

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার
৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩২, ১৯ নভেম্বর ২০২৫

# গ্যাস-সংকটে ৯ মাস ধরে বন্ধ আশুগঞ্জ সার কারখানা

## শ্রমিক-কর্মচারীদের বিক্ষোভ

■ আশুগঞ্জ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) সংবাদদাতা

গ্যাস-সংকটের কারণে ৯ মাস যাবৎ বন্ধ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ সার কারখানার উৎপাদন। এতে প্রতিদিন ১ হাজার ১০০ মেট্রিক টন উৎপাদনক্ষমতা হিসেবে প্রায় ৩ লাখ টন ইউরিয়া সার উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে, যার বাজারমূল্য প্রায় ৫০০ কোটি টাকা। এদিকে, দীর্ঘ মেয়াদে কারখানাটি বন্ধ থাকায় অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে যাচ্ছে লাভজনক এ প্রতিষ্ঠানটি। পাশাপাশি অব্যবহৃত যন্ত্রাংশে মরিচা ধরে ব্যাপক ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

অন্যদিকে বেতনকাঠামো নিয়ে কারখানার শ্রমিক-কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষ বিরাজ করছে। গতকাল সোমবার সকালে 'কারখানায় নিরবিচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ ও একই করপোরেশনে একই স্কেল বাস্তবায়ন' দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও কারখানার প্রধান গেট অবরোধ করে সমাবেশ করেছেন কারখানার শ্রমিক-কর্মচারীরা। আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার অ্যান্ড কেমিক্যাল কোম্পানি লিমিটেড শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়ন (সিবিএ) সভাপতি মো. বজলুর রশীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তৃতা করেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মো. আক্তার হোসেন, সিবিএ-এর সাধারণ সম্পাদক আবু কাউছার, বাংলাদেশ কেমিক্যালস ওয়ার্কার ফেডারেশনের সাংগঠনিক সম্পাদক হারুন অর রশিদ, শ্রমিক নেতা জাহিদ ইকবাল, মনিরুজ্জামান পাভেল প্রমুখ। সমাবেশ শেষে শ্রমিক-কর্মচারীদের একটি বিক্ষোভ মিছিল কারখানার অভ্যন্তরে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান নেন।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, 'একই করপোরেশনের আওতায় থাকা বিভিন্ন কারখানায় কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীরা ভিন্ন ভিন্ন বেতন স্কেলে আছেন, যা দীর্ঘদিন ধরে বৈষম্য তৈরি করেছে। পাশাপাশি গ্যাস সরবরাহ না দেওয়ায় কারখানার উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। জাতীয় স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে লাভজনক এই প্রতিষ্ঠানটি ভবিষ্যতে বড় ধরনের অনিশ্চয়তায় পড়তে পারে।'

এ ব্যাপারে সিবিএ-এর সাধারণ সম্পাদক মো. আবু কাউছার বলেন, 'আমরা বারবার কারখানায় নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ ও শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন স্কেলের বিষয়ে ন্যায্য দাবির কথা জানিয়েছি, কিন্তু সমাধান হয়নি। তাই শান্তিপূর্ণ কর্মসূচির মাধ্যমে দাবির ন্যায্যতা তুলে ধরছি।' তিনি বলেন, 'বিসিআইসির সব প্রতিষ্ঠান ও উপপ্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের জন্য সমান জাতীয় বেতন স্কেল কার্যকর করতে হবে।'

সিবিএ-এর সভাপতি মো. বজলুর রশীদ সতর্ক করে বলেন, 'দ্রুত নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ ও শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন বৈষম্য দূরীকরণে ব্যবস্থা না নিলে আন্দোলনের পরিধি আরো বিস্তৃত করা হবে। প্রয়োজনে মহাসড়ক অবরোধসহ কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন।

এ ব্যাপারে কারখানার ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রদীপ কুমার নাথ জানান, গ্যাস-সংকটের কারণে গত মার্চ মাস থেকে কারখানার উৎপাদন বন্ধ আছে। এতে করে প্রতিদিন ১ হাজার ১০০ টন ইউরিয়া সার উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। পাশাপাশি দীর্ঘদিন কারখানা বন্ধ থাকায় বিভিন্ন যন্ত্রাংশে মরিচা পড়ে ব্যাপক ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তিনি বলেন, 'গ্যাস সরবরাহ পাওয়ার জন্য পেট্রোবাংলার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে।'

আশুগঞ্জ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) : সার কারখানা গেটে শ্রমিক-কর্মচারীদের বিক্ষোভ —ইত্তেফাক

# বরিশালে অপসোনিনে মুখোমুখি কর্মচারীদের দুই পক্ষ, উত্তেজনা

## পুনর্বহালের দাবিতে ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকদের বিক্ষোভ

■ বরিশাল অফিস

বরিশালে অপসো স্যালাইন লিমিটেড কারখানার ৫ শতাধিক কর্মচারীকে ছাঁটাইয়ের পর বন্ধ হওয়া স্টেরিপ্যাক বিভাগটি চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে মালিকপক্ষ। এই খবরে গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে চাকরিচ্যুতরা কাজে যোগ দিতে গেলে মালিকপক্ষের কর্মচারীদের সঙ্গে পালটাপালটি স্লোগানসহ উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এ সময় আশপাশে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এরপর অপসো স্যালাইন কর্তৃপক্ষ সংবাদ সম্মেলন করে জানান, ৫০ ভাগ কর্মচারী চাকরি অবসানকালীন বেতন-ভাতা বুঝে নিলেও কিছু কর্মচারী ও বহিরাগতদের আন্দোলনে কারখানার উৎপাদন বন্ধ রয়েছে। অন্যদিকে চাকরিচ্যুত আন্দোলনকারী কর্মচারীরা বলছেন, চাকরি পুনর্বহাল না করা পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, বেলা ১১টার দিকে চাকরিচ্যুত কর্মচারীদের একটি পক্ষ কাজে যোগ দিতে কারখানায় প্রবেশ করতে চায়। তখন মালিক পক্ষের কর্মচারীরা তাদের বাধা দেয়। এরপর মালিকপক্ষের কর্মচারীরাও পৃথক ব্যানার নিয়ে এই আন্দোলন নির্মূলের দাবিতে সড়কে অবস্থান নেন। এ সময় দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এরপর অপসো স্যালাইন কর্তৃপক্ষের পক্ষে সংবাদ সম্মেলন করেন জ্যেষ্ঠ নির্বাহী কর্মকর্তা অনিন্দ কুমার সরকার।

অনিন্দ বলেন, শ্রম আইন মেনে ৪৪৪ জন শ্রমিককে অবসান দেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে ৫০ শতাংশ শ্রমিক তাদের অবসানকালীন বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুবিধার টাকা বুঝে নিয়েছেন। কিন্তু কিছু শ্রমিক ও বহিরাগতরা অন্য বিভাগের শ্রমিকদের কাজে যোগ দিতে বাধা দিচ্ছে। এ কারণে কারখানার উৎপাদন বন্ধ রয়েছে। সারা দেশে ডেঙ্গুর বিস্তার বাড়ছে, এরই মধ্যে উৎপাদন বন্ধ থাকলে ভবিষ্যতে স্যালাইন সংকট প্রকট হওয়ার শঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি।

অপসো স্যালাইন শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক রাকিব মিয়া বলেন, স্টেরিপ্যাক (সিরিঞ্জ ও স্যালাইন সেট প্রস্তুতকারক) শ্রমিকদের অন্যায়ভাবে চাকরিচ্যুত করে নতুন শ্রমিকদের দিয়ে কারখানা চালু করার চেষ্টা চালাচ্ছে মালিক পক্ষ। শ্রমিকেরা জানান, তিন দিন ছুটি ঘোষণা দিয়ে ডাকযোগে ৫৭০ জন শ্রমিককে চাকরিচ্যুতির চিঠি পাঠানো হয়। গত ২৯ অক্টোবর চিঠি পাওয়ার পর থেকেই তারা লাগাতার বিক্ষোভ-সমাবেশ, অবস্থান কর্মসূচি, সড়ক অবরোধসহ নানা কর্মসূচি পালন করছেন। এরপর ত্রিপক্ষীয় বৈঠকেও সমাধান মেলেনি। এদিকে ভুক্তভোগীরা জানান, সড়কটি বন্ধ থাকায় প্রতিদিন চরম দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে।

# রাজশাহী ওয়াসার কর্মচারীদের চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে মানববন্ধন

■ স্টাফ রিপোর্টার, রাজশাহী

স্থায়ী নিয়োগের দাবিতে রাজশাহী ওয়াসার অস্থায়ী (মাস্টাররোল) কর্মচারীরা মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন। মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) সকালে মহানগরীর উপশহর এলাকার অস্থায়ী ভবনের সামনে ওয়াসা কর্মচারী ইউনিয়নের এই কর্মসূচি আয়োজন করে। রাজশাহী ওয়াসা কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি সফিকুল আলমের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেনের সঞ্চালনায় কর্মসূচিতে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আল-আমিন কাজল, উপদেষ্টা নাসিম খান, আজিজুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক জয়নাল আবেদীন, সদস্য আব্দুল মান্নান প্রমুখ বক্তব্য দেন।

বক্তারা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে রাজশাহী ওয়াসায় কর্মচারীরা দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে কাজ করছেন। কেউ এক দশক, কেউবা ১৫ থেকে ২০ বছর ধরে মাস্টাররোলে কাজ করলেও এখনো তাদের চাকরি স্থায়ী করা হয়নি। অথচ হাইকোর্টের রায়ে বলা হয়েছে, সমপর্যায়ের সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন ধরে দৈনিকভিত্তিক কাজ করা কর্মচারীদের চাকরি স্থায়ীকরণ করতে হবে। তারা অভিযোগ করেন, অস্থায়ী কর্মচারীরা ওয়াসার পানি সরবরাহ, লাইনের জরুরি মেরামত, ব্যবস্থাপনা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও তাদের প্রতি প্রতিষ্ঠানটির 'উদাসীনতা' দিন দিন বাড়ছে।

NEWAGE
FRIDAY, NOVEMBER 21, 2025,

The Bangladesh Outsourcing Karmachari Oikya Parishad holds a sit-in with several demands, including the implementation of recommendations of the Labour Reform Commission, at the Central Shaheed Minar in Dhaka on Thursday. — New Age photo

NEWAGE
FRIDAY, NOVEMBER 21, 2025,

The Bangladesh Garments Shramik Unity holds a protest rally, demanding the punishment of the owner of Star Fashion Limited for allegedly torturing and unlawful termination of workers, in front of the National Press Club in Dhaka on Thursday. — New Age photo

সময়ের আলো শুক্রবার। ২১ নভেম্বর ২০২৫

বেআইনিভাবে চাকরিচ্যুত ও চুক্তি ভঙ্গকারী জায়ান্ট স্টার ফ্যাশন লিমিটেডের মালিকের বিচারের দাবিতে বৃহস্পতিবার শ্রম পরিচালকের কার্যালয় ঘেরাও ও স্মারকলিপি পেশ করে বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক ইউনিটি ● সময়ের আলো

সময়ের আলো শুক্রবার। ২১ নভেম্বর ২০২৫

# লামায় বিজিবি-পুলিশের সঙ্গে শ্রমিকদের সংঘর্ষে আহত ৫০

**অবৈধ ইটভাটায় অভিযান**

- আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ১৫ জন সদস্য আহত
- হাসপাতালে ভর্তি ২০

● বান্দরবান প্রতিনিধি

বান্দরবানের লামা উপজেলার ফাইতং ইউনিয়নের পাগলীর আগা এলাকায় অবৈধ ইটভাটায় অভিযান চালানোকে কেন্দ্র করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে শ্রমিক ও স্থানীয়দের সংঘর্ষ হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টার দিকে চকরিয়া-মানিকপুর সড়কের পাহাড়তলী এলাকায় এ সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। এতে বিজিবি ও পুলিশের অন্তত ১৫ সদস্য এবং নারী-শিশুসহ প্রায় ৫০ জন শ্রমিক আহত হন। এর মধ্যে ২০ জনেরও বেশি আহতকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সংঘর্ষে জড়িত ৫ শ্রমিককে আটক করেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

অভিযানের সময় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে বলে জানান স্থানীয় ও শ্রমিকরা। এ ছাড়া অভিযান চলাকালে কয়েকজনকে আটক করা হয়। পুলিশ ও উপজেলা প্রশাসন জানায়, সংঘর্ষে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ ও বিজিবির মোট ছয়টি সরকারি গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে ইটভাটার পাঁচ শ্রমিককে আটক করা হয়।

এ বিশেষ অভিযানে নেতৃত্ব দেন পরিবেশ অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রেজুয়ান উল ইসলাম। অভিযানে আরও উপস্থিত ছিলেন আলীকদম সেনা জোনের উপ-অধিনায়ক মেজর হাফিজ, সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট (লামা) রুবায়েত আহমেদ এবং লামা থানার ওসি তোফাজ্জল হোসেন। এ সময় সেনাবাহিনী, পুলিশ, বিজিবি, ফায়ার সার্ভিস ও পরিবেশ অধিদপ্তরের সদস্যরা অংশ নেন।

লামা থানার ওসি তোফাজ্জল হোসেন জানান, অভিযানে যাওয়ার সময় চকরিয়া আওতাধীন এলাকায় এ সংঘর্ষ ঘটে। তাই আটক পাঁচ শ্রমিককে চকরিয়া থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট রুবায়েত আহমেদ বলেন, ইটভাটা মালিক ও শ্রমিকরা প্রশাসন এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ওপর হামলা চালিয়েছে। সরকারি গাড়িও ভাঙচুর করা...

লামা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. মঈন উদ্দিন বলেন, হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী অভিযান পরিচালনা করতে গেলে স্থানীয় লোকজন ও শ্রমিকরা ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। এতে ছয়টি সরকারি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ১৫ জন সদস্য আহত হন। ফোর্স ব্যবহার না করার নির্দেশ থাকায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রশাসন পিছু হটে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ॥ ২৪ অক্টোবর ২০২৫

# বকেয়া বেতন দাবিতে শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ-বিক্ষোভ

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুরের শ্রীপুরে বকেয়া বেতনসহ বিভিন্ন পাওনা দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ করেছে এএ ইয়াং মিলস লিমিটেড নামে একটি তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। গতকাল উপজেলার জৈনাবাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। অবরোধের ফলে মহাসড়কের দুই পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। শ্রমিকরা জানান, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের বেতন পরিশোধ না করায় তারা বাধ্য হয়ে রাস্তায় নেমেছেন। কারখানার শ্রমিক আজিজুল ইসলাম অভিযোগ করে বলেন, আমাদের বেতন দেওয়ার কথা প্রতি মাসের ৭ তারিখ, কখনো ১০ তারিখেও মেনে নিই। কিন্তু এখন অক্টোবরের ২৩ তারিখ। তবু আগস্ট ও সেপ্টেম্বর দুই মাসের বেতন দেওয়া হয়নি। আমরা সংসার চালাব কীভাবে? বাড়িভাড়া, দোকানের বাকি এসব কেউ বুঝতে চায় না। নারী শ্রমিক সায়মা আক্তার বলেন, ঘরে চাল-ডাল নেই, সন্তানের লেখাপড়ার খরচ দিতে পারছি না। তাই বাধ্য হয়েই রাস্তায় নেমেছি। আমরা কারও ক্ষতি করতে চাই না, কিন্তু উপায়ও তো নেই। যে বেতন পাই, তা দিয়েই দোকানের বাকি ও বাড়িভাড়া মিটিয়ে শূন্য হাতে ঘরে ফিরতে হয়। বৃদ্ধ মা-বাবা ও সন্তানরা আমাদের বেতনের জন্য অপেক্ষায় থাকে। এ বিষয়ে কারখানার মানবসম্পদ বিভাগের কর্মকর্তা মো. সুলতান উদ্দিনের সঙ্গে একাধিকবার মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি। শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আবদুল বারিক বলেন, বেলা ১১টার দিকে এএ ইয়াং মিলস লিমিটেড কারখানার শ্রমিকরা মহাসড়ক অবরোধ করেন। পরে প্রশাসনের পক্ষ থেকে শ্রমিক ও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে দুপুর ১টা ১৫ মিনিটের দিকে সরিয়ে দেওয়া হয় এবং যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। এর কিছু সময় পর শ্রমিকরা বিভিন্ন দিক থেকে আবার মহাসড়কে এসে ইটপাটকেল নিক্ষেপ শুরু করে। এতে কয়েকজন পুলিশ আহত হন এবং পুলিশের একটি জিপের কাঁচ ভেঙে যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

শুক্রবার, অক্টোবর ২৪, ২০২৫ ■ কার্তিক ৮, ১৪৩২ বণিক বার্তা

# শ্রীপুরে বকেয়া বেতন দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ, কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ গাজীপুর

গাজীপুরের শ্রীপুরে বকেয়া পাওনা পরিশোধের দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন তৈরি পোশাক কারখানা এএ ইয়াং মিলস লিমিটেডের শ্রমিকরা। এ সময় শ্রমিক ও পুলিশের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ার ঘটনা ঘটে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে শিল্প পুলিশ কয়েকটি কাঁদানে গ্যাসের শেল ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে। পরে থানা পুলিশ, শিল্প পুলিশ ও সেনাবাহিনীর যৌথ তৎপরতায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

গতকাল বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার জৈনাবাজার এলাকায় সড়ক অবোরোধ করেন শ্রমিকরা। প্রায় ২ ঘণ্টা অবরোধে মহাসড়কের দুই পাশে কয়েক কিলোমিটার দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়।

আন্দোলনকারী শ্রমিকরা জানান, গত আগস্ট ও সেপ্টেম্বরের বেতন না পাওয়ায় তারা বাধ্য হয়ে রাস্তায় নেমেছেন। অনেক দিন ধরে তারা বেতন চাইছিলেন। কিন্তু বারবার সময় নিয়েও মালিক পক্ষ বেতন পরিশোধ করছে না। তবে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কারণে শেষ করা যায়নি। পুলিশের ধাওয়ায় অধিকাংশ শ্রমিক ছত্রভঙ্গ হয়ে যান।

কারখানার শ্রমিক আজিজুল ইসলাম বলেন, 'আমাদের বেতন দেয়ার কথা প্রতি মাসের ৭ তারিখে। কখনো ১০ তারিখেও দেয়। সেটা মেনে নিয়েছি। অক্টোবরের ২৩ তারিখ পেরিয়ে গেলেও আগস্ট ও সেপ্টেম্বরের বেতন দেয়া হয়নি। সংসার চালাব কীভাবে? বাড়ি ভাড়া, দোকানের বাকি—সবই চাপ বাড়াচ্ছে।'

শ্রমিক জায়েদা খাতুন বলেন, 'ঘরে চাল-ডাল ফুরিয়ে গেছে। সন্তানের লেখাপড়ার খরচ দিতে পারছি না। তাই রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়েছি।'

আরেক শ্রমিক ফাতেমা খাতুন অভিযোগ করে বলেন, 'আমরা শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ করছিলাম। কিন্তু পুলিশ আমাদের ওপর কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে।'

এ বিষয়ে কারখানার মানবসম্পদ বিভাগের কর্মকর্তা মো. সুলতান উদ্দিনের সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।

শ্রীপুর থানার ওসি মো. আবদুল বারিক বলেন, 'বেলা ১১টার দিকে শ্রমিকরা মহাসড়ক অবরোধ করলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদের সঙ্গে আলোচনা করে দুপুর ১টা ১৫ মিনিটে সড়ক খুলে দেয়া হয়। তবে কিছুক্ষণ পর শ্রমিকরা পুনরায় সড়কে ফিরে এসে ইটপাটকেল নিক্ষেপ শুরু করেন। এতে কয়েকজন পুলিশ আহত হয় এবং পুলিশের একটি জিপের গ্লাস ভেঙে যায়। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ এবং যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।'

NEW AGE
FRIDAY, NOVEMBER 21, 2025

The Revolutionary Workers Party of Bangladesh brings out a procession, demanding the cancellation of government decision to lease out the New Mooring Container Terminal and Laldiar Char of Chattogram Port to foreign companies, at Purana Paltan crossing in Dhaka on Thursday. — New Age photo

THE BUSINESS STANDARD TUESDAY 25.11.2025

# Ctg Port workers move ahead with Wednesday blockade as talks end without resolution

PORT – CHATTOGRAM

TBS REPORT

A meeting between the Chittagong Port Authority (CPA) and the workers' platform Sramik Karmachari Oikya Parishad (SKOP) yesterday ended without resolving the standoff over the proposed lease of the New Mooring Container Terminal to DP World, with the workers' group insisting their Wednesday blockade will proceed as planned.

The port authority, however, presented a different account. CPA Secretary Omar Faruk told The Business Standard that the talks were "successful" and that labour leaders had agreed to withdraw their programme. He also noted that the issue is currently before the High Court and warned that any movement could be treated as contempt.

According to a SKOP statement, the CPA convened the meeting at 11am, with leaders Tapon Dutta, Kazi Sheikh Nurullah Bahar and SK Khoda Toton attending on behalf of the workers.

Port officials briefed the delegation on why DP World is under consideration for the NCT lease, emphasising that no agreement can be signed in November as the port chairman is on leave and the government cannot enter a strategic deal once the election schedule is declared in early December. They assured SKOP that there was no attempt to rush the process.

SKOP rejected the explanation, citing comments by Bida CEO Chowdhury Ashiq Mahmud Bin Harun, who had claimed the contract would be finalised within a week – remarks the platform said were unacceptable. They reiterated that an interim government lacks both the moral and legal authority to sign long-term strategic agreements.

The platform said it has been campaigning for more than six months, with support now coming from workers nationwide, political groups, and ordinary citizens. At this point, they told the authority, backing down is not an option.

NEW AGE
FRIDAY, OCTOBER 24, 2025

# RMG workers block highway in Gazipur for arrears

**Our Correspondent** · Gazipur

WORKERS of AA Yarn Mills Ltd on Thursday blocked the Dhaka–Mymensingh highway at Joina Bazar of the Sreepur upazila in Gazipur, demanding arrears for September.

Police fired several rounds of rubber bullets and lobbed tear gas shells to disperse the workers after failing to clear the highway.

Workers of AA Yarn Mills Limited block road, demanding payment of their dues, at Jainabazar of Sripur in Gazipur on Thursday. — Star Mail photo

The blockade lasted for about two hours from about 12:45pm, causing severe traffic congestion and suffering for commuters.

Inspector Abdul Latif of Gazipur Industrial Police said that the authorities had promised to pay workers' September wages on Thursday after repeatedly postponing the date earlier.

However, when workers learned that the payment was being delayed again, they first staged a sit-in inside the factory and later blocked the highway, he said.

Members of the army, industrial police, highway police and local police attempted to persuade them to leave the road, but the workers refused to do so.

Later, police fired rubber bullets and tear gas shells and eventually dispersed the workers and traffic returned to normal at about 3:00pm, the inspector said.

The protesting workers said that they earned only Tk 12,000 a month, which was not enough to cover their house rent, children's school fees and other daily expenses, and they had not received their wages yet.

They also alleged that police charged batons during the blockade, leaving several of them injured.

AA Yarn Mills Ltd human resources officer Monir Hossain said the factory could not pay September wages on Thursday as promised.

Workers left after being informed that salaries would be disbursed on Sunday following consultation with higher authorities, he added, noting that Friday and Saturday were declared general holidays.

দেশ রূপান্তর
সোমবার, ২৪ নভেম্বর ২০২৫

# কারখানা চালুর দাবিতে শ্রমিকদের মানববন্ধন

**উত্তরা ইপিজেড**

**নীলফামারী প্রতিনিধি**

নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেড রক্ষার্থে এবং অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হওয়া সনিক বাংলাদেশ লিমিটেড কারখানা দ্রুত চালুর দাবিতে মানববন্ধন করেছেন শ্রমিকরা।

গতকাল রবিবার বেলা ১১টার দিকে ইপিজেডের প্রধান ফটকের সামনে এই মানববন্ধন হয়। মানববন্ধন শেষে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (উত্তরবঙ্গ)-এর নির্বাহী পরিচালক বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

মানববন্ধন চলাকালে বক্তব্য দেন শ্রমিক নাজমুল হোসেন, শরিফুল মণ্ডল, রাবেয়া বেগম, আসমা বেগম, ইয়াসমিন, রুবেল রানা, আব্দুর রহমান, সুজন ইসলাম প্রমুখ। তারা বলেন, আমাদের এই কারখানা শুধু একটি কর্মস্থল নয়, এটি আমাদের জীবিকা, আমাদের পরিবারের স্বপ্ন আর ভবিষ্যতের ভরসাস্থল। কারখানার শান্তি, স্থিতিশীলতা আর সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ বজায় রাখার দায়িত্ব আমাদেরই। কিন্তু কিছু ব্যক্তি বা গোষ্ঠী ব্যক্তিগত স্বার্থে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করছে। আমাদের উচিত নিজেদের ও পরিবারের স্বার্থে, কারও উস্কানির ফাঁদে পা না দেওয়া। তারা আরও বলেন, আমরা আর কোনো বিশৃঙ্খলা চাই না। আমরা আমাদের কর্মস্থল চাই, আর কোনো আন্দোলন চাই না। ইপিজেড চললে শ্রমিক বাঁচবে, শ্রমিক বাঁচলে পরিবার বাঁচবে।

প্রসঙ্গত, ২৬ দফা দাবি নিয়ে গত ১৬ নভেম্বর থেকে আন্দোলন শুরু করেছিলেন সনিক কারখানার শ্রমিকরা। ১৭ নভেম্বর মালিকপক্ষ তাদের বেশিরভাগ দাবি মেনে নিলেও কয়েকজন এতে অসন্তুষ্ট হন। ১৮ নভেম্বর সনিক বাংলাদেশ লিমিটেডের শতাধিক শ্রমিক জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে ছাঁটাইকৃত শ্রমিকদের পুনর্বহালসহ বিভিন্ন দাবিতে কর্মবিরতি পালন করেন। কাজে যোগদান না করার কারণে ও উৎপাদনে ঘাটতি হওয়ায় সেদিন কারখানা কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য কারখানা বন্ধের নোটিস জারি করেন।

দেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ॥ ২৬ নভেম্বর ২০২৫

# নির্বাচন নিয়ে কেরু শ্রমিকদের সংঘর্ষ

**চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি**

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় কেরু অ্যান্ড কোম্পানি শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়ন নির্বাচনের দাবিকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত সাতজন আহত হয়েছেন। গতকাল সকালে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। পুলিশ ও সেনাসদস্যরা গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। কেরু অ্যান্ড কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান বলেন, 'দুই পক্ষকে আলোচনা করতে ডাকা হয়েছিল। অফিসে ঢোকার পর এক পক্ষ অপর পক্ষের ওপর হামলা চালায়।' দর্শনা থানার ওসি (তদন্ত) সুলতান মাহমুদ বলেন, পরিস্থিতি শান্ত। আমরা সর্বোচ্চ সতর্ক আছি।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ২৫ নভেম্বর ২০২৫
১০ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

চবকের সঙ্গে স্কপের বৈঠক

# কাল ৩ পয়েন্টে অবরোধ কর্মসূচি পালনে অনড়

চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রাম বন্দর প্রবেশের তিন পয়েন্টে অবরোধ কর্মসূচি পালনে অনড় অবস্থানে রয়েছে শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ)। এ নিয়ে আন্দোলনরত দুটি সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে সোমবার বৈঠকে বসেছিল চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ (চবক)। তবে বৈঠকে ফলপ্রসূ কোনো আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয়নি। এ কারণে পূর্বঘোষিত সিদ্ধান্তে অনড় থাকার বিষয়টি জানিয়েছে স্কপ নেতারা। অন্যদিকে বন্দর কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে সন্তুষ্ট হয়ে 'আপাতত' কর্মসূচি প্রত্যাহারের কথা জানিয়েছে আরেকপক্ষ 'চট্টগ্রাম বন্দর রক্ষা পরিষদ'। বিদেশি প্রতিষ্ঠানকে চট্টগ্রাম বন্দরের টার্মিনাল ও স্থাপনা ইজারা দেওয়া বন্ধে শনিবার চট্টগ্রামে এক শ্রমিক কনভেনশন থেকে বুধবার (কাল) সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত চট্টগ্রাম বন্দরের প্রবেশমুখী সব সড়ক সর্বাত্মক অবরোধ কর্মসূচি ঘোষণা করে স্কপ। অন্যদিকে 'চট্টগ্রাম বন্দর রক্ষা পরিষদ' সোমবার সন্ধ্যায় বন্দরের আশপাশে তিনটি স্পটে অবরোধ কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দিয়েছিল, বৈঠকের পর সেটি প্রত্যাহার করা হয়েছে। স্কপ নেতা ও চট্টগ্রাম জেলা ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের (টিইউসি) সভাপতি তপন দত্ত বলেন, 'বন্দর কর্তৃপক্ষের ডাকে আমরা বৈঠকে গিয়েছিলাম। আমরা গিয়ে দেখলাম, উনারা (বন্দর রক্ষা পরিষদ) আগে থেকে সেখানে বসে আছেন। আমরা একসঙ্গে বৈঠকে বসতে চাই না, এটা জানালাম। কারণ, হঠাৎ করে তাদের ঘোষিত আন্দোলনের কর্মসূচির বিষয়ে আমরা কিছুই জানি না। আমাদের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য আছে। আমরা সেটা আমাদের মতো করে বলব। মিসলিড যাতে না হয়, সেজন্য আমরা আলাদা বসেছি।' স্কপ যেসব পয়েন্টে অবরোধ কর্মসূচি পালন করবে এর মধ্যে রয়েছে—মাইলের মাথা (সি মেন্স হোস্টেল), টোল রোডের টোলপ্লাজা গেট এবং বড় পুল। স্কপের পক্ষ থেকে সর্বস্তরের শ্রমিক ও সাধারণ মানুষকে এইকর্মসূচি সফল করার জন্য আহ্বান জানানো হয়।

১৭ নভেম্বর চট্টগ্রাম বন্দরের লালদিয়া চরে টার্মিনাল নির্মাণ ও পরিচালনার জন্য ডেনমার্কের এপিএম টার্মিনালস নামে একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ৩৩ বছরের চুক্তি করেছে সরকার। এ মেয়াদ আরও ১৫ বছর বাড়ানোর সুযোগ আছে চুক্তিতে। একইদিন কেরানীগঞ্জের পানগাঁও নৌ টার্মিনাল ২২ বছর মেয়াদে পরিচালনার জন্য সুইজারল্যান্ডের একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে।

যুগান্তর
বুধবার ২৬ নভেম্বর ২০২৫
১১ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

# গাজীপুরে শ্রমিক অসন্তোষের মুখে কারখানা বন্ধ

খোলার দাবিতে বিক্ষোভ

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুরের কোনাবাড়ী থানাধীন আমবাগ বাঘিয়া এলাকায় হানিওয়েল গার্মেন্ট লি. নামের পোশাক কারখানায় শ্রমিক অসন্তোষের কারণে কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ জানায়, শ্রমিকরা অযৌক্তিক দাবি উত্থাপন করে অবৈধভাবে কারখানায় সংঘবদ্ধ হয়ে উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেন। এর ফলে কারখানার অভ্যন্তরে আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটে এবং রফতানি কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার কারণে বিপুল আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও শ্রমিকরা কাজে যোগ না দেওয়ায় কারখানা নিরাপত্তা ও শ্রম আইন অনুযায়ী মঙ্গলবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। তবে নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণ শাখার কর্মীরা এ আদেশের আওতামুক্ত থাকবেন। কারখানার সহকারী মহাব্যবস্থাপক স্বাক্ষরিত বন্ধ নোটিশ দেখে মঙ্গলবার শ্রমিকরা বিক্ষুব্ধ হয়ে পার্শ্ববর্তী মিতালী ক্লাব থেকে নতুন বাজার সড়ক অবরোধ করেন। এ সময় তারা কারখানা চালু করার দাবি জানান। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। একপর্যায়ে কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার আশ্বাস দিয়ে শ্রমিকদের সরিয়ে পরিস্থিতি বিকালে স্বাভাবিক হয়। গাজীপুর শিল্প পুলিশ-২ (কোনাবাড়ী জোন) পরিদর্শক মোর্শেদ জামান জানান, শ্রমিক ও মালিক পক্ষের সঙ্গে কথা বলে সমাধানের চেষ্টা চলছে।

এর আগে সোমবার শ্রমিকরা বেতন ও ভাতা পরিশোধসহ কয়েকজন কর্মকর্তার অপসারণের দাবি জানিয়ে উৎপাদন বন্ধ করে দিনভর বিক্ষোভ করেন। এ ঘটনায় ছাঁটাই সংক্রান্ত গুজব ছড়িয়ে পড়লে শ্রমিকদের অসন্তোষ আরও বেড়ে যায়।

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার
১০ অগ্রহায়ণ ১৪৩২, ২৫ নভেম্বর ২০২৫

# ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পরিবহন শ্রমিকদের মানববন্ধন

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ট্রাফিক বিভাগের অনিয়ম বন্ধ ও ট্রাফিক ইন্সপেক্টর মীর আনোয়ারের অপসারণসহ সাত দফা দাবি বাস্তবায়ন না হলে পরিবহন ধর্মঘটসহ কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে জেলা সড়ক পরিবহন মালিক-শ্রমিক ঐক্য পরিষদ। সোমবার দুপুরে কুমিল্লা-সিলেট মহাসড়কের কাউতলী এলাকায় আয়োজিত মানববন্ধন থেকে এই হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। মানববন্ধনে জেলার সড়ক পরিবহনের ১১টি সংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশগ্রহণ করেন। এতে বক্তব্য রাখেন, সংগঠনের আহ্বায়ক মোহাম্মদ নিয়ামত খান, সদস্য সচিব মো. মেরাজ ইসলাম, সিএনজি অটোরিকশা পরিবহন মালিক সমিতির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা বাহার চৌধুরী, জেলা বাস মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো. হানিফ মিয়াসহ অন্য শ্রমিক নেতারা।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার
১৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩২, ৩০ নভেম্বর ২০২৫

# গাজীপুরে বন্ধ কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরের কোনাবাড়ীতে বন্ধ একটি কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন শ্রমিকরা। শনিবার 'হানিওয়েল গার্মেন্টস লিমিটেডের' শ্রমিকরা এ বিক্ষোভ করেছেন। কোনাবাড়ীর আমবাগ এলাকায় অবস্থিত এ কারখানার শ্রমিকরা প্রথমে প্রধান ফটকে অবস্থান নেন। পরে তারা পিএন কম্পোজিট লিমিটেডের সামনে গিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন এবং ঐ প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের আন্দোলনে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানায়। একাধিক শ্রমিক জানান, কারখানা বন্ধ চাই না, আমরা কাজ করতে চাই। কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের একটাই দাবি—দ্রুত যেন কারখানা খুলে দেওয়া হয়।

জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক জোটের সাংগঠনিক সম্পাদক মো. আশরাফুজ্জামান বলেন, শ্রমিকদের ন্যায়সংগত যৌক্তিক দাবির প্রতি আমাদের পূর্ণ সমর্থন আছে। বেআইনি অযৌক্তিক দাবির প্রতি আমাদের কোনো সমর্থন নেই। একই সঙ্গে যেন কোনো নিরীহ শ্রমিক হয়রানির শিকার না হন।

গাজীপুর শিল্প পুলিশ-২ কোনাবাড়ী জোনের পরিদর্শক মো. মোর্শেদ জামান বলেন, সকালে বন্ধ কারখানার শ্রমিকরা পিএন কম্পোজিট লিমিটেড কারখানার সামনে এলে তাদেরকে বুঝিয়ে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে।

যুগান্তর
শনিবার ২৯ নভেম্বর ২০২৫
১৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

# চট্টগ্রামে বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের মানববন্ধন

চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রামে বকেয়া বেতনের দাবিতে মানববন্ধন করেছে ইপিজেডের জেএমএস গার্মেন্ট লিমিটেডের শ্রমিকরা। শুক্রবার চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সামনে 'জেএমএস শ্রমিক-কর্মকর্তা-কর্মচারী ঐক্যপরিষদ' ব্যানারে এই কর্মসূচি পালন করা হয়। শ্রমিকদের দাবি, গত ৯ মাস ধরে প্রতিষ্ঠানটি তাদের বকেয়া বেতন পরিশোধ করছে না। বকেয়া বেতন পরিশোধের জন্য মানববন্ধনে তারা তিন দফা দাবি জানিয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া বেতন পরিশোধ না করলে আগামী ১৩ ডিসেম্বর ইপিজেড বেপজা গেটে আমরণ অনশন কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দিয়েছে শ্রমিকরা। মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ৪ জুন জেএমএস গার্মেন্ট লিমিটেড বন্ধের নোটিশ দেন প্রতিষ্ঠানের মালিক মোস্তফা মাহমুদ। অথচ নানা অজুহাতে শ্রমিকদের বেতন আটকে রেখেছেন তিনি। এছাড়াও শ্রমিকদের ছুটির টাকা, গ্রাচুইটি ও প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাও বকেয়া রয়েছে। চাকরি না থাকায় বেকার হয়ে পড়েছেন তারা। নতুন চাকরিও মিলছে না। এমন অবস্থায় টাকার অভাবে অনেকের অসুস্থ সন্তানদের চিকিৎসা, লেখাপড়া, বৃদ্ধ বাবা-মায়ের ওষুধ, এমনকি পরিবারের খাবার জোগাড় করতে তাদের হিমশিম খেতে হচ্ছে। অথচ একই মালিকের অন্য দুই গার্মেন্টসে নিয়মিত বেতন পাচ্ছেন শ্রমিকরা।

PHOTO: PRABIR DAS

**Distinguished guests at the national dialogue, titled 'Challenging Social Norms and Power Dynamics: Towards a Fear-Free Future', organised by Manusher Jonno Foundation (MJF) with support from UN Women, the European Union, Plan International, and the embassies of Sweden, Canada and Switzerland. The event was part of the global 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence 2025 campaign.**

# Confront social norms that normalise violence against women

## Speakers tell MJF national dialogue marking 16 Days of Activism

STAFF CORRESPONDENT

Bangladesh must confront and overturn the harmful social norms and entrenched power structures that normalise violence against women and girls, said speakers at a national dialogue yesterday.

They stressed that without transforming these mindsets, no law or intervention can ensure a fear-free future.

They said violence against women and girls must be treated as a national emergency, calling for major shifts in social attitudes, stronger state accountability, and a more responsive justice system.

The national dialogue, titled "Challenging Social Norms and Power Dynamics: Towards a Fear-Free Future", was organised by Manusher Jonno Foundation (MJF) with support from UN Women, the European Union, Plan International, and the embassies of Sweden, Canada, and Switzerland at a hotel in Dhaka.

The event was part of the global 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence 2025 campaign, under this year's UN theme, "UNiTE to End Digital Violence against All Women and Girls."

Presenting the keynote, MJF Executive Director Shaheen Anam said violence is worsening despite progress in women's empowerment.

"Between January and October 2025, 503 women were reportedly killed due to domestic violence, 905 children were subjected to sexual violence, and more than 78 percent of women experienced digital abuse," she said, citing data from Ain o Salish Kendra and Bangladesh Mahila Parishad.

She said statistics cannot reflect the full extent of trauma and pain endured by a woman, girl, or child. "We must remember them and resolve to do our utmost to prevent such occurrences," she added.

She urged long-term investments in changing social attitudes, stronger law enforcement, better accountability in



পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

## Titumir's life

FROM PAGE 3

chance to connect these strands had remained unexplored, and that is where I began."

Sorol said discourse on Titumir had become more important in the post-July uprising context and amid a global shift toward right-wing politics.

He said while Titumir was personally religious, he worked with landless people and the poor.

Filmmaker Amirul Momenin Manik, who is making a film on Titumir, shared his experience of searching for earlier screen works on the subject.

He said the site of the bamboo fort now has a two-storey bamboo structure displaying items associated with Titumir, jointly preserved by Hindu and Muslim members of the local panchayat.

Manik said these experiences strengthened his sense of Titumir as a figure remembered for his courage and for the ways local communities continue to honour his legacy.

# Confront social norms that normalise

FROM PAGE 3

public services, coordinated action against digital violence, and a culture based on equality and non-violence.

Sharmeen S Murshid, adviser to the Ministry of Women and Children Affairs, said structural inequalities, political hierarchies, and rising cyberviolence are pushing women into deeper insecurity.

"Political parties still treat women as peripheral, and family violence is dismissed as a private matter. Cyberviolence requires round-the-clock monitoring and stronger grassroots networks," she said.

Syed Sultan Uddin Ahmed, executive director of BILS, said visible violence is "only the tip of the iceberg", adding that most women workers lack legal protection and live in fear of losing their jobs or being silenced.

"Unless labour laws are reformed and anti-harassment committees function, statements will remain statements."

Former UNDP director Dr Selim Jahan said Bangladesh cannot claim progress on gender equality while remaining among the highest globally in violence, child marriage and discrimination.

"Rising violence is part of a broader culture of social violence. Male insecurity, superiority and resistance to women's success continue to fuel abuse," he said.

Dr Debapriya Bhattacharya, convenor of the Citizen's Platform for SDGs, said, "Women today lack financial, social, cultural and political security. Even within families, many feel that raising concerns is futile."

Social and cultural restrictions are tightening, and political vulnerability is growing, he added.

He said grassroots social forces must be activated, meaningful dialogues encouraged, and women supported in asserting their rights.

He urged political parties to include women's rights in their manifestos.

Martin Dawson, deputy development director of the British High Commission, said gender-based violence remains "one of the most pervasive rights violations," noting that one in three women globally is affected. "The UK is scaling evidence-based solutions and supporting safer digital and physical spaces."

Stéphanie St-Laurent Brassard, second secretary at the High Commission of Canada, said technology-facilitated abuse is rising, with AI making threats "more sophisticated".

UN Women Country Representative Gitanjali Singh said, "We are in 2025 yet far from a world where women live free from violence. Violence is pervasive but not inevitable. We must name patriarchy and ensure accountability."

Eva Smedberg, deputy head of mission at the Embassy of Sweden, noted both the distressing statistics and the determination to act. "Challenging harmful norms and power structures is essential. Digital violence is rising fast, threatening women in public life. We know the facts -- now we must act."

Swiss Ambassador Reto Renggli said preventing violence is a shared responsibility, and solutions must be locally rooted and culturally grounded.

"Digital spaces, once seen as safe, now expose women to harassment and silencing. Switzerland remains committed to working with the government, civil society and youth to promote dignity, equity, and justice."

The event was moderated by Shaheen Anam.

সংবাদ

ঢাকা : বৃহস্পতিবার ১২ অগ্রহায়ণ ১৪৩২
Dhaka : Thursday 27 November 2025

# ন্যূনতম মজুরি চান ট্যানারিশ্রমিকেরা

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

এক বছর আগে ন্যূনতম মজুরি ঘোষিত হলেও বেশির ভাগ ট্যানারিশিল্পে তা এখনো বাস্তবায়ন করা হয়নি। এ ছাড়া অনেক ট্যানারি কোনো ধরনের আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ না করেই শ্রমিক ছাঁটাই করছে। ছাঁটাইয়ের পর প্রাপ্য পাওনাও পরিশোধ করা হচ্ছে না। গত মঙ্গলবার এক সংবাদ সম্মেলনে এসব অভিযোগ করে এ খাতের শ্রমিকদের সংগঠন ট্যানারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন।

রাজধানীর দ্য ডেইলি স্টার সেন্টারের এ এস মাহমুদ সেমিনার হলে মঙ্গলবার এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। 'ট্যানারিশিল্পে ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়ন ও সংকট' শিরোনামে এ সংবাদ সম্মেলন করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ট্যানারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, সাধারণ সম্পাদক আবদুল মালেক, শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান ও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ এবং সলিডারিটি সেন্টার বাংলাদেশের কর্মসূচি পরিচালক এ কে এম নাসিম। স্বাগত বক্তব্য দেন সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক আবদুল মালেক।

সংবাদ সম্মেলনে আবুল কালাম আজাদ বলেন, 'দেশের পোশাকশিল্পে রানা প্লাজা ও তাজরীন ফ্যাশনস ট্র্যাজেডির পর বৈশ্বিক চাপে মালিক ও সরকার সেই খাতে পরিবর্তন এনেছে। তাতে দেশের পোশাকশিল্প এখন বিশ্ববাজারে একটি অবস্থান তৈরি করেছে। অন্যদিকে সরকারের ভুল নীতি, পরিকল্পনার অভাব ও মালিকপক্ষের অনীহার কারণে ট্যানারিশিল্প ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। এই শিল্পকে আধুনিক ও পরিবেশসম্মত করার লক্ষ্যে হাজারীবাগ থেকে হেমায়েতপুরে স্থানান্তর করা হলেও বাস্তবে ট্যানারিশিল্প এখনো পরিবেশবান্ধব শিল্প হিসেবে গড়ে ওঠেনি। শ্রমিকদের যে ন্যূনতম সুরক্ষা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করার কথা ছিল, তার কিছুই বাস্তবায়িত হয়নি।'

এই বিষয়ে আবুল কালাম আজাদ বলেন, 'শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরির গেজেট প্রকাশের পর মালিকেরা এ নিয়ে আপত্তি তোলেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ট্যানারিমালিক; কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং ট্যানারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন মিলে আবারও মজুরির গ্রেড ও বেতনের পরিমাণ পুনর্নির্ধারণ করে, যা দেশের ইতিহাসে বিরল। তবে এরপর মজুরি নিয়ে যে সিদ্ধান্ত এসেছে, সেটিও কোনো ট্যানারিমালিক বাস্তবায়ন করছেন না।'

সংবাদ সম্মেলনে সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ বলেন, 'শ্রমিকদের মজুরি ঘোষণা এমন কোনো বিষয় নয়, যা সরকার হঠাৎ নির্দেশ দেয়। মালিক, শ্রমিক ও সরকারের দীর্ঘ আলোচনার পর মজুরিকাঠামো ঠিক করা হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, বাস্তবে তিনটি পক্ষ আলাদা হলেও শেষ পর্যন্ত মালিক আর সরকার এক পক্ষ হয়ে যায়। আর শ্রমিক আলাদা আরেক পক্ষ হয়ে পড়ে। এই শিল্পে যদি কোনো ধরনের ত্রুটি থাকে, তাহলে তা ঠিক করতে হবে। চামড়াশিল্প নগরী বেপজাকে দিয়ে কোনো লাভ হবে না। বেপজা যে উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরি হয়েছিল, তারা নিজেরাই এখনো তা পূরণ করতে পারেনি।'

স্বাগত বক্তব্যে আবদুল মালেক বলেন, 'গত বছর ট্যানারিশিল্পের শ্রমিকদের জন্য পাঁচটি গ্রেডে ন্যূনতম মজুরি ঠিক করে গেজেট প্রকাশিত হয়। তার আগে প্রকাশিত খসড়ায় ট্যানারিমালিকেরাও স্বাক্ষর করেছেন। এরপর গেজেট প্রকাশিত হলেও এখনো এই মজুরি কার্যকর করা হয়নি। বিশ্বের অন্যতম অস্বাস্থ্যকর শিল্প হিসেবে ট্যানারিগুলোতে দুই শতাধিক রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়, যা শ্রমিকের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এমন পরিবেশে কাজ করা শ্রমিকেরা ন্যায্য মজুরি পাচ্ছেন না। পাশাপাশি ছাঁটাই, নির্যাতন, হয়রানিসহ নানা পরিস্থিতির মুখে পড়ছেন।'

সমকাল ■ সোমবার । ২৪ নভেম্বর ২০২৫ । ৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

# ক্ষতিপূরণের মানদণ্ড নেই সংশোধিত শ্রম আইনেও

■ আবু হেনা মুহিব

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) কনভেনশন অনুযায়ী, ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারিত হবে শ্রমিকের বয়স, দক্ষতা ও মজুরির ভিত্তিতে। দেশে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণের মানদণ্ড নির্ধারণে এই সুপারিশ মানার দাবি ছিল দীর্ঘদিনের। অন্তর্বর্তী সরকারের শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশেও এ বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়। বাস্তবে সংশোধিত শ্রম আইনে এই দাবি আমলে নেওয়া হয়নি। এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তাজরীন ফ্যাশনস ও রানা প্লাজায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক পরিবারের সদস্যরা।

২০১২ সালের ২৪ নভেম্বর সাভারের আশুলিয়ার নিশ্চিন্তপুরে তাজরীন ফ্যাশনস কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ১১৯ শ্রমিক পুড়ে মারা যান। আগুন থেকে বাঁচতে লাফিয়ে পড়ে আহত হন আরও অন্তত ৫৫০ জন। আহতদের মধ্যে পরে আরও চারজন মারা যান। ওই ঘটনার ১৩ বছর পূর্ণ হচ্ছে আজ সোমবার।

ওই দুর্ঘটনার পরের বছর ২৪ এপ্রিল সাভারে রানা প্লাজা ধসে পড়ে। ওই ভবনে পাঁচটি পোশাক কারখানার এক হাজার ১৭৫ শ্রমিক নিহত হন। পরপর বড় দুই দুর্ঘটনার কারণে অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিকভাবে চাপে পড়ে পোশাক খাত। যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে শুল্কমুক্ত সুবিধা বা জিএসপি স্থগিত করা হয়। বিদেশি ব্র্যান্ড-ক্রেতা এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকেও চাপ আসে। আইনের আওতায় দায়ীদের বিচারের দাবি এবং আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের দাবি তোলে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন এবং সামাজিক সংগঠন।

উভয় ঘটনার পরই সরকার এবং পোশাক খাতের উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিজিএমইএর পক্ষ থেকে নিহতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়।

শ্রম আইন ২০০৬ অনুযায়ী, কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুতে ক্ষতিপূরণ এক লাখ টাকা। ২০১৬ সালে আইনের সংশোধনীতে টাকার অঙ্ক বাড়িয়ে দুই লাখ টাকা করা হয়। ওই আইনে আহতদের ক্ষতিপূরণ আড়াই লাখ টাকা। আইএলও কনভেনশনের ১২১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, ক্ষতিপূরণের পরিমাণ শ্রমিকের বয়স, দক্ষতা ও মজুরির ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়।

## তাজরীন ফ্যাশনস কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ১৩ বছর

তাজরীন ফ্যাশনসের হতাহতদের গড় বয়স ২৫ বছর। দেশের আইন অনুযায়ী, একজন শ্রমিক যদি ৫৯ বছর কাজ করতে পারে, তাহলে তাঁর কমপক্ষে ৫০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার কথা।

অন্তর্বর্তী সরকারের গঠিত শ্রম কমিশন ক্ষতিপূরণের একটি সর্বনিম্ন সীমা নির্ধারণ করে দেওয়ার সুপারিশ করেছে। এ জন্য একটি মানদণ্ড নির্ধারণেরও সুপারিশ করেছে। এতে বলা হয়েছে, আইএলওর সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ এবং দেশে হাইকোর্টের এ-সংক্রান্ত নির্দেশনা অনুযায়ী যেন মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়। একটি ত্রিপক্ষীয় কমিটি গঠন করে তাদের মাধ্যমে ন্যায্য মানদণ্ড নির্ধারণের কথা বলা হয় প্রতিবেদনে।

জানতে চাইলে শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ সমকালকে বলেন, তাজরীন ফ্যাশনস এবং রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পরে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তা অন্যান্য শিল্প খাতে কাজে লাগানো হয়নি। এ কারণে চট্টগ্রামে কনটেইনার ডিপো, নারায়ণগঞ্জে হাশেম ফুডের কারখানায়, নিমতলী ও চুড়িহাট্টায় অগ্নিকাণ্ডের মতো দুর্ঘটনা ঘটেছে। এসব দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকরা কাঙ্ক্ষিত মানদণ্ডে ক্ষতিপূরণ পাননি। অনেক দুর্ঘটনার পরে মামলা নেওয়া হয়নি। আর দীর্ঘ মেয়াদে চিকিৎসাসেবা পাননি আহত শ্রমিকরা। তাই ক্ষতিপূরণের একটি স্থায়ী মানদণ্ড নির্ধারণের সুপারিশ করা হয়েছে কমিশনের পক্ষ থেকে।

গত ২৩ অক্টোবর উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০২৫ অনুমোদন দেওয়া হয়। এরপর ১৭ নভেম্বর জারি করা অধ্যাদেশ গেজেট আকারে প্রকাশ করে সরকার। এতে কর্মস্থলে দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ তহবিল প্রসঙ্গে বলা হয়, সরকার বিধি দ্বারা উপযুক্ত বিবেচিত কর্মস্থলে দুর্ঘটনাজনিত একটি ক্ষতিপূরণ তহবিল গঠন করবে। এতে তহবিল ব্যবস্থাপনা বোর্ডের গঠন, কার্যাবলি, সুবিধার প্রকার ও মাত্রা নির্ধারণ, তহবিলের অর্থের উৎস পদ্ধতি ও কার্যকর প্রশাসন এবং বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে। অর্থাৎ, শ্রমিক পক্ষের মূল যে দাবি একটি স্থায়ী মানদণ্ড নির্ধারণ, সে বিষয়ে সুস্পষ্ট কিছু বলা নেই সংশোধিত শ্রম আইনে।

সংশোধিত আইন অনুযায়ী, সব খাতের শ্রমিকরা ক্ষতিপূরণ পাবেন না। এতে বলা হয়, 'সরকার গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা কোন কোন শিল্প খাতে ক্ষতিপূরণ তহবিল প্রযোজ্য হবে, তাহা নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং এইরূপ নির্ধারণের পর কর্মস্থলে দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে ধারা ১৫০-এর আওতায় মালিকের দায়িত্ব-সংক্রান্ত এই আইনের বিধানাবলি সংশ্লিষ্ট শিল্প বা খাতের মালিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।'

শ্রম আইন সংশোধন-সংক্রান্ত ত্রিপক্ষীয় পরামর্শক পর্ষদের (টিএসএস) সদস্য সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সভাপতি রাজেকুজ্জামান রতন গতকাল সমকালকে বলেন, তাদের দাবি সত্ত্বেও সংশোধিত শ্রম আইনে ক্ষতিপূরণের বিষয়টি আমলে নেওয়া হয়নি। এ নিয়ে সব পর্যায়ের শ্রমিকরা হতাশ এবং ক্ষুব্ধ। শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের (স্কপ) পক্ষ থেকে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে। সরকারের কাছে লিখিত দাবি জানানো হবে। তাদের দাবি, কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় নিহতদের আইএলওর মানদণ্ড অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ, আহতদের চিকিৎসা, ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন। তাজরীন ফ্যাশনস কারখানা এবং রানা প্লাজা ধসে আহতদের পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ প্রদানে ট্রাস্ট ফর ইনজুরড ওয়ার্কার্স মেডিকেল কেয়ার (টিআইডব্লিউএমসি) নামে একটি ট্রাস্ট গঠন করা হয় ২০১৬ সালে। আইএলওর নেতৃত্বে ব্রান্ড এবং ক্রেতা ও অন্যান্য বৈদেশিক উৎস থেকে সংগ্রহ করা ক্ষতিপূরণ তহবিল থেকে তাদের এককালীন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। ২০১৫ সালের ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত তিন কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করা হয়েছে। ট্রাস্টের সমন্বয়ক শাহরিয়ার রনি জানান, আইএলওর নেতৃত্বে গঠিত ওই তহবিল-সংক্রান্ত সব কার্যক্রম সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থ নিয়ে টিআইডব্লিউএমসির মাধ্যমে আহতদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। এ পর্যন্ত তাজরীন ফ্যাশনস কারখানার গুরুতর এবং সাধারণ আহত মিলে ১৭২ জনকে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে ট্রাস্টের মাধ্যমে।

সংবাদপত্রে বিল্‌স
বণিক বার্তা
শুক্রবার, অক্টোবর ২৪, ২০২৫

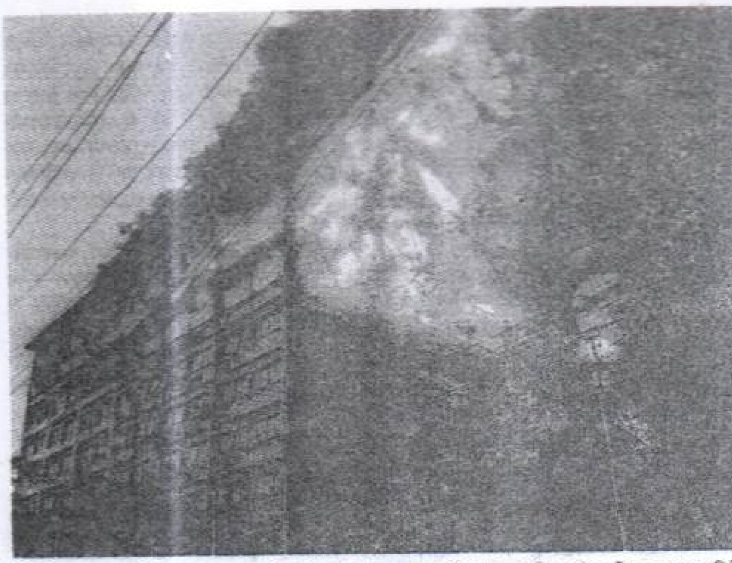

সিইপিজেডের একটি কারখানায় সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ছবি : ফাইল/নিজস্ব আলোকচিত্রী

বিলসের জরিপ

# দেশের শিল্প-কারখানায় সাড়ে সাত বছরে অগ্নিদুর্ঘটনায় নিহত ১৩১

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

দেশের শিল্প-কারখানায় ২০১৮ সাল থেকে চলতি বছরের জুন পর্যন্ত সাড়ে সাত বছরে ১৫২টি অগ্নিদুর্ঘটনা ঘটেছে। এতে প্রাণ হারিয়েছে মোট ১৩১ জন আর আহত হয় ৫৭৮ জন। এছাড়া ২০২২ থেকে ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত পোশাক ও অন্যান্য কারখানায় কেমিক্যাল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে ১৩টির মতো। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) এক জরিপে এ তথ্য উঠে এসেছে। জাতীয় প্রেস ক্লাবে গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনে জরিপের তথ্য তুলে ধরা হয়।

সব দুর্ঘটনার তদন্ত ও বিচার, হতাহত শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসান, দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সেফটি কমিটি গঠন, আইন সংশোধন, শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের দাবিতে সংবাদ সম্মেলনটির আয়োজন করা হয়। যৌথভাবে এর আয়োজন করে অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ, বিলস, বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট), কর্মজীবী নারী ও সেফটি অ্যান্ড রাইটস সোসাইটি (এসআরএস)।

দেশের শ্রমিকরা কোনো কর্মেই নিরাপদ নয় জানিয়ে সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, জলবায়ুর পরিবর্তনগত কারণে শ্রমিকদের প্রাণহানি ঘটছে। ২০২৪ সালে হিট স্ট্রোকে মৃত্যু হয়েছে ২২০ জন দিনমজুরের। একই বছর বিভিন্ন দুর্ঘটনায় ২৭৩ পরিবহন শ্রমিক, ১০২ কৃষি শ্রমিক ও ৯১ নির্মাণ শ্রমিক মারা গেছেন। গত বছর কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন ৭০৭ শ্রমিক। এছাড়া আহত হয়েছেন আরো ২৯২ জন। এর আগের বছর অর্থাৎ ২০২৩ সালে কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন দুর্ঘটনায় ১ হাজার ৪৩২ শ্রমিকের মৃত্যু এবং আরো ৫০২ জন আহত হয়েছেন বলে বেসরকারি সংস্থা ওএসএইচই ফাউন্ডেশনের তথ্যে উঠে এসেছে।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, দেশের প্রায় ৯০ শতাংশ শ্রমিকই এখনো শ্রম আইনের সুরক্ষার বাইরে রয়ে গেছেন। প্রতিনিয়ত তাদের নিরাপত্তা ও অধিকার ক্ষুণ্ন হচ্ছে; এমনকি তাদের জীবন বাঁচানোর প্রাতিষ্ঠানিক কোনো উদ্যোগও গৃহীত হয়নি। কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে শ্রমিক হতাহত হন, অনেককে পঙ্গুত্ব বরণ করে পরিবারের বোঝা হয়ে বাঁচতে হয়। এতে পরিবারে অশিক্ষা, বাল্যবিবাহ ও শিশুশ্রমের মতো ঘটনা বেড়ে যায়; যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে রাষ্ট্রে, সমাজে, দেশের সার্বিক অর্থনীতিতেও।

শ্রমিকদের সুরক্ষায় সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে ১২টি সুপারিশ তুলে ধরা হয়। এর মধ্যে রয়েছে কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যনিরাপত্তা এবং রাসায়নিক দ্রব্য ও বিস্ফোরক মজুদসংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক আইন, বিধিবিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে 'জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণ। শ্রম আইন সংশোধনের যে উদ্যোগ চলমান সেখানে নিরাপত্তা ও আইন লঙ্ঘনের শাস্তির বিধান কঠোর করা। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা ও গাইডলাইন অনুসরণে শ্রম আইন, বিস্ফোরক আইন, বয়লার আইন, পরিবেশ আইন যুগোপযোগী ও হালনাগাদ করা। বিস্ফোরক পরিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মধ্যে সমন্বিত ও শক্তিশালী পরিদর্শন, মনিটরিং ব্যবস্থা গড়ে তোলা। সেই সঙ্গে পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রমে ট্রেড ইউনিয়ন ও সিভিল সোসাইটি সংগঠনগুলোকে যুক্ত করা। রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক আইন প্রয়োগে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, ঘাটতি ও সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা এবং সেগুলো দূরীকরণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ। দুর্ঘটনায় আহত-নিহত শ্রমিকসহ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বৃদ্ধি, চিকিৎসা ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা। প্রতিটি দুর্ঘটনার তদন্ত প্রতিবেদন জনসম্মুখে প্রকাশ, প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন। দুর্ঘটনায় দায়ীদের দ্রুত বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা। দুর্ঘটনা প্রতিরোধ, কারখানা ও কমিউনিটিভিত্তিক সেফটি কমিটি গঠন। জাতীয় শিল্প স্বাস্থ্য ও সেফটি কাউন্সিলকে সক্রিয় করা; নিরাপত্তা উন্নয়ন বিষয়ে শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ এবং সরকারি গণমাধ্যমসহ বেসরকারি মিডিয়াগুলোকে সম্পৃক্ত করে জনসচেতনতা বাড়াতে প্রচারণা চালানো।

বিলসের নির্বাহী পরিচালক ও শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান সৈয়দ সুলতানউদ্দিন আহম্মদের সঞ্চালনায় সংবাদ সম্মেলনে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এসআরএসের নির্বাহী পরিচালক সেকেন্দার আলী মিনা। আলোচনায় অংশ নেন অ্যাকশনএইড বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ফারাহ কবীর, শ্রম সংস্কার কমিশনের সদস্য অ্যাডভোকেট একেএম নাসিম, কর্মজীবী নারীর অতিরিক্ত নির্বাহী পরিচালক সানজিদা সুলতানা, ইন্ডাস্ট্রিঅল বাংলাদেশ কাউন্সিলের সভাপতি কুতুবউদ্দিন আহম্মেদ, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশনের (বিসিআইসি) সাবেক পরিচালক ও নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ আবুল বাসার মিয়া, জাতীয় শ্রমিক জোট বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক নইমুল আহসান জুয়েল ও শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের যুগ্ম সমন্বয়কারী আব্দুল কাদের হাওলাদার।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ১১ নভেম্বর ২০২৫ ॥ ২৬ কার্তিক ১৪৩২

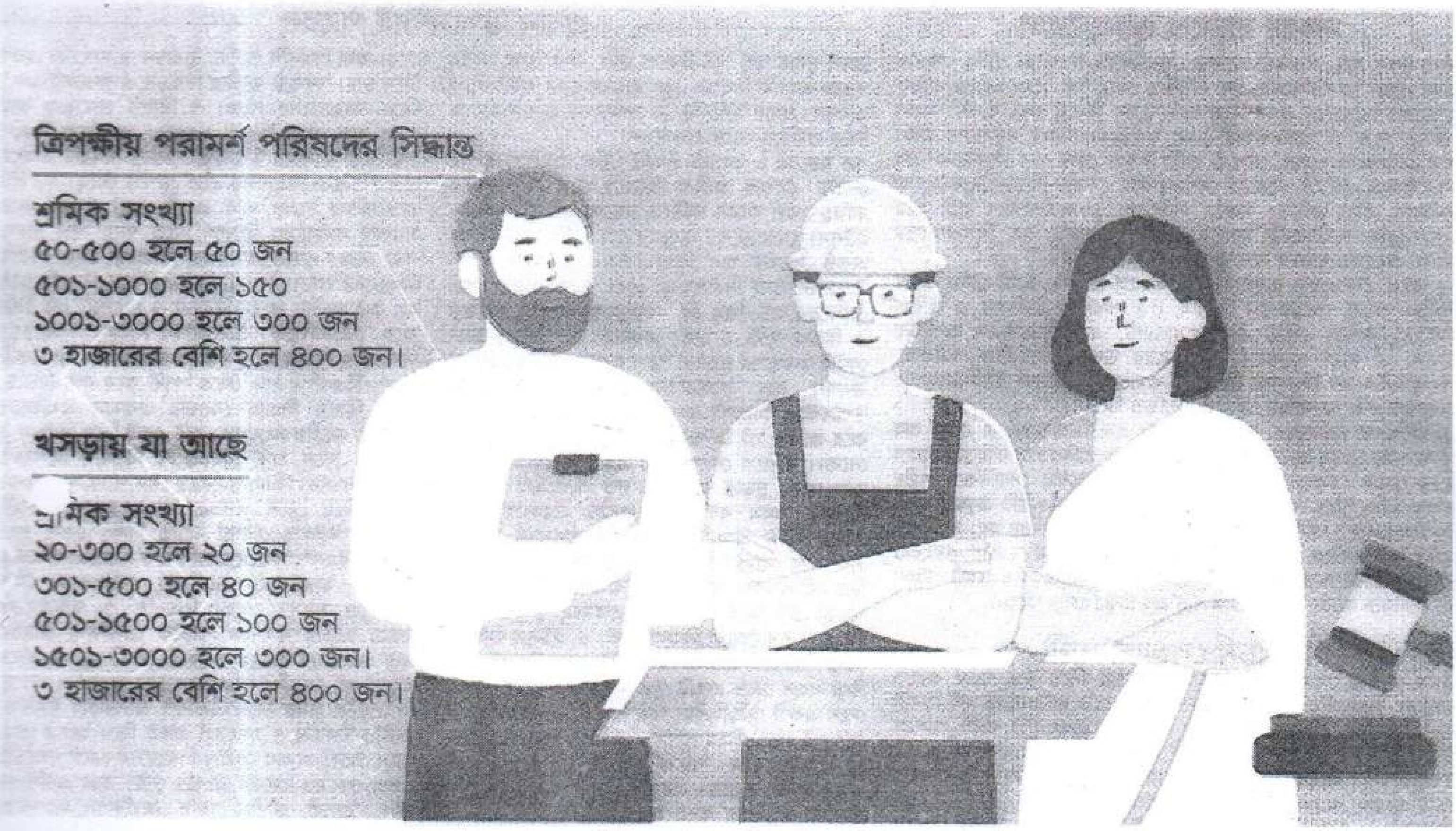


# শ্রম আইন সংশোধন নিয়ে টানাপোড়েন

শাহেদ আলী ইরশাদ

দেশের শ্রম আইন সংশোধনকে কেন্দ্র করে তৈরি পোশাকসহ বিভিন্ন শ্রমঘন শিল্পে উত্তেজনা বাড়ছে। বাংলাদেশ শ্রম আইন (সংশোধন) অধ্যাদেশের-২০২৫ খসড়া গত মাসে উপদেষ্টা পরিষদ অনুমোদন দেওয়ার পর থেকেই মালিকপক্ষ, শ্রমিক সংগঠন এবং সরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে ত্রিমুখী মতবিরোধ তীব্র আকার ধারণ করেছে। মূল বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের শর্ত শিথিল হওয়াকে কেন্দ্র করে।

**ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদে যা আলোচনায় হয়েছিল খসড়ায় তা নেই :** ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ (টিসিসি) যেখানে শ্রমিক, মালিক ও সরকারের ২০ জন করে প্রতিনিধি রয়েছে শ্রম আইন সংশোধনের প্রধান প্ল্যাটফর্মে। দীর্ঘ আলোচনায় তারা ইউনিয়ন নিবন্ধনের বর্তমান ২০ শতাংশ কর্মী সমর্থনের শর্ত বাদ দিয়ে কারখানার আকার অনুযায়ী নতুন বহুস্তরবিশিষ্ট কাঠামোতে সম্মত হন।

টিসিসির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৫০ থেকে ৫০০ কর্মীর ক্ষেত্রে ৫০ জন, ৫০১ থেকে ১০০০ কর্মীর ক্ষেত্রে ১৫০ জন, ১০০১ থেকে ৩ হাজার কর্মী থাকলে ৩০০ জন, ৩ হাজারের বেশি কর্মীর ক্ষেত্রে ৪০০ জন। কিন্তু উপদেষ্টা পরিষদের অনুমোদিত খসড়ায় হঠাৎই এই সংখ্যা বড় পরিমাণে কমিয়ে আনা হয়েছে। এতে হতাশ প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন শ্রমিক প্রতিনিধিরা।

একটি প্রধান শ্রমিক সংগঠনের নেতা বলেন, টিসিসিতে মাসের পর মাস আলোচনা হলো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই সিদ্ধান্তই মানা হলো না এটি হতাশাজনক।

খসড়ায় প্রস্তাব করা হয়েছে, ২০ থেকে ৩০০ কর্মীর ক্ষেত্রে ২০ জন, ৩০১ থেকে ৫০০ কর্মীর ক্ষেত্রে ৪০ জন, ৫০১ থেকে ১৫০০ কর্মীর ক্ষেত্রে ১০০ জন, ১৫০১ থেকে ৩০০০ হাজার কর্মীর ক্ষেত্রে ৩০০ জন, ৩ হাজারের বেশি ক্ষেত্রে ৪০০ জন শ্রমিক দিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন করা যাবে।

এ বিষয়ে বিকেএমইএ সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, ৫০ জন থেকে সরাসরি ২০ জনে নামিয়ে আনা এটি শ্রম আইন সংশোধন নয়, এটি অস্থিতিশীলতা আমন্ত্রণ।

মালিকরা আশঙ্কা করছেন, এত কম সংখ্যায় ইউনিয়ন গঠন করা গেলে ছোট দল বা বাহিরের গোষ্ঠীকে ব্যবহার করে ভুয়া ইউনিয়ন গজিয়ে উঠতে পারে।

বিজিএমইএ সাবেক এক সভাপতি বলেন, ২০ জন দিয়ে ইউনিয়ন এটি গার্মেন্ট শিল্পের বাস্তবতার সঙ্গে যায় না। ৮-১০ হাজার শ্রমিকের কারখানায় ২০ জন কীভাবে নীতি নির্ধারণ করবে? এটি বিশৃঙ্খলা তৈরি করবে। বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবুও উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, অযৌক্তিক বিধান অনুমোদিত হলে রপ্তানি, বিদেশি বিনিয়োগ ও অর্থনীতি হুমকির মুখে পড়বে। তিনি সংশোধনীর পুনর্বিবেচনার দাবি জানান।

ইউনিয়ন গঠনের শর্ত কমানোর পক্ষে থাকলেও শ্রমিক সংগঠনগুলো বলছে, এতটাই কমানো শ্রম সম্পর্ককে আরও জটিল করে তুলবে।

ন্যাশনাল গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সভাপতি আমিরুল হক আমিন বলেন, ২০ শতাংশ কমানো যেতে পারে। ১৫ বা ১২ শতাংশ হতে পারে। কিন্তু ২০ জন দিয়ে ইউনিয়ন হলে ভুয়া সংগঠন বাড়বে, শ্রমিকের অধিকারই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

সম্মিলিত গার্মেন্ট শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি নাজমা আক্তার বলেন, টিসিসিতে ৫০ জনের শর্তই যৌক্তিক ছিল। ২০ জনের শর্ত বাস্তবায়ন হলে গার্মেন্ট খাতে অনিশ্চয়তা বাড়বে।

বাংলাদেশ অ্যাপারেলস ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সভাপতি তৌহিদুর রহমান বলেন, বড় কারখানা সামাল দিতে পারলেও ছোট কারখানাগুলো বিভ্রান্তিতে পড়বে। একটি সংবেদনশীল খাতে পরিবর্তন এমনভাবে আনা উচিত নয়।

সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, খসড়া প্রণয়নে টিসিসির সিদ্ধান্ত বিবেচনায় 'রাখা হয়েছে। শ্রম মন্ত্রণালয়ের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা মন্তব্য করেন, টিসিসির সিদ্ধান্ত খসড়ায় বজায় আছে। মালিকদের দাবি পুরোপুরি ঠিক নয়।

শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন সাংবাদিকদের বলেন, খসড়া এখনো চূড়ান্ত হয়নি। আলোচনা চলছে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের শ্রম মানোন্নয়নের জন্য চাপ দিয়ে আসছে। কারণ শ্রম অধিকার দুর্বল হলে ইউরোপের জিএসপি সুবিধা ঝুঁকিতে পড়বে, নতুন বাণিজ্য চুক্তি সইতে সমস্যা হবে, বিদেশি বিনিয়োগকারীরা শ্রম পরিস্থিতির স্বচ্ছতা চান। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিশ্লেষকরা বলেন, বাংলাদেশের রপ্তানি ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে শ্রম অধিকার উন্নয়নের ওপর। তবে উন্নতি মানে বিশৃঙ্খল নয় টেকসই ভারসাম্য। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ বলেন, বড় কারখানায় প্রভাব কম হলেও ছোট কারখানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ইউনিয়ন নিবন্ধন সহজ করা মানেই সব কারখানায় ইউনিয়ন হবে এটি ঠিক নয়। তবে সুস্থ ইউনিয়ন চর্চা না থাকলে টেকসই শিল্পসম্পর্কও সম্ভব নয়।

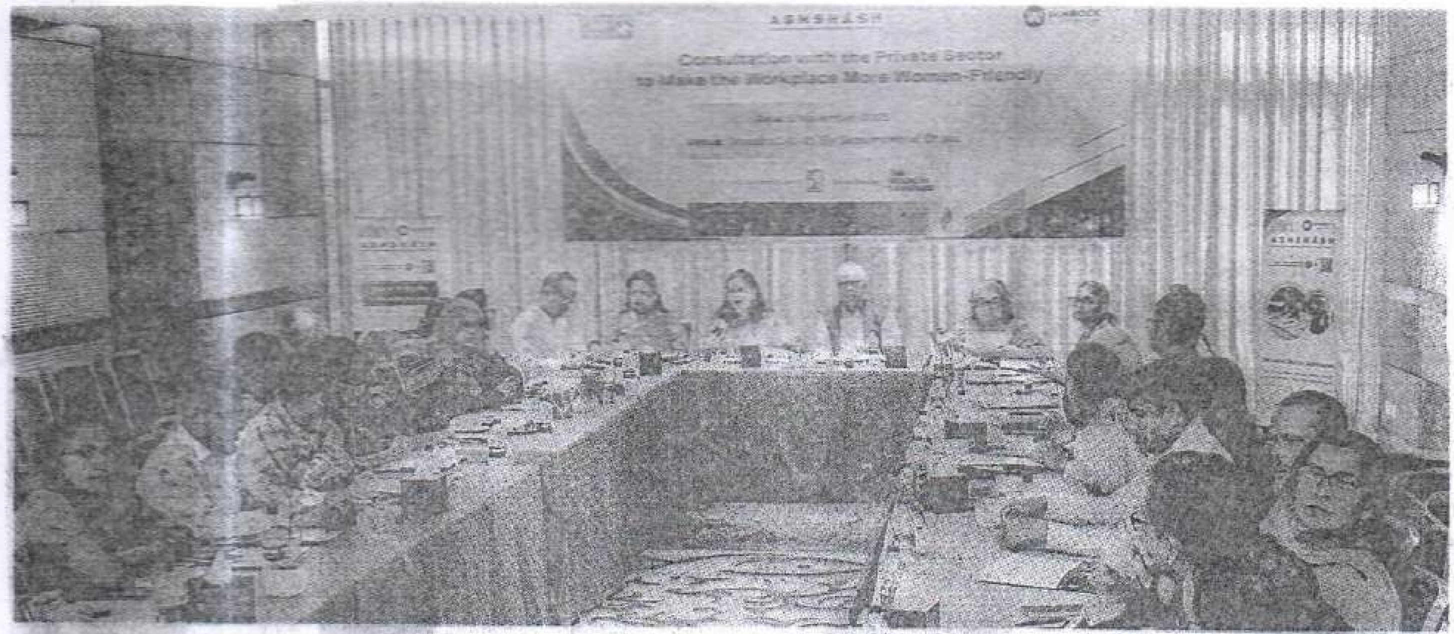

The Ashshash Project, implemented by Winrock International and funded by the Embassy of Switzerland, in collaboration with Bangladesh Institute of Labour Studies (BILS), organised a consultation titled "Making Workplaces More Women-Friendly," bringing together government officials and private-sector representatives to explore how inclusive policies can empower and protect women across all sectors. PHOTO: COURTESY

# WOMEN-FRIENDLY WORKPLACES ESSENTIAL FOR SUSTAINED ECONOMIC GROWTH

## Inclusive workplaces that empower women are a catalyst for sustainable national growth

"Creating safe, dignified, and inclusive workplaces is not just a social imperative but an economic necessity for Bangladesh", argued stakeholders at a high-level roundtable. The event, titled Consultation with Private Sector to make Workplace more Women-Friendly, was organised by the Ashshash project, supported by the Embassy of Switzerland in Bangladesh and implemented by Winrock International, in collaboration with the Bangladesh Institute of Labour Studies (BILS).

Held in Dhaka city on 5th November 2025, the discussion brought together government officials from the Ministry of Labour and Employment and the Department of Inspection for Factories and Establishments. Private sector participation included representatives from Transcom Group, Akij Group Ltd., ACI, Partex Star Group, Square Group, BDjobs, and Shomvob Technologies Ltd., among others. Business associations such as the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) and the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA) also had representatives in the dialogue. Workers' associations, including the Bangladesh Employers' Federation and the Bangladesh Labour Foundation, also took part in the dialogue. Development partners such as the International Labour Organization and Sramik Karmachari Oikya Parishad participated as well. All stakeholders joined the dialogue to identify practical strategies for enhancing women's participation, safety, and well-being across all sectors.

The discussion drew on a keynote-paper collectively developed by BILS and Ashshash – highlighting best practices from secondary literature and insights from Ashshash's Job Market Assessment and Inclusivity Gap Analysis report. Together, participants explored how inclusive policies and collaboration mechanisms can pave the way for workplaces that empower and protect women across all sectors. Participants also discussed how collaborative efforts can ensure women's dignity, safety, and equal opportunities – reinforcing that inclusive workplaces are a strategic imperative for a stronger, more productive economy. The keynote paper was jointly presented by Nazma Yasmin, Director – Research & Development, BILS, and Md Manirul Islam, Deputy Director – Research, and moderated by Parveen S Huda, Managing Director, CnRG.

### The data-driven case for inclusion

The dialogue was grounded in the keynote paper presented by BILS, which highlighted a critical paradox: while female labour force participation has risen to 43%, profound inclusivity gaps remain. A staggering 97% of employed women work in the informal sector, often without legal protection or basic facilities. The paper identified four predominant barriers: structural discrimination, the absence of essential facilities like separate sanitation and breastfeeding corners, a severe lack of affordable childcare, and a complete absence of mental health and psychosocial support.

"A women-friendly workplace is not merely a matter of social responsibility; it is a smart investment. A safe, respectful, and inclusive working environment boosts productivity, fosters innovation, and strengthens the overall economy," said Dipta Rakshit, Country Representative, Winrock Bangladesh & Project Director – Ashshash. She added that for trafficking survivors, whom Ashshash supports, employment is a key metric for restoring dignity and security.

### From policy to practice: The implementation challenge

Participants acknowledged progress, such as Bangladesh's recent ratification of ILO Convention 190. However, the consensus was that implementation remains the central challenge.

"The convention is not merely a legal obligation; it applies to all workplaces, formal, informal, public, and private. The real challenge now lies in its effective imple-

mentation," said Rahnuma Salam Khan, Programme Manager, International Labour Organization (ILO).

This sentiment was echoed by Syed Sultan Uddin Ahmmed, Executive Director, BILS, who stressed the need for a national standard. "One of the major challenges in Bangladesh's labour sector is the absence of a National Minimum Standard... Bangladesh urgently needs to establish a national benchmark that is applicable to both the public and private sectors," he said.

Government representatives outlined steps being taken. Nilufar Yesmin, Deputy Secretary, Ministry of Labour and Employment (MoLE), cited increased annual and maternity leave, while Dr Nazmun Nahar, Assistant Inspector General - Health, Department of Inspection for Factories and Establishments (DIFE), noted initiatives for daycare centres and separate washrooms. However, Dr Nahar highlighted systemic hurdles: "There are not enough inspectors, follow-ups are irregular, and a change in mindset is still needed."

### The private sector's role

A key focus was the role of the private sector as the primary engine of job creation. Representatives from leading corporations shared their initiatives and the obstacles they face.

Dr Engr Ahmed Tanvir Anam, Deputy General Manager - Head of Organization Development, Learning & Academic, DBL Group, detailed their zero-tolerance policy against harassment and provision of daycare. Yet, he noted a common problem: "Many female workers lack post-maternity family support which often hinders their coming back to work."

Md Tabsir Rajib, Lead - Performance & Talent Management (Corporate HR), Transcom Ltd, explained how their core values of ethics, courage, and excellence are integrated into performance systems to foster inclusion.

However, a different take was highlighted by Prokash Roy Chowdhury, Director - Sales & Marketing, BDJobs. "Export-oriented industries... adhere to international labour and safety standards. In contrast, local market-oriented businesses... often feel no obligation to follow such compliance measures," he said, attributing this to a profit-maximising mindset.

### The way forward: Collaboration and mindset shift

The roundtable concluded that multi-stakeholder collaboration is essential. Farzana Sharmin, Joint Secretary (Compliance Cell), BKMEA, emphasized a holistic view of workers' needs, including mental health and nutrition. Farzana Khan, Deputy Managing Director, SME Foundation, pointed to the need for mindset shifts within families and society, and greater representation of women in leadership.

The roundtable served as a productive stepping stone towards discussion for a common shared national agenda: transforming Bangladesh's workplaces into engines of inclusive growth where every woman can work with safety, dignity, and the opportunity to thrive.

**DIPTA RAKSHIT**
COUNTRY REPRESENTATIVE, BANGLADESH & PROJECT DIRECTOR - ASHSHASH, WINROCK INTERNATIONAL

A women-friendly workplace is not merely a matter of social responsibility; it is a smart investment. A safe, respectful, and inclusive working environment boosts productivity, fosters innovation, and strengthens the overall economy.

Our recent study finds that although women's participation in the workforce has increased, many challenges persist - wage disparity, sexual harassment, mental stress, lack of safety, and limited childcare facilities to name a few. Particularly, women in the informal sector remain highly vulnerable.

Yet, there are reasons for optimism. There are many examples of positive change. For instance, providing employment opportunities for survivors of human trafficking is not only a metric for their empowerment, but also a way to restore their dignity and sense of security.

**SYED SULTAN UDDIN AHMMED**
EXECUTIVE DIRECTOR, BILS

One of the major challenges in Bangladesh's labour sector is the absence of a National Minimum Standard. As a result, while some workplaces maintain good practices, others fall far short. To bridge this gap, Bangladesh urgently needs to establish a national benchmark that is applicable to both the public and private sectors.

Creating change requires more than just awareness or a shift in mindset - it demands a strong legal framework, clear policies, and participatory mechanisms. Real progress is only possible when both workers and employers are actively involved in the process. Conflicts of interest are natural in any workplace; that is why laws and structured systems are essential to address them.

Bangladesh should establish a national indicator to ensure that every female worker, small entrepreneur, and professional has access to maternity protection, social security, and a dignified work environment. This is not a luxury - it is a prerequisite for sustainable development and for Bangladesh's preparation for LDC graduation.

**NILUFAR YESMIN**
DEPUTY SECRETARY, MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT - MOLE

We have introduced several important initiatives for female workers. Annual leave has been increased from 10 to 13 days, and maternity leave has been set at four months. Efforts are also underway to provide daycare facilities and proper washrooms within factories.

Our goal is to empower women to step forward with confidence, awareness of their rights, equal pay, and the need for a safe work environment. The ministry is actively working to ensure these measures are implemented across workplaces.

**DR NAZMUN NAHAR**
ASSISTANT INSPECTOR GENERAL -HEALTH, DEPARTMENT OF INSPECTION FOR FACTORIES AND ESTABLISHMENTS (DFIE)

We have already taken several initiatives to create women-friendly workplaces, including maternity leave, daycare centres, separate washrooms, breastfeeding corners, and protection against sexual harassment. These measures are showing positive results in practice.

However, challenges remain to make these initiatives sustainable and scalable. There are not enough inspectors, follow-ups are irregular, and a change in mindset is still needed to fully realise these goals.

**FARZANA SHARMIN**
JOINT SECRETARY (COMPLIANCE CELL), BKMEA

The ready-made garments (RMG) sector is one of Bangladesh's most advanced industries, where brand and buyer oversight help ensure a degree of compliance. BKMEA has introduced a Gender Harassment Prevention Policy in the sector to promote equality, safety, and a respectful work environment.

We believe that workers should be viewed first and foremost as human beings. Focusing only on women is not the solution. Mental health, nutrition, sanitation, and safe working conditions are all equally important.

We are working with factories through consultations, training, and guideline development to help all establishments meet a common standard – ensuring that workers can perform their duties in an environment of dignity and protection.

**FARZANA KHAN**
DEPUTY MANAGING DIRECTOR; SME FOUNDATION

We have long been working on entrepreneur development, with a special focus on women entrepreneurs and marginalised women, including those returning from abroad. Our goal is to create equal opportunities and an inclusive economy where women's contributions are recognised and strengthened through training and support.

We have observed that the main barriers for women entrepreneurs often come from family and societal pressures. Although the situation has improved somewhat in recent years, real change remains limited due to a lack of effective policies and the underrepresentation of women in senior positions. It is crucial to shift women's mindsets and increase women's participation among policymakers, so they can actively engage in decision-making and problem-solving.

**RAHNUMA SALAM KHAN**
PROGRAMME MANAGER, INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO)

In 2025, Bangladesh became the first country in South Asia to ratify Convention 190 – a significant step toward ensuring worker safety, equality, and the prevention of sexual harassment.

The convention is not merely a legal obligation; it applies to all workplaces, formal, informal, public, and private. The real challenge now lies in its effective implementation.

While policy frameworks have made considerable progress, women's participation at the organisational and company level remains limited. The main barriers are operational and structural, affecting everyday work processes from the ground up. Identifying and addressing these obstacles is essential for meaningful change.

**PROKASH ROY CHOWDHURY**
DIRECTOR - SALES & MARKETING, BDJOBS

Export-oriented industries in Bangladesh are compelled to maintain compliance standards because foreign buyers refuse to accept products otherwise. As a result, these factories adhere to international labour and safety standards.

In contrast, local market-oriented businesses – particularly SMEs and even many large domestic companies – often feel no obligation to follow such compliance measures.

The prevailing mindset among many entrepreneurs is to achieve maximum profit with minimal investment. They are content as long as they can retain workers at the lowest possible wage. This reflects a business culture where employer benefits still take precedence over workers' rights.

**DR ENGR AHMED TANVIR ANAM**
DEPUTY GENERAL MANAGER - HEAD OF ORGANIZATION DEVELOPMENT, LEARNING & ACADEMIC, DBL GROUP

We operate a diverse business portfolio in Bangladesh, Spinning, RMG & Textiles (covering forward and backward linkages), Ceramics, Pharmaceuticals and some others. Our goal is to create women-friendly workplaces. We also enforce a zero-tolerance policy against sexual harassment and maintain open policies and equal opportunities for all employees.

However, challenges remain. At the executive level, attracting women remains difficult. At the worker level, as a labour law compliant organization we provide benefits of maternity leave as and our factories are equipped with doctors and nurses and daycare facilities for worker children.

However, there is still a common problem in Bangladesh that many female workers lack post-maternity family support which often hinders their coming back to work. We are addressing these issues through worker participation committees and regular communication, aiming to create a supportive and inclusive work environment.

**MD TABSIR RAJIB**
LEAD - PERFORMANCE & TALENT MANAGEMENT (CORPORATE HR), TRANSCOM LTD

To ensure workplace equality, we have taken initiatives aimed at promoting women's inclusion and ensuring safe work places. The initiatives taken are built on three core values – ethics, courage, and excellence – which have been integrated into performance assessment systems.

At every level, employees are being encouraged to understand that mindset change and excellence are essential. Recruitment, promotion, and job design are being structured to ensure equal participation of women and men. Our goal is to foster diversity and inclusion, so that every worker – public or private, from any background – has equal opportunities.

চট্টগ্রাম বন্দর বিদেশিদের দেওয়ার চক্রান্তের প্রতিবাদ এবং লালদিয়ার চর ও পানগাঁও বন্দর ইজারা চুক্তি বাতিলের দাবিতে চট্টগ্রামে আয়োজিত ট্রেড ইউনিয়ন কনভেনশনে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ। ছবি : কালের কণ্ঠ

বন্দর রক্ষায় শত সংগঠনের কনভেনশন

# দেশজুড়ে বিক্ষোভ আজ, চট্টগ্রাম অবরোধ সোম ও বুধবার

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, চট্টগ্রাম ▷

বন্দরের টার্মিনাল বিদেশিদের দেওয়ার প্রতিবাদে ঢাকা, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে আন্দোলন জোরদার হচ্ছে। চট্টগ্রাম বন্দরের চিটাগাং কনটেইনার টার্মিনাল-সিসিটি ও নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল-এনসিটি বিদেশিদের কাছে ইজারা দেওয়া রুখতে আগামী সোমবার (২৪ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৬টা থেকে তিন ঘণ্টা অবরোধ কর্মসূচি পালন করবে বন্দর রক্ষা পরিষদ। একই বন্দরের এনসিটি ইজারা দেওয়া রুখতে আগামী বুধবার (২৬ নভেম্বর) সকাল ১০টা থেকে তিন ঘণ্টা চট্টগ্রাম নগরীর তিনটি প্রবেশপথে অবরোধ কর্মসূচির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে গতকাল শনিবার চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের (স্কপ) চট্টগ্রাম বিভাগীয় কনভেনশন থেকে। কনভেনশনে অংশ নেয় শত সংগঠন। বন্দর রক্ষা পরিষদও গতকাল চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে আগামী সোমবারের অবরোধ কর্মসূচির ডাক দেয়।

বিদেশি কম্পানির কাছে বন্দর ইজারার চুক্তি বাতিল এবং আরো বন্দর বিদেশিদের কাছে দেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বাম গণতান্ত্রিক জোট আজ সারা দেশে বিক্ষোভ ও সমাবেশ করবে।

গতকাল সকালে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের জুলাই বিপ্লব মিলনায়তনে স্কপের চট্টগ্রাম বিভাগীয় কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশন থেকে আগামী বুধবার (২৬ নভেম্বর) সকাল ১০টা থেকে তিন ঘণ্টা চট্টগ্রাম নগরীর তিনটি প্রবেশপথে অবরোধ কর্মসূচির ঘোষণা দেওয়া হয়। বলা হয়, অবরোধ কর্মসূচি পালন করা হবে মহানগরীর আগ্রাবাদ বিদ্যুৎ ভবনের সামনে, মাইলের মাথা ও বড়পুল পোর্ট কানেক্টিং রোডের মুখের চট্টগ্রাম বন্দরের তিনটি প্রবেশপথে। কর্মসূচি ঘোষণা করেন স্কপের যুগ্ম সমন্বয়ক ও জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের চট্টগ্রাম বিভাগীয় সাধারণ সম্পাদক কাজী শেখ নুরুল্লাহ বাহার।

কনভেনশনে প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান ও শ্রম বিশেষজ্ঞ সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন, চট্টগ্রাম বন্দর বিরাষ্ট্রীয়করণ, পাটকল ইজারা, সরকারি কলকারখানা বন্ধ এবং শ্রমিক অধিকারের বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে একটি জাতীয় ইশতেহার প্রয়োজন। তিনি ব্যবসায়ীদের বন্দর রক্ষার আন্দোলনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি ২৬ নভেম্বরের কর্মসূচির পর ঢাকায় শ্রমিক-ব্যবসায়ী ঐক্যকে জোরদার করার জন্য যৌথ আলোচনার প্রস্তাব করেন এবং দীর্ঘমেয়াদি আন্দোলনে ঐক্যের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

প্রসঙ্গত, গত ১৭ নভেম্বর চট্টগ্রাম বন্দরের লালদিয়া চরে টার্মিনাল নির্মাণ ও পরিচালনার জন্য ডেনমার্কের এপিএম টার্মিনালসের সঙ্গে ৩৩ বছরের চুক্তি করেছে সরকার। এই মেয়াদ আরো ১৫ বছর বাড়ানোর সুযোগ আছে চুক্তিতে। একই দিন কেরানীগঞ্জের পানগাঁও নৌ টার্মিনাল ২২ বছর মেয়াদে পরিচালনার জন্য সুইজারল্যান্ডের একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি করেছে সরকার। এ ছাড়া চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনালও (এনসিটি) বিদেশি প্রতিষ্ঠানের কাছে ইজারা দেওয়ার সিদ্ধান্ত রয়েছে

গতকালের কনভেনশনে ঘোষণা করা হয়, চট্ট... বন্দরসহ সব লাভজনক স্থাপনা ইজারা ...র প্রক্রিয়া অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে এবং লালদিয়ার চর ও পানগাঁও টার্মিনালসংক্রান্ত সব গোপন ও অস্বচ্ছ চুক্তি বাতিল করতে হবে। কনভেনশনে বলা হয়, অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব কেবল নির্বাচন সম্পন্ন করা এবং ক্ষমতা নির্বাচিত সরকারের কাছে হস্তান্তর করা। দেশি বা বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নতুন চুক্তি করার নৈতিক বা সাংবিধানিক অধিকার এই সরকারের নেই। স্কপ সব শ্রমিক-কর্মচারী, নৌ বন্দরনির্ভর জনগণের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার দেশপ্রেমিক নাগরিকদের শান্তিপূর্ণভাবে বন্দর অবরোধ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের আহ্বান জানায়।

কনভেনশনে কাজী শেখ নুরুল্লাহ বাহার বলেন, 'হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতিরা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, এনসিটি নিয়ে তার অগ্রসর হওয়া যাবে না। তারা (সরকার) কিন্তু হাইকোর্টের কথাও মানছে না। আমরা শুনেছি, আগামী ২৫, ২৬, ২৭ নভেম্বর ঢাকায় বৈঠক ডাকা হয়েছে এনসিটি নিয়ে ডিপি ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে চুক্তির জন্য। আমরা চট্টগ্রামের নেতারা বসেছিলাম। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আগামী ২৬ তারিখ (নভেম্বর) সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত চট্টগ্রাম বন্দরের এন্ট্রি পয়েন্ট আগ্রাবাদ, বড়পোল এবং মাইলের মাথা—এ তিনটি জায়গায় সর্বাত্মক অবরোধ হবে। আমি সব শ্রমিক-কর্মচারী ভাইদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাজপথে নেমে সর্বাত্মক অবরোধ কর্মসূচি পালন করে বন্দর বিদেশিদের হাতে তুলে দেওয়ার এ চক্রান্ত প্রতিহতের আহ্বান জানাচ্ছি।' এ ছাড়া বন্দর রক্ষা ও শ্রমিক অধিকার আদায়ে স্কপের ৯ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে জেলায় জেলায় বিক্ষোভের কর্মসূচিও ঘোষণা করা হয়েছে। চট্টগ্রাম বিভাগীয় শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক ও বন্দর সিবিএর সাবেক সাধারণ সম্পাদক কাজী শেখ নুরুল্লাহ বাহার কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন। স্কপের যুগ্ম সমন্বয়ক রিজওয়ানুর রহমান খান অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন স্কপের যুগ্ম সমন্বয়ক ও বাংলাদেশের জাতীয় শ্রমিক জোটের সভাপতি আব্দুল ...দের হাওলাদার, জাতীয় শ্রমিক জোটের সাধারণ সম্পাদক মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ, জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সভাপতি আনোয়ার হোসেন, জাতীয় শ্রমিক জোট-বাংলাদেশের সভাপতি সাইফুজ্জামান বাদশা, শ্রম সংস্কার কমিশনের সদস্য ও বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সহসভাপতি তপন দত্ত, স্কপের যুগ্ম সমন্বয়ক ও সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব বুলবুল, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এ এ এম ফয়েজ হোসেন এবং জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মঞ্জুরুল ইসলাম মঞ্জু।

**অবরোধের ডাক বন্দর রক্ষা পরিষদের :** গতকাল সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের এস রহমান মিলনায়তনে সিসিটি, এনসিটি বিদেশিদের কাছে তুলে দেওয়ার চেষ্টার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলনে কর্মসূচি ঘোষণা করেন বন্দর রক্ষা পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা হাসান মারুফ রুমি। তিনি বলেন, তাঁদের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে বাধা প্রদান করা হলে অবরোধ কর্মসূচি আরো দীর্ঘ হবে। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বন্দর রক্ষা পরিষদের সদস্যসচিব মো. হুমায়ুন কবির। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বন্দর রক্ষা পরিষদের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মো. মোজাম্মেল হোসেন শওকত, যুগ্ম আহ্বায়ক মো. আবুল কালাম আজাদ, এসহার মিয়া, আবদুল হাই মজুমদার প্রমুখ।

**আজ দেশব্যাপী বিক্ষোভ :** আমাদের নিজস্ব প্রতিবেদক ঢাকা জানান, চট্টগ্রামের লালদিয়া চর, ঢাকার কেরানীগঞ্জের পানগাঁও কনটেইনার টার্মিনাল বিদেশি কম্পানির কাছে ইজারার চুক্তি এবং চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল ও বে টার্মিনাল ইজারা দেওয়ার চেষ্টা বাতিলের দাবিতে আন্দোলন করছে বাম গণতান্ত্রিক জোট।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

সংগঠনটির উদ্যোগে আজ রবিবার দেশব্যাপী বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের কর্মসূচি পালন করা হবে। একইভাবে আজ বিকেল সাড়ে ৩টায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সমাবেশ ও সমাবেশ শেষে রাজধানীতে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হবে।

গতকাল সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে কর্মসূচি সফল করার আহ্বান জানিয়েছেন বাম গণতান্ত্রিক জোটের সমন্বয়ক ও বাসদ সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশীদ ফিরোজ। বাম জোট আহূত বিক্ষোভ কর্মসূচি সফল করার পাশাপাশি বন্দর রক্ষার দাবিতে আগামী ২৬ নভেম্বর অবরোধ ও ৪ নভেম্বর 'যমুনা যাত্রা' কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য দেশপ্রেমিক জনতার প্রতি আহ্বান জানিয়েছে সিপিবি, বাসদসহ কয়েকটি বামপন্থী দল।

গোলটেবিলে বক্তারা

## কাস্টমস ব্যবস্থাপনা ঠিক না করলে বন্দর আধুনিকায়নে লাভ হবে না

**নিজস্ব প্রতিবেদক ▷**

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কাস্টমস ব্যবস্থাপনার নীতিমালা ঠিক না করলে চট্টগ্রাম বন্দর আধুনিকায়ন করে লাভ হবে না বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

তাঁরা বলছেন, এনবিআরের নীতিমালা জটিলতায় বন্দরে পণ্য ২০ থেকে ২৫ দিন আটকে থাকে। এক পর্যায়ে অর্ধেকের বেশি পণ্য নষ্ট হয়ে ক্ষতির মুখে পড়তে হয় ব্যবসায়ীদের। বন্দর ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নে বিদেশি বিনিয়োগ করা হলেও নিয়ন্ত্রণ যেন বাংলাদেশের হাতেই থাকে।

গতকাল শনিবার রাজধানীর কারওয়ান

## কাস্টমস ব্যবস্থাপনা ঠিক না করলে

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

বাজারের বিডিবিএল ভবনে 'বন্দর ব্যবস্থাপনায় বিদেশি বিনিয়োগ : দেশ কি সঠিক পথে' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে এসব তথ্য জানানো হয়। এ বৈঠকের আয়োজন করা হয় ভয়েস ফর রিফর্ম ও সামাজিক ও অর্থনৈতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ব্রেইনের উদ্যোগে। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ভয়েস ফর রিফর্মের সমন্বয়ক ফাহিম মাশরুর। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ব্রেইনের সদস্য প্রকৌশলী. সুবাইর বিন আলম।

প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে সুবাইর বিন আলম বলেন, চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর দেশের মোট সমুদ্রপথের বাণিজ্যের প্রায় ৯২ শতাংশ এবং কনটেইনারবাহী পণ্যের প্রায় ৯৮ শতাংশ আনা-নেওয়া করে। কিন্তু বিশ্বমানের বন্দরগুলোর মধ্যে এর অবস্থান তুলনামূলক নিচের দিকে; ৪০৫টি বন্দরের তালিকায় চট্টগ্রামের স্থান ৩৩৭তম।

তিনি উল্লেখ করেন, শুল্ক বিভাগ জানিয়েছে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে রাজস্ব আদায় হয়েছে ৭৫ হাজার ৪৩২ কোটি টাকা, যা এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ। একই অর্থবছরে চট্টগ্রাম বন্দরে কনটেইনার সামাল দেওয়ার পরিমাণ বেড়ে হয়েছে প্রায় ৩৩ লাখ একক, যা আগের বছরের তুলনায় প্রায় ৪ শতাংশ বেশি।

বাণিজ্য দক্ষতা ও সক্ষমতার দিক থেকে বাংলাদেশ এখনো ভারত ও ভিয়েতনামের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে পিছিয়ে উল্লেখ করে সুবাইর বিন আলম বলেন, সরবরাহব্যবস্থা কর্মক্ষমতা সূচকে (স্থান) ভিয়েতনাম ১০ম, ভারত ৩৮তম ও বাংলাদেশ ৮৮তম। সীমান্ত পারাপার বাণিজ্য সূচকে ভারত ৬৮তম ও বাংলাদেশ ১৭৬তম। কনটেইনার বন্দর কর্মক্ষমতা সূচকে ভিয়েতনামের হাইফং বন্দর ৭০তম, ভারতের মুন্দ্রা বন্দর ২৭তম, জওহরলাল নেহরু বন্দর ৯৬তম, চেন্নাই বন্দর ৮০তম এবং বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দর ৩৩৪তম। তাই বন্দর ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি কাস্টমসের নীতিমালায় হাত দেওয়া জরুরি।

এদিকে ফ্যান্টাস্টিক প্রজেক্টের আড়ালে বিপর্যয়, বে টার্মিনাল প্রকল্পকে সময় ও অর্থের অপচয় বলে মত দিয়েছেন বাংলাদেশ মার্চেন্ট অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ক্যাপ্টেন আনাম চৌধুরী। তিনি বলেন, বাংলাদেশের ইতিহাসে চলমান ধারাবাহিক ভুল সিদ্ধান্তের অংশ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে একটি বিশাল প্রকল্প, যাকে প্রাথমিকভাবে 'দারুণ প্রকল্প' বা 'ফ্যান্টাস্টিক প্রজেক্ট' বলা হলেও বাস্তবে এটি একটি 'বিপর্যয়' এবং 'ফিরে আসার কোনো পথ নেই' এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। ৪৮ বছরের চুক্তির সময়কাল নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

আনাম চৌধুরী আক্ষেপ করে বলেন, যারা দেশের প্রতিযোগিতামূলক ক্ষমতা নষ্ট করেছে, তারা জনসাধারণের লোক ছিল, অথচ তাদের কখনো বিচারের আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। তাঁর মতে, বে টার্মিনালে অর্থ ঢালার (বিনিয়োগ করার) পরিবর্তে, মাতারবাড়ী বন্দরকে সম্প্রসারণ করে সেটিকে চট্টগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করা উচিত। এর মাধ্যমে চট্টগ্রাম বন্দরের ব্যবহার শতভাগ নিশ্চিত করে সেটিকে লাভজনক করা সম্ভব হবে। একই সঙ্গে কাস্টমসের ব্যবস্থপনাও ঠিক করতে হবে।

নাগরিক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হলো এসব প্রশ্ন তোলা, আবার সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সবুজ সংকেত (গ্রিন সিগন্যাল) দেওয়া বলে জানিয়েছেন রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ হাসান হাসিব। তিনি বলেন, 'আমাদের একই সঙ্গে (প্যারালালি) কাজ করা উচিত। অর্থাৎ শুল্কসংক্রান্ত দপ্তরের প্রতিবন্ধকতা দূর করার পাশাপাশি অন্যান্য কাজও করতে হবে। কাস্টমসের নীতিমালা ব্যবস্থাপনায় হাত দিতে হবে।'

আলোচনায় অংশ নেন ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেডের পরিচালক ফিরোজ আহমেদ, জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম সদস্যসচিব আলাউদ্দিন মোহাম্মদ, আমার বাংলাদেশ পার্টির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাসরীন সুলতানা মিলিসহ অনেকে।

প্রথম আলো
বুধবার, ১৯ নভেম্বর ২০২৫, ৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

# ৩ বছর পরপর বাড়বে মজুরি

**শ্রম আইন সংশোধন**

গত সোমবার সংশোধিত শ্রম আইনের গেজেট প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়েছে, ন্যূনতম ২০ জন শ্রমিকের সম্মতি থাকলেই ট্রেড ইউনিয়ন করা যাবে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

তৈরি পোশাক, ট্যানারি, ওষুধসহ বিভিন্ন খাতের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরিকাঠামো এত দিন পাঁচ বছর পরপর নির্ধারণ হতো। এখন থেকে মজুরিকাঠামো তিন বছর অন্তর পুনর্নির্ধারণ করতে হবে। সে ক্ষেত্রে তিন বছর পরপর বিভিন্ন শিল্প খাতের শ্রমিকের মজুরি বাড়বে। সংশোধিত শ্রম আইনে এমন বিধান রাখা হয়েছে।

সংশোধিত এই আইনে, শ্রমিকের সংজ্ঞা স্পষ্ট করার পাশাপাশি মহিলা শব্দের পরিবর্তে নারী শব্দ প্রতিস্থাপন, ২০ জন শ্রমিকের সম্মতিতে ট্রেড ইউনিয়ন করার বিধান, প্রতিষ্ঠানে ১০০ জন শ্রমিক থাকলে ভবিষ্য তহবিল বাধ্যতামূলক, মাতৃত্বকালীন ছুটি ১১২ দিন থেকে বাড়িয়ে ১২০ দিন, বার্ষিক উৎসব ছুটি ১১ দিন থেকে বাড়িয়ে ১৩ দিন করাসহ বিভিন্ন পরিবর্তন আনা হয়েছে।

অধ্যাদেশ অনুযায়ী, জাতীয় ও খাতভিত্তিক ত্রিপক্ষীয় পরিষদ গঠন, জাতীয় সামাজিক সংলাপ ফোরাম ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হবে। এ ছাড়া কোন কোন আচরণ যৌন হয়রানি হিসেবে গণ্য করা হবে সেগুলোও আইনে সুস্পষ্ট করা হয়েছে। শ্রমিকের প্রতি বৈষম্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, ধর্ম, রাজনৈতিক মতামত, জাতীয়তা, সামাজিক অবস্থান, বংশ বা প্রতিবন্ধিতার কারণে কোনো ব্যক্তিকে আলাদা করা, বাদ দেওয়া বা কম গুরুত্ব না দেওয়ার বিষয়টি যুক্ত রয়েছে আইনে।

সরকার গত সোমবার রাতে শ্রম আইন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ জারি করেছে। গত ২৩ অক্টোবর উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এই আইন সংশোধনের বিষয়টি চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়।

সংশোধিত শ্রম আইন নিয়ে শ্রমিকনেতারা সন্তোষ প্রকাশ করলেও শিল্পমালিকেরা কয়েকটি বিধান নিয়ে ক্ষুব্ধ। তাঁদের দাবি, শ্রমিকের সংজ্ঞায় কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে আসায় বিভ্রান্তি তৈরি করা হয়েছে। ইউনিয়ন নিবন্ধনে শ্রমিকের সম্মতির সংখ্যা এবং ভবিষ্য তহবিল নিয়ে টিসিসি সভায় যেসব সিদ্ধান্ত হয়েছিল, তা শেষ পর্যন্ত রাখা হয়নি।

জানতে চাইলে গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতির সভাপ্রধান তাসলিমা আখতার *প্রথম আলো*কে বলেন, শ্রম আইন সংশোধনের মাধ্যমে শ্রম অধিকার নিশ্চিতে এক ধাপ এগিয়ে গেল বাংলাদেশ। আইনটি শ্রমিকবান্ধব হলেও মালিকপক্ষের 'শঙ্কার কোনো কারণ নেই। এটি বাস্তবায়নে সরকার, মালিক ও শ্রমিকপক্ষকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।'

এত দিন কোনো কারখানা বা প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়ন করতে গেলে ২০ শতাংশ শ্রমিকের সম্মতি লাগত। এখন থেকে শতকরা হারটি থাকছে না, ন্যূনতম ২০ জনের সম্মতি থাকলেই ইউনিয়ন করা যাবে। মূলত ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনে কারখানার মোট শ্রমিকসংখ্যার বিপরীতে কতজনের সম্মতি লাগবে, সেটি বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

অধ্যাদেশ অনুযায়ী, কোনো প্রতিষ্ঠানে ২০ থেকে ৩০০ জন শ্রমিক থাকলে ট্রেড ইউনিয়ন করতে ২০ জনের সম্মতি লাগবে। এ ছাড়া ৩০১ থেকে ৫০০ শ্রমিক থাকা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ৪০ জন, ৫০১ থেকে ১ হাজার ৫০০ শ্রমিক থাকা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ১০০ জন, ১ হাজার ৫০১ থেকে ৩ হাজার শ্রমিক থাকা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ৩০০ জন এবং ৩ হাজার ১ থেকে এর বেশি শ্রমিক থাকলে ৪০০ জন শ্রমিকের সম্মতিতে ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা যাবে। একটি প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ পাঁচটির বেশি ট্রেড ইউনিয়ন করা যাবে না। এত দিন সর্বোচ্চ তিনটি করা যেত।

> ▶ ১০০ স্থায়ী শ্রমিক থাকলেই ভবিষ্য তহবিল করা বাধ্যতামূলক।
> ▶ শ্রমিকদের কালোতালিকাভুক্ত করার বিষয়টি নিষেধ করা হয়েছে।
> ▶ শ্রমিকের প্রতি বৈষম্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

এত দিন শ্রম আইনে শ্রমিকদের সুবিধার জন্য ভবিষ্য তহবিল গঠনের কথা বলা থাকলেও তা বাধ্যতামূলক ছিল না। তবে এবার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অধ্যাদেশে বলা হয়েছে, ১০০ স্থায়ী শ্রমিক থাকলেই মালিকপক্ষকে কর্মীদের জন্য ভবিষ্য তহবিল গঠন করতে হবে। তবে বিকল্প ব্যবস্থার কথাও বলা হয়েছে। কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সর্বজনীন পেনশন স্কিম প্রগতিতে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করলে ভবিষ্য তহবিল করা থেকে অব্যাহতি পাবে মালিকপক্ষ। সে ক্ষেত্রে পেনশন স্কিমে মালিক ৫০ শতাংশ ও শ্রমিক ৫০ শতাংশ চাঁদা দেবেন।

জানতে চাইলে নিট পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম *প্রথম আলো*কে বলেন, টিসিসির বৈঠকে যে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, সেখান থেকে সরে গিয়ে সরকার অন্য কারও স্বার্থে বা কারও দ্বারা প্রভাবিত হয়ে শ্রম আইন সংশোধন করেছে। এতে শ্রমিকের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়নি। শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হবে। শ্রমিক অসন্তোষ বাড়বে।

অতীতে দেখা গেছে, মজুরি বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন দাবিদাওয়া আদায়ে আন্দোলনে নামতে বাধ্য হতেন শ্রমিকেরা। আন্দোলন ঠেকাতে শিল্পমালিকেরা অনেক সময় শ্রমিকদের চাকরিচ্যুত করার পাশাপাশি তাঁদের কালোতালিকাভুক্ত করতেন। তখন শ্রমিকদের নতুন কারখানায় চাকরি পাওয়া কঠিন হতো। সংশোধিত শ্রম আইনে শ্রমিকদের কালোতালিকাভুক্ত করার বিষয়টি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ ছাড়া মালিক বা মালিকদের সংগঠনের নিয়ন্ত্রণে শ্রমিক সংগঠন গঠনে উৎসাহ দেওয়া যাবে না। পক্ষপাতমূলকভাবে বিদ্যমান ট্রেড ইউনিয়নের কর্মকর্তাদের বরখাস্ত এবং অন্য ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করা যাবে না।

জানতে চাইলে শ্রমিকনেতা বাবুল আক্তার *প্রথম আলো*কে বলেন, শ্রম আইনের সুফল শ্রমিকের কাছে পৌঁছাতে হলে বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম স্বচ্ছ ও দায়বদ্ধ করতে হবে। একই সঙ্গে দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে।

শ্রম আইন সংশোধন প্রত্যাখ্যান করে তা সংশোধনের দাবি জানিয়েছে তৈরি পোশাক ও বস্ত্রকল শিল্প মালিকদের তিন সংগঠন—বিজিএমইএ, বিকেএমইএ ও বিটিএমএ।

তিন সংগঠন যৌথ বিবৃতিতে বলেছে, ত্রিপক্ষীয় পরামর্শক পরিষদের (টিসিসি) সভায় সিদ্ধান্তের বাইরে কিছু বিষয় অধ্যাদেশে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রথম আলো ১৯ নভেম্বর ২০২৫

# অনেক অগ্রগতি, তবে কিছু জটিলতাও আছে

সৈয়দ সুলতান উদ্দীন আহমেদ, *সাবেক শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান*

সুলতান উদ্দীন আহমেদ

সংশোধিত শ্রম আইনে অনেক অগ্রগতি আছে। শ্রমিকের সংজ্ঞা পরিবর্তন করে পরিধি বাড়ানো হয়েছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শ্রমিকের সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এত দিন মধ্যম সারির কর্মীদের কোনো সুরক্ষা ছিল না। এ ছাড়া সংশোধিত আইনে গৃহশ্রমিকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যদিও তাঁদের পরিপূর্ণ সুরক্ষা দেওয়া হয়নি। তবে ট্রেড ইউনিয়ন করার সুযোগ পাবেন তাঁরা।

এ ছাড়া ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন আবেদন সহজ করা হয়েছে। কত জন শ্রমিকের সম্মতি লাগবে, সেটি সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। দর-কষাকষিতে ফেডারেশনগুলোর ভূমিকা আরও স্পষ্ট করা হয়েছে। শ্রমিকদের জন্য ভবিষ্য তহবিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। একটি জাতীয় সামাজিক সংলাপ ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ করার কথা বলা হয়েছে। এগুলো ইতিবাচক অগ্রগতি।

আউটসোর্সিংকর্মী, দৈনিক ভিত্তিক কর্মীদের সামাজিক সুরক্ষা ও দর-কষাকষির জন্য সংগঠন করার অধিকার দেওয়া এখন সময়ের দাবি হয়ে পড়েছে।

এখন থেকে ন্যূনতম ২০ জন শ্রমিকের সম্মতিতে ইউনিয়ন নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা যাবে। এটি বড় কারখানাগুলোতে সুফল দিলেও ছোট কারখানার ক্ষেত্রে জটিলতা তৈরি করবে। কোনো কারখানায় ৫০ জন শ্রমিক থাকলে কমপক্ষে ২০ জন, অর্থাৎ ৪০ শতাংশ শ্রমিকের সম্মতি লাগবে। কারখানার মোট শ্রমিক সংখ্যা ৩০ হলে ৬০ শতাংশ শ্রমিকের সম্মতি লাগবে। যেহেতু দেশের অধিকাংশ কারখানা ছোট, সে কারণে এই জটিলতায় শ্রমিকের সুরক্ষা বিঘ্নিত হবে।

একটি কারখানায় পাঁচটি ট্রেড ইউনিয়ন করার সুযোগ প্রতিষ্ঠানে সমস্যা সৃষ্ট করবে না যদি সেখানে সংগঠন করার উপযুক্ত পরিবেশ থাকে। একটি ইউনিয়ন যদি কার্যকর হয়, তাহলে আর ইউনিয়ন হবে না। এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোকে দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে। কেউ যেন ইউনিয়ন করার প্রতিযোগিতায় না নামে, সেটি তদারকি করতে হবে।

জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের কোনো নির্দেশনা সংশোধিত শ্রম আইনে নেই। এটা বর্তমান

# আইন যা-ই হোক, সঠিক বাস্তবায়নই বড় কথা

আবুল কালাম আজাদ, *সভাপতি, ট্যানারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন*

আবুল কালাম আজাদ

সংশোধিত শ্রম আইন অধ্যাদেশে শ্রমিকদের কালো তালিকাভুক্ত করার বিষয়টি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু ২৬ ধারায় শ্রমিকের চাকরিচ্যুতির বিষয়টি বাদ দেওয়া হয়নি। অধ্যাদেশে মাতৃত্বকালীন ছুটির সময় কয়েক দিন বাড়ানো হয়েছে। তবে সরকারি কারখানা অথবা সংস্থায় মাতৃত্বকালীন ছুটির সমপরিমাণ ছুটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানেও দেওয়ার দাবি ছিল আমাদের। আমরা মনে করি, মাতৃত্বকালীন ছুটির বিষয়ে কোনো বৈষম্য থাকা উচিত না। দেশের রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ইপিজেড) ও অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শ্রম আইন রয়েছে। আমাদের দাবি ছিল, দেশের সবখানে একই শ্রম আইন থাকবে; সেটি হয়নি। নতুন অধ্যাদেশ অনুযায়ী, একটি প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ পাঁচটি ট্রেড ইউনিয়ন করা যাবে, যা এত দিন তিনটি ছিল। এটি ইতিবাচক দিক। এতে অন্যান্য খাতের মতো চামড়াশিল্প খাতেও শ্রমিকেরা আরও বেশি সংগঠিত হওয়ার সুযোগ পাবেন।

এসব দেখে প্রাথমিকভাবে মনে হয়েছে সংশোধিত শ্রম আইন অধ্যাদেশে শ্রমিক সংগঠনগুলোর দাবিদাওয়ার কিছু কিছু বিষয় এসেছে, আবার কিছু কিছু বিষয় আসেনি। আমরা সব শ্রমিক সংগঠন আলাপ করে সর্বসম্মতভাবে একটা প্রতিক্রিয়া দেব। তবে আইন, বিধি যা-ই হোক, সেগুলোর সঠিক বাস্তবায়নই সবচেয়ে বড় কথা। বাংলাদেশের শ্রম আইন বলেন, বিধিমালা বলেন—এসব যে খুব খারাপ পর্যায়ে আছে, এমন না। কিন্তু আমরা সব সময় লক্ষ করি, এসব আইন ও বিধির প্রয়োগ বা বাস্তবায়ন ঠিকভাবে হয় না। অতীতেও বিভিন্ন সময় বহুবার শ্রম আইন সংশোধন হয়েছে; বিধি পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু বাস্তবায়নের দুর্বলতার ক্ষেত্রে আমরা খুব বেশি পার্থক্য দেখিনি।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার
২৭ কার্তিক ১৪৩২, ১২ নভেম্বর ২০২৫

# নতুন শ্রম আইনসহ সংস্কারের অগ্রগতি জেনেভায় উপস্থাপন করবে বাংলাদেশ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কনভেনশন বাস্তবায়নে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। নতুন শ্রম আইন প্রণয়নসহ বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রমের এই অগ্রগতি আগামী ২০ নভেম্বর জেনেভায় আইএলওর সাধারণ সভায় উপস্থাপন করবে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। মঙ্গলবার বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে গণসাক্ষরতা অভিযান ও অক্সফাম ইন বাংলাদেশ-এর যৌথ আয়োজনে 'শ্রম অধিকার সুরক্ষা ও আইএলও কনভেনশন বাস্তবায়নের পরবর্তী করণীয়' শীর্ষক এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম. সাখাওয়াত হোসেন বলেন, 'আগামী ২০ নভেম্বর আইএলও'র সাধারণ সভায় আমরা এ বিষয়টি উপস্থাপন করব।

শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা ও দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে বাংলাদেশ যেন আরো শক্ত অবস্থান নিতে পারে, সে লক্ষ্যেই আমাদের উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে।'

তিনি আরো বলেন, এর চেয়ে ভালো শ্রম আইন আমরা আগে কখনো পাইনি; এটি দীর্ঘদিনের দাবি ছিল। তবে শুধু আইন প্রণয়ন নয়, এর যথাযথ বাস্তবায়নই এখন বড় চ্যালেঞ্জ। অনেক প্রতিষ্ঠান ঋণখেলাপির কারণে শ্রমিকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তাই শ্রমিকদের পাওনা আদায়ে সরকার ইতিমধ্যে নানা পদক্ষেপ নিয়েছে।

ড. সাখাওয়াত হোসেন বলেন, শ্রম সম্পর্কের ভারসাম্য রক্ষায় মালিক, শ্রমিক ও নাগরিক সমাজ; সব পক্ষেরই ভূমিকা থাকা জরুরি। এনজিওগুলো শ্রমিক ও শ্রমিকনেতাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সহায়তা করতে পারে, কারণ দক্ষ নেতৃত্ব ছাড়া স্থিতিশীল শ্রমসম্পর্ক গড়ে ওঠে না।

তিনি আরো বলেন, আইএলওর ১৫৫, ১৮৭ ও ১৯০ নম্বর কনভেনশন অনুসমর্থনের মাধ্যমে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র দেশ হিসেবে সংস্থাটির ১০টি মৌলিক কনভেনশন অনুস্বাক্ষর করেছে। এটি শ্রমিকদের সুরক্ষায় সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকারের বড় প্রতিফলন। উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা আইএলও কনভেনশন (১৫৫, ১৮৭ ও ১৯০) অনুস্বাক্ষরের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে ধন্যবাদ জানান এবং এর দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য আইনি ভিত্তি শক্তিশালী করার আহ্বান জানান। সভায় বক্তব্য দেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব ও ক্যাব-এর চেয়ারপারসন এএইচএম সফিকুজ্জামান, শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান ও বিলস-এর নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ, নারী সংস্কার কমিশনের প্রধান শিরীন পারভীন হক, আইএলও-এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার নিরান রামজুথান, অক্সফাম ইন বাংলাদেশ-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর আশিষ দামলে, প্রোগ্রাম ডিরেক্টর মাহমুদা সুলতানা এবং শ্রম সংস্কার কমিশনের সদস্য তাসলিমা আখতার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী।

THE FINANCIAL EXPRESS November 6, 2025

# Drop in female workforce implies unfriendly working environment

FE REPORT

The drop in female workforce participation in the job market and their shift to home-based businesses reflect an unfriendly working environment, speakers observed at a consultation, urging steps by all concerned from now on in line with the ILO Convention 190.

As the government ratified the Convention of the International Labour Organisation last month, the speakers said civil society members, non-governmental organisations, development partners, and the private sector should work together to be pressure groups to the government to formulate and amend related laws and policies for eliminating violence and harassment in the world of work.

Winrock International in collaboration with Bangladesh Institute of Labour Statistics (BILS) organised the consultation with private sector on 'Making the workplace more women-friendly' at a city hotel on Wednesday.

Switzerland-backed Ashshash Project extended support for the event while The Business Standard was the media partner.

Director (Research and Development) of BILS Nazma Yesmin presented the keynote paper and BILS Executive Director Syed Sultan Uddin Ahmed discussed on the way forward.

Representatives from different government organisations, local and international NGOs, the Ministry of Labour and Employment, Department of Inspection for Factories and Establishments, ILO, SME Foundation, Partex, Transcom, bdjob.com, BGMEA and BKMEA spoke on the occasion.

Observe speakers at BILS' consultation, urging steps in line with ILO Convention

Country Representative and Project Director Ashshash Winrock International Dipta Rakshit and Senior Manager Md GF Rabbani also addressed.

The keynote paper highlighted the achievement of women in the job market in different sectors and said the increase in women participation in the labour market to 42 per cent from 34 per cent has not been reflected in creating of working environment in mills and factories.

Despite the increase, women's inclusivity in the labour market is not satisfactory compared to men and 97 per cent women are working in the informal sector as sales girls, clerical and elementary workers. Only five per cent women are in managerial and various professional positions. Some 926,000 women workers are completely unemployed.

The BILS executive director said men and women discrimination exists due to lack of social advancement in line with the country's economic advancement from lower to middle income country.

He underlined the need for formulating a national minimum standard of workplace as there is no standard of working environment maintained for both men and women in many backward and forward linage offices, government offices including city corporation, for its all kinds of staff.

The BILS chief also said women in that case are more vulnerable than men, laying importance on changing the mindset of 'any job is better than no job' for improving the working environment.

Besides, from his experiences talking with cross section people while in labour reform commission, he said said there is no law for the officials, young professionals, researchers, engineers etc. also no facilities are provided for safe transportation and housing in the country.

Deputy Secretary of MoLE Nilufar Yasmin said the government has already started working on making the ILO Convention 190 after ratifying it on October 22.

Other speakers highlighted the issues like low pay, lack of recognisation of women's works, absence of child care centre and breast-feeding corner at workplaces. Matters related to maternity leave along with giving adequate time for reinstating mother into work are still found to be causes for leaving jobs by majority women.

They also laid importance on creating awareness from policy level to men, women and family level to sensetising them the need for changing mindsets on looking into people as human being.

smunima@yahoo.com